INDEX

25th March, 1969 :			Page
1. Questions. ...	...	...	1
2. Calling Attention.	...	...	21
3. General Discussion on Budget for 1969-70.	...	...	22
4. Discussion on Matters of Urgent Public Importance.	...	...	55
5. Papers Laid on the Table.	...	...	63

26th March, 1969 :

1. Questions.	...	...	1
2. Question of Privilege.	...	...	9
3. General Discussion on Budget for 1969-70.	...	...	12
4. Papers Laid on the Table.	...	...	68

27th March, 1969 :

1. Questions... ...	...	...	1
2. Calling Attention	...	...	21
3. Presentation of the report of the Committees.	...	...	22
4. Demands for Grants.	...	...	23
5. Private Members' Resolution.	...	...	76

28th March, 1969 :

1. Questions. ...	...	...	1
2. Calling Attention	...	...	27
3. Demands for Grants for 1969-70.	...	...	27
4. Private Members' Resolution.	...	...	76
5. Papers Laid on the Table.	...	...	81

31st March, 1969 :

1. Questions.	...	...	1
2. Question of Privilege.	...	...	14
3. Demands for Grants for 1969-70.	...	...	15

1st April, 1969 :

1. Questions. ...	...	...	1
2. Question of Privilege	...	...	22
3. Demands for Grants for 1969-70.	...	...	23
4. Private Members' Resolution.	...	...	75
5. Papers Laid on the Table.	...	...	82

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

March, 25, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 25th March, 1969.

PRESENT

The Hon'ble Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Dy. Minister, and twentyone Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 46.

Shri Tarit Mohan Das Gupta—Question No. 46. sir

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের ম্যালেরিয়া নির্মুল দপ্তরের সার্ভেলেন্স ওয়ার্কারদের কাজ কি ?

২। সার্ভেলেন্স ওয়ার্কারদের মধ্যে যারা মেট্রিক পাশ, তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিযোগ করা হয় কি ?

৩। সার্ভেলেন্স ওয়ার্কারদের কতজন ম্যাট্রিকুলেট, কতজন নন-ম্যাট্রিক, তাদের জন্য কোন স্কেল আছে কি ?

৪। আজ পর্যান্ত কয়টি Redical treatment হয়েছে, তার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। সার্ভেলেন্স ওয়ার্কারগণ তাহাদের নির্দিষ্ট এলাকার প্রতি বাড়ীতে প্রত্যেক জ্বরাক্রান্ত রোগীর রক্ত নিয়া প্রতিষেধক বটিকা খাওয়াইয়া দেওয়ার বিধান আছে এবং ঐ রক্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটারীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, অধিকন্তু D.D.T. ছড়াইবার সময় তাহার এলাকায় পর্য্যবেক্ষণের কাজ করিয়া থাকে।

২। ম্যাট্রিক পাশ কর্মীকেও সার্ভেলেন্স ওয়ার্কারের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে হয়।

৩। ম্যাট্রিকুলেট—৩, নন ম্যাট্রিকুলেট—২৪৬ জন। তাহাদের বেতন—২৫ [fixed] +১০ টাকা এড্ ইনটেরিম ইন্‌ক্রিজ+৩০ টাকা মাগ্‌গী ভাতা (D.Pay)+মাগ্‌গী ভাতা—৬২.৫০ পঃ (D.A)+পরিপূরক ভাতা ৭.৫০ পঃ বিশেষ পরিপূরক ভাতা ৭.৫০+বাড়ীভাড়া ভাতা—৬·৫০ ক্যাশ এলাউন্স ৫ টাকা)

৭। বিগত চার বৎসরের Redical treatment এর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৯৬৫—৬৭১ জন	মোট ৭,১০৫ জনকে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।
১৯৬৬—১২৭০ জন	
১৯৬৭—২০৬৩ জন	
১৯৬৮—৩০৪১ জন	

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এখানে যে সংখ্যা বলা হয়েছে তারা কি ব্লক ভিত্তিক না তহশীল ভিত্তিক আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :— বিভিন্ন সাব ডিভিশনে সারভেলেন্স ইন্সপেক্টারদের জুরিশডিক্শান ভাগ করে দেওয়া আছে তার আণ্ডারে চারজন কর্মচারী আছে, তারা সেই সমস্ত কাজ দেখছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সারভেলেন্স ইন্সপেক্টারদের যে দায়িত্ব দেওয়া আছে, সেই দায়িত্ব তারা পালন করে নাই। এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সারভেলেন্স ওয়ার্কারদের বেতন, সারভেলেন্স ইন্‌সপেক্টরদের বেতনের মত রিভাইজ্‌ড হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— হয় নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— এই সম্পর্কে প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে বিবেচনাধীন আছে, সেটা কি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান হয়েছে, কিংবা এখনও সেটা ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— কেন্দ্রীয় সরকারে ত্রিপুরা বিভাগের যারা এই কাজকর্ম করছেন, তারা সেটা কম্পাইল করে দেখছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কবে এটা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত — আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত কেস ম্যালেরিয়ায় জার্ম হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কত কেস চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— এখানে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, এইগুলি হচ্ছে পজিটিভ, এইগুলি ম্যালেরিয়া বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং তাদের ফুল কোর্স ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। এর চেয়েও বেশী শ্লাইড একজামিন করা হয়েছে।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সারভেলেন্স ইন্স-পেক্টারদের পে-স্কেল যখন রিভিশন হয়ে এসেছে, তখন সারভেলেন্স ওয়ার্কারদের পেস্কেল রিভিশন না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা যারা তখন পেস্কেল রিভিশন করেছেন তারা সেটা অল ইণ্ডিয়া বেসিসের উপর নির্ভর করে করেছেন, তারা তখন এটা কেন করেন নাই, সেটা আমার পক্ষে বলা কঠিন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, সারভেলেন্স ইন্স-পেক্টারদের পে-স্কেল রিভিশন করবার জন্য যখন প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল, তখন সারভেলেন্স ওয়ার্কারদের পেস্কেল রিভিশনের প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে সংখ্যা এখানে বলা হয়েছে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে, এটা কি সামগ্রিকভাবে যতদিন থেকে এটা করা হচ্ছে তার মোট সংখ্যা না ইয়ারওয়াইজ এবং এই সংখ্যা কি বাড়তির দিকে না কমতির দিকে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি এখানে ইয়ারওয়াইজ অর্থাৎ প্রত্যেক বছরের সংখ্যাও বলেছি এবং মোট সংখ্যাও বলেছি। ১৯৬৫'এ-৬৭১ জন। ১৯৬৬-৫৩০ জন। ১৯৬৭-২৫৬৩, ১৯৬৮-৩২৩১। এই সংখ্যার হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে এটা বাড়তির দিকে।

Mr. Speaker :—All these are positive.

Shri Taritmohan Das Gupta :—All these are positive.

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 127

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে জগবন্ধুপাড়া ও রাইমা ডাক্তারখানায় অনেকদিন যাবত কোন ডাক্তার নাই ;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে সরকার তাহা প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

৩। উক্ত এলাকার জনসাধারণই বা কিভাবে ঔষধপত্র নিয়া থাকে ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। স্থানীয় কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে Civil Assistant Grade—II ডাক্তার নিয়োগের জন্য যথারীতি প্রয়াস অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কোন উপযুক্ত প্রার্থী পাঠাইতে সমর্থ হন নাই। যথা সত্বর উপযুক্ত প্রার্থী পাইলেই পদ-গুলি পূর্ণ করা হইবে।

৩। অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডারের দ্বারা বর্ত্তমানে ডিসপেন্সারীদ্বয় পরিচালিত হইতেছে এবং তাহারা যথারীতি চিকিৎসার্থী জনসাধারণকে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিতেছে।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 145.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 145.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মহারাজার Tribal reserveএর সর্ত্তানুসারে ত্রিপুরার ৫টি উপজাতি (ত্রিপুরী, রিয়াং, নোয়াতিয়া জমাতিয়া ও হালাম) ব্যতীত কোন উপজাতি বা জাতি ঐ areaতে অনুপ্রবেশের আইনানুগ বিধান নাই ;

২। বাস্তবে ঐ বিধান লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিতেছে কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহা তদন্ত করে দেখবেন কি ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার ভিতর বে-আইনীভাবে অন্য জাতি বসবাস করছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বসবাস করা আর অনুপ্রবেশ করা এক নহে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রিজার্ভ সংরক্ষণের দায়িত্ব কার ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইহা সরকারের দায়িত্ব।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যদি সত্যি সত্যি এই ৫টা জাতি বসবাস করে থাকে তাহলে এই আইনকে অবমাননা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বললাম অনুপ্রবেশ করা হয় নাই। কারণ মহারাজার সময়েই এই পাঁচ জাতি ছাড়া অন্যরা এবং কতগুলি জায়গাতে রিফ্যুজি সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে রিলীজ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন, মহারাজার ঘোষিত যে রিজার্ভ তার ভিতর বন্দোবস্ত দেওয়া যায় না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি বললাম যে এইরকম কোন বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই। মহারাজার আমলে যারা ছিল সেখানে তারা সেই অবস্থায় আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বর্ত্তমানে ১৭৬০ বর্গমাইল যে রিজার্ভ এলাকা অর্থাৎ মাতা মহারাণীর আমলে যে খোলা হয়েছে তার বলে যে পাঁচ জাতির এক্সজিস্টেন্স আছে সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে সেখানে সেই আইন অগ্রাহ্য করে তার ভিতর বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, সেই সম্পর্কে তিনি তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নন্-ট্রাইবেল দেওয়া হয় নাই। পাঁচ জাতিই আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এই পাঁচ জাতি ছাড়া বে-আইনীভাবে বসবাস করছে এমন লোক আছে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বললাম যে মহারাজার সময়ে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, মগ, কুকী, লুসাই, প্রভৃতি ছিল। অর্থাৎ সেই সমস্ত জাতি বন্দোবস্ত কৃত জায়গাতেই আছে এবং হয়ত এই সেটেলমেণ্টও তাদের সেই অনুসারে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা যেটা রিজার্ভমুক্ত করা হয়েছে সেটা নিয়ে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বললাম যে শাখান আছে, লংত্রাই আছে, লুসাই হিল আছে, ঐ সমস্ত জায়গাতে তারা ছিল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এই রিজার্ভ আইন বলবত হওয়ার পর তারা ঢুকেছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—বর্গা আইন অনুসারে তাদের সেখানে সত্ব থাকতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই পাঁচটি উপজাতি ব্যতিত চাকমা, রিয়াং, ওরা ট্রাইবেল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—রিজার্ভ আইনে তারা পড়ছে না। কারণ এই পাঁচ জাতির জন্যই সেটা রিজার্ভ করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তদন্তক্রমে যদি পাওয়া যায় যে খাস জায়গাতে অন্যরা যারা বসবাস করছে, তাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যারা ডুম্বুর এরিয়াতে আছে তাদের জায়গা নিয়ে তাদিগকে জায়গা দিতে হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—জায়গা দিতে হবে সেই এরিয়াতে না সেই ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়াতে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেই এরিয়াতে দিতে হবে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Mr Speaker, Sir, question No. 163.

Shri T. M. Das Gupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 163.

প্রশ্ন

১। বোনাস আইন অনুসারে কোন্ কোন্ চা বাগান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার শ্রমিক কর্ম্মচারীদের যথাসময়ে বোনাস দিতেছেন না তাহাদের নাম ?

২। পাওনা বোনাসের টাকা যাহাতে সম্যক শ্রমিক কর্ম্মচারীরা পান তাহার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

উত্তর

১। ক) মুক্তিছড়া চা বাগান।
খ) শোভা চা বাগান।
গ) রাংরুং চা বাগান।
ঘ) সরোজিনী চা বাগান।
ঙ) জগন্নাথপুর চা বাগান।
চ) খোয়াই চা বাগান।
ছ) গারদটিলা চা বাগান।
জ) দারং টিলা চা বাগান।
ঝ) হরেন্দ্রনগর চা বাগান।

ঞ) দুর্গাবাড়ী চা বাগান।

ট) বিনোদিনী চা বাগান।

ঠ) কল্যাণপুর চা বাগান।

ড) লীলাগড় চা বাগান।

ঢ) লুধুয়া চা বাগান।

ণ) কালীঘাট বিড়ী ফ্যাক্টরী।

ত) প্রসন্নময়ী ফ্যাক্টরী।

থ) ন্যাশনাল মেকানিক্যাল ওয়ার্কস।

দ) ত্রিপুরা পলিথিন।

ধ) রায় মেকানিক্যাল ওয়ার্কস।

ন) নারায়ণ মেকানিক্যাল ওয়ার্কস।

প) শিবশক্তি স' মিল।

ফ) চন্দনা বিড়ী ফ্যাক্টরী।

ব) ত্রিপুরা প্রডিউস কোং।

ভ) তীর্থময়ী এলুমিনিয়াম প্রডাক্টস।

২। মালিক পক্ষ যাহাতে ১৯৬৫ ইং সনের বোনাস আইনের বিধানমূসহ সামগ্রিকভাবে চালু করেন তজ্জন্য প্রথমতঃ তাহাদিগকে প্ররোচিত করা হয় এবং তাহাতে কোন ফল না পাইলে ঐ সমস্ত মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মালিক পক্ষের নিকট হইতে বোনাসের টাকা আদায়ের জন্য ১৯৩৬ ইং সনের "পেমেণ্ট অব ওয়েজেস" আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কেন এই বোনাস দেওয়া হচ্ছে না এই সম্পর্কে কোন এনকোয়ারী করে দেখা হবে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—না দেওয়ার কারণ হচ্ছে বাগানগুলি অত্যন্ত ছোট। তারা বলেন বাগানগুলি 'লসে' রাণ করছে। এই কারণে তারা দিচ্ছেন না। তাহলেও সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আলোচনার পর তাদের বিরুদ্ধে কেস্ রুজু করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন দুই বৎসরের উপর বোনাস বাকী আছে, এই রকম বাগান কয়টি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যে বাগানগুলির নাম বললাম তাদের অবস্থা তাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যে সমস্ত বাগানের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ সেই বাগানগুলিকে চালু রাখার জন্য কোন ফিনানসিয়াল হেলপ দেওয়ার বন্দোবস্ত সরকার থেকে আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই রকম কোন বিধান নাই। তবে মালিক পক্ষ যদি চান তাহলে আসাম ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন থেকে টাকা নিয়ে তারা বাগান চালাতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরার মধ্যে যে বাগান একমাত্র শিল্প এবং সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— আমাদের সরকার চান যে ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন থেকে টাকা নিয়ে তারা বাগান ভাল করে চালাতে পারেন এবং লেবারের ঘর নির্মাণের জন্য যে ঋণের ব্যবস্থা আছে সেখান থেকে ঋণ নিয়ে ঘর ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারেন। তবে আসাম ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন থেকে তারা নিয়েছেন বলে জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করেন যে ত্রিপুরার মধ্যে চা বাগানই একমাত্র শিল্পও সেই দিক থেকে সরকার পক্ষ থেকে এই চা বাগানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— সরকারী পক্ষ থেকে, আসাম ফিনান্স করপোরেশন যেটা আছে, তার থেকে টাকা নিয়ে যাতে বাগানকে উন্নত করেন, তাছাড়া লেবারদের কন্ডিশান ভাল করার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ ব্যবস্থা আছে, তারপর সেখান থেকে ঋণ নিয়ে যাতে তাদের বাড়ীঘর আরো ইমপ্রুভ করতে পারেন সেই দিক দিয়েও স্কীম আছে। অতএব ঋণের টাকা কোন বাগান এখন পর্য্যন্ত নেন নাই। যদি তারা নিতে চান তাহলে সেই আসাম ফিনান্স করপোরেশন থেকে সেটা তারা নিতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে এখানকার কোন বাগানের মালিক ফাইনান্সিয়াল হেল্পের জন্য কোন দরখাস্ত করেন নাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেটা আমাদের কাছে নয়, আসাম ফাইনান্স করপোরেশন যেটা রয়েছে, তারা কোন আসামের ইণ্ডাষ্ট্রিজকে ঋণ দেন তেমনি এখান থেকে যদি চা বাগানগুলি চায়, তাহলে তারা সেটা করতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে সরাসরী যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে কেউ সাহায্যের জন্য আসেন নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে আসাম ফিনান্স করপোরেশন যেটা আছে, তাতে ত্রিপুরার কোন প্রতিনিধি আছেন কিনা যে ত্রিপুরা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল কর ত পারেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেরকম আছে, যদি চা বাগানগুলি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তারা সেটা ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ত্রিপুরা সরকারের কোন প্রতিনিধি ঐ আসাম ফিনান্স করপোরেশনে আছেন কিনা এবং থাকলে কে কে আছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— হ্যাঁ আছেন, আমাদের ফিনান্স সেক্রেটারী সেই কমিটিতে আছেন।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Starred Question No. 177.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— (Minister in-charge of the Health Department) Starred Question No. 177.

QUESTION

১) ত্রিপুরা য় ১৯৬৬-৬৭ইং সনে Food Adulteration Act অনুসারে কত কেইস কোর্টে দায়ের হয়েছে তন্মধ্যে কতটা কেইসে শাস্তি হয়েছে (Sub-Division wise break up).

২) ইহা কি সত্য Food Adulteration বাড়ছে কিন্তু কেইস এর সংখ্যা কমছে ?

ANSWER

Materials under eollection.

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Starred Question No. 206.

Shri Tarit Mohan Dasgupta (Minister in-charge of the Medical Department)

Starred Question No. 206.

QUESTION

১) G. B. ও V. M. হাসপাতালে মোট কতজন O. T. Assistant আছেন ?

২) তাহাদিগকে দৈনিক কতঘন্টা করিয়া কাজ করিতে হয় ?

ANSWER

১) (ক) জি, বি, হাসপাতালে ৩ জন ও (খ) ভি, এম, হাসপাতালে একজন O. T. Assistant আছেন।

২) দৈনিক আট ঘন্টা করিয়া।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কয়জন ও, টি এসিসটেন্ট বর্ত্তমানে জি, বি, ও ভি, এম, হাসপাতালে আছেন, তারা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বর্ত্তমানে যে কয়জন আছেন, কাজের দিক দিয়ে সেটা নিশ্চয় যথেষ্ট।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সপ্তাহে তাদের কতদিন ডিউটি করতে হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেখানে কারো কারো ৩ সপ্তাহ পর নাইট ডিউটী করতে হয়, এটা হচ্ছে জি, বি, হাসপাতালের বেলায় এবং তারা সেখানে যতজন আছেন, তাদের প্রত্যেকেই অলটার্নেটিভ ডেতে এটা করে থাকেন, মোটামুটী কারোরই ৮ ঘন্টার বেশী পরিশ্রম করতে হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ঐ সব ও, টী, এ্যাসিসটেন্টরা সেই কাজে ট্রেইণ্ড কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেখানে কাজ করতে করতে যারা অভিজ্ঞতা লাভ করছে এবং যারা বহুদিন ধরে ঐ বিশেষ কাজে অভিজ্ঞতা করছে, তাদেরকে ঐ পদে নেওয়া হয়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ও, টী. এ্যাসিসটেন্টদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সেখানে তাদেরকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়, এখন তাদের কার কি অভিজ্ঞতা আছে বা অর্জ্জন করছেন সেটাকে বা কারা সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— যে সময় ডাক্তারদের আণ্ডারে তারা অধিকাংশ সময় কাজ করছেন, সেই ডাক্তাররাই সেটা নির্ব্বাচন করে দিচ্ছেন।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 217.

Shri S. L. Singh :— Starred Question No. 217.

QUESTION

1. What is the number of Jumias who have been settled in Kshetricherra and Baiboncherra Jumia Colonies in Kailashahar ?
2. What is the number of Jumias who have deserted from those colonies and what are the reasons for desertion ?
3. Whether it is a fact that a considerable portion of land have gone under the possession of the Money-lender ?
4. If so, what action is being taken against those Money-lenders ?

ANSWER

1)
2)
3)
4)

} Material is under collection

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Das Gupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Starred Question No. 325.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— Starred Question No. 325.

QUESTION

1) Whether any representation by the unemployed graduates have been made to the Chief Commissioner in 1968-69 for their employment ?

2. It so, the result there of.

REPLY

1) Yes.

5) The matters were generally discussed and attemps are being made to find out avenues of employment for unemployed graduates who are otherwise eligible.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে আন-এমপ্লয়েড গ্রেজুয়েটদের সংখ্যা কত ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—২৮/২/৬৯ ইং পর্যন্ত আন-এমপ্লয়েড গ্রেজুয়েটদের সংখ্যা হচ্ছে ৬৫০ জন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উক্ত গ্রেজুয়েটগণ যে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছেন তাতে তাদের কি কি দাবী ছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—চাকুরীর দাবী ছিল।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের দাবীগুলির মধ্যে চাকুরীর দাবী ছাড়াও অন্য আরও দাবী ছিল, সেগুলি কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ফর হ্যাট আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের কোন কোন দাবীর প্রতি সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—চাকুরী দেওয়ার বিশেষ দাবীর প্রতি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমাদের ত্রিপুরাতে এই সব গ্রেজুয়েটদের চাকুরী দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমরা এখন যা আছে তার থেকে ১৫৬ জনকে চাকুরীতে নিয়েছি, আরও কিছুকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি আপনি যে ৬৫০ জনের কথা বলেছেন, তাদের সবাইকে চাকুরীতে প্রভাইড করা চলবে কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বিচার করে দেখা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ৬৫০ জনের কথা বললেন তাদের সবাইকে ত্রিপুরাতে চাকুরী দিয়ে এবজর্ব করা চলবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যতটা এবজর্ব করা সম্ভব ততটাই এবজর্ব করা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে ৬৫০ জনকে ত্রিপুরাতে সরকারী চাকুরীতে এবজর্ব করা হবে না অন্য কোথাও তারা যাতে চাকুরী পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত : আমি তো বলেছি যে সেটা দেখা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ৬৫০ জন বেকার গ্রেজুয়েট আছে তাদেরকে আমাদের রাজ্য সরকারের চাকুরীতে, বা বাহিরের কোন সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দেওয়ার জন্য এই সরকারের কোন প্রচেষ্টা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে যেমন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে—যেমন আমাদের এখানে এন, পি, সি, সি, আছে এই রকম আরও বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে, তাছাড়া বাহিরেরও অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাতে তাদের নাম এমপ্লয়মেন্ট এ্যাক্‌চেঞ্জ থেকে পাঠানো হচ্ছে এবং সেখানে তাদের চাকুরী দেওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে তাদের চাকুরী দেওয়ার জন্য এই রাজ্যের ভিতরে বা বাহিরে যে সব সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে তারা যাতে চাকুরী পেতে পারে সেজন্য কোন চেষ্টা রাজ্য সরকার করছেন কিনা ? বা করলে কোথায় কোথায় সেই চেষ্টা চালিয়েছেন, তা জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ফর হ্যাট আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে ৬৫০ জন এখানে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে বি, ই, বা সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, বা টেকনিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—এই যে ৬৫০ জন এখানে নাম রেজো ষ্ট্র করেছে এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌ চেঞ্জে, তাদের মধ্যে অনেক হয়তো বেটার এমপ্লয়মেণ্টের জন্য রেজেষ্ট্রি করছে, সব যে বেকার তা নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি ইঞ্জিনীয়ারদের সংখ্যা জানতে চেয়েছিলাম ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা বলা হল, তাদের কতদিনের মধ্যে এমপ্লয়মেণ্ট দেওয়া হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এমপ্লয়মেণ্ট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হবে। তবে এখানে একজাক্ট টাইম বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে তপশীল উপজাতি আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই সম্পর্কে একটা কোয়েশ্চান দেওয়া আছে, সেটা বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। বনমালীপুর আস্তাবলের সংলগ্ন বস্তি হইতে পানীয় জল পাইবার জন্য এক বৎসর পূর্ব্বে পৌরসভার প্রশাসকের নিকট কোন দরখাস্ত করা হইয়াছিল কিনা ?

২। ঐ দরখাস্ত পাওয়ার পর পানীয় জল পরিবেশনের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আস্তাবল মাঠের পশ্চিমদিকে এবং (Palace) পেছন দিগস্থ গেইটের উত্তর দিকে অবস্থিত লেইক চৌমুহনী এরিয়াতে পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য মিউনিসিপ্যাল অফিসে আবেদন পাওয়া গিয়াছিল।

২। উক্ত এরিয়াতে জল সরবরাহের লাইন নাই বলিয়া তদন্তে জানা গিয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে অঞ্চলে পারিবারিক জল সরবরাহের কানেকশান নেওয়ার প্রার্থী ও বেশী সংখ্যক নাই। যাহা হউক Public Health Engineering Division কে ঐ অঞ্চলের জল সরবরাহের লাইন বসাইবার সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তাহাদের রিপোর্ট পাওয়ার পর এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১ স্যার।

প্রশ্ন

১। সরকারী কবিরাজদের বেতনের হার কয় প্রকার ও কি কি?

২। কিভাবে এই বেতনের হার নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে?

উত্তর

১। সমস্ত কবিরাজদের সমহারে বেতন মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহাদের বেতনের হার (২০০-১০-২৯০-ইবি-১০-৪০০)

২। সরকার যাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত নন-ট্রাইবেল এর জমির হস্তান্তর D. M. & Collector এর লিখিত অনুমতি ব্যতিত আইন সঙ্গত হইবে না। এই সর্ত্ত ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনে উল্লেখ আছে কি?

উত্তর

১। না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, এই ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পর ভূমিতে নন-ট্রাইবেল রায়তদের যে অধিকার এই আইনের বহির্ভূত কোন আইন বলবত থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করেন কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আইনে যাহা আছে তাই মেনে আমাদের চলতে হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রায়তদের যে ভূমির অধিকার, ভূমি সংস্কার আইনে যা দেওয়া হয়েছে, সেটা চালু হওয়ার পর মহারাজার আমলের যে ভূমি সংস্কার আইন সেটার যদি প্রয়োজন থাকত, তাহলে সেটা এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা গেলনা কেন?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—এটা পার্লামেন্ট করছেন, তাদের সেই অধিকার আছে, অতএব এটা তাদের উপর নির্ভর করছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তরে জানা গেল, এখানে আইনের বহির্ভূত একটা আইন এখানে বলবত আছে, সেই আইনটা ডি, এম, এণ্ড কালেকটারকে গাইড করার জন্য কোন রুলস আছে কিনা।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—রুলস্ যা আছে, সেটা মাননীয় সদস্যদের প্রত্যেকেরই জানা আছে। যে রুলস এ্যাক্টকে সাপলিমেন্ট করার জন্য এবং স্ট্রেংদেন করার জন্য আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—রিজার্ভ এরিয়া থেকে নন-ট্রাইবেলদের জমি হস্তান্তর করার কোন কোন রুলস আছে কিনা এবং সেটা চালু আছে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পার্লামেন্ট যে আইন করেছে, সেই আইনবলে যারা বর্গাদার আছে, তারাও ভূমির অধিকার পাবে। সেই আইন যদি সংশোধন করতে হয়, তাহলে পার্লা-মেন্টের অনুমোদন ছাড়া করা যাবে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্ত্তমানে ভূমি হস্তান্তরের কোন রুলস আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ভূমি রাজস্ব আইনে সেটা নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, এই এরীয়ার অন্তর্ভুক্ত ননট্রাইবেলরা সময়মত এবং উচিত মূল্যে জমি বিক্রী করতে না পারায়, বেশ অসুবিধা ভোগ করছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, রিজার্ভ এরীয়ার মধ্যে নন-ট্রাইবেলরা হস্তান্তর করতে যদি চান তাদেরকে ডি, এম'এর পার্মিশন নিতে হয় এবং এই পার্মি-শান নিতে তাদের ৩।৪ মাস লেগে যায়, এইরকম বহু নজীর আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নজীর থাকতে পারে, সেটা ট্রাইবেলদের উপকারের জন্য করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমি ট্রাইবেলদের কথা বলি নাই, আমি ননট্রাইবেলদের কথা বলছি যে তারা ডি, এম'এর বিনা অনুমতিতে জমি হস্তান্তর করতে পারেনা, সেই যে আইন চালু করা হয়েছে, তাতে তাদের বেশ অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আইন অনুসারে আমাদের চলতে হবে :

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। মটর শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা সম্পর্কে সরকার কোন্ আইন প্রনয়ন করিয়াছেন কি ?

২। ইহা কি সত্য যে মটর শ্রমিকদের নিয়োগ ও ছাঁটাই সম্পর্কে মালিকরা অনেকক্ষেত্রে কোন লিখিত আদেশ দেন না ?

৩। মটর শ্রমিকদের ইউনিয়নের নিকট হইতে সরকার এই সম্পর্কে কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি ?

৪। অভিযোগ পাইয়া থাকিলে, ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর

১। হঁা, ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট, ১৯৪৭ইং এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এমপ্লয়মেন্ট [ষ্টেণ্ডিং অর্ডার্স] এ্যাক্ট, ১৯৪৬ইং এই দুই আইনে সর্ব্বশ্রেণীর শ্রমিকের চাকুরীর নিরাপত্তার বিধান আছে। এই দুই আইন মটর শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২। হঁা।

৩। হঁা।

৪। ৭।৫।৬৭ইং তারিখের ত্রিদলীয় সভায় ইহা স্বিকৃত হইয়াছে যে সকল শ্রেণীর মটর শ্রমিককে তাহাদের নিযুক্তির তারিখ হইতে নিয়োগপত্র দিতে হইবে। ছাঁটাই কর্মচারী সম্পর্কে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডিসপিউটস এ্যাক্ট, ১৯৪৭ইং অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—গত এক বৎসরে কতজন মোটর শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এক বৎসরের হিসাব আমার কাছে নাই। তবে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ লেবার ডিরেক্টারের নিকট সেটেলমেন্টের জন্য এসেছে তার সংখ্যা হচ্ছে ৪২টি। সেই ৪০টির মধ্যে ৪টা ক্ষেত্র ছাড়া আর বাকী ক্ষেত্রে তাদের দাবী মেটানো হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মোটর শ্রমিক আইন সংশোধন করে তাদের চাকুরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলছি যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ষ্টেণ্ডিং অর্ডার, এই দুই আইনের মধ্যে চাকুরীর নিরাপত্তার বিধান আছে। কোন অভিযোগ এলে এই দুই আইনের বলে তা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ছাটাই শ্রমিক যারা শ্রম দপ্তরে দরখাস্ত করেছে তাদের সম্পর্কে কোন রকম তদন্ত করা হয়েছে কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি ৪টি ছাড়া বাকী ৪২টা সেটেল্ড হয়ে গেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে ৮।৫।৬৩তে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে মোটর শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল এই চুক্তি কতজনের ক্ষেত্রে প্রযোয্য হয়েছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যদি কোন অভিযোগ না আসে তাহলে সেটা আমার পক্ষ থেকে বলা সম্ভব নয়। কোন তারিখে এবং বিশেষ যদি কোনকিছু থাকে তাহলে আমি দেখতে পারি নোটীশ দিলে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 275.

Shri Prafulla Kr. Das :—Mr. Speaker, Sir. Question No. 275

প্রশ্ন

১। পেচারতল পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি;

২। যদি পরিকল্পনা থাকে, কখন করা হবে?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ২০ মাইল অ্যারিয়ার মধ্যে কোন পশু চিকিৎসালয় আছে কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—বর্তমানে ফটিকরায় এবং কাঞ্চনপুর চিকিৎসালয় মারফত চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় মারফতও করা হয়ে থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পেচারথলে ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসালয় কোন্ সময়ে গিয়েছিল ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—যখন ডাক পড়ে তখনি যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে প্রতি বৎসরে বহু গরু মারা যায় কিনা সেখানে ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—গো-মড়ক বিভিন্ন সময়ে হয় এবং যখনি ডাক পড়ে তখনি পশু চিকিৎসক যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যদি পেচারথলে একটা গরুর অসুখ হয় তাহলে সেই গরুকে কাঞ্চনপুরে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভবপর ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—বর্তমানে এর বেশী সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। তবে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে আরও ৪টি পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা আছে। তখন পেচারথলের কথা বিবেচনা করা হবে।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 300.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 300.

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে X-Ray plate এর অভাবে ত্রিপুরার সরকারী হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনমত এক্সরে করা হইতেছেনা।

২। ইহা কি সত্য নয় যে এক্সরে খুবই ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় বে-সরকারী গরীবরোগী উহা করাইতে পারেন না ?

৩। যদি সত্য হয় তবে X-Ray plate আমদানী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

উত্তর

১। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এবং রোগের গুরুত্ব অনুসারে সব সময়ে রোগীদিগকে এক্সরে করার সুবিধা দেওয়া হইতেছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। এক্সরে প্লেটের সরবরাহের স্বল্পতাবিধায়, অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 45.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 45.

প্রশ্ন

১। মানিকভাণ্ডারে একটি চ্যারিটিবল ডিস্পেন্সারী খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। এই সম্পর্কে মানিকভাণ্ডারের অধিবাসীদের কোন আবেদন আছে কি?

৩। আবেদন করিয়া থাকিলে, কতদিন পূর্ব্বে উহা করিয়াছিল?

৪। চতুর্থ পরিকল্পনায় তা আশা করা যায় কিনা?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

২। না।

৩। প্রশ্নই উঠেনা।

৪। সমগ্র ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হইবে।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 119.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 119.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে একজন কবিরাজকে সরকার থেকে মাসিক ২০০ টাকা ভাতা দেওয়া হইতেছে?	১। হ্যাঁ।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে সরকারী কোন্ আইনের বলে উক্ত ভাতা দেওয়া হইতেছে?	২। সরকারের মঞ্জুরী আদেশ অনুসারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কবিরাজের নাম বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—শ্রীবীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Mr. Speaker. Sir, question No. 148.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 148.

প্রশ্ন

১। অমরপুর M. P. Block এর কর্ত্তৃক M. T. কলোনীর নিকট পশ্চিমে সরকারের অর্থব্যয়ে কোন পুকুর খনন করা হইয়াছিল কি?

২। উক্ত পুকুর খনন করিতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল ও পুকুরটীর বর্ত্তমান অবস্থা কি?

উত্তর

১। হাঁ।

২। মোট ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় হইয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সব ঋতুতে পুকুরটি শুকনা অবস্থায় থাকে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—উনি বলেছেন বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সব সময়ে শুকনো থাকে। তাহলে এই জায়গাতে পুকুর খনন করার স্বার্থকতা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—জুট রটিং হতে পারে। কারণ বর্ষাকালে জুট রটিং একটা সমস্যা। আবার কোন কোন সময়ে জল থাকে সেখানে বুরো ধান চাষ হতে পারে আমন ধানও হতে পারে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই জায়গাতে আর কিছু বেশী টাকা খরচ করে সেখানে সারা বৎসর যাতে জল থাকে সেই ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার। টাকা খরচ করলেই সেই জায়গাতে জল থাকবে কিনা সেটাও দেখতে হবে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 168.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 168.

প্রশ্ন

১। মোটর শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন বেতন নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যে কমিটি গঠন করা হইয়াছিল তাহারা কি সুপারিশ করিয়াছেন ?

২। এই সুপারিশ কি মালিক শ্রমিক কর্ম্মচারী এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে কাহারা স্বীকার করেন নাই ?

৩। মোটর শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন বেতন নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

উত্তর

১। সঙ্গীয় সুপারিশের নকল দ্রষ্টব্য।

২। সরকারের নিকট দাখিলীকৃত রিপোর্টে শ্রমিক মালিক গং পক্ষের প্রতিনিধিসহ কমিটির সমস্ত সদস্যই স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। সরকারও কমিটির সুপারিশ সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। ১৯৪৮ ইংসনের নিম্নতম মজুরী আইনের বিধান অনুসারে নিযুক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্ত্তৃক ১৯৬৭ ইং সনেই মোটর পরিবহনে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE.

1. The Committee recommends that the minimum rates of Wages payable to the Drivers of Heavy vehicles be fixed at the rate of Rs. 160/- per month as basic pay plus Trip Allowance per diem @ Rs. 5/- subject to the minimum of Rs. 100/- per month.

2. The Committee recommends that the minimum rates of wages for Drivers of Medium vehicles be fixed @ Rs. 115/- per month as basic pay plus Trip Allowance per diem @ Rs. 4/- subject to the minimum of Rs. 60/- per month.

3. The Committee recommends that the minimum rates of wages for the Drivers of Light Vehicles be fixed @ Rs. 105/- per month as basic pay plus Trip Allowance per diem @ Rs. 4/- subject to the minimum of Rs. 60/- per month.

4. The Committee recommends that the minimum rates of wages for the Assistants (Handymen) of Heavy vehicles be fixed @ Rs. 60/- per month as basic pay plus Trip Allowance per diem @ Rs. 4/- subject to the minimum of Rs. 80/- per month.

5. The Committee recommends that the minimum rates of wages for the Assistants (Handymen) of medium and light vehicles be fixed @ Rs. 50/- per month plus Trip Allowance per diem @ Rs. 3·50 subject to the minimum of Rs. 52.50 per month.

6. The Committee recommends that the minimum rates of wages of Bus Conductor be fixed @ Rs. 65/- p. m. as basic pay plus Trip Allowance per diem @ Rs. 4/- subject to the minimum of Rs. 80/- p. m.

7. The Committee recommends that the minimum rates of wages for the Time-Keeper be fixed @ Rs. 75/- p. m. as basic pay plus Special Allowance of Rs. 45/- p. m.

8. The Committee recommends that the minimum rates of wages for Inspectors and Ticket-Cheker be fixed @ Rs. 100/- p. m. as basic pay plus Special Allowance of Rs. 50/- p. m.

9. The Committee recommends that the minimum rates of wages for Booking Clerk and Clerk (Office) be fixed @ Rs. 95/- p. m. as basic pay plus Special Allowance of Rs. 50/- p. m.

10. The Committee recommends that the minimum rates of wages for Peons and other Class IV staff be fixed @ Rs. 60/- p. m. as basic pay plus Special Allowance of Rs. 43/- p. m

11. The Committee recommends that the minimum rates of wages for post of Head Clerk should be fixed @ Rs. 118/- p m. as basic pay plus a Special Allowance of Rs. 55/- p. m.

12. The Committee recommends that the minimum rates of wages for the post of Accountant should be fixed @ Rs. 110/- p. m. as basic pay plus Special Allowance of Rs. 55/- p. m.

13. The Committee recommends that the minimum rates of wages for Mail-Runner should be fixed @ Rs. 85/- p. m. as basic pay plus Trip Allowance per diem @ Rs. 3·75.

Note :—(1) :—Though there is no such item as Mail-Runner in the definition as defined in the Motor Transport Workers' Act, 1961, yet it is found that such a post connected with the motor transport business is existing in Tripura for a pretty long time. So, we have recommended the minimum salary of Mail-Runner also along with other classes of workers.

Explanation—(1) :—"Trip Allowance per diem" shall mean the allowance payable to the employees for the day or days during which the vehicles will remain out of the owners' garrage on duty at a stretch.

If a vehicle remains idle and does not ply for more than two months at a stretch, then the employees will not get any Trip Allowance for the period in excess of two months, during which period the employees shall get the minimum Trip Allowance mentioned above.

Explanation :—(II) The terms "Heavy vehicles", "Medium vehicles" and "Light vehicles" shall have the same meaning in which these terms are used in the relevant Sections in the Motor Vehicles Act, 1939.

Special Note :—A memorandum of settlement arrived at amongst the representatives of the Employers and the representatives of the Employees and the Government on 8-5-67, was placed before the Committee. The above memorandum of settlement shows that the rates of minimum wages to be fixed by this Committee shall take effect retrospectively from the 1st January, 1967.

Though according to the provisions of the Minimum Wages Act we cannot legally recommend that the rates of wages to be recommended by the Committee should have retrospective effect, yet in view of the fact that there was such a settlement as per aforesaid, we invite the attention of the Government to clause 2 of the said memorendum of settlement dated 8-5-67 for any action, in this behalf, as the Government may deem fit.

We have recommended the minimum rates of wages only as provided [illegible] Minimum Wages Act. But as we have no authority to recommend the [illegible] of pay or hours of duty etc. we do not recommend anything in this behalf, but leave it to the Government for doing the needful according to the provisions of the relevant Act.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই হার পরিবর্ত্তনের জন্য শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কোন দাবী করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আগের যে দাবী ছিল সেগুলির কিছু কিছু সমাধান করা হয়েছে। এরপর আর কোন দাবী আসছে বলে আমার জানা নাই।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Starred Question No. 274.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—(Minister in-charge of the Medical Department)—Starred Question No. 274.

প্রশ্ন

১) পাণিসাগর প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার এ electricity current দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে, কখন connection দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আগামী আর্থিক বৎসরে হইবে আশা করা যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জায়গাতে সমস্ত বাজার এবং অন্যান্য অফিসগুলি হয়ে গেছে, সেই জায়গাতে এই ডিসপেনসারীটা না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—গত ৯।২।৬৯ইং তারিখে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রুভাল চাওয়া হয়েছে এবং এরই মধ্যে ১৫,৬০৩ টাকার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে, এখন আশা করা যায় যে আগামী বছরের মধ্যে সেটা করা যাবে।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Question No. 301.

Shri Tarit Mohan Dasgupta (Minister-in-charge of the Medical & Public Health Department) —Starred Question No. 301.

প্রশ্ন

১) ধর্ম্মনগর হাসপাতালে বেড সংখ্যা বৃদ্ধি এবং chest clinic খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে উহা কবে কার্য্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সেখানে ঐ পরিকল্পনা অনুসারে কখন কাজ আরম্ভ করা হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—সেখানে এটা খোলার চেষ্টা গত দুই বছর যাবত আছে। এটার সম্বন্ধে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ইঞ্জিনিয়ারেরা সেই জায়গাতে গিয়ে সব দেখে এসেছেন, তবে এর বেশী বিস্তারীত জানিতে হলে আই ওয়ান্ট সেপারেট নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে ইঞ্জিনিয়ারেরা সেখানে কাজ করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়াণ্ট নোটিশ স্যার।

Mr. Speaker—There are 4 unstarred questions to-day. The Minister may lay the replies of the unstarred questions on the table of the House. There is one calling attention given notice of by Shri Bidya Chandra Deb Barma on 19th March, 1969, to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 25th March, 1969.

I would call on Hon'ble Minister in-charge of the Food Department to make a statement on গত ৯ই মার্চ্চ তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট মুগুরাই পাড়ায় শ্রীবিদ্যাসিং নোয়াতিয়ার অনাহারে মৃত্যু।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে বিদ্যাসিং নোয়াতিয়া মহাশয় মারা গেছেন, তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। অতএব এখানে যে বলা হয়েছে যে ষ্টার্ভেশনে মারা গেছেন, এটা সত্যি নয়। উনি মারা গেছেন বার্ধক্যজনিত কারণে, যতটা জানা যায় তাঁর পরিবারে যারা আছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন তাঁর স্ত্রী আর দুইটি শিশু তাদের স্বাস্থ্য ভালই আছে। অতএব ষ্টার্ভেশনে বা অনাহারে মারা গেছেন এটা মোটেই সত্য নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—অন এ পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছে যে ষ্টার্ভেশনে মারা যাননি। এখন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি খবর নিয়েছেন যে তাঁর পরিবারে কোন কর্ম্মক্ষম লোকজন আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)— বললাম তো তাঁর বিধবা স্ত্রী আছেন, আর দুইজন পূর্ণ বয়স্ক সন্তান আছেন এবং তারা বেশ কর্ম্মক্ষম অবস্থায় আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয়, তাদের বয়স কত হতে পারে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) পূর্ণ বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্ক।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে তাদের পরিবারে যারা আছেন, তারা ষ্টার্ভেশনে আছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—তারা ভাল এবং সুস্থ্য শরীরে আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—তাদের আর কে কে আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—প্রাপ্ত বয়স্ক দুইজন আছেন, আর তাঁর বিধবা স্ত্রী আছেন, তারা সবাই বহাল তবিয়তে আছেন, ইহা আগেই জানানো হয়েছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি, জানাবেন যে, এই বিদ্যা সিং নোয়াতিয়া কি একজন কৃষক ছিলেন না অন্য কিছু ছিলেন ?

শ্রী এস,এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—আই ওয়াণ্ট নোটিশ।

Mr. Speaker—Next business to-day is the General Discussion on the Budget Estimates for 1969-70. Before the General Discussion begins I would very much like to inform the Hon'ble Members to give me their names who would like to participate in the debate, so that I shall be able to arrange a time schedule for them.

Now, I shall call on Shri Aghore Deb Barma to open the discussion on the Budget Estimates for 1969-70.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আগামী আর্থিক বছরের জন্য মোট ২৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরের জন্য যে অংশ ৫ কোটী টাকা সেটা ধরা হয়েছে। আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রেভিনিউ এ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে ১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা টু মিট এ্যাক্সপেণ্ডিচার অনলি। আর আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে গ্রেন্ট ইন্-এইড হিসাবে পাচ্ছি মোট ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এখন যদি আমরা ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থার সংগে আমাদের এই বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে, এক নজরে ২৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা একেবারে কম নয়। কিন্তু বর্তমানে যে অর্থ সংকট বাড়ছে, অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন বাড়ছে, তার সংগে তুলনা করে যদি দেখি, তাহলে এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার যে আশানুরূপ উন্নতি, অগ্রগতি হবে, তার কোন সম্ভাবনা এই বাজেটে নেই। কারণ আমরা দেখি যে, প্রথম বাজেট রচনা করা হয়, অন্যান্য বছরে যেভাবে করা হয় সেইভাবে এই বাজেটটাও করা হয়েছে, শুধু একটা ফরম্যালিটি মেণ্টেন করার জন্য কোন ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে কোন ক্ষেত্রে কমানো হয়েছে, এইভাবে কম বেশী রাড়িয়ে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট থেকে সেটা করে দেয়, সেই বাজেটটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠানো হয়, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে এ্যাপ্রুভ হয়ে আসলে পর, ওন্লি মেণ্টেন দি ফরমালিটি, গতানুগতিক ভাবে সেটা এই হাউসে প্লেস করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজকে এই বাজেট সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বলতে হয়, তাহলে আজকে সমগ্র ত্রিপুরার যে মেহনতি মানুষ, যারা গরীব, যারা ভূমিহীন, যাদের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় বলে থাকেন, এই সমস্ত ভূমিহীনদের কথা, বা বেকার সমস্যার সমাধানের কথা, এই বাজেটের মধ্যে আছে কি না এবং এই বাজেটের দ্বারা সম্ভব হবে কিনা সেটা দেখা দরকার। কাজেই এই বাজেট বাস্তবতা বর্জিত, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের চাহিদার সংগে সংগতি রেখে করা হয় নাই একথাই আমি বলব। এই বাজেটকে এক কথায় বলা যায় আমলাতান্ত্রিক বাজেট, গতানুগতিক মাথাভারী বাজেট, শুধু একটা এক্সপেণ্ডিচার ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড নাথিং এল্স, এই মন্তব্যই এই বাজেট সম্পর্কে করা যায়। আজকে একথা বললে হয়তো অনেক'এর গাত্রদাহ হবে, কিন্তু আমরা যদি সমগ্র অবস্থাটা তলিয়ে দেখি, সংক্ষেপে 'ত্রিপুরা অন মাচ' তার যে ফিগার সেটা যদি একটা একটা করে আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে, ১৯৭.৮৬ লাখ, এটা হচ্ছে এ্যাক্চুয়েল কষ্ট অব এক্সপেণ্ডিচার, ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে ৪৯৬.৮০৯ লাখ, ৩য় পরিকল্পনায় [illegible]

লাখ, এইগুলি যদি যোগ করে দেখি এবং সমগ্র অবস্থার সংগে বিচার করে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে, সেখানে পরিষ্কার ভাবে আছে কৃষি খাতে কত এবং মোটামুটিভাবে সমস্ত কিছুর উল্লেখ আছে। যাই হউক, আজকে এই বাজেট সম্পর্কে আমি বলছি, এই বাজেটের সংগে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সংগে কোন সংগতি নেই। আমরা যদি প্রোডাকশান সাইড দেখি, তাহলে দেখব দিনের পর দিন সেটা কমছে। আজকে এখানে আমরা যেটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে দেখি, সেটা হচ্ছে আগে ত্রিপুরা লোক সংখ্যা কম ছিল, রিক্লেম ল্যাণ্ড তখন কম ছিল, লোক বাড়ার সংগে সংগে অনেক জায়গা জমি রিক্লেম করা হয়েছে, সেই দিক থেকে পরিমাণগত কিছু যদি বেড়ে থেকে, সেই কারণেই বেড়েছে। কিন্তু জমির উৎপাদন বেড়েছে, একথা আমরা বলতে পারি না। জমিতে সার, বীজ, জল ইত্যাদি দিয়ে তার যে উৎপাদন শক্তি বাড়ানো সেটার পারসেনটেজ হিসাব কষলে দেখা যাবে যে সেইদিক থেকে সেটা কমছে। কাজেই বৃদ্ধি আমরা কোন্ দিকে ধরব? আজকের এই যে বাজেট সেটা মামুলি ধরণের বাজেট, এর দ্বারা জনসাধারণের সামগ্রিক ভাবে উন্নতি অগ্রগতি হওয়ার কোন কারণ আমি দেখছি না। আজকে মন্ত্রী সভা গঠন করার পর থেকে আমরা যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা সরকারী ডিপার্টমেন্টে কাজকর্ম্ম ক্রমশঃ ডেটরিয়েট করছে। কিভাবে এবং কেন সেটা হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে প্রথম যখন আমরা বিরোধী দল, কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিধান সভার জন্য আন্দোলন করেছিলাম তখন এটা নিয়ে খুব একটা ঠাট্টা করেছিলেন কংগ্রেস পার্টি যে কি করে সেটা সম্ভব। আমাদের আয় যেখানে নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ডিপেণ্ড করে আমাদের চলতে হয়, আমাদের ইকনমিক পজিশন, আমাদের জিউগ্রাফিক্যাল পজিশন ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তারা সেটা নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। কিন্তু তারপর যখন বিধানসভা গঠন করা হল, তার যে ফুল ফ্ল্যাজেড স্টেট লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী করা, ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা সেই সম্পর্কে কোন চেষ্টা নেই। আজকের এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের যে ভাষণ তার মধ্যে ও আমরা সেটা দেখতে পাই না। যেটুকু ক্ষমতা বিধান সভাকে দেওয়া হয়েছে, সেটাও অপব্যয় করতে থাকলেন। এবং মিনিষ্টাররা হয়তো বলবেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কি কিছুই হয় নাই, আমি বলব নিশ্চয়ই হয়েছে তবে কি রকম হয়েছে, কিছু মানুষের, একতালা দালান যাদের ছিল, তাদের দ্বিতল দালান হয়েছে, অনেক বাড়ীঘর হয়েছে, একটা বাসের যে মালিক ছিল, তার আজকে তিন চারটা বাস হয়েছে, একটা ক্ষুদ্র অংশ মানুষের উপকার হয়েছে, উন্নতি হয়েছে নিশ্চয়ই সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত আমরা যদি যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব বি- ডি. ও, অফিস থেকে আরম্ভ করে কোয়ার্টার, দালান, অফিস কম বেশী হয়েছে। তার সংগে সংগে সমগ্র জনসাধারণের যে অংশ যারা গরীব, যারা শ্রমজিবী বা যারা কৃষক যারা মজদুর, তাদের কথা যদি তুলনা করে দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে পর পর তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, সেই অর্থ দিয়ে তাদের কতখানি আমরা ইকনমিক্যালি ডেভলাপ করতে পেরেছি এবং তাদের কতটুকু উন্নতি আমরা [illegible]। যাদের খানিকটাও উন্নতি হয়েছে সেকথা আজকে কারও বলার ক্ষমতা

আছে বলে আমার জানা নেই। আমরা যদি বলতে পারতাম যে ভূমিহীনদের মধ্যে, বা জুমিয়াদের মধ্যে এতজন মানুষকে আমরা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিতে পেরেছি, তাহলেও খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত। কিন্তু সেইদিকে কোন নজর নেই। বেকার সমস্যার নাম্বার ইনক্রীজ হচ্ছে তার কোন সমাধানের পথ নেই। আজকে ত্রিপুরার সামগ্রিক ভাবে দেখলে আমরা দেখব যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের এই বাজেট দ্বারা উন্নতি হয়েছে, সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা উন্নতি অগ্রগতির কাজে এটা আসছেনা। বাজেটে যে টাকা পয়সা ধরা হচ্ছে, সেগুলি একদল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লুটপাট করে খাচ্ছে যার জন্য এই যে সামান্য টাকা রাখা হয়, তার দ্বারা যে ত্রিপুরার খানিকটা উন্নতি অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল সেটা ব্যাহত হচ্ছে। প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বহু কোটি কোটি টাকা খরচা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে কৃষি খাতে যে হারে উন্নতি হওয়ার কথা ছিল, উৎপাদন বাড়ার কথা ছিল সেটা বাড়ছে না। আর এখানে বাজেট স্পীচে বলা হয়েছে যে জুট কার্পাস, মেস্তা, মাষ্টার্ড অয়েল, এইসবের দিকে তুলনামূলক ভাবে নজর রাখতে হবে, কিন্তু এইগুলি গত দশ বছরের হিসাব যদি তুলনামূলক ভাবে দেখি, তাহলে দেখব যে ক্রমশঃ উৎপাদন কমছে। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হল, দেশকে উন্নতি, অগ্রগতির জন্য সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরাকে উন্নতি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু সেই দিকে তারা কিছু করেনি। যা ক্ষমতা পেয়েছে সেটা একটা প্রহসন। টী, টি, সি, এর আমলে আমরা দেখেছি ডেপুটি হেল্‌থ ডিরেক্টরের একটা পদ ছিল। তারপর তার সঙ্গে মন কষাকষি ঐ ভদ্রলোকের ছিল। এরপর ঐ পদটাকে অ্যাবলিশ করা হল। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের পলিসি ষ্টেটমেন্টেও আছে যে ম্যালেরিয়া ইরা-ডিকেট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ম্যালেরিয়া বছরের পর বছর ক্রমশঃ বাড়ছে। অর্থাৎ আর পাবলিক স্যানিটেশনের দরকার নেই। সেজন্য পদটাকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হল। ইনটেনসিভ ওয়েতে যে কাজটা সুরু হয়েছিল সেটা খানিকটা বন্ধ হয়ে গেল। ইদানিং আবার ডেপুটি ডিরেক্টরের একটা পদ করা হল। কিন্তু যেহেতু ডাক্তার মদন চক্রবর্তীর মিনিষ্টারের সঙ্গে খুব দহরম মহরম ভাব সেজন্য ২৪ জনকে ডিঙ্গিয়ে তাকে ডেপুটি ডিরেক্টর করা হল। সম্ভবত হেল্‌থ সার্ভিসের ভারও তাকে দেওয়া হবে। সেজন্য ২৪ জনকে ডিঙ্গিয়ে, আইন কানুনকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে ডেপুটি ডাইরেক্টর করা হল। মানিক গাংগুলির সি, এম, এর সঙ্গে পেটে পেটে ভাব, খুব খাতির। তাকে এ, ডি এম, ফুড করে দেওয়া হল। আর সি, এম, এর একজন ভগ্নীপতি যিনি একসময়ে কেরাণী ছিলেন তাকে প্রমোশান দিতে দিতে একেবারে সাব-ডেপুটী কালেক্টার করে একটা গোদামের ভার দিয়ে দেওয়া হল। আর ২৯শে আগষ্টের ঘটনার পর এক ভদ্রলোককে ফোর্স লিভ দিয়ে একটা পেনসন দিয়ে দেওয়া হল। তারপর একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ইজারা মহালের ব্যাপারেও তারা সাধারণ রীতি নীতি মানবে না। শুধু খাতির। কিভাবে বাজেটের একটা মোটা অংশ পাইয়ে দেওয়া যায় কেবল সেই চিন্তা। অমর চক্রবর্তী বা কার্তিক ভট্টাচার্য তাদের জন্য মদের লাইসেন্স দিতে হলে টেণ্ডার কল করার বা অকৃশনের দরকার নাই। আমরা দেখেছি পর পর ৩ বৎসর

অমর চক্রবর্তীকে লাইসেন্স সিলেকশন বেসিসে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাকে টাকাটা পাইয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ এইভাবে করে দেওয়া হল। এই রকম বহু ঘটনা আছে। হাউসের মধ্যে আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের এক প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সিমেন্ট, লোহার রড ইত্যাদি আনার জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। আর ফুড গ্রেনস কেরিং, চোরাইবাড়ী থেকে ডিরেক্ট আগরতলায় নিয়ে আসবে আবার আগরতলা থেকে ধর্মনগর নিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, চোরাইবাড়ীতে সমস্ত ফুডগ্রেনসের জায়গা হয় না, সেজন্য ধর্মনগরে একটা গুদাম হল। কিন্তু সেখানে নেওয়া হয় নি; না নিয়ে চোরাইবাড়ী টু আগরতলা, আবার আগরতলা টু ধর্মনগর এইভাবে বার বার বিল করা হচ্ছে। কিন্তু যারা ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী, যারা লেবারার্স, যারা ল্যান্ডলেস, তারা দিনের পর দিন অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ছটফট করছে, তারা অনাহারে মরছে এই দিক দিয়ে সরকারের কোন নজর নেই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছিলাম যে ক্ষমতা আস্তে আস্তে বাড়াতো দূরের কথা, অলরেডি যে ক্ষমতা ছিল, যেমন একজনের পেনসনের সময় হয়ে গিয়েছে, তাকে আরও দুই এক বৎসর এক্সটেনসন দেওয়া যেতে পারে এই ক্ষমতাটুকুও এখন আর নেই। সেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বে-আইনী কাজ করলে আজকে ক্ষমতা বেশী দেওয়া তো দূরের কথা যেগুলি ছিল সেগুলিও আস্তে আস্তে কেড়ে নেওয়া হবে। একটা ভিজিলেন্স কমিটি আছে দুর্নীতি ধরার জন্য। চীফ সেক্রেটারী মিঃ দুবে ছিলেন এটার চেয়ারম্যান। অবশ্য উনার কথা এখন আর বলে লাভ নেই। তিনি চলেই গিয়েছেন। তিনি নাকি দুর্নীতি প্রতিরোধ করতেন। কিন্তু দেখা যায় তিনি একটা গাড়ীর ব্যবসা সুরু করে দিয়েছিলেন। একবার একটা অ্যাম্বাসেডর কিনবেন আবার এটা বিক্রি করে আর একটা কিনবেন। সুতরাং এ হেন ব্যক্তি কিভাবে দুর্নীতি দূর করবেন? একজন মদ খেয়ে যদি আর একজনকে বলে যে তুমি মদ খেওনা, মদ বড় খারাপ তাহলে সে বলবে যে তুমি তাহলে কেন খাও? সে তার কথা শুনবে কেন? আমাদের বনবিভাগের কথা দৈনিক গণ অভিযানে বহু প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের অ্যাসেম্বলীতেও আলোচনা হয়েছে। শ্রীনরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন ডি, এফ, ও তারপর হলেন সি, এফ, ও, আর এখন কনজারভেটর। তাকে এখন পায় কে?

আর প্ল্যান সম্পর্কে তো ফিনান্স মিনিষ্টার বলেছেন যে এটা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। সেটা ফাইন্যাল হলে পরে আমরা ডিস্কাশনের সুযোগ পাব। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে যদি এটা একটা ডেমোক্রেটিক সেট আপে হয়, তাহলে পঞ্চায়েতগুলির সংগে আলোচনা করে তারপর বিধানসভায় আলোচনা করে করতে পারতাম। আমাদের মোটামোটি সে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। জনসাধারণের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া দরকার যে কোথায় কি রাখলে তারা উপকৃত হবে। এই সমস্ত না করে সমস্ত দায়িত্ব প্ল্যানিং কমিশনের উপর দিয়ে দিলেন। তাদের সমস্ত দায় দায়িত্ব যদি স্বীকার করেও নিই তাহলেও কি তাদের কাছে আমাদের একটা সুপারিশ দেওয়ার ক্ষমতা নাই। এর নাম কি গণতন্ত্র? আর লাস্ট ইয়ারের বাজেট বক্তৃতার মধ্যে একটা জায়গার মধ্যে পেইজ নাম্বার আঠার, ডিমাণ্ড

নাম্বার ৪৪ এর মধ্যে আগরতলা টাউনকে সুন্দর করবার জন্য বেশ একটা সুন্দর কথা বলা হয়েছে। এবারের বাজেটে সেই কথাটা নেই। একটা ডিপার্টমেন্টে আছে, অথচ তারা বসে বসে খাচ্ছে না কি করছে সে সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু আগরতলা নয়, ধর্মনগর টাউন, কৈলাসহর টাউন ইত্যাদিও আছে। তারা যে কি করেন এই সম্পর্কে কোন রিমার্ক নাই, কোন বক্তব্য নাই। আর মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কেও বলতে হয়। অবশ্য এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তারা গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটার কথা যখন বলা হবে তখন তাতে নির্ব্বাচনের কথা শুনতে তারা রাজী নন। এটা যে কোন্ ধরণের গণতন্ত্র তা বোঝা যায় না।

শুধু আগরতলা টাউনের কথা নয়, আজকে উদয়পুর টাউন, ধর্ম্মনগর টাউন, কৈলাসহর টাউন এবং মফ:স্বল টাউন যেগুলি আছে সেগুলিকে ডেভেলাপমেন্ট করার একটা স্কীম আগে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তারা আজ পর্য্যন্ত সেগুলির কোন রকম একটা উন্নতি করতে পারেন নি, তারা যে বসে বসে কি করছেন তা বলা খুবই শক্ত ব্যাপার। আর মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে কোন বক্তব্যই অবশ্য এখানে নেই। এক টানা ১৪ বছর সেখানে একজন এ্যাড-মিনিষ্ট্রেটর রেখে তার শাসন কার্য্য পরিচালনা করা হচ্ছে, আর আমাদের মন্ত্রী মহাশয়দের মুখে শুধু গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র চীৎকার ছাড়া আর কিছুই নেই। এটা যে কি ধরণের গণতন্ত্র আমি অন্ততঃ সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। যদি আজকে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের কথা বলা হয়, তাহলে আমাদের মন্ত্রীরা বলে উঠবেন যে আমরা তো সরকার থেকে হেভী একটা সাব সিডি দিচ্ছি এই মিউনিসিপালিটিকে রক্ষণা বেক্ষণের জন্য, তাই সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের দরকার আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আমারাও বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে তার বাজেটের প্রায় সবটাই গ্রেন্ট হিসাবে দেওয়া হয়, অতএব এই অবস্থায় আমাদের এখানে এই বিধান সভা রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং সেই সংগে কেবিনেট মিনিষ্টার রাখার ও কোন যৌক্তিকতা নেই। যে অবস্থায় তারা বলছেন যে মিউনিসিপালিটির কোন নিজস্ব একটা বড় রকমের আয় নাই, সরকার থেকে তাদেরকে সাহায্য করতে হয়, সেই অবস্থা কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নয়? যেখানে প্রতি বছরই সেন্ট্রাল থেকে টাকা আনছি এবং তাদের সাহায্য না হলে পরে আমাদের এক পাও চলা সম্ভবপর নয়, সেই অবস্থায় আমাদের এখানে এই বিধান সভা বা কেবিনেট মিনিষ্টার থাকার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না এবং সেটা রাখার কোন যৌক্তিকতাও নেই। আমাদের মাত্র তিন কোটি টাকার মত আয়, আর সেখানে আমাদের বাজেট হচ্ছে ২৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকার, এই সমস্তই কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা, তারা যদি এই টাকা না দেয় তাহলে আমরা একেবারে অচল। তারা অবশ্য এখানে বলতে পারেন যে আমরা তো টাকা দিচ্ছি তোমাদের, কাজেই আবার গণতন্ত্র কিসের? যদি তারা এটা বলেন তাহলে সাধারণ লোকও বলতে পারেন এই রাজ্য তো চীফ কমিশনার চালাতে পারেন এখানে আবার বিধান সভা এবং মন্ত্রী সভা কেন? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে পারে। সেই দিক দিয়ে আজকে যদি মন্ত্রীরা বলেন যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটিকে রাজ্য সরকার থেকে বড় একটা এমাউন্ট দেওয়া হয়, অতএব সেটাকে

দেখাশুনা করার জন্য বা সেটা ঠিক ঠিকভাবে চলছে কিনা সেটা দেখার জন্যই একজন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা অবশ্যই প্রয়োজন এবং এই যদি তাদের যুক্তি হয় তাহলে আমাদের এই বিধান সভা বা মন্ত্রী পরিষদ রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে গত ১৪ বছর ধরে তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করে চলছে। কিন্তু আমরা এই রাজ্যের বাহিরে কলকাতা, দিল্লী এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেসব করপোরেশন বা মিউনিসিপালিটি আছে, সেগুলির অবস্থা আজকে আমরা কি দেখছি? সেখানেও সরকার থেকে এই সব করপোরেশন বা মিউনিসিপালিটিকে অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে এবং তা দিয়েই এসব করপোরেশন বা মিউনিসিপালিটিগুলি চালানো হয়। কাজেই আমার বক্তব্য হ'ল যে আগরতলা মিউনিসিপালিটির ক্ষেত্রেই বা এই ব্যতিক্রম হবে কেন? নিশ্চয়ই সেখানে একটা উদ্দেশ্য আছে। আমরা দেখেছি যখন এখানে সেটা ডি, এম, এর পরিচালনাধীন ছিল, তখন এখানে একটা নিয়ম ছিল যে, যার বেশী ইনকাম তাকে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিতে হত, আর যারা গরীব তাদের কোন মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিতে হতো না। কিন্তু বর্ত্তমানে মন্ত্রীদের যারা সাঙ্গপাঙ্গ, যারা বেশীরকম ইনকাম করেন, যারা আর্থিক দিক দিয়ে খুব প্রভাবশালী তারাই এই ট্যাক্স দিতে হবে। ঐদিন একটা প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন ডি, এম, পরিচালনাধীন কালে যাদের ইনকাম ৫০ হাজার টাকার উর্দ্ধে ছিল, তাদের কাছে মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স বকেয়া হিসাবে পড়ে আছে, সেটা অনেক দিনের। সেখানে চীফ মিনিষ্টার বলেছেন যে বেঙ্গল মিউনিসিপালিটি এ্যাক্ট এখানে চালু হওয়ার পর ঐসব বকেয়া টাকা হিসাব তমাদি হয়ে যায়। কিন্তু আমি এখন বলতে পারছি না যে সেই এ্যাক্টের কোন ধারায় বা উপধারায় এই ধরনের কিছু আছে কিনা যে সেই এ্যাক্ট এখানে চালু হলে পরে আগের যে বকেয়া পাওনা আছে, সেটা তমাদি হয়ে যাবে। এখন কথা হল যে উনার কথা যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সেটাকে তমাদি ঘোষণা করা হউক, কিন্তু তারা সেটা করছেন না। আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে, সেখানে যদি এই রকম কিছু থাকে তাহলে সেটা না করার কারণ কি? আমার মনে হচ্ছে যে আজকে যদি এই পৌর শাসনকে জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তারা যেসব সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন, সেগুলি তারা আর পাবেন না। কেননা, তখন পরে কার কাছে কি পাওনা আছে, সেগুলি বেরিয়ে পড়বে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে যারা মিনিষ্টার আছেন, তারা যাদের অর্থে আজকে গদি আটকে আছেন, সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আয়ের উপর যে ট্যাক্স বকেয়া পড়ে আছে, সেগুলিকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই একটানা গত ১৪ বছর ধরে যে পৌর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আছে, তাকে কোন ক্ষমতাই দেওয়া হচ্ছে না। অথচ তাদের মুখেই গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি আজকে বের হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে আমাদের প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে দেখলাম যে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু আমি যা লক্ষ্য করছি সেটা হ'ল হয়ত ফিগার দিয়ে সেটা বাড়ছে, প্রেক্টিক্যালী একর প্রতি বা কাণি প্রতি খাদ্য উৎপাদন বাড়েনি বরং সেটা কমেছে। এখানে আমরা বাজেটের মধ্যে মাননীয় ফিনান্স

মিনিষ্টারের একটা বক্তব্য দেখতে পেয়েছি, সেটা হল উ ন বলেছেন যে কৃষির উপর আমরা খুব গুরুত্ব দিয়েছি। কেন সেটা হয়েছে? না আমাদের যাতে করে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে, তারজন্যই এই কৃষির উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি, এই কথা সেখানে উল্লেখ করা আছে। এখানে আমি মোটামুটি ভাবে একটা রাফ কেলকুলেশান করে দেখেছি যে ইন-ক্লুডিং ক্যাপিটেল আউটলে এই ব্যাপারে যে ইনভেষ্টমেণ্ট করা হয়েছে, তা সব মিলিয়ে ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে মূল বাজেটের মধ্যে। তার দ্বারা জনসাধারণের ডাইরেক্ট উপকার হবে। এরদ্বারা ছড়াতে বাঁধ দিতে হবে, ল্যাণ্ড রিক্লেমেশান করতে হবে এবং কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে সীড্‌স এ্যাণ্ড মেনিউরস দিয়ে সাহায্য করা যাবে। কারণ এখানে ক্যাপিটেল আউটলে যেটা ধরা হয়েছে তার সাথে এটা যোগ দিয়ে হয় প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা, আর বাকী যে ১ কোটি টাকা আছে তা দিয়ে অফিসার্সদের বেতন, এষ্টাব্লিশমেণ্টের বেতন, গাড়ী বাড়ী ইত্যাদি ব্যাপারে খরচের জন্য। অর্থাৎ অফিস কাম এষ্টাব্লিষ্টমেণ্ট এই বাবদে ১ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এখন আমার কথা হচ্ছে বাজেট বরাদ্দের মোট তিন ভাগের একভাগ মাত্র কৃষকদের সাহায্য হিসাবে দেওয়া হচ্ছে সেটাও আবার ইন ডাইরেক্ট ওয়েতে। আজকে যদি আমরা সত্যি সত্যি কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি, তাহলে সেটা খুবই ভাল কথা, তারপর তাদের জন্য ছড়াতে বাঁধ দিতে হবে, বড় বড় নদীগুলিতে ফ্লাড কন্‌ট্রোল মেজার নিতে হবে, অথচ এসব দিক দিয়ে কিছুই নেই। খালি নম নম করে কিছু না করলে চলেনা, তাই কিছু কিছু আইটেমে রাখা হয়েছে। আমরা টি, টি, সির আমলেও অনেক আলোচনা করে আসছি যে বিশালগড়ের দক্ষিণ দিকে দুর্গানগর, রাঙ্গাপাড়া, শিবনগর, রতনপুর এই কয়েকটি মৌজায় জম্পইজলা থেকে জল এসে বা সামান্য বৃষ্টি হলেও আস্তে আস্তে জল জমা হয়ে ফ্লাড হয়, তাতে বহু জমির ফসল নষ্ট হয়। সেই সমস্ত এলাকার কৃষকেরা বছরে ২।৩ বার রোয়া লাগায়, কিন্তু সেখানে নদীর জল ঢুকে সেই জমিগুলির ফসল নষ্ট করে দেয়। সেখানে একটা বাঁধ দেওয়ার জন্য ডি, এম, রামমুনির আমল থেকে চেষ্টা করে আসা হচ্ছে যে অন্ততঃ সেখানে বড় রকমের একটা ওয়াটার পেসেজ কেটে দেওয়া হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত ঐ ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। এই বাজেটের মধ্যেও আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। তবে শুনেছি তার জন্য নাকি ৩০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। গতবারের বাজেটেও এজন্য ৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল, সেটার যে কি হয়েছে, আমি বলতে পারছি না এবং সেটা কি খরচ হয়েছে না হয়নি তাও বলা মুস্কিল। আর এই ৩০ হাজার টাকায় এই কাজটা হবে কিনা, তাও আমার সন্দেহ হয় বা এতদিন পর্যন্ত যে কেন কাজটা হয়নি তাও কিছু বুঝতে পারছি না। অথচ এই কাজটা হওয়া অত্যন্ত দরকার। অর্থাৎ তারা জেনেশুনেও কিছু করতে চাইবেন না যেখানে জনসাধারণের উপকার হতে পারে এবং কৃষকদের যে ফসল তা করলে পরে সেটা বাড়তে পারে বা তাদের ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্য হতে পারে। অথচ দেখা যায় যে প্রত্যেক টি ক্ষেত্রেই তারা সেটাকে এভয়েড করে যাচ্ছেন।

কাজেই এই যে এ্যাগ্রিকালচার সম্পর্কে এখানে বল্লাম, এখানে বহু আইটেম আছে, কিন্তু তার এক তৃতীয়াংশ মাত্র ইণ্ডাইরেক্টলি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, মূলতঃ কৃষকদের ফসল যদি বাড়াতে হয়, তাহলে এই যে নদীগুলি বছর বছর জমিগুলিতে বালি তুলছে, এই গুলি রক্ষা করার জন্য বাঁধ যে দেওয়া দরকার, গাঙ্গাইলগুলিতে বাঁধ দেওয়া দরকার সেগুলির কোন চেষ্টা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। আজকে যদি চিচিনাছড়ায় দেখি, বুড়িগাঙ দেখি, অর্থাৎ সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যে সমস্ত ছড়া এবং নদীগুলির যে অবস্থা এইগুলি থেকে ফ্লাড এর জল যে জমিগুলি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা বালিতে ঢেকে দেয়, তার থেকে যে জমিগুলিকে রক্ষা করা তার কোন ইনটেনসিভ প্রোগ্রাম এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। বর্ত্তমান বাজেটে ক্যাপিটেল আউটলে ছেড়ে, কৃষি খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে, তা দিয়ে ইনটেনসিভ ওয়েতে খাদ্যোৎপাদন করা অসম্ভব, এটা শুধু একটা দায়িত্ব এড়ানোর জন্য, লোক দেখানোর জন্য রাখা হয়েছে. এরদ্বারা কিছু হবেনা, যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকেযাবে। বর্ত্তমান বাজেটে কৃষিখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা দিয়ে ত্রিপুরার প্রডাক্শানের দিক থেকে যে উন্নতি অগ্রগতি হবে সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। এর দ্বারা যে ত্রিপুরা তুলা উৎপাদন, সরিষা উৎপাদন, সুগার কেন বা বিভিন্ন ধরণের যে পাট, মেস্তা এই সমস্ত প্রডাক্শান যে বাড়বে, সেকথা মনে করার কোন কারণ নেই। এই বাজেটে বিভিন্ন হেডের মধ্যে এ্যাগ্রিকালচারিষ্টদের যে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেটা তুলনামূলক ভাবে খুবই কম। যদি ডাইরেক্টলি কৃষককে সাহায্য বা উপকৃত করতে হয়, তাহলে সেইভাবে ব্যয় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেইভাবে রাখা হয় নাই। আরেকটা জিনিষ আমরা এখানে দেখছি যে বাজেট স্পীচের মধ্যে খুব সুন্দর কতগুলি কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে— With the introduction of high yielding varieties of paddy and wheat in Tripura, the stage is definitely set for a new boost in agricultural production. Supporting schemes to increase the yield of jute mesta, potato, sugarcane and oil seeds are also being vigorously pursued. বড় বড় কথা, কার্যতঃ বছরের শেষে হিসাব করলে দেখা যাবে উৎপাদনের হার কমবে। অর্থমন্ত্রী আরেকটা কথা এখানে বলেছেন, নাম্বার ৭'এর মধ্যে—

I am glad to inform the House that although the chronic deficit in the production of foodgrains persisted, prices of essential commodities remained more or less steady during the current year.—কিন্তু এখানে আমরা বাজারে চাউলের দর কত দেখছি, আজকে অমরপুর, সাব্রুম প্রভৃতি স্থানে অসম্ভব রকম চাউলের দর বেড়েছে। দিনের পর দিন চাউলের দর বাড়ছে। এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়েরা খবর রাখেন কি না জানি না, আগরতলা চাউলের দর আজকে আমরা দেখছি ৭০ টাকার উপর চলে গেছে, এই অবস্থায় বলা হয়েছে ষ্টেডি আছে।

এসেনশ্যাল কমোডিটিজ সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে সেটা মোটামুটি স্থিতিশীল আছে কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে বাজারে অতি দ্রুত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম

বাড়ছে। কাজেই আজকে সমস্ত জিনিষটা বাস্তবের সংগে মিলিয়ে দেখা দরকার। যে মরিচের কে, জি. ছিল চার টাকা আজকে সেখানে হয়েছে পাঁচ টাকা. আগরতলা শহরে চাউলের দর উঠেছে ১০ টাকায়, আর এখানে বলা হচ্ছে যে বাজার দর স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। এটা মিনিষ্টাররা বলতে পারেন।

এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে—'Side by side with import from the Central Government stock, this Government feel it absolutely necessary to build up stock by local procurement of rice and paddy. The Government are confident that whatever quantity of rice/paddy is procured locally, it will stand in good stead to keep the informal rationing system running. It will also help towards supply of seeds to the agriculturists according to needs. এখানে বাহাদুরি করে বলা হয়েছে লোক্যালি প্রকিউর করা হবে, কিন্তু তার টার্গেট কত সেকথা বলা হয়নি, কত মণ কালেক্শান করা হবে, এই সম্পর্কে কি সম্ভাবনা আছে, এই সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেন নাই, শুধু একটা রিমার্ক করেই এখান থেকে খালাস।

বাফার ষ্টক সম্পর্কে বলতে গেলে, তার মধ্যে যে কেলেংকারী ব্যাপার, এটা একটা দুর্নীতির স্তম্ভ, এই সম্পর্কে আমি যথা সময়ে ডিটেল আলোচনার চেষ্টা করব। মোটামুটি এই বাফার ষ্টক সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই বাফার ষ্টকের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র, ইন্টারন্যালি ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে বিভিন্ন সময়ে যাতে মুনাফার জন্য বাজারে অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারে, অর্থাৎ কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধিকে রোধ করার উদ্দেশ্যেই এই বাফার ষ্টক করে তার থেকে যথা সময়ে সাপ্লাই করে, বাজারের এই উর্দ্ধ গতিকে রোধ করা হয়। কিন্তু আমরা কি দেখি, বাফার স্টক অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে যেমন লবন, ডাল, তেল ইত্যাদি ষ্টক করা হয়, কিন্তু সেগুলি কনজিউমারস কো-অপারেটিভকে বিলি বন্টনের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়, তারা আবার হোল সেল ডিলারের উপর সেই দায়িত্ব অর্পন করে। এটা যেন বানরের হাতে রুটি ভাগ করার দায়িত্ব দেওয়া অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এটা করা হল, সেই উদ্দেশ্য এর দ্বারা হয় না। কিন্তু কেন এটা করা হয়, যারা বছর বছর নির্বাচনের সময়, কংগ্রেস বন্ধুদের, মিনিষ্টারদের ব্যাক করে থাকেন টাকা পয়সা দিয়ে এবং বিভিন্ন ভাবে, তাদের সাহায্য করে থাকেন, তাদের পকেটে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্যই এটা করা হয়। জনসাধারণের স্বার্থে, এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে বাফার স্টক করা হয়, দ্রব্যমূল্যকে রোধ করার জন্য সেটা প্র্যাক্টিক্যালি করা হয় না। আবার ঐ বন্ধুদের হাতেই রুটি ভাগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইভাবে আজকে বাজেটের টাকা লুট করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কিছু রেফারেন্স এখানে পড়ে দেওয়া দরকার, শুধু লুট বল্লেই চলবেনা, লুটের ডিটেল্স কিছু প্রমাণ দেওয়া দরকার।

For the Commercial and trading activities during the year 1965-66, the Government invested Rs. 9.60 lakhs এখানে স্টেট ট্রেডিং এর মধ্যে বলা হয়েছে আমি যখন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আলোচনা করব তখন সেটা আমি ডিটেল্স বলব। এখানে ডিপার্টমেন্ট-ওয়াইজ যখন আলোচনা করা হবে তখন এই সব রেফারেন্স দিয়ে বলব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, please conclude your speech within 1 P. M.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যাইহোক অডিট রিপোর্টের মধ্যে বহু আছে কিভাবে টাকাগুলি খরচ হয়েছে। সমস্ত ডিটেলস্ আছে, শর্টেজ অব ষ্টোর ইত্যাদি আছে। অডিটের কমেন্ট এখানে আছে। আর রেলওয়ে লাইন সম্পর্কে এখানে আছে। এই সম্পর্কে কবে অ্যাসেম্বলীর মধ্যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কিছুদিন আগে পার্লামেন্টের মধ্যে যখন এ নিয়ে আলোচনা হয় তখন জানা গেল যে রেলওয়ে সম্পর্কে ত্রিপুরা থেকে কোন অনুরোধই করা হয় নি। আর আমাদের বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে যে আমরা সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করব। এখন পর্যন্ত বলছেন চেষ্টা করব। চেষ্টা যে কিভাবে করবেন তা বুঝা মুসকিল। যদি হয় ভাল কথা। ইণ্ডাষ্ট্রী কিভাবে হবে যদি রেল লাইন না হয়। এই সম্পর্কে বহু কথা আছে। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে অনেক লোন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা টাকা নিয়েছে তারা নিয়ে কি করছে সে সম্পর্কে কোন কথাই নাই। টাকা নিয়েছে, নিয়েছেই। এমনও ঘটনা দেখা যায় যে এক ভদ্রলোককে লোন দেওয়া হল তার জমিই নেই। অর্থাৎ এনি ওয়ে টাকাটা পাইয়ে দাও। প্রত্যেক বছরেই বাজেট বক্তৃতায় আমরা শুনি যে ত্রিপুরার অগ্রগতি উন্নতি করতে হবে। অথচ সেটা করতে হলে রেলওয়ের সম্প্রসারণ অনস্বীকার্য। যদি তা না হয় তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রি কি করে হবে। অরুন্ধতীনগরে একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরী আছে। বর্ত্তমানে সেখানে কতগুলি অসুবিধার দরুণ সে কর্মাপট করে উঠতে পারছে না। তাই সেই ভদ্রলোক গভর্ণমেন্টের কাছে ফিনানসিয়াল অ্যাসিস্টেন্স দেওয়ার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টের কাছে ঋণ চেয়েছেন। তিনি কাচা মাল সংগ্রহ করতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়েছেন। যে সমস্ত মাল তাকে দেওয়ার কথা সেই সমস্ত মাল কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। এই দিক দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রী যেগুলি হয়েছে সেগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নাই। মুখে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, আমরা এই করেছি সেই করেছি। কিন্তু যদি রেল লাইন না হয় তাহলে যে কিছুই হবে না সেটা তারা বুঝেন না। আজকে যদি সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন হত তাহলে অনেক ইণ্ডাষ্ট্রী আপনা আপনিই গড়ে উঠত। আন-এমপ্লয়েডের সংখ্যাও কমতো। অর্থাৎ যেটা না হলে ত্রিপুরার উন্নতির প্রতিবন্ধক হচ্ছে সেটা করার জন্য তাঁরা কিছুই করছেন না।

ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কেও তাই। তাঁরা তাদের নিজেদের লোকদের ইণ্ডাষ্ট্রী লোন দেন। কিন্তু তারা কোন ইণ্ডাষ্ট্রি গড়েছেন কিনা তা আমরা জানি না। রাধিকা বাবু লোন পান, কৈলাসহর থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি মনীন্দ্র লাল ভৌমিকও পান। পেলে আমার কোন আপত্তি নেই। ইণ্ডাষ্ট্রী যদি করেন তাহলে নিন না, তাতে লোকের বেকার সমস্যা কমবে। কিন্তু তা তাঁরা না করে এইভাবে বাজেটের টাকা নিয়ে নিচ্ছেন। আমি এ সম্পর্কে ডিটেলস্ বলব যখন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বলা হবে।

আর একটা কথা হল, আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় একজন মিনিষ্টার বলেছেন যে, এখানে পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্টেও আছে কথাটা, তিনি বলেছেন যে, ত্রিপুরা ছিল

ডেভেলাপমেণ্ট কোঃ নামে কোন চা বাগান নেই। এখানে কোন কোন চা বাগানগুলিকে ল্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে তার নামগুলি আমার কাছে আছে, যেমন কৃষ্ণপুর, মেঘলীবন, মনতলা, আদরিনি এবং ত্রিপুরা হিল ডেভেলাপমেণ্ট কোঃ বাগানকে দেওয়া হয়েছে ২৩৪.৯৩ একর জায়গা। অথচ মিনিষ্টার বললেন যে এইরকম কোন জায়গা নেই। অথচ আমি জানি এটার সংগে এক মিনিষ্টার ইনভলবড। চা বাগানের নামে টাকা রেখে এখন বলছেন যে সেই চা বাগান নেই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—প্রমাণ দিন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—প্রমাণ দেওয়া হবে। এটা কি মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। যদি এই রকম কোন চা বাগান না থাকে তাহলে কেন ত্রিপুরা হিল ডেভেলাপমেণ্ট কোঃ এর নামে ২৩৪.৯৭ একর দেওয়া হলো ?

শ্রীতড়িৎ দাশগুপ্ত ঃ—কোং নামে কোন চা বাগান থাকে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—এখানে কোং লেখাই আছে। তার জন্য আমি দায়ী নই। আর চা বাগানে হাজার হাজার শ্রমিক খাটছে। আজকে হাউসের মধ্যে প্রশ্ন উত্তরের সময় যে লিষ্ট দিলেন তাতে প্রত্যেকটা চা বাগানের জন্য সাবসিডি দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু শ্রমিকদের কোনকিছু দিতে পারছেন না। এটা যে একটা ত্রিপুরার সোর্স অব ইনকাম সেটা তারা ভাল করেই জানেন। কিন্তু ত্রিপুরার এই ইণ্ডাষ্ট্রীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোন কিছু দায়িত্ব তারা নিচ্ছেন না। সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন আসাম ফিনানসিয়েল কর্পোরেশনের নিকট। অথচ সেখানেও আমাদের ত্রিপুরার প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু তিনি যে কি করছেন তাও আমরা বুঝতে পারছি না। বছরে একটা মিটিং হয় কিনা সেই কর্পোরেশনের তাও সন্দেহ। কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রী আছে শুধু বলা হয় তাকে রক্ষা করবার কোন চেষ্টা নাই। উদয়পুরে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট আছে, অরুন্ধতিনগরে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেট আছে। সেখানে অনেকগুলি মেসিন আছে। প্রথমে যেভাবে ষ্টার্ট করা হয়েছিল, তাতে প্রায় ৪৫০ জন লোকের চাকুরী হয়েছিল। কিন্তু সেটা যেন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসছে। অথচ এমন নয় যে সেখানের প্রস্তুত জিনিষ কোনটার ডিমাণ্ড নেই। ডিমাণ্ড আছে কিন্তু সেখানে কাজ হচ্ছে না, কাজেই কিছুই বস্তুতঃ প্রডাকশান হচ্ছে না। যাহউক, এই ব্যাপারে ডিমাণ্ডগুলি আলোচনার সময়ে আমি আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করব। কথা হচ্ছে আজকে যদি ইণ্ডাষ্ট্রীজ নাম দিয়ে কিছু করতে হয় তাহলে সেখানে প্রথমেই দরকার রেল লাইন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা, তারপরেই আসবে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিসিটী সাপ্লাই এর ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেই দিকে আমাদের তেমন কোন চেষ্টা আছে বলে আমার ধারণা হয় না। যেমন আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে পারি, আমরা যদি গত ১৯৫৭ সাল থেকে যে সমস্ত পুরানো কাগজপত্র আছে, সেগুলি দেখি তাহলে কি দেখব—দেখব যে ধর্ম্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন হচ্ছে, অমিয়াম থেকে পাওয়ার আসছে, কাগজের কল হচ্ছে, সুতার কল হচ্ছে ইত্যাদি। শুধু হচ্ছে আর হচ্ছে এই কথাই আমরা দেখব এবং শুনব কিন্তু কার্য্যতঃ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আর একটা কথা হল—যখন আমরা এষ্টিমেট কমিটীর মিটীং করি, তখন

ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার আমাদের এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে ডম্বুর হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাজ ১৯৭১ সালের টারগেটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আর একজন সুপারেনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার বললেন যে এটা অসম্ভব ব্যাপার। তিনি বললেন যে ১৯৭১ সালে কেন, তার ২।৪ বছর পরেও হবে কিনা সন্দেহ আছে। তিনি প্রসঙ্গত জানালেন যে সেই ডম্বুর প্রজেক্ট করতে হলে সেখানে দুইটী পুল আছে, সেগুলি প্রথমেই করতে হবে, তার একটা হ'ল কাউমারাঘাট আর একটা হ'ল নতুনবাজারে। অর্থাৎ এই দুইটি পুল না হলে ঐ টারগেটের মধ্যে কাজ শেষ করা অসম্ভব। এটা হল আমাদের একটা বাস্তব দিক, আর সেই পুলগুলি না করলে আমাদের সেখানে যে প্রজেক্ট হওয়ার কথা সেটা কখনও ঐ টারগেট টাইমের মধ্যে হবে না বা বাস্তবে রূপায়িত হবে না। তাই আমি বলছিলাম যে এই ধরণের টারগেট দেওয়ার কোন মানে হয় না। পুলগুলি যদি হয় তাহলে ভাল কথা। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে সেই সম্পর্কে কোন কিছুরই উল্লেখ নাই। অথচ ঐগুলি আমাদের এই প্রজেক্টটি সাকসেসফুল করতে গেলে না করে কোন উপায় নাই এবং আজকে এমন কি বর্ষাকালে ঐ পুল না থাকার দরুণ প্রজেক্টের কাজের অনেক অসুবিধা হবে এবং হচ্ছে।

ইনটারাপশান

আপনারা বাজেটে যে সমস্ত আইটেম দিয়েছেন, আমি সেগুলি ভালভাবে পড়ে দেখেছি কিন্তু আমার চোখে পড়েনি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি খুঁজে পান এবং আমাকে দেখাতে পারেন, তাহলে খুসী হব।

তারপর আছে আমাদের বেকার সমস্যা। এটা মস্ত বড় একটা সমস্যা। আর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেটা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। শুধু আমাদের এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জেই এই বেকারদের সংখ্যা দিতে পারেন। আর যারা আদৌ তাদের নাম সেখানে রেজেষ্ট্রী করছেন না, তাদের সংখ্যার কোন সীমা নেই। এইভাবে আজকে আমরা একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছি। একদিকে বেকার, আর একদিকে খাদ্যাভাব। এই যে আমাদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কোটী কোটী টাকা খরচ হ'ল, সেটার যে নীট লাভ হওয়ার কথা, সেগুলি কোথায় গেল ? আমরা অন্ততঃ সেটা এখানে অনুমান করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বেকার সমস্যা কিভাবে আমরা সমাধান করব, তার যে একটা পজিটীভ পলিসি থাকার কথা ছিল, সেটা এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমাকে আবার আমার সেই পুরানো কথাগুলির মধ্যে যেতে হয়। কারণ, আজকে যদি আমাদের এখানে রেল লাইন সম্প্রসারিত হত, ইলেকট্রেফিকেশন হত এবং কিছু ইণ্ডাষ্ট্রীজকে ডেভেলাপমেন্ট করার ব্যবস্থা হত, তাহলে সেগুলিতে আমাদের বহু কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা হত। তারপরে এই কারণেই আমাকে আবার এগ্রিকালচারের মধ্যে ফিরে যেতে হয়। কেননা যদি আমাদের ইনটেনসিভ ওয়েতে এগ্রিকালচার করতে হয়, তাহলে সেখানেও ইরিগেশান, স্লুইস গেইট ইত্যাদির ব্যাপারে, আমাদের এখানে যারা এসব ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে তাদের আমরা কাজ দিতে পারতাম, তাদের বছরের পর বছর সেখানে বসে থাকার কোন কারণই ছিল না। মোটের উপর আমার কথা হল, আমাদের যে ফুড প্রবলেম রয়েছে, সেটাকে যদি আমরা ইনটেনসিভ ওয়েতে

কাজ করে, খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য ইরিগেশান ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলেও এই যে আমাদের বেকার সমস্যা রয়েছে সেটার অনেক লাগব হত। এইসব কাজেও আমরা আমাদের এই যে যুবশক্তি রয়েছে সেটাকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারতাম। শুধু তাই নয়, আজকাল এটাও শোনা যায় যে কৃষকদের মধ্যেও অনেক বেকার আছে; সেটা নাকি দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। অথচ এই খাদ্য উৎপাদনের দিক দিয়ে যে কোনভাবে আমাদের সামগ্রিক ত্রিপুরার কথা চিন্তা করে যে কতকগুলি কার্যক্রম আমাদের গ্রহণ করা উচিত, সেটা কিন্তু তারা করছেন না। শুধু মামুলী একটা ফরমালিটিজ রক্ষা করার জন্যই গতানুগতিকভাবে একটা বাজেট যেনতেন প্রকারেন এখানে হাজির করা হয়। তবে আমি এমন কথা বলব না যে রাতারাতি আলাউদ্দিনের ম্যাজিকের মত আমাদেরও সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু সেখানে একটা টারগেট থাকার দরকার যে আমরা কোন একটা বিশেষ কাজ ঐ টারগেট পিরিয়ডের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারব। সেটা না করে শুধু টাকার বখরা, কাকে কি দেওয়া হবে, এবং কে কতটুকু পাবে না পাবে ইত্যাদি—অনেক সাঙ্গপাঙ্গ আছে তো, সবাইকে তো খুসী রাখতে হবে। মোট কথায় এখানে যেন দুই হাতে একটা লুটতরাজ হচ্ছে। যদিও এই বাজেটের মধ্যে ক্যাপিটেল আউট লে খাতে একটা অংক ধরা আছে. তাতে বর্ত্তমানে আমাদের যে বেকার সমস্যা আছে, তার সমাধান কিভাবে হবে এবং আগামী আর্থিক বছরের শেষে এই বেকার সমস্যা আরও বাড়বে কিনা তার সম্বন্ধে কোন বক্তব্য বা সরকারের কোন পলিসির কথা উল্লেখ নেই। তারপরে নিউ মাইগ্রেন্টস যারা এখানে ক্রমাগত আসছেন, তাদের বহণ করার ক্ষমতা এই রাজ্যের আর নেই বলে মাননীয় মুখ্য প্রশাসকের ভাষণে আছে। কিন্তু তবুও যারা আসছেন, তাদের কি করা হবে, তারজন্য একটা ওয়েজ এ্যাণ্ড মিন্স থাকার যে সরকারী পলিসি সেটার সম্বন্ধে তাঁর ভাষণে কোন কিছুর উল্লেখ নাই। এখানে শুধু স্বীকার করা হয়েছে যে দিনের পর দিন যেভাবে রিফুউজিরা আসছে, তাতে ত্রিপুরাকে একটা অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হবে তার কোন ডেফিনিট পলিসি এই বাজেট বক্তব্যের মধ্যে রাখা হয়নি। আর যারা আসছে, তাদের নাম রেজিষ্ট্রী করা একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। তা না হলে তারা এসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসে পড়বে। এইভাবে ত্রিপুরায় অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় আরও ঘণীভূত হয়ে আসবে। তাই আমি বলছিলাম যে এইভাবে সরকার পক্ষ তাদের যে দায়িত্ব সেটা ক্রমাগত এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার পরিষ্কার বক্তব্য হল যারা নূতনভাবে এখানে আসছেন, তাদের নাম রেজিষ্ট্রী করা দরকার। আর ফ্লাড্ কণ্ট্রোল সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন যে এখানে এই ফ্লাড কণ্ট্রোলের নামে প্রত্যেক বছরই লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে। প্রতি বছরই নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, নূতন করে মাটি, বালি ইত্যাদি দিয়ে সেই বাঁধকে উঁচু ও শক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে করা দরকার সেভাবে কোন কিছুই করা হচ্ছেনা। এখানে কতগুলি স্কীম করার জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলি খরচও হবে। কিন্তু তার অধিকাংশ টাকাটাই এদিক ঐ দিক কারো কারো পকেটে চলে যাবে। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেও ফ্লাড হয়ে সেগুলি যথারীতি

ঐ নদী গর্ভে চলে যাবে, এবং তাতে জনসাধারণের আর দুর্ভোগের কোন সীমাই থাকেনা, প্রতি বছরই আমরা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসছি।

তারপরে হচ্ছে কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে, তাদের অনেকগুলি দাবী আছে, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে সরকার আজ অবধি কিছু করেন নি। তাই কর্ম্মচারীদের মধ্যেও একটা অসন্তোষ ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। আর সেজন্য দায়ী একমাত্র এই সরকারই। এমন ঘটনাও আছে যে একই ডিপার্টমেণ্টে একই পোষ্টে কাজ করছে, কিন্তু তাদের পে-স্কেল সমান নয়। এই ধরণের এনামলী প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টে রয়েছে, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সেইগুলির কোন সলিউশান বা সংশোধন করছেন না। অথচ তারা ইচ্ছা করলে সেটা করতে পারেন, কিন্তু তারা এটার বিহিত করার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করছেন না। আর ক্লাশ ফোর এমপ্লয়িদের ব্যাপারে—তাদের ২১/২২ দফা একটা দাবী আছে, সেটা নিয়ে তারা মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছেন, বহু দিন থেকেই তারা এই দাবীগুলি করে আসছে, যাতে করে সরকার পক্ষ থেকে এর একটা কোন ব্যবস্থা করা হয়, অথচ সরকার পক্ষ থেকে তাদের সেই দাবীগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদের অ্যালাউন্সের ব্যাপারে তারা কোন রকমে বেনিফিট পায়নি। তারা আগে যে টাকা মোট বেতন পেত এখন তার থেকেও তারা ২/৩ টাকা কম পাচ্ছে। তারপরে আছে তাদের ওয়াসিং এ্যালাউন্স সম্পর্কে, এটা সম্পর্কেও সরকার থেকে কোন প্রকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অথচ তাদেরকে এইগুলি দেওয়া যায়, এটা এমন কোন বিগ এ্যামাউণ্টের ব্যাপার নয়। সরকার তো কত ভাবেই কত টাকা খরচ করছেন, কাজেই তাদের এই সব ব্যাপারে সরকার যে কোনভাবে তাদের যাতে আর্থিক সাহায্য হয় সেইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অথচ তারা আমাদের সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সব চেয়ে কম মাইনা পাচ্ছেন, তাদের সম্পর্কে সরকারী পক্ষের কোন বক্তব্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। এতে আমার মনে হচ্ছে যে সরকার প্রকৃতপক্ষে চাইছেন না যে তারা মানুষদের মত বেঁচে থাকুক, তাদেরকে সারাদিন মেসিনের মত খাটাবে, তাদের থেকে ১৬ আনা আদায় করবে কিন্তু তাদের দেওয়ার বেলায় কিছুই নেই। তারপর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে এমন কতগুলি কণ্টিনজেণ্ট এমপ্লয়ী আছে, তারা ৮/৯ বছর ধরে কাজ করার পরও তাদেরকে কোন পোষ্টেই রেগুলারাইজড করা হচ্ছে না। যেমন আমাদের এই বিধান সভার সেক্রেটারিয়েটের মধ্যেও কয়েকজন গার্ড গত ৬/৭ বছর যাবত কণ্টিনজেণ্ট ষ্টাফ হিসাবে কাজ করে আসছেন, অথচ তাদেরকে রেগুলারাইজড করার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হচ্ছে না, এটা একটা ইনজাষ্টিস চলছে, এই ধরণের ইনজাষ্টিস যথাশীঘ্রই বন্ধ হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। এটা যে শুধু এখানেই চলছে, এমন নয়, আমাদের সরকারের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টে তাদেরকে নিয়ে এসব চলছে। তারপর হচ্ছে বে-সরকারী শিক্ষকদের সম্পর্কে। অবশ্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী এবং বে-সরকারী শিক্ষকদের বেতনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আমি বলছি যে এই ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য আছে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

After Adjournment.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বেসরকারী স্কুলগুলির committee গুলির সমস্ত Secretary কারা, যারা মদের ব্যবসায়ী যেমন অমর চক্রবর্তী, কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি, তাদের যে স্কুল সম্পর্কে বা শিক্ষা সম্পর্কে কতটুকু Idea তা details বলার কোন প্রয়োজন নাই। আরেকটা কথা হচ্ছে দোকান কর্মচারীদের সুবিধার জন্য যে সমস্ত Rules Regulation করা দরকার সেটা ত্রিপুরার মন্ত্রী মহোদয়রা শিকায় তুলে রেখেছেন। রিক্সা শ্রমিক, মটর শ্রমিক বা দিন মজুর যারা আছে তাদের সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে যাতে তারা সুযোগ সুবিধা পায় সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। যদিও অনেক কিছু করার কথা ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ কোন কিছুই করা হচ্ছে না। ১ম, ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদি তাদের জন্য কিছু করা হত তবে তারা অনেক অগ্রসর হতে পারত। অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে তারা অনেকটা অগ্রসর হতে পারত, কিন্তু তা না হওয়াতে তাদের অবস্থা খারাপের দিকে চলছে। অক্ষম, রোজগার করতে পারে না, বৃদ্ধা বিধবা এই প্রকারের অনেক তাদের দলে আছে। তারাও মানুষ। সরকার থেকে তাদেরকে কোন প্রকারের ভাতা দিয়ে রক্ষা করা হচ্ছে না। মহারাজার আমলে Royal family বা দেববর্ম্মাদের মধ্যে তারা সুন্দরী ভাণ্ডার নামে একটি তহবীল ছিল। সে ভাণ্ডার থেকে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত। বর্ত্তমানে উহা আছে কি নেই তার কোন প্রকার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে আমি Houseএর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর অনেক স্বর্ণশিল্পীদেরকে Gold Control Actএ প্রাণ দিতে হয়েছে। এ সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়রা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাদের উপকারের জন্য আর্থিক সাহায্যের কোন কিছুই করা হচ্ছে না। কেবল প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ী ভাড়া দোকান ভাড়া বাড়ছে তার একটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা দরকার। এ সম্পর্কে যে কিছু করা দরকার তা মন্ত্রীরা অস্বীকার করছেন না কিন্তু স্বীকার করেই তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি। আগে Assemblyতে Assurance Committee ছিল। তার Rules & Regulationsও আছে। কিন্তু মন্ত্রীমহোদয়রা তাতে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় Law Ministerকে দিয়ে সেটা তুলে দিলেন। কারণ কোন প্রকারের Assurance এর মধ্যে যেতে ওনারা রাজি নন। অনেক সময় মন্ত্রীমহোদয়রা Houseএ যে সমস্ত Assurance দেন পরে Assurance Committee থেকে কৈফিয়ত চাওয়া হয় যে কেন সেটা করা হল না। তাই আজ উনারা বুদ্ধিমানের মত তুলে দিলেন। কারণ উনারা আজ যা বলছেন তা এড়িয়ে যেতে পারছেন। রেশনের দোকান খোলা, ফ্লাউয়ার মিল স্থাপন করা, ট্রাক, বাস, জীপ, ট্যাক্সী ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স নিতে হলে ট্রাকের, বাসের জন্য ৫০০ শত টাকা, জীপ, ট্যাক্সির জন্য ৩০০ শত টাকা দিতে হবে। এ টাকাগুলি কি করা হয়। সেগুলি কি কংগ্রেস ফাণ্ডে জমা হয় না? আমাদের সিংহ মহাশয়ের ভাই টিপু সিংহের ফাণ্ডে জমা হয়। আর রেশনের দোকান খোলার জন্য দুই হাজার এক টাকা টিপু সিংহের ফাণ্ডে

জমা দিতে হয় এরকম গুজব শুনা যায়, ফ্লাওয়ার মিল খুলতে গেলেও দুই হাজার টাকা দিতে হয় সেটা কি কংগ্রেস ফাণ্ডে জমা হয় না ব্যক্তি বিশেষের পকেটে যায় সেটাই হল প্রশ্ন। প্রমাণের কথা যদি বলা হয় তবে "বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে" কি মুসকিলের কথা। ইঁদুরের সভা পণ্ড হবে সেই রকম অবস্থায় কে কথা বলতে যাবে। যদি বলে তবে তাদের লাইসেন্স কেন্সেল হয়ে যাবে। কাজেই আইন করতে গিয়ে কোর্টে ন্যায় বিচারের পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেওয়া হয় তখনও যেমন Legal formality maintain করতে হয় সেটা উকিল বাবুদের সকলেই জানেন। কাজেই এদিক ওদিক দিতে হয়, না হয় পাওয়া যায় না অসুবিধা আছে। এর নামই হল legal formality মানে লুটের বাজার। আর কেরোসিনের অবস্থায় বলতে হয় তার অভাব সর্বদাই লেগে আছে, তাছাড়া একটু বৃষ্টি বা ধ্বস নামলে ত কথাই নাই। তখন পুরানো ষ্টকের মাল যেটা কম মূল্যের ছিল সেটা বাড়তি মূল্যে চার টাকা, পাঁচ টাকা লিটার দর দিলেই পাওয়া যায়। অভাব তখন হয় না। অর্থাৎ টাকার দরকার, Any way তাদেরকে বেশী টাকা পাইয়ে দেওয়া। আর সি, আই, সিট, সম্পর্কে, সেটাও হচ্ছে, Limted Personকে সেগুলি দেওয়া হয়। এর পর তারা তাদের ইচ্ছামত মূল্যে বিক্রী করেন। এই সম্পর্কে মাননীয় কংগ্রেস সদস্যগণেরও জানা আছে। তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। আরেকটা হল খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য সংগ্রহের নামে কম মূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করে বিক্রী করা। এখানে যদি খাদ্য সংগ্রহের cost ধরি তবে দেখা যায় হাবিলদার পুলিশ পারসনেল, সারকেল অফিসার, ফুড ইন্সপেক্টার ইত্যাদিগণকে দিয়ে তার মণ প্রতি খরচ পড়ল এক শত টাকা। তাহলে লাভ কি। মধ্য থেকে টাকার শ্রাদ্ধ করা। Budget এ টাকা আছে খরচ কর, পকেটে ভর এই হল নীতি।

এই Budget এ জুমিয়া পুনর্বাসন কথাটা House এর অনেক দিনের পুরানো কথা। এই House এর মধ্যে Ministerরা বলেছেন বর্ত্তমানে যে পাঁচ শত টাকা grant দেওয়া হয় তাতে তাদের হয় না। তাই আঠার শত টাকার একটা plan আমরা India Govt এর নিকট পাঠিয়েছি। কিন্তু এ সম্পর্কে কি করা হল বা হবে সে সম্পর্কে এই Budget এ কোন প্রকার উল্লেখই নাই। আর অনুন্নত সম্প্রদায় Backward Community সম্পর্কে আইন গত সংবিধানগত সুযোগ সুবিধা সেগুলি obse.ve করা হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে এই House এ গ্যারান্টি দেওয়া উচিত। এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য এখানে নাই। আর সংখ্যালঘু সম্পর্কে কি বলব। কয়েক দিন আগে সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষ থেকে Chief Commissioner এর নিকট এক ডেপুটেশন গিয়েছিল, তারা নাকি বলেছিল সংখ্যালঘুদের ছুটি বাদ দিয়ে অন্য ছুটি বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। একজন হোক ২ জন হোক সংখ্যালঘু সরকারী কর্ম্মচারী আছে। অতএব তাদের দিকটাও আমাদের রক্ষা করতে হবে। তাদেরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আমরা বড় বড় কথা বলি, national integrity করতে হবে। কিন্তু কাজে করি উল্টা। মসজিদ মাদ্রাসা এই গুলি অন্যেরা দখল করে নিচ্ছে বা রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। উপজাতীয় এলাকায় উপজাতীরা দিনের পর দিন উপবাস বা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু কথায় শুকনা আদর দেখাতে বাকি নাই। এইভাবে উপজাতীয় এবং সংখ্যালঘুদের জীবন নিয়ে প্রহসন চলছে।

আর সীমান্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয়, সরকার কেবলই পুলিশ ফোর্স বাড়িয়ে চলছে, অজুহাত সীমান্ত সুরক্ষিত করতে হবে। প্রতি বৎসরই পুলিশ খাতে ব্যয় বাড়ছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমরা পুলিশ বাড়াচ্ছি যেমন আভ্যন্তরিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, সীমান্তে উপদ্রব কমানো। এই সব ঘটনা বাড়ছে বা কমছে তার কোন statement বা কোন রকম উল্লেখ নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সাংবাদিকদের সম্পর্কে একটা কথা বলছি। তারা যদি কোন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে, যদি corruption case গুলি তুলে ধরে তবে তখন তাদের গলাটিপে ধরা হয়। সমস্ত আইনকানুন বাদ দিয়ে তাদের advertisement এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে দর্শনীয় স্থানগুলি সম্পর্কে। এখানে দর্শনীয় স্থান অনেক আছে, যেমন উদয়পুরের মার বাড়ী, পুরাণ রাজবাড়ী, অমরপুরে আছে। এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই নাই। একটা Tourist Deptt, করে যদি এই সমস্ত রক্ষণাবেক্ষন করা হয় এবং দর্শনের সুব্যবস্থা করা হয় তা হলে এই পুরাতন জিনিষগুলিও রক্ষা পায় এবং সরকারেরও বেশ কিছু income হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলতে ইচ্ছা হয়. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমদের ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, মসজিদ এবং কবরস্থান এইগুলি সাধারণতঃ সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করে। বিভিন্ন দেশে এই ব্যবস্থা আছে। আমি যখন রাশিয়া গিয়েছি দেখেছি জারের আমলের সমস্ত সমাধিগুলি সুন্দরভাবে maintain করা হয়। এবং এইগুলি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পড়ে। মানুষ গেলে এইগুলি দেখান হয়। আর আমাদের এখানে শহরের বুকের উপর অমর ধাম। হতে পারে এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তবু দুইটা সমাধি স্তম্ভ মন্দির সামনে এবং ভিতরে সত্যনারায়ণ মন্দির। আমি ছেলে বেলায় দেখেছি রাসের সময় হাজার হাজার লোকের সমাগম হত এখানে। তিনি খুব প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। পাশাপাশি দুইটি সমাধি স্তম্ভ তাঁদের স্বামীস্ত্রীর, এই রকম একটা স্থান আজ ভেঙ্গে ফেলা হয় তাও পুলিশ সাহায্য নিয়ে। এই সমাধি এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান রক্ষা না করে বরং পুলিশের সাহায্যে তা ভেঙ্গে দেওয়া হল। এটা কোন ধর্ম্ম রক্ষার ব্যাপার? আমার মনে হয় ত্রিপুরার আর কোথাও সত্যনারায়ণ মন্দির নাই। অমরধামে তা ছিল। ব্রোঞ্জের সত্যনারায়ণের একটা বিরাট মুর্ত্তিও ছিল। কোথায় যে তা সরানো হয়েছে জানিনা। মন্ত্রীদের মধ্যেও কেউ আছেন যার পুজা এবং সন্ধ্যা করতে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগে, বলেন যে ঠকাই যেন ঠকি না। সাইনবোর্ডটা বাবার আমল থেকেই আছে গুরু কৃপাহি কেবলম' আর এইদিকে দেখা যায় মন্দির ভেঙ্গে চুরমার সমাধি স্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত রক্ষা পায় না। এখানের রাজপরিবারের যে সমাধি স্থান তা পর্য্যন্ত বেদখল হয়ে গেছে। কাজেই minority এবং religious minority দের স্বার্থ বিশেষভাবে দেখা দরকার। এসবের উপর বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার। মন্দির, সমাধি প্রভৃতি পুরাণ স্থান, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যই রক্ষা করা উচিৎ। উদয়পুরের পুরাণ রাজবাড়ী, পুরাতন আগরতলার রাজবাড়ী এই সমস্ত স্মৃতি রক্ষা করা দরকার। এইগুলি রক্ষা করে দর্শনীয় স্থান করা উচিৎ। বিভিন্ন দেশে তাই করা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে সেরূপ কোন চেষ্টা বা যত্ন নাই। এইগুলি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ভেঙ্গে ফেলে নষ্ট করে ফেলতেও সরকারের আপত্তি নাই।

এই বাজেট হচ্ছে মাথাভারি বাজেট। এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার জনসাধারণের কোন উপকার হবে না, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি হবে না। এই বাজেটে নূতন কিছুই নাই। শুধুমাত্র পেটুয়াদের পেট পোষণ করা, এতে ধনীদেরই আয় বাড়বে। কয়েক জন ব্যবসায়ী এবং contractor এর উন্নতি হবে। কাজেই আজকে আমার বাজেট ভাষণ এই বলেই শেষ করছি যে ত্রিপুরার এই মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দিয়ে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য একটা মাষ্টার প্ল্যান নেওয়া হোক।

ত্রিপুরাকে যদি রক্ষা করতে হয়, ত্রিপুরার যদি উন্নতি সাধনই কাম্য হয় তাহলে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি যে এই মন্ত্রীমণ্ডলী ভেঙ্গে দিয়ে এই বাজেট বাদ দিয়ে ত্রিপুরার জন্য নূতন করে বাজেট করা হোক। ত্রিপুরার অনেক সমস্যা, এর তিন দিকে পাকিস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, উপজাতীয় সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, কৃষি সমস্যা। বহু সমস্যা। এই বাজেটের দ্বারা তার বিন্দুমাত্র সমাধান হবে না। কাজেই আমি আবার বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে বাতিল করে এই বাজেট বাদ দিয়ে ত্রিপুরার জন্য মাষ্টার প্ল্যান নেওয়া।

Mr. Dy. Speaker— Now I call on Hon'ble Member Sri Promode Rn. Das gupta.

Shri Promode Rn. Das gupta—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই হাউসের সামনে ১৯৬৯—৭০ সালের বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে। এই বাজেটে দেখি যে ২৮,৮৪,৯,৪০০০ টাকা ধরা হয়েছে এ বৎসর। এর মধ্যে আমরা দেখি প্ল্যান এ ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭ হাজার এবং নন্ প্ল্যানএ ২৩ কোটি ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। গত বৎসর এই বাজেটের পরিমাণ ছিল ২২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৮ হাজার নন্ প্ল্যান এ এবং প্ল্যান এ ছিল ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫৯ হাজার। এই বাজেট আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এইজন্য যে, এই বাজেটে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে এবং এমন অনেকগুলি জিনিষ ধরা হয়েছে যা সাধারণ মানুষের মঙ্গল আনবে এবং ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করবে। প্রথমে আমি একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই বাজেটে কৃষির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার উন্নতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেখানে ৮৬ লক্ষ ৭৯ হাজারের জায়গায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। আমাদের বিরোধীপক্ষ যেটা নিয়ে বিশেষভাবে সমালোচনা করে থাকেন তা হচ্ছে পুলিশ বাজেট। এই খাতে আমরা দেখছি কমান হয়েছে। পুলিশ খাতে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৪ হাজারের জায়গায় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৮ হাজার। কাজেই এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন আমি এই হাউসের সামনে রাখছি। আমাদের বিধানসভা ডাকা হয়, বেশীর ভাগই Private members resolution এবং questions প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ Government business তেমন থাকে না। কিন্তু অন্যান্য বিধানসভায় দেখা যায় যে, official bills এবং official matters এত বেশী থাকে যে, সেখানে Private members' resolution, bills প্রভৃতি সব সময় আলোচনা করাই সম্ভব হয় না। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমাদের বিধানসভার মধ্যে ব্যতিক্রম আছে।

আজ পর্যন্ত কোন একটি বিল এই বিধানসভায় আসেনি। কিন্তু আমাদের Actএ Provision রয়েছে যে, বিভিন্ন বিষয়ে আমরা বিল আনতে পারি। আজকে আমি বাজেটের ডিমাণ্ডের উপর কিছু বলব না, আজকে আমি Govt. Policy সম্পর্কে কিছু বলব।

Bombay Cooperative Act, 1925, Panchayat Act, Money Landers' Act, Land Revenue & Land Reforms Act, এই সমস্ত Actএ এখন বহু amendment এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত কোন বিল Houseএ আসে নাই। কিন্তু আমাদের Legislative পাওয়ার আমাদের Legislative Act এবং Constitution আমাদেরে ক্ষমতা দিয়েছে তা যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি তাহলে দেখি Constitutionএর Seventh Scheduleএ stateগুলির ক্ষমতার list আছে। এমন কি state listএর number 41এর বলে আমরা State Public Service সম্পর্কেও বিল আনতে পারি। যে সমস্ত postএ অফিসার যেমন Junior Civil Service, যাদের stateএর বাইরে যাবার কোন সম্ভাবনা নাই— তাদের সম্পর্কে বিল আমরা আনতে পারি। Concurrent List এ আমরা যেগুলি আনতে পারি। প্রতি বৎসর মন্ত্রীমণ্ডলী এখানে বাজেট পেশ করেন এবং জনসাধারণের উন্নতির জন্য অনেক রকম ব্যবস্থাই করা হয় কিন্তু ১৯২৫ সালের ব্রিটিশ কলোনীর একটা Bombay Money Lenders Act আজ ১৯৬৯ সালেও ত্রিপুরায় চালু আছে এটা, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি তাই অনুরোধ করব সেই সব আইনকে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে develop করে upto date করে যেন অতি সত্বর চালু করা হয়।

আর একটা কথা বাজেট সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে প্রতি বৎসরই বাজেট পাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় শাসিত হিমাচল ও অন্যান্য রাজ্যেও ঘাটতি বাজেট হচ্ছে। আমার মূল বক্তব্য হল যে, কেন্দ্র থেকে যে টাকাটা ত্রিপুরাতে দিচ্ছে সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হবে না হবে, তার ক্ষমতা মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে থাকা দরকার। একথা আমি বলছি এজন্য যে, কোন Immediate Scheme যেমন গত বৎসরের বন্যার সময় কাটাখালের ও হাওড়া নদীর বন্যারোধে এমন কোন scheme নাই যা থেকে আমরা টাকা খরচ করতে পারি। তার জন্য আমাদের কেন্দ্রের নিকট যেতে হয় এবং আমরা লক্ষ্য রাখি September-October মাসে আমাদের এখানের Secretaryরা Shuttle work এর মত দিল্লী ও আগরতলা যাতায়াত করতে হয় এবং তারজন্য T. A. বাবদে বহু টাকা খরচ হয়। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের যে মন্ত্রী পরিষদ এবং মন্ত্রী পরিষদের যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের উপর আমার এই আস্থা আছে যে তারা যে সব স্কীম এখানে তৈয়ার করবে এবং যেসব স্কীমের মাধ্যমে তাঁরা sanction দিবে সেটা উন্নততর হবে বলে আমি মনে করি। এবং এই আশা রাখি বলেই আজকে আমি সেই ক্ষমতার লড়াইয়ে এর Question এ আসছি। দিল্লীর Joint Secretary এবং Deputy Secretaryর কাছে দৌড়াদৌড়ি না করে আমাদের যে মিনিষ্টারস' এবং চীফ মিনিষ্টারকে তাদের অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হোক। যাতে এইসব প্রয়োজনীয় স্কীমগুলি যার জন্য আমাদের কেন্দ্রের কাছে যেতে হবে, অনেক কিছু ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে, কিন্তু যাতে প্রতি বেলায়েই যাওয়ার দরকার না হয় তার

অধিকারের জন্য আমি আজকে বাজেট অধিবেশনের যে বক্তব্য সে বক্তব্যের মাধ্যমেও আমি হাউসের সামনে সে অনুরোধগুলি রাখব। রাখব এইজন্য যে, আমরা আমাদের বাজেটের প্রত্যেকটি অংশ, প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমরা চাই যে, আমাদের মন্ত্রী ও তাঁদের যে Advisor আছেন সেটি তারাই allocate করবে এবং সে টাকা তারাই ঠিক করবে এবং sanction করবে। আমরা চাই না যে কেন্দ্রের Joint Secretary, Deputy Secretaryরা যেটাকে বেঁধে দেবে সেটাই আমরা গ্রহণ করব। ত্রিপুরার সুখ দুঃখের সাথে তারা কতটুকু পরিচিত তা আমি জানি না। সেইজন্যই অনেক সময় অনেক ব্যাপারে দেখা যায়—আমি কয়েকটা বাঁধের কথাই বলি যেমন বড় কাঁঠাল বাঁধ বছরের পর বছর sanction চেয়েও sanction আসে না। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীপরিষদ ও চীফ মিনিষ্টার এর জন্য আগ্রহান্বিত। কিন্তু একমাত্র Central এর sanctionএর জন্য সে বাঁধটা পিছিয়ে যাচ্ছে। কেন? কিজন্য? আজকাল জনসাধারণের এই প্রশ্ন। কারণ জনসাধারণ আগের তুলনায় শিক্ষিত ও সজাগ। তাই আজ Intellectual Class আমাদের বাজেট সম্বন্ধে মনে করছেন It is just Delhi wine in Tripura bottle. সেজন্য আমি আজকে বলছি আমরা Delhi wine নয়, Tripura wine in Tripura bottle করতে চাই। সেইজন্যই আমি আজ বাজেট সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে এই জিনিষটা সামনে রাখছি যে কেন্দ্র যে টাকা আমাদের মঞ্জুর করেন তা যেন আমাদের সামনে রাখা হয় এবং বিল সম্বন্ধেও আমি বলছি সত্যি ত্রিপুরার সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে বিলগুলি আমাদের সামনে আনা দরকার। আমরা Union Territory Act দ্বারা guided হচ্ছি সত্যি। একটা Bill Assemblyতে পাশ হওয়ার পর সেটা Administrator এর কাছে যায় এবং Administrator সেটা assent এর জন্য পাঠান President এর কাছে। সেখানে একটা বিরাট সময় নেওয়া হচ্ছে। সেজন্যই আমি আগের বক্তৃতায় বলেছিলাম Lt. Governor যেখানে Himachal Pradesh, Pondicherry, Goa, Daman and Diuতে আছে তাহলে কেন আমাদের এখানে থাকবে না? সে assent দেওয়ার power কেন আমাদের Administrator পাবেন না। এই আমার বক্তব্য। সেইজন্য আমি আগে আমার বক্তব্য বলেছিলাম একটা bill এর assentর জন্য যাতে দুই বছর বা তিন বছর না লাগে। যদি তা হয় তবে আমরা জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে satisfy করতে পারব না। সেকারণে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ, বিশেষ করে অমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জনসাধারণ এবং কৃষকদের সেবা করার আগ্রহ থাকা সত্বেও তিনি ত্বরান্বিত করতে পারছেন না। সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং ক্ষমতা যাতে আরো দেওয়া হয় তার জন্য আমরা কংগ্রেস মেম্বার হয়ে ও সে ক্ষমতার জন্য আমরা যে লড়াই করতে বাধ্য সে কথা আমার বক্তব্যে রাখছি।

বাজেট আলোচনায় কতকগুলি বিষয় তার বক্তৃতার রেখেছেন। সে বক্তৃতার পূর্ব্বে আমি কতকগুলি বিষয়ে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্য্যন্ত আমরা আমাদের revised budget এ যে টাকা খরচ করেছি সে টাকার পরিমাণ হল ১০২,০৭,০০,০০০ টাকা আর এ বছর আমাদের বাজেট যে provision রাখা হয়েছে সেটার পরিমাণ হল ২৮,০৬,৮১,০০০ টাকা এবং central sponsored schemeএ আছে ৭৮,১৩,০০০। এই যে টাকা তম্মধ্যে কত অংশ আমরা agriculture এ ব্যয় করেছি সেটার

ব্যাপারে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা Agriculture Department এ ২ কোটী ৫২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮০০ টাকা ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত ব্যয় করেছি। তার সাথে সাথে capital out lay আছে। আমি agriculture demand এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার সাথে সাথে grow more food এর খাতে ১৫,০০,০০ টাকা আছে। আমি জিনিষটা বলেছি একটা comperative ভাবে দেখানোর জন্য যে এবার agriculture এর head এ খরচটা বাড়ানো হয়েছে। এবারে agriculture এ খরচ হচ্ছে প্রায় ৫.৫০%। কিন্তু সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে agriculture এর অঙ্কের উপর আমাদের Finance Minister এর যে রিপোর্টগুলো আমরা পেয়েছি তাতে দেখতে পাই within third plan আমাদের ২৩,১,৫৫ মেট্রিক টন additional production rice হয়েছে। তারপর ১৯৬৬-৬৭ তে হয়েছে ৯,০৪২ মেট্রিক টন rice. উনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমি যা পেয়েছি সেটাই আমি হাউসের মধ্যে রাখছি। তারপর ১৯৬৭-৬৮তে হচ্ছে ৭,০০০ মেঃ টন, তারপর ১৯৬৮-৬৯তে হচ্ছে ৭,১০০ মেঃ টন, total additional production হয়েছে ১৬,২৯৭ মেঃ টন। সেটা যদি ৪ মণ করে per head দেওয়া যায় তাহলে আমরা দেখি বৎসরে ৩,১৮,২৯১ জনকে approximately আমার দিতে পারি। আমি একটা জিনিষ বুঝিনা, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সেটা পরিষ্কার হতে চাই! Fourth plan এ agriculture এর target হচ্ছে ৩৯,০০০ মেট্রিক টন এবং আমাদের খাদ্য সমস্যা অনেকটা কমে যাবে। তার সাথে সাথে আমরা দেখছি প্রতি বৎসর Central থেকে আমরা যে খাদ্য আনছি দিনের দিন তার আমদানি বেড়েই চলছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমরা ১,১৯,৮৪,০০০ মণ এনেছি, তার পরের বৎসর আড়াই মাসের উপর, ১৯৬৬-৬৭ এ ৩৩,০০০ মেট্রিক টন, ১৯৬৭-৬৮ এ ২৬০০০ মেট্রিক টন চাউল এবং ২,৫০০ মেঃ টন গম, অবশ্য গমের হিসাবটা আমি দিচ্ছি না। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে হঠাৎ আমরা ৫,১৪,২৩ টাকার খাদ্য শস্য আমদানি করেছি। Production বাড়ার সাথে সাথে কেন্দ্র থেকে খাদ্য আমদানিও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু population কি সেই অনুপাতে বাড়ছে? সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। 1961 সালের যে census হয় তাতে আমাদের population হচ্ছে ১১,৪০,০০০ জন, তার সঙ্গে যদি ৩,০০,০০০ যোগ করা যায় তাহলে ১৪,০০,০০০ লোকের খাদ্যশস্য আমরা উৎপাদন করছি। তাহলে ২ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ extra peopleকে যদি save করতে হয় তাহলে সে পরিমাণ ৭,০০,০০০ মেট্রিক টনে যায় কি না সেটাই আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই। কারণ আমার ভুলও হতে পারে, কাজেই সেই প্রশ্নটা আমি রাখছি।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় Dy. Speaker Sir, কিছুক্ষণ আগে একজন I. B. officer House এর চার দিক ঘুরাফিরা করছিলেন। এর উদ্দেশ্য কি আমি জানতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় আমি নামও বলতে পারি।

Mr. Dy. Speaker :—এখনও আছে?

Shri Aghore Deb Barma :—না, এখন নাই, চলে গেছেন। কিছুক্ষণ আগে ছিলেন।

(Interruption)

Shri Promode Rn. Das Gupta :—মাননীয় Dy. Speaker Sir, আমার বক্তব্য আজকে agriculture এর উপর রাখছি। সেখানে আমি আর একটী কথা বলছি যে Agriculture Depttএ একটা cold storage এর প্রয়োজন আছে। আমাদের সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটা cold storage করার কথা ছিল। তার সম্পর্কে provision করার কথা ছিল। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় তার কোন উল্লেখ পাই নাই। যদি budgetএ থাকে তবে ভাল কথা। তবে বাজেটে থাকার অর্থ implementation নয়। কারণ অনেক কিছু আমরা বাজেটে পাই। এই বাজেট বইর পিছনে একটা list আছে, সব memberই এই list দেখে বলতে পারবে যে অনেক কিছুরই টাকার বরাদ্দ আছে। তিনি চার বৎসর ধরেই বাজেটে ধরে যাচ্ছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক পয়সা ও খরচ হয় নি, এরকম বহু ঘটনা আছে। আমার এলাকারও এরকম বহু কাজের list আমি দিতে পারব। কালাছরা টু সীমনা পর্য্যন্ত ১২ মাইল একটা রাস্তা করার provision 1967-68 এর বাজেটে আছে। তারপর তা 1968-69এর বাজেটেও ধরা হয়েছে। এবারের 69-70এর বাজেটেও আছে। বড় কাঁঠালিয়া diversion scheme টা 1964-65 এর বাজেট থেকে আজকে 1969-70 বাজেট পর্য্যন্ত চলছে। কিন্তু একটা পয়সাও কোন বৎসর খরচ হয় না। আখালিয়াছরা diversion scheme 1966-67এর বাজেট থেকে আজ পর্য্যন্ত এই 1969-70এর বাজেটেও ১,২০,০৬০ টাকার provision করেই আসছে। কিন্তু কোন বৎসরই খরচ হয় না।

আমরা budget provision করি কিন্তু কেন্দ্রের অনুমোদন ব্যতীত implementation করতে পারি না। আমার মনে হয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কাজের জন্য কেন্দ্রের sanction আনতে পারেন নাই, তাই implementation হচ্ছে না। এই জন্যই আমি cold storageএর উল্লেখ করেছি। Agriculture plan scheme এ ৩০,০০,০০০ টাকা রাখা হযেছে। এর মধ্যে কয়েকটা ভাল ভাল scheme আছে। এর মধ্যে একটা schemeএর কথা আমি বলছি যে cashewnut Development Scheme. এই schemeএ টাকা রাখা হয়েছে ভাল কথা, cashewnutএর development হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সমস্ত casehewnut বাগান আছে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ এর কোন market নাই। ছয় আনা, আট আনা যদি এক কেজির দাম হয় তাহলে কেউ আর এর চাষ করবে না। এই দামে তাদের খরচও পোষবে না। তাই আমাদের সরকারকে casehewnut এর processingএর কথা ভাবতে হবে। আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী Industry সম্বন্ধে বলতে গিয়ে plywood সম্বন্ধে বলেছেন। বেশ ভাল কথা। সেগুলি যদি ত্রিপুরায় হয় তাহলে খুব ভাল কথা। ত্রিপুরার বেকার সমস্যা, এবং অর্থনৈতিক সমস্যা অনেকটা সমাধান করতে পারা যাবে। সে দিক দিয়ে আমি বলব আমাদের ত্রিপুরায় fruit canning এর একটা industry আছে। কিন্তু সেটা যায় যায় অবস্থা। Administratorএর Speechএর উপর আমার বক্তব্যে আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে বৎসরের পর বৎসর কতগুলি promise আমরা করে আসছি, কিন্তু একটিরও implementation আজ পর্য্যন্ত করিনি। না করার explanationটা হচ্ছে এই যে

হয়নি। সেজন্য এগুলি ভাল ভাবে implementation করা যায়নি। একটা Industry করতে গেলে আমাদের machineryর দরকার। এর জন্য foreign exchangeএর দরকার হয়। আমরা বলেছি 1969-70তে আমাদের power আসবে এবং ১৯৭১ সনে ডম্বুর থেকে power পাওয়া যাবে। কাজেই এখনই হচ্ছে right time। আমরা যে সব industry করার Plan করেছি সেগুলির machineryগুলি এনে জায়গা ঠিক করে installation করা এবং preliminary সমস্ত কাজ শেষ করা। কারণ যখন power আসবে তখন power cousume করবার ব্যবস্থা থাকবে না, power wastage হবে। আমরা power আনছি industry চালাবার জন্য, যখন power আসবে তখন দেখা যাবে machinery পাওয়া যাচ্ছে না, তখন power wastage হবে, কাজেই আগের থেকে plan করে industryগুলি গড়ে তোলা দরকার। আমাদের এখানে বলা আছে ply wood industry, spinning industry ইত্যাদি বড় বড় industry, যেগুলি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে power আসার সাথে সাথে যাতে industryগুলি start করা যায় সেজন্য preliminary কাজগুলি এখন থেকে start করা দরকার।

Minor Irrigationএ আমরা দেখেছি Third Planএ ৩০,০০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু মাত্র খরচ হয়েছে ১৯,০০,০০০ লক্ষ টাকা। Minor Irrigationএ খরচ করা হয় নাই। ১৯,০০,০০০ টাকা খরচ করে ৮ হাজার একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা অবশ্য আমরা কাগজে পত্রে পেয়েছি, তবে বাস্তবিক কি আমি জানি না। আমার এখানে প্রশ্ন হচ্ছে জল সেচের উপর ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা সমাধান নির্ভর করছে, কিন্তু এই একটি গুরুত্ব পূর্ণ schemeএ ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা খরচ হয়নি। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। Industry সম্বন্ধে ১,৩৫,৫২,০০০ টাকা আমরা খরচ করেছি, ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্য্যন্ত এই ১,৩৫,৫২,১০০ on Revised Budget Demand Grant এ Industry Deptt'এ খরচ করেছি। কিন্তু সত্যি কি সে তুলনায় আমাদের এখানে industry development হয়েছে? হয়নি। আমাদের handloom যেগুলি আছে, সেগুলির চেহারা খুবই খারাপ। Industry যদি develop করতে পারতাম তাহলে বেকার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হত। গোয়া, দমন, দিউতে তারা ৬ হাজার লোককে profession দিয়েছে শুধু Industryর মধ্য দিয়ে এবং পণ্ডিচেরী ও একটি Union territory, সেখানেও নানা Industry Development হয়েছে এবং হিমাচল প্রদেশ টেরিটরীতেও নানা ভাবের Industry গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ত্রিপুরাতে আমরা কোন Industry গড়ে তুলতে পারিনি। তাই সেই জায়গাতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে Industry গড়ে তোলার জন্যে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। কারণ আমাদের ত্রিপুরাতে ১৮ হাজার ৫ শত রেজিষ্টার করা বেকার আছে। কাজেই যে জায়গাতে এতগুলি বেকার আছে সে জায়গাতে Industry গড়ে তোলা একান্ত উচিত। আমি আমার মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে সমর্থন এবং অভিনন্দন জানাব যে এবার তিনি powerloom, calendernig এ সাড়ে সতর লক্ষ টাকা রেখেছেন এবং Plywood and other Industries সম্বন্ধে তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন। আশা করি এগুলি এবার সত্যই কার্য্যে পরিণত হবে।

Road সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে Road ই হচ্ছে ত্রিপুরার প্রাণ। কারণ Rail line মাত্র ধর্মনগর পর্য্যন্ত এসেছে। কিন্তু সাব্রুম পর্যন্ত যদি রেল লাইন না নিতে পারি তা হলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার। তাই আমার রেলওয়ে সম্পর্কে প্রশ্ন হল যে, যেখানে দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত রেল লাইন গিয়েছে সেখানে আমাদের ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত রেল লাইন আসে নাই। সেটা অন্তত: দুঃখের কথা। কারণ আমরা বোধহয় আমাদের রেলওয়ের দাবীটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি নাই, যে ত্রিপুরার সতর লক্ষ লোকের জীবনের সাথে এই রেলওয়ে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব রেলওয়ে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল যে রেলওয়ে যদি না আসে, By Air এ যদি কোন জিনিষ আসে বা যায়, তাহলে আমাদের Industry তে যে সমস্ত জিনিষ Production হবে সেগুলি competitive rate এ compietitive market এ যেতে পারবে না। তাতে অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সেই জন্যই আমি বলছি রেলওয়ে সম্পর্কে Administrator's Report এ পরিস্কারভাবে লেখা আছে এবং উনারা সেটাকে seriously গ্রহণ করেছেন সে জন্য তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাস্তা সম্পর্কে আমরা অনেকটা উন্নতি করছি, তবে আরো অনেক করার আছে। Ist Planএ যদিও ৬৭ মাইল রাস্তা ছিল, 1st plan যখন শেষ হল তখন আমরা দেখতে পেলাম ২৮০ মাইল রাস্তা that is ·092 Miles/per Sqr Miles রাস্তা হয়েছে। 2nd plan এর পর দেখেছি ৫৩০ মাইল রাস্তা that is O.128 per Sqr. Mile রাস্তা হয়েছে এবং at the end of the 3rd plan আমরা দেখেছি ১৫৭৪ মাইল রাস্তা that is 0.382 per Sqr. Miles রাস্তা হয়েছে এবং at the end of the 4th plan আমরা আশা করি ৪০০ শত মাইল নুতন রাস্তা এবং ৪০০ মাইল Wide Road করা হবে বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে আমরা পেয়েছি। সেই দিক দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে রাস্তার দিক দিয়ে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি কারণ In excessable areaতে এখনও বিশেষ ভাবে রাস্তা করতে পারি নাই এবং ত্রিপুরাতে এখনও অনেক রাস্তা আছে যে গুলি এখনও Black topping কিংবা matel হয় নাই। ত্রিপুরার আরও একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ত্রিপুরার চারিদিকে পাকিস্তান এবং সমস্ত বর্ডারের যে সকল রাস্তা দিয়ে military movement, Security force এর movement হতে পারে সে সমস্ত রাস্তা আজ পর্য্যন্ত Complete হয়নি, যার জন্য আমাদের Security forceকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ১৪৭ মাইল রাস্তা Central Govt. Security-র জন্য বর্ডার রাস্তা করার জন্য টাকা Sanction করেছেন এবং যাতে সেগুলি ত্বরান্বিত হয় সে কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I would call on Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজ এই Houseএ Budget discussion উপর যে বক্তব্যগুলি রাখা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি যে এখানকার ত্রিপুরার সরকার ভারত সরকার যে ভাবে কথা বলেন তারই অনুকরণ করে কথা বলছে। প্রথমে আমরা যদি ৫নং ধারা দেখি তবে দেখতে পাই যে গত কয়েক বৎসরে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে অনেক অগ্রসর হয়েছি।

কিন্তু কতটুকু অগ্রসর হয়েছি সেটা যদি আমরা দেখতে যাই তবে কি দেখব ? ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাবই খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পেরেছে। সেদেশ অনেক দিন থেকেই তার যে উদ্বৃত্ত খাদ্য আছে সেটা অন্যত্র সাহায্য করছে বা বিতরণ করছে এদিকে সরকার বলছেন যে ত্রিপুরা পাহাড়ী এলাকা আর বাইরের লোক আসছে অনবরত। সরকার বলছেন যে এখানে বিদ্যুতের অভাব তা পূরণ করতে পারলে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব। বর্ডারের যে অবস্থা সেখানে লোকের কিছু করার দিকে ঝোঁক নাই—কারণ দিনের পর দিন সেখান থেকে গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের B.S.F. যে কি করছে তা দেখা উচিৎ। যদি কোন জায়গায় গরু চোর ধরা পড়ে, তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কৃষকদের সার ও বীজের ধানও নাই। বীজের ধান ঘরে যা থাকে খাদ্যের অভাবে তাও খেয়ে ফেলে। বাজারে ধান চালের দাম কমছে না, সব সময়ই বাড়তির দিকে। লেভীর ধান আদায় করার পূর্ব্বেই দাদনদাররা টাকা দিয়ে অগ্রিম ধান কিনে নেয়। আর এখানে বাফার ষ্টক আছে, তাতে কি কি জিনিষ আছে তা শুধু আমরা বই পুস্তকেই দেখতে পাই কিন্তু ষ্টক যে কোথায় আছে তা আমরা দেখতে পাই না। আমাদের যা খাদ্য ঘাটতি আছে তা কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করতে হবে, তা না হলে এই সমস্যার সমাধান আমরা কিছুতেই করতে পারব না। উন্নয়ণমূলক কাজের প্রস্তাব আমরা এই বিধান সভার মাধ্যমে যেগুলি আনি সেগুলি কার্য্যে রূপান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রকে আমাদের চাপ দিতে হবে। এর উপর বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য গরীব কৃষকদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের খাজনা আদায় স্থগিত রাখতে হবে ও বর্দ্ধিত হারে যে খাজনা ধরা হইয়াছে তা রদ করতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য ঋণ যাহা সরকার হইতে নেওয়া হইয়াছে সেগুলি রদ করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি।

পুনর্ব্বাসনের জন্য ১৯৬৯—৭০ সালের জন্য আরো ৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু এই টাকার অঙ্কটা অত্যন্ত নগন্য। এই টাকা আরো বাড়ানো দরকার। এর মধ্যে বেশীর ভাগ টাকাই কর্ম্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ও ঘর ভাড়া ইত্যাদিতে খরচ হয়ে যাবে আর বাকী টাকা দিয়ে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। ৪টি ব্লকে উন্নয়নের জন্যও বিধিবদ্ধ খাদ্য বরাদ্দের জন্য এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা বরাদ্ধ আছে কিন্তু একমাত্র ৫ শত জুমিয়া পরিবার ছাড়া অন্য লোকের জন্য এই টাকায় কিছুই হতে পারে না। কাজেই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা অতি নগন্য, কাজেই এটা বাড়ানো দরকার। Industry, Power ও Railline এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে অনুরোধ করা হয়েছে তার মঞ্জুর যে কবে আসবে তার কোন ঠিক নাই। তার জন্যই আমি মনে করি যে আমাদের এই বিধানসভা একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান সভা হওয়া দরকার। কারণ তা নাহলে কোন উন্নয়ণ মুলক কাজ করতে গেলে আমরা ইচ্ছামত বাজেট করতে পারি না।

শিক্ষিত বেকার এখানে অনেক আছেন, তাদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন fishery, Poultry ইত্যাদি করার জন্য। এই সব যদি তাদের করতে হয়, তবে তার অর্থ হবে কৃষকদের উপর তাদের লেলিয়ে দেওয়া। তাতে কৃষকেরও শিক্ষিত বেকারদের কারোরই পুনর্ব্বাসন হবে না। তাদের জন্য আমরা যাতে Industry গড়ে তুলতে পারি সেদিকে নজর দেওয়া

উচিৎ। গতবার আমরা দেখেছি স্কুল ঘরের উন্নতির জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু কোন কোন জায়গায় এখনো স্কুল ঘরটি পর্য্যন্ত মেরামত হয় নাই। রতনপুর স্কুলটি Senior Basic করার জন্য অনেক দিন ধরে তারা আবেদন করছে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। ডেড়াবাড়ী স্কুলটি ও ঠিক একই রকম। ২ বৎসর যাবৎ টাকা sanction হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ও স্কুল তৈরী হয় নাই। কেন যে হয় নাই এই প্রশ্ন করা হলে শুনি যে tender call করে tender পাওয়া যায় না, কারণ সেখানে মালের carrying cost খুবই বেশী। Rate বাড়াইয়া দিলে তবে tender পাওয়া যেতে পারে। কাজেই tender এর Rate বাড়িয়ে দিবার জন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি। উপজাতি সম্বন্ধে A.R.C Reportএ যে ভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে যাতে আলাদা অর্থ মঞ্জুরী করা হয় তার জন্য আমি এখানে দাবী রাখছি।

১৯৬৮-৬৯ সালে এই আগরতলায় আকস্মিকভাবে আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল—এর কারণটি কি? মানুষ খাদ্যাভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া এইসব রোগাক্রান্ত হয়। শুধু আন্ত্রিক রোগই নয়, অন্যান্য রোগ ও দেখা যায়। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত না খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারব ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মচারী, শ্রমিকদের যাতে পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন দেওয়া হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তারা পেট ভরে খেতে পারে। এখানে হাসপাতালে যে সব Ambulance আছে যেগুলি বেশীর ভাগই অকেজো, সেইগুলি মেরামত করে কাজে লাগাবার জন্য অনুরোধ রাখছি।

এই সমস্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য ত্রিপুরার জনতা অনেক আগ্রহী। কিন্তু আমরা দেখি এই সমস্ত মোকাবিলা করার জন্য যারা কথা বলবে তাদের এখনও জেলে বন্দী অবস্থায় রাখছেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের Delegatorদের কাছে স্বীকার করেছেন যে তাদের ছাড়া হবে বা যাদের নামে warrent আছে তাদের warrent বাতিল করা হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের ছাড়া হয়নি এবং warrent ও বাতিল করা হয়নি। কাজেই সেদিক থেকে আমি দাবী করছি যে তাদের warent বাতিল এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে discussion সেটা general discussion, সেটা item হিসাবে আলোচনা করতে গেলে বহু সময়ের দরকার। কাজেই সে দিক থেকে আমি বিশেষ সময় নিচ্ছি না। মাত্র কয়েকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই যে পুরানো বিধান সভার কথা বলছি তার বলার কারণ হল সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্রের উন্নতির জন্য কথা বলছি। এবং শুধু এটা নয়, আমাদের যদি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় তাহলে অন্ততঃ বিচার বিভাগকে পৃথক করা দরকার বলে আমি মনে করি। যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভাই আমাদের ত্রিপুরায় আস ছে তাদের রেজিস্ট্রেশন করা দরকার।

এছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সমস্যার দরুণ যেমন বিড়ি শ্রমিক, লেভী, ফরেষ্ট ইত্যাদি ব্যাপারে ছাত্রদের যে দাবী, যেটা তারা করেছিল ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে

বাতবাত জন্যই যাতে তাদের মামলাগুলি অতি সত্বর withdraw করা হয় তার জন্য আমি একটা প্রস্তাব রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় item by item আলোচনা আগামী কাল discussion এর সময় আমি করব। এই বলেই আমি এখন আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Ghanashyam Dewan,

Shri Ghanashyam Dewan :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটকে আমি সমর্থন করি। এই বাজেটের সমর্থনে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্য বহু সমস্যা জর্জরিত। তার মধ্যে এখানকার যারা আদিবাসী তারা দরিদ্র কৃষক ও জুমিয়া, এদের নিয়েই হ'ল ত্রিপুরা রাজ্য এবং Landless যারা, তারা শ্রমিক এবং তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হ'ল উদ্বাস্তু। সুতরাং ত্রিপুরাকে যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হয় তা'হলে খাদ্যই হচ্ছে প্রধান এবং এই খাদ্য ঘাটতি যদি মিটাতে হয়, তবে Central Pool থেকে আমাদের ৪,৫৯,১১,০০০ এবং Locally Procured Food grains ১০,৮৩,০০০ আমরা ধরছি। আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারলে আমাদের খাদ্য আমদানীর এই যে বিরাট অংক সেটা কমে যাবে এবং এই টাকা অন্যান্য Development workএর জন্য ব্যয় করতে পারব। সেইজন্য আমাদের উপজাতি, যে উপজাতিরা ত্রিপুরার লোকসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ, প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই টিলাটংকরে বাস করেন যাযাবর অবস্থায়। তাদেরে যদি আমরা জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করতে না পারি, এটাকে জাতির সমস্যা হিসাবে যদি গ্রহণ করতে না পারি তা'হলে প্রতি বৎসরই আমাদের খাদ্যের যে ঘাটতি অবস্থা হবে তারজন্য তাদেরে Food Procurement করে এবং Central থেকে এনে তাদেরে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সুতরাং যে সমস্ত T. D. Block আমরা করেছি সে সমস্ত T. D. Blockএর মধ্যে জুমিয়ারা আছেন, Landless Tribalরা আছেন তাদেরে যাতে অতি সত্বর পুনর্ব্বাসন দিতে পারি তার একটা programme গ্রহণ করতে হবে। এবং তাদেরে শুধু পুনর্ব্বাসন দিলেই চলবে না। তাদেরে আবাদী জমি দিবার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে এবং জলসেচের ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, ছামনু T. D. Block এর মধ্যে যে pumping machine দেওয়া হল এবং Land Reclemationএর জন্য 25% যে Subsidy দেওয়া হল তবুও টাকাটা খরচ হ'ল না। কারণ pumping machine দেওয়া সত্বেও গরীব Tribal কৃষকরা Subsidy পাওয়ার পরও নিতে পারে নাই। সুতরাং জমি আবাদ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে এবং আরও বেশী Subsidy দিয়ে তাদেরে pumping machine দিতে হবে। আমার মনে হয় 80% Subsidy, Reclamation of Land, বীজ ধান এবং এই pumping set দিতে হবে। তা নাহলে এই গরীব Tribal কৃষকরা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারবে না। আমার কুলাই হাওর এলাকার মধ্যে যে সমস্ত জুমিয়া কৃষক ভাইরা আছেন তারা অনেকেই টিলাটংকরে ঘরবাড়ী করে আছেন। তাদের মধ্যে কেহ allotment পেয়েছেন আবার কেহ কেহ allotment এখন পর্য্যন্ত পান নাই। এবং আমাদের

সরকার থেকে যে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেটাও এখন পর্যান্ত তাদের দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তাই আজকে তাদের যদি কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করতে হয় তারজন্য তাদের হালের গরুর প্রয়োজন। তা নাহলে এ সকল অঞ্চলের দরিদ্র ভূমিহীনদের আমরা কৃষিকাজে নিয়োজিত করতে পারবো না। কুলাই অঞ্চলে শিকারীবাড়ী ইত্যাদি যে সকল পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চল আছে সেখানে অনেক জুমিয়া এখনও পুনর্ব্বাসন পাননি। আর যারা পেয়েছেন তারাও তাদের allotted land আবাদ করতে পারেন নি। যে সমস্ত সমতল ভূমি আছে সেগুলোকে চাষ করে কৃষি কাজ করতে হবে এবং টিলা জমিগুলোতে ফলের চাষ করতে হবে।

কুলাই হাওড়ের ধলাই নদী যা উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত তার পূর্ব্বদিকে অনেক জুমিয়া ভূমিহীন আছেন। সেখানে Refugee কলোনী আছে, Tribal Colony আছে। সেখানে অনেক ভূমিহীন কৃষক আছে। সেখানে নিজেদের প্রচেষ্টায় তাবা ধান, পাট ও কার্পাস চাষ করেন। কিন্তু যোগাযোগের অভাবে তারা তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য পান না। সেই মালগুলি আমবাসা হয়ে আগরতলা অথবা ধর্ম্মনগর যায়। কমলপুর যেতে হলে ধলাই নদী পার হতে হয়। ধলাই নদীর পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০০০০ মণ পাট উৎপন্ন হয়। প্রতি মণে ১ টাকা করে ভাড়া দিলেও তাদিগকে ৫০০০০৲ টাকার মত খেসারত দিতে হয় নদী পার হওয়ার জন্যে। সুতরাং আমবাসা থেকে বলরাম, পাতিছড়া এবং মিছিরাম প্রভৃতি কমলপুর পর্য্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে ধলাই নদীর পূর্বাঞ্চলের লোকেরাও উপকৃত হবে। সেখানেও হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নমূলক কাজ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সেখানকার সেলেমাছড়াতে একটা irrigation এর বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। আমি জানি এটা একটা পুরানো কলোনী। সেখানে ৪।৫ শত উদ্বাস্তু পরিবার আছেন। তারা শুষ্ক জমি চাষ করেন। জলের অভাবে অধিক পরিমাণ ফসল ফলাতে পারেন না। কিন্তু ছেলেমাছড়াতে যদি বাঁধ দিয়ে irrigationএর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ঐ ৪।৫ শত পরিবার বাঁচবার সুযোগ পাবেন। ছেলেমা ব্লকের পশ্চিমদিকে ডুলমাছড়া। সেটা যদি ব্যবহার করা যায়, তাহলে সেখানে শুধু বোবো বা আমনই হবে না, গমের চাষও সেখানে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কারণ আমরা দেখেছি দলুছড়াতে গমের ফলন খুব ভালো হয়েছে।

কুলাইহাওর এলাকার গরীব পাহাড়ী, জুমিয়া ও উদ্বাস্তুদের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে সেলেমা স্কুলে। সেই স্কুলের নয় মাইল এরিয়ার মধ্যে কোন Higher Secondary School নাই। সেখানে সেলেমা সিনিয়র বেসিক স্কুলটাকে যদি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা না হয় তাহলে সেখানকার ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

ছামনু T.D. Blockএর যে অঞ্চলটা আছে প্রতি বৎসর চৈত্র মাস আসলেই সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পত্র-পত্রিকাতেও এখন আমরা দেখতে পাই যে, ছামনু অঞ্চলে খাদ্যাভাব রয়েছে। মনু থেকে ছামনু, ছামনু থেকে গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে সে রাস্তাকে আমরা মনুভ্যালির তথা ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের একটা life line বলতে পারি। কারণ আমরা দেখেছি ছামনুর দুর্গম অঞ্চল থেকে পাকিস্তান পর্য্যন্ত মিজো এবং স্যাংক্রাক অত্যাচার

করে চলেছে। রাস্তার অভাবে আমাদের পুলিশ বাহিনী সে সব অঞ্চলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না এবং ঐ সব হামলার, লুণ্ঠনের মোকাবিলা করতে পারে না। আমরা দেখেছি তারা ছৈলেংটা বাজার ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল লুণ্ঠন, দগ্ধ ও ভস্মিভূত করেছে। কাজেই ঐ রাস্তাটির আজ বিশেষ প্রয়োজন। Life line, আমি বলব, National road করা দরকার। তাহলে আমাদের শত্রু রাজ্য পাকিস্তান থেকেও কেউ আমাদের রাজ্যে এসে হামলা করতে সাহস করবে না। অঞ্চলটাও সুরক্ষিত হবে, কারণ আমাদের অতন্দ্র প্রহরী আমরা সেখানে রাখতে চাই। তাই এই রাস্তাটা অতীব প্রয়োজন।

আমি দেখেছি ঐ অঞ্চলে এখনও শত শত জুমিয়া আছেন, যারা পুনর্বাসন পান নাই। তাদিগকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে, তা না হলে তারা চিরকাল পিছিয়ে পড়েই থাকবে। তারা যদি আজকে আমাদের মতো শিক্ষা পায়, স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ পায় এবং জমি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার সুযোগ পায় তাহলে আমাদের মতো তারাও ত্রিপুরাকে গড়ে তোলায় সাহায্য করতে পারবে। আমি মনে করি তাদের জন্য একটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন। ছামনু T.D. Block এলাকায় একটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই এবং আশ্চর্য্যের কথা ঐ ব্লকের মধ্যে ৫টি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে। তার মধ্যে কেন্দ্র হলো ময়নারমা সিনিয়র বেসিক স্কুল। ঐ ময়নারমাতে একটা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল করা যায়। তা না হলে ঐ সব ছাত্রদের আসতে হয় আগরতলায় নতুবা কৈলাসহরে। সেখানকার গরীব উদ্বাস্তু, জুমিয়া ও পাহাড়ীরা তাদের নিজেদের পরিবারই প্রতিপালন করতে পারে না ঐ স্বল্প পরিমাণ জমির আয় থেকে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করাতো দূরের কথা। সুতরাং এই যে একটা অভাবগ্রস্থ অঞ্চল, একটা নিপীড়িত অঞ্চল, সেই অঞ্চলের লোকদিগকে জমি দিতে হবে। জমিতো নেই সেখানে, টিলাভূমি দিতে হবে। সেই টিলা জমি যদি আমরা আবাদ করে না দেই তাহলে তারা সেখানে বাগান ইত্যাদিও করতে পারবে না এবং কখনও তাদিগকে আমরা স্বাবলম্বী করতে পারবো না। তাই কৃষি বিভাগের মাধ্যমে তাদের আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। ছামনুর Head quarter ছৈলেংটাতে T. C. P. C. একটি Centre ছিল। সেটা এক বৎসর যেতে না যেতেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এগুলির খুব ভাল করে তদন্ত করা উচিত। কেন তারা আসে না তার কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। জুমিয়া মেয়েরা কাপড় তৈরী করতে অভ্যস্থ কিন্তু এই কাজে যাবার পর কেন তারা সেখানে যায় না, সেটা দেখা দরকার। আমার মনে হয় আর্থিক অসঙ্গতির জন্যই তারা এটা পারে না। আমাদের মনে হয় তাদের যদি সাবসিডি বা গ্র্যান্ট দেওয়া যায় তবে সেই সেন্টারগুলি চালু থাকবে। যারা কোমরে বেঁধে তাঁত বুনে তাদের নিকট এখানের মণিপুরী তাঁত বুনার যে ধরণ সেটা প্রচলন করা যায় কিনা, সেটা দেখা দরকার। যদিও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে তাতে কোন কাজ হচ্ছে না—কারণ যারা ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছে তারা আর এই কাজে ফিরে আসছে না। কাজেই এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার।

শিক্ষার জন্য ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে সালেমাতে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ময়নারমাতে একটি বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন। শচীপাড়া, তিলক পাড়ার প্রাইমারী স্কুল, ডেকেমাছড়াতে ও প্রাইমারী স্কুল আছে, এই সব এলেকায় কৃষকরা খুব গরীব, তাদের ছেলে মেয়েদের খুব কষ্ট করে লিখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করছে। কাজেই তাদের অচিরেই একটা গ্রান্ট দিবার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাইনা কিন্তু মাইনর ইরিগেশন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলব। লাল ছড়াতে একটি Co-operative Farming আছে। সেখানে এখনও ১০।১২ দ্রোণ জমি অনাবাদী পড়ে আছে। যদিও কিছু অংশ আবাদ করা হয়েছে, তথাপি অধিকাংশ জায়গাই জংলা আছে। কাজেই আমি মনে করি যে Agriculture Deptt. থেকে টীলা সংলগ্ন ১০।১৫ দ্রোণ লোঙ্গা জমি আছে, সেখানে উদ্বাস্তুও আছে। সেই জায়গা যাতে আবাদ করা যায়, তার প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Hon'ble Member Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Chandra Choudhury :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৬৯-৭০ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, তার মাধ্যমে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে বলে আমি মনে করি। গত আর্থিক বৎসর হইতে এ বৎসর অনেক বেশী টাকা ধরা হয়েছে। তবে বাজেটে বরাদ্দ টাকা থাকলেই দেশের উন্নতি হয় না, সেই টাকা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে বলে আমি মনে করি। আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে দেখেছি যে, টাকার বরাদ্দ হয়েছে, খরচও হয়েছে কিন্তু উন্নতি যতটুকু হবার ততটুকু হয়নি। সেই জন্যই আমি সর্বপ্রথমে বলব যে এই বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা হয় ও কাজে লাগানো যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মাননীয় অঘোর বাবু বলেছেন যে গত ২০ বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরায় যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে তাতে ত্রিপুরার কোন উন্নতি হয় নাই। শুধু অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। আমি বলব তিনি যদি একটু বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন পূর্ব্বের তুলনায় ত্রিপুরায় কিভাবে উন্নত হয়েছে। আমি প্রথমতই বলব যে যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় ত্রিপুরাতে অনেক বেশী হয়েছে এবং আমি ইহা পূর্ব্বের তুলনায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বলে মনে করি। গত বৎসর আমরা যখন এখানে থেকে সাব্রুম বা বিলোনীয়া যাই তখন ভাবতে পারতাম না যে কখন গিয়ে সেখানে পৌছব। হয়ত বা উদয়পুর গিয়ে আটকে পড়েছি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আজ যত অসুবিধাই থাকুক না কেন আমরা ভাবতে পারি যে যদি গাড়ীতে উঠতে পারি তবে বিলোনীয়া গিয়ে পৌঁছব। উদয়পুরে গত বৎসর যে বিঘ্ন ছিল এখন তা দূরীভূত হয়েছে। কাকুলিয়ার যে ব্রীজ হয়েছে তাতে সাব্রুম পর্য্যন্ত যাওয়ার সমগ্র বিঘ্ন কেটে গেছে। এইসব পুল যাহা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছে এবং সাব্রুম পর্যন্ত রাস্তাঘাট যেভাবে তৈরী হয়েছে সেই দিকে নজর দিলে সত্যই মনে হয় যে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি

হয়েছে। অবশ্য গ্রাম্য ও সীমান্তের রাস্তা আরও উন্নয়নের দরকার কিন্তু আজকে ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা ও আগরতলা থেকে সাব্রুম, ত্রিপুরার যে প্রাণকেন্দ্র এবং বহিঃ ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগের যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে যোগাযোগের উন্নতি হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গেলে বিশ বৎসর পূর্ব্বে সারা ত্রিপুরায় ৮।১০টা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল, আর আজ এক একটী মহকুমার ৭।৮টি বিদ্যালয় হয়েছে। যেমন বিলোনীয়াতে বর্ত্তমানে ৮টি High/Higher Secondary school চলছে। একটী বেসরকারী কলেজ চলছে। যেখানে সারা ত্রিপুরায় একটী কলেজ ছিল, আজ সেখানে ৫টী হয়েছে। ত্রিপুরায় যেখানে শিক্ষিত লোকের অভাব ছিল, গ্রেজুয়েটের অভাব ছিল, সেখানে আমরা দেখছি যে ৬৫৩ এর উপর গ্রেজুয়েট বেকার। এবার পরীক্ষা দেওয়ার পর আরো বেকার বেড়ে যাবে। কাজেই শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কয়েক হাজার হয়েছে। শিক্ষার যদি উন্নতি নাই হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে, সেটা উনি একবার ভেবে দেখতে পারেন।

আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল খাদ্য সমস্যা এবং তার সমাধানের জন্য আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যদিও এবার ব্যয় বরাদ্দে কৃষির দিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তার দিকে আরো বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে না পারলে কোন সমস্যার সমাধানই হবে না। যেখানে মানুষের পেটে ভাত থাকবে না সেখানে সমস্ত উন্নতির চিন্তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে হাজার হাজার টন গম, চাউল বাহির হইতে আনতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের টীলাতেও মাটী আছে। যে দেশের টীলাতে পাথর আছে সেখানেও ফসল ফলানোর চেষ্টা করা হয়। ত্রিপুরার টীলাতে যে চাষোপযোগী মাটী আছে সেই টীলা ভূমিকেও চাষের উপযোগী করা যায় বলে আমি মনে করি। কাজেই কৃষির প্রতি যদি দৃষ্টি দেওয়া না হয় তাহলে ফসল বাড়ানোর পরিকল্পনা কৃতকার্য হবে না। ফসল বাড়াতে হলে প্রথমতঃ সেচ পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ত্রিপুরায় যথেষ্ট নদী নালা রয়েছে সেগুলোকে আয়ত্বাধীনে এনে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জলসেচের কথা আমরা সর্ব্বদাই বলে থাকি, কিন্তু কার্যত ততদূর হয় না বলেই আমি মনে করি। এক একটী পরিকল্পনার কথা বৎসরের পর বৎসর শুনছি কিন্তু কার্যত তা রূপায়িত হচ্ছে না। কোথায় গলদ আছে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশের কৃষক গরীব। যারা ঋণের জালে জর্জ্জরিত হয়ে আজ ভূমিহীন হতে চলেছে তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। কতগুলি ঋণদান সংস্থা আছে সেগুলি আরো পুনর্গঠন করা দরকার। যেমন Land Mortgage Bank, State Co-operative Bank এগুলির মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যাতে অধিক পরিমাণে ঋণ পাইতে পারে তার ব্যবস্থা দরকার। আইনগত কোন পরিবর্ত্তন যদি প্রয়োজন হয় তাও করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তা না হলে কৃষকদের অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ন হবে।

ত্রিপুরায় বহু ভূমিহীন কৃষক আছে। বহু কৃষক বেকার রয়েছে যাদের নিজস্ব জমি নাই, তারা যদি জমি পায় বা জমির মালিকানা পায়

তাহলে কৃষির উন্নতি হতে পারে। এই ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি বণ্টন করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। ভূমির বণ্টন করতে হলে, কোথায় ভূমি পাওয়া যায় এটাও একটা প্রশ্ন আসে। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ অঞ্চলে বড় বড় চাষীদের নিকট খাস ভূমি রয়েছে সেগুলি বেড় করে এনে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ত্রিপুরার বন বিভাগ বহু ভূমি দখল করে আছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বন বিভাগ পুনর্বিন্যাস করার কথা বলেছেন এবং তার জন্য একটি কমিটিও করা হয়েছে। এই কমিটি গত ২ বৎসর যাবৎ ত্রিপুরার বনে জঙ্গলে ঘুরে দেখেছেন যে বনবিভাগের মধ্যে বহু চাষোপযোগী টিলা ও সমতল ভূমি আছে. এই সব জায়গা কৃষকরা পেলে চাষবাস করে বাঁচতে পারবে। তাতে ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যারও সমাধান হবে।

যে প্রস্তাব সেই কমিটি করেছে আজ পর্যান্ত তার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আমি মনে করি অনতিবিলম্বে সেই সব ভূমি বনবিভাগ থেকে বের করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। কৃষির উন্নয়নের জন্য বীজ সরবরাহের জন্য একটি ব্যাঙ্ক গঠন করা দরকার। প্রতি বৎসর দেখা যায় চাষের সময়ে গরীব চাষীদের মধ্যে বীজ বণ্টনের একটা সমস্যা দেখা দেয়, এদিক ওদিক ঘুরে বীজ সংগ্রহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। আমি মনে করি বীজ সরবরাহের জন্য এবং বণ্টনের জন্য একটা বীজ ব্যাঙ্ক গঠন করা দরকার। কৃষকদের ব্যাপকভাবে ঋণ পাওয়ার সুবিধার জন্য প্রত্যেক বিভাগে Divisional office থেকে যেসব ঋণ দেওয়া হয় তাহল ২৫০ টাকা করে। বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের দাম যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি রেখে এবং কৃষকদের সঙ্কটের কথা চিন্তা করে প্রত্যেক মহকুমা শাসকের হাতে ৫০০ টাকা করে প্রতি কৃষককে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ একজন কৃষকের যদি এক জোড়া বলদ কিনতে হয় তাতেও ৫০০ টাকার কমে হয়না। ২০০ বা ২৫০ টাকা ঋণের দ্বারা কৃষকদের এমন কোন উপকার হয়না। এদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে এই ঋণ ৫০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

শিল্প ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি শিল্পের প্রতি আমাদের খুব দৃষ্টি নেই। অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন তাই আমরা অর্থ ব্যয় করি, কিন্তু সেই অর্থ ঠিক ঠিক মত ব্যয় করা হয় না। কতগুলি Centre বিভিন্ন জায়গাতে আছে সেই সব Centreএ কি কাজ হয় না হয় সেটা তত্ত্বাবধান ঠিক ঠিক ভাবে করা হয় না। যেমন রেশম শিল্প কেন্দ্র বিভিন্ন জায়গাতে আছে তাতে আয়ের থেকে ব্যয় অনেক বেশী, কিন্তু কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই। Training Centre বা Training-Cum-Production Centre কোন কোন জায়গাতে আছে, এগুলি ক্ষুদ্রাকারে Centre করা হয়েছে, সেগুলিতেও কোন কাজ হয় বলে আমি মনে করি না। হয় সেই Centre গুলিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বৃহৎ আকারে করার চেষ্টা করা হউক অথবা সেসব Centre গুলো উঠিয়ে দিয়ে ব্যয় বরাদ্দ সঙ্কোচন করা ভালবলে আমি মনে করি। প্রত্যেকটা Blockএ দেখা যায় এক একজন Extension officer আছেন for Industries

শিল্প ক্যাম্পের বেতনের বাহরে ব্যয় বরাদ্দের কোন ব্যবস্থা নাই। বৎসর বৎসর তাদের যা বেতন দিতে হয় ভাতা দিতে হয় ব্যয় বরাদ্দে শুধু তাই রয়েছে। এই সমস্ত Extension Officer এর যে কি কাজ সেটাও ঠিক ঠিক বুঝা যায়না। তাদের কাজের দ্বারা গ্রামে শিল্পের কোন উন্নয়ন হয়না বলে আমি মনে করি। আমি বাস্তব কথা বলছি। বিলোনিয়াতে ২টি ব্লক আছে, ২টি ব্লকে ২ জন Extension Officer আছেন। তাদের কি কাজ বা করণীয় কিছুই দৃষ্টি হয়না, এ বিষয়ে যদি তদন্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে তারা বসে বসে সরকারী অর্থ নিচ্ছে।

আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা শিক্ষা বিভাগের অঙ্গীভূত বলে আমার মনে হয়। সারা ত্রিপুরাতে কিছু সংখ্যক হিন্দী প্রচারক আছেন। এই সব হিন্দী প্রচারকের যে কি কাজ সেটা বুঝা যায়না, লম্বা মাইনা পাচ্ছেন, Contingencyর টাকা আছে তাও ভোগ করেন, কিন্তু কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা নাই বলে আমি মনে করি। আজকে প্রতিটি হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে হিন্দী শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, আমি মনে করি এইসব হিন্দী প্রচারকের আর কোন প্রয়োজন নেই। এগুলি গুটায়ে নেওয়া ভাল বলে আমি মনে করি। শিল্প ক্ষেত্রে যদি বিশেষ নজর দেওয়া না যায় মাঝারী ভাবের শিল্পের যদি কোন ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং আস্তে আস্তে যে বেকারের সংখ্যা বাড়বে কোন অবস্থাতেই সেই বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। শিল্পখাতে অর্থ ব্যয় হয়, ঋণ দেওয়া হয়, কিন্তু কতদুর কার্য্যকরী ব্যবস্থা হয় তা দেখার প্রয়োজন আছে।

পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ত্রিপুরায় পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির দরকার। আজকে মানুষের চলাচলের এত বিঘ্ন এবং অসুবিধা হচ্ছে যা বলা যায় না। মানুষকে বিশেষ সঙ্কটের মধ্যে যাতায়াত করতে হয়, একটা জীপ যখন বটতলা থেকে ছাড়ে ১৫ থেকে ২০ জন passenger না হলে জীপ ছাড়বেনা। এভাবে দিনের পর দিন গাড়ীগুলিতে over load টেনে যাচ্ছে, কিন্তু গাড়ীর সংখ্যা যে কম আছে তা নয়, গাড়ী পড়ে থাকবে কিন্তু কম যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করবে না। এ হচ্ছে গাড়ীর মালিকদের ব্যবস্থা। Syndicate করে এমন একটা ব্যবস্থা করেছে over load ছাড়া গাড়ীগুলি চলবে না। এক দিকে হয়ত over load case দেওয়া হয়, জরিমানা হয়, কিন্তু অপর দিকে তবুও over load চলছে। এটার কারণ কি? আমি মনে করি গাড়ীর সংখ্যা যদি আরও বেশী না হয় তাহলে over load কোন অবস্থাতে বন্ধ হবে না। মানুষের যাতায়াতের যে সঙ্কট তা রয়ে যাবে, সেজন্য অনতিবিলম্বে সরকারী পর্য্যায়ে State Bus পরিচালনার ব্যবস্থা করা দরকার। শুধু পরিকল্পনা এবং চিন্তা করলেই চলবে না। একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকারী পর্য্যায়ে Buffer stock করা হয়। অবশ্য তাতে যে কিছু সুবিধা হয় এটা সত্যি কথা, ব্যবসায়ীর হাতে যদি সব জিনিষের ব্যবস্থার ভার থাকে তাহলে তাদের খুশীমত মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে, তবে এই Buffer stockএর কলেবর আরও

অনেক বৃদ্ধিকরা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং বৃদ্ধিকরে এটার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটা Committee গঠন করা ভাল বলে আমি মনে করি। Buffer stockএর Policy নির্ধারণের জন্য এই কমিটি থাকা দরকার। Buffer stockএর মাল রাখা এবং বিলি ব্যবস্থা এই কমিটির মাধ্যমে যদি হয় তবে আমি ভাল মনে করি। এখন ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতি লাভের যে প্রচেষ্টা চলেছে, তা যদি রোধ করতে হয় তবে একমাত্র সরকারী Buffer stock তা রোধ করতে পারে। যদি এটার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হয় তবে তাহা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না। গত বৎসর Buffer stockএর মালের বিলিব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়েছে তাতে মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। সেই সব অসুবিধা যাতে না হয়, তার দিকে দৃষ্টি রেখে একটি শক্তিশালী কমিটি করে Buffer stockএর Policy সংক্রান্ত বিষয়গুলির পরিচালনার ব্যবস্থা রাখার দরকার বলে আমি মনে করি।

আরও একটি কথা বলে আমি শেষ করছি। সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা যে বেতন পায়, তাতে তাদের পরিবার পরিচালনা করা খুব কষ্ট সাধ্য। তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। আরেকটি বিষয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী এবং প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে ভাতা এবং বেতনের তফাৎ এগুলিও দূরীভূত হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। একই জায়গায় চাকুরী করে বিভিন্ন রকমের অর্থ উপার্জ্জন বা বিভিন্ন রকমের বেতন পাওয়ার যে ব্যবস্থা এটা অপসারিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের বেকার সমস্যা দিন দিন যে হারে বাড়ছে, এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের সংস্থা আছে Railway, Postal Deptt. Income Tax বা এই জাতীয় যে সকল সংস্থা আছে, সেই সব সংস্থাতেও যাতে আমাদের ত্রিপুরায় বেকারদের কর্ম্ম সংস্থান হতে পারে, তারা যাতে সেই সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, সেই ব্যবস্থা সরকারী পর্য্যায়ে গ্রহণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ সেই নিয়োগ কেন্দ্র ত্রিপুরাতে না থাকাতে, ত্রিপুরার বাইরে যে সব জায়গাতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয় ত্রিপুরার বেকাররা তার কোন খোজ খবর পান না এবং দরখাস্ত করার সুযোগ সুবিধাও পায় না। এই সব কারণে ত্রিপুরার লোক কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে চাকুরীর কোন সুযোগ সুবিধা পান না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এটা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

Mr. Dy. Speaker :—The discussion will resume on 26th March, 1969. So we are passing on to the next item.

Next Business of the House is the Discussion on Matters of urgent Public Importance for short Duration.

ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় foodgrains requisition order (1960) অবৈধভাবে প্রয়োগ করার ফলে গরীব ও মাঝারী কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ।

Notice has been given by Shri Bidya Chandra Deb Barma. I would call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to start Discussion.

Shri Bidya Chandra Deb Barma M. L. A.—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি food grains requisition order 1960 সম্পর্কে "অবৈধভাবে প্রয়োগ করার ফলে গরীব ও মাঝারী কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ" এই জিনিসটি এনেছি। কেন না ১৯৬৩ সালে যখন requisition order দেওয়া হয় তখন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ধান আদায় করা হয়। এমন কি তারা যে সব ধান খোরাকীর জন্য সিদ্ধ করে রেখেছিল সেগুলি পর্যান্ত নিয়ে আসে। তারপর এমনও হয়েছে যে বীজ ধান পর্য্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। তারপর S. D. O.র সাথে আলাপ আলোচনা করে সেটা সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু তারপরেও storeগুলিতে গিয়ে দেখি যে এই অবৈধ challange করে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে তারমধ্যে ২,৩,৪,৬,৭,৮ ও ২৯নং Distribution এখনও হিসাবের অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া কয়েকদিন পূর্ব্বে কল্যাণপুরে দেখেছি নারায়ণ দাসের বাড়ীতে গিয়ে S. D. O. কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ধানের গোলা কেটে ধান নিয়ে আসে। কিন্তু সে ধান দিতে অস্বীকৃত নয়, লেভির ধান দিতে সে স্বীকৃত থাকা অবস্থায় এভাবে ধান নিয়ে আসা কি ঠিক হয়েছে ? যেদিন S D. O. গিয়েছিলেন সেদিন সে অসুস্থ ছিল। সে বলেছিল যে আজকে রাতে আমি ধান দিতে পারব না। আগামীকাল সকালে আসলে পরে আমি অথবা আমার পক্ষ থেকে যে কেহই ধান দিয়ে দেবে। একথা বলা সত্বেও তারা সেই রাতেই ধান নিয়ে আসে। এভাবে সব জায়গায়ই চলছে। এ ছাড়া রবীন্দ্র মালাকারের মৃত্যুর যে ঘটনা তাও ঠিক একই রকম। ৭ জনের নামে notice দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের বাড়ীতে ধান বিশেষ ছিল না। কাজেই এইরূপে অবৈধভাবে requisition করে পুলিশ নিয়ে জোর করে লেভির ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন আইন আছে বলে আমার জানা নেই। আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি যে Sub-Divisionএ বড় বড় জোতদার, জমিদার, অবস্থাপন্ন কৃষক আছে তাদের কাছ থেকে লেভির ধান খুব কমই সংগ্রহ করা হয়েছে। আরোও বলছি যে চাউল কলের মালিকদের কাছ থেকে কোনরূপ লেভির ধান আদায় করা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে চাউল কল মালিকদের কাছ থেকে লেভির ধান আদায় করা হয়। কাজেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে অবৈধভাবে গরীবদের কাছ থেকে লেভির ধান আদায় করাটা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ও পরিতাপের বিষয়। লেভির নোটিশ পাওয়ার পরেও কোন কোন এলাকার কতজন লেভির আওতায় পরে না, সে বিষয়ে দরখাস্ত করলে পর লেভি থেকে তাদিগকে রেহাই দেওয়া হয়। আমার বক্তব্য হলো যাদের লেভির ধান দেওয়ার মত ক্ষমতা আছে তাদের কাছ থেকে লেভির ধান আদায় করতেই হবে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বড় জোতদারের সংখ্যা ২০০ শত হবে। তাদের কাছ থেকে লেভির ধান সংগ্রহ করা দরকার। খোরাকির ধান, বীজ ধান হিসাব করে রেখে তারপর লেভির ধান আদায় করতে হবে। এমনও দেখা গেছে যে যারা ভূমিহীন, গরীব কৃষক তাদের কাছ থেকেও লেভির ধান আদায় করা হয়েছে। একথা আমি পূর্বেও উদাহরণ স্বরূপ বলেছি। কিন্তু আজকে যারা বড় বড় জোতদার তারাই ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী করে অভাব সৃষ্টি করে। আমি সেদিকে লক্ষ্য রেখেই জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমি বলছি যারা খাদ্য চুরি করে মজুত রাখে সেই সমস্ত বড় বড় জোতদার ও মজুতদারদের ধরিয়ে দেওয়া উচিত।

ত্রিপুরা রাজ্য আজকে ঘাটতি এলাকা। এই ত্রিপুরাকে যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পারছি ততদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্র থেকে খাদ্য এনে সেই খাদ্য যদি সস্তা দরে তাদের মধ্যে বিলি করা হয় তাহলে তাদের মজুত ধান বাজারে বিক্রি করতে তারা বাধ্য হবে এবং তখনই তারা ধরা পরবে। এই জন্যই সাধারণ মানুষ, গরীব কৃষক তাদের মাঝে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অভাব যখন দেখা দেয় তখন তারা খাদ্য পায় না। এখানে যে বাফার ষ্টক আছে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। সেটা কোথায় আছে, সেট তে কি আছে তা তারা কিছুই জানে না। আমাদের বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা সেটা যে কতটুকু উপকার করেছে তা বিবেচ্য বিষয়। সারা ত্রিপুরায় বিশেষ করে কৈলাশহরের ছত্তর মিঞার হাওর প্রতি বৎসরই বন্যার জলে ডুবে যায় এবং সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি আগরতলা শহরের রামনগর, জয়নগর যে জমি আছে তাতেও ভাল ফসল জন্মাতে পারত যদি জল নিষ্কাশণের ভাল ব্যবস্থা থাকত। আর একটি কথা হ'ল যে পাকিস্তান সরকার Border অঞ্চলে যে বাঁধ দিয়েছে সে সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের পাকিস্তান সরকারের সহিত আলাপআলোচনা করে জল নিষ্কাষণের ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু সুরাহা করা উচিত বলে আমি মনে করি। গত বৎসর এ সম্পর্কে পঞ্চায়েতের প্রত্যেক গাঁ সভা থেকে একটা বাজেট পেশ করেছিল কিন্তু সে বাজেটের কোন উত্তর তারা আজ পর্য্যন্ত পায় নাই। তাদের বাজেটের অঙ্কও বেশী ছিল না। মাত্র ৪।৫ হাজার টাকার বাজেট ছিল। এই বাজেট জলসেচ, জল নিষ্কাশণ ও বাঁধের ব্যাপারে করা হয়েছিল। শ্রীহরি দেববর্ম্মার একটা বাঁধ আছে। এটা একটা ছড়ার পাড়ে। সেটাতে যদি একটুখানি বাঁধ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই অঞ্চলের সারা এলাকা এই জল থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু সেটাও করা হয় নাই এবং সেটার জন্য Budgetও খুব কম ছিল। তছাড়া over flowর জন্যও তাদের অনেক পরিকল্পনা আছে এবং সেজন্য তারা Budgetও পেশ করেছিল। সেই over flow এরও কোন কিছু হয় নাই। অবশ্য সেই over flow এর জন্য অর্থ মঞ্জুরও হয়েছিল। কিন্তু কোথায় কতটুকু হয়েছে, না হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। আমাদের এই পঞ্চায়েতের একটাও over flow মঞ্জুর হয় নাই। কল্যাণপুরের সর্ব্বংছড়ার মুখে জল সেচের জন্য একটা বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন। সেইহেতু সেখানকার অধিবাসীরা সরকারের নিকট সাহায্য চেয়ে একটি দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা তার কোন কিছু খবর পায় নাই। তাই তারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই বাঁধ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তারা তা করতে পারে নি। আমি আবার লেভির কথা এখানে উত্থাপন করছি। যারা গরীব কৃষক তাদের নামে requisition order দেওয়া যে অবৈধ সেই প্রস্তাবই আমি এখানে এনেছি। যে সমস্ত order অবৈধ হয় এরকম মামলা এখনো court এ আছে, সেগুলি যদি তারা পায় সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে কিনা? এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker--Now I would call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে motionটি এখানে রাখা হয়েছে সেটা হ'ল ত্রিপুরা food grains requisition order (1960) অবৈধ ভাবে প্রয়োগ it is the

main point of discussion. এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই food grains requisition আইনটা কি করে অবৈধ হল। এই অবৈধ কথাটিই বলা এখানের বিষয়বস্তু। GSR 1088 number of the Ministry of Food & Agriculture, Govt. of India. Parliament থেকে তারা ক্ষমতা দিল Central Govt.কে যে তুমি State Govt. গুলিকে power delegate কর। তারপর Central Govt. State Govt.গুলিকে power delegate করলো। এখানে State Govt. means Administrator বা Chief Commissioner. Chief Commissionerকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে power delegate করলো। প্রথমে Parliament থেকে Central কে delegate করলো to delegate the power to all other State Govts. এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে এমন কোন আইন বা clause নেই, যে আইন বা clause এর বলে আবার Chief Commissioner মহোদয় delegated powerগুলিকে re-delegate করতে পারেন। কাজেই এখানে বলা হয়েছে যে অবৈধ ভাবে এই আইনের প্রয়োগ এখানে করা হচ্ছে। অন্যায় ভাবে এই আইনটি এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। Parliament power delegate করলো Central Govt. কে তারপর Central Govt. delegate করলো state Govts.কে means Chief Commissioner কে কিন্তু Chief Commissioner আবার S.D.O দের re-delegate করতে পারেন না। এটা হ'ল আইনের কথা। কাজেই এমতাবস্থায় ত্রিপুরার মধ্যে Chief Commissioner S.D.O. কে power re-delegate করে Food grains requisition করার ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই এটা বেআইনী বলে এখানে discussionএ রাখা হয়েছে। সরকার যেসব আইন করেন সেগুলি নিজে আগে মানা দরকার, তারপর জনসাধারণ সেগুলি মানবে। নিজেরা আইন ভঙ্গ করবেন আর অন্যের বেলায় তা চাপাবেন। কাজেই বর্তমানে যে Tripura food grain requisition order, 1960 প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত অন্যায়। যদি Re-delegate করতেই হয় তবে previous permission নিতে হবে এই আইনের মধ্যে তাহা আছে। Previous permission নিলে আইনের দিক দিয়ে বলার কিছু থাকে না। তাহাও করা হয় নাই। আমরা বলেছিলাম যে যাদের জমি ১ দ্রোণের উপরে আছে তাদের নিকট হতে ধান চাউল আদায় কর। কিন্তু সরকার আইন করেছেন ১২৷৷ কাণির উপর যাদের জমি তাদের নিকট হতে নেওয়া হবে। কিন্তু কার্যতঃ আমরা দেখছি যাদের ৩৪ কাণি ধান জমি আছে তাদের উপরেও নোটিশ জারী হয় এবং এই জন্যই এই বিক্ষোভ। জোর জবরদস্তির বহু ঘটনা সম্পর্কে এই হাউসে আলাপ আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়ে আমি আর বলতে চাই না। আজকে যদি সরকারের পলিসি এই হয়ে থাকে যে যারা খোরাকী, বিজের-ধান ও আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে যে ধান থাকে সেটা কম দরে বিক্রী করলেও—

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা যদি সরকারের পলিসি হয়ে থাকে, তবে যারা দিতে সক্ষম, যারা সলভেন্ট কৃষক অর্থাৎ যারা বীজের ধান, চাষের খরচ, খোরাকির ধান রাখার পরও বিক্রি করতে পারে তাদের [illegible] ধান বাকি থাকলে সেটা ত সরকার

আনবে না। তার একটা অংশ সরকারের rate মত কিনে আনিবে। কাজেই এই রকম যে সকল কৃষক দিতে সক্ষম তাদের কাছ থেকে আনিতে ত কোন বাধা নাই। এইটা ত সকলে এক বাক্যে স্বীকৃতি দিচ্ছে। সরকারের পলিসি এবং সময় কার্য্যে ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িণ করা হয় না। পলিসি ভালই থাকে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তারা উল্টোটা করা হয়। কার কার উদ্বৃত্ত আছে তার কোন খোঁজখবর না করেই ইচ্ছামত সমস্ত notice ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে দেখা যায় যাদের কোন জমি নাই তাদের উপরও notice যায়। আমার এলাকায় এরকম অনেক ঘটনার কথা আমি জানি। এর ফলে তাদেরে অনর্থক একটা অসুবিধায় পড়তে হয়। আগরতলা এসে দরখাস্ত দিয়ে তদবির করে তবে তা withdraw করতে হয়। এইরূপে একটা ভয়ানক হয়রানি হয়। প্রথম থেকে যদি দেখেশুনে notice ছাড়া হয় তাহলে কতকগুলি মানুষকে হয়রাণী ভোগ করতে হয় না কিন্তু তা করা হবে না, কারণ কিছু মানুষকে ত খুসি রাখতে হবে। যদি ক্ষমতায় থাকতে হয় গদিতে থাকতে হয় তবে এই সকল মানুষকে খুশি রাখতেই হবে। আমি আগে ও বলেছি যাদের ঘরে ধান আছে, যারা সক্ষম, অবস্থাপন্ন কৃষক তারা তাদের পকেটে কিছু দিয়ে দিলে রেহাই পেয়ে যায় তাদের আর লেভি দিতে হয় না। এই রকম বহু ঘটনা আমি নাম ধাম সহ বলতে পারি। এই জন্য আমি একদিন এখানে challenge করে বলেছিলাম যে আমি সব দেখিয়ে দিতে পারব কিন্তু তখন আমার সেই challenge accept করা হয় নাই। যেহেতু পলিসি নেওয়া হয়েছে, target পূর্ণ হোক বা না হোক লোক দেখানো কিছু notice দিতে হবে। কাজ হোক বা না হোক। এই সব অকাজ করে বড় বড় কথা বলতে পারবেন যে আমরা মানুষকে চাল দেওয়ার জন্য এই সব করেছি। যাদের ঘরে ধান আছে তাদের কাছে যাওয়া হয় না। ভিতরে ভিতরে তারা একটা বুজবাজ করে নেয় ফলে তাদের আর লেভি দিতে হয় না। এই ভাবে যদি কার্য্য করা হয় তবে এই পলিসি কোনদিনই পূর্ণ হবে না। এইটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মুখে আমরা ভাল ভাল কথা বলি কিন্তু কাজে করি অন্যটা। এরও উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্য হল মজুতদার, জোতদার এবং বড় বড় ব্যবসায়ীকে কিছু পাইয়ে দেওয়া। বাস্তবিকপক্ষে তারাই লাভবান হচ্ছে। সরকার যদি ঠিক পথে কার্য্য করেন তাহলে আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এক দ্রোণের অতিরিক্ত যাদের জমি আছে তাদের নিকট থেকে যদি লেভি আদায় করা হয় তখন আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কার ঘরে ধান আছে তা যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সেটাও আমরা বলতে প্রস্তুত আছি। সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল সস্তা দরে জনসাধারণকে চাউল দেওয়া। কিন্তু comparatively দেখা যায় সস্তা দরে হয় না। কারণ চাউল requisition করতে গিয়ে সঙ্গে কনষ্টেবল, Food Inspector, হাবিলদার থাকে, Circle officer থাকেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক তো আছেই। সবশুদ্ধ যোগ করে খরচ ধরা হয় তাহলে চাউলের মণ ১০০ টাকার মত পড়ে। তাহলে লাভটা কোথায় [illegible] কিছু সংখ্যক মানুষের লাভবান হয়। কর্মচারীদের মধ্যে আছে কিছু সংখ্যক, অবশ্য সবাইর কথা আমি বলব না। কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা সুযোগ সন্ধানী, সুযোগ বুঝে তারা পকেটস্থ করে, rich peasantদের মধ্যে আছে, মজুতদারদের মধ্যে আছে। একটা মাত্র

জিনিসটাই এই আইনকে বে-আইনীভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সুবিধাবাদী দলকে কিছু সুযোগ দেওয়া। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, requisitionকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা সম্বন্ধে উনারা বলেছেন। এ সম্বন্ধে একটা মোকদ্দমাও উনারা কোর্টে দায়ের করেছেন এবং সেই মামলা বিচারাধীন আছে। আমরা যেটা করছি সেটা আইনানুগভাবেই করছি। Tripura food grains Requisition Order 1960 has been applied illegally in different Sub-divisions, এটা হল তাদের বক্তব্য। Specific provisions in Tripura food grains Requisition Order 1960 exist for filing appeal to the Chief Commissioner by persons feeling aggrieved by order of Requisitioning authority. The requisition order served on the producer cannot be said to have been applied illegally. Govt. is trying to mitigate the hardship in the individual cases. অতএব তারা কি করে বললেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এটা আইনানুগভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই আইনকে তারা চেলেঞ্জ করেছে। কাজেই কোর্টের রায় বের না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের এ ব্যাপারে বলার কোন প্রকার অধিকার নাই। যদি সেটা বে-আইনী হয় তাহলে কোর্ট সেটা ডিক্রী করবেন। অতএব আমরা সেই আইন বলেই requisition করছি। এখন কথা হল আইনের উদ্দেশ্যটা কি সেটা দেখতে হবে। বে-আইনী বলার মানেই হল ত্রিপুরাতে food grains requisition করোনা, এটি হল তাদের প্রধান প্রতিবাদ। কেন করোনা ? To create crisis, তারা জানে যদি এই আইনকে অনবরত বে-আইনী বলতে থাকি তাহলে আমাদের grow more food campaign, এতে তাইচুং এবং আই-আর—৮ ধান চাষ হচ্ছে সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই একটা ষড়যন্ত্র নিয়েই তারা এর প্রতিবাদ করছে। এভাবে তারা ত্রিপুরাতে একটা crisis সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। Crisis সৃষ্টি হলে তাদের পোয়াবারো। তারা বলছেন এক দ্রোণ জমি আছে তাদের নিকট requisition নিতে। আমরা যদি একটা ভাল কাজ করতে যাই তাহলে তারা অনবরত বলবেন সেটা illegal. এটা তাদের party motive, এই হল তাদের বক্তব্য। এই অনুসারেই তারা কার্য্য করছেন। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ৪,৪৪৬ জনের উপর requisition order দিয়েছি। এখন তারা বলুক তার মধ্যে ১ দ্রোণের উপর বা এক দ্রোণ যাদের জমি আছে সেই রকম কেউ বাদ পড়ছে কি না। তারা তা বলছেন না। এটা হল অঘোর বাবুর বক্তব্য। কাজেই আমি বলতে চাই সরকারের food grains requisition order perfect. আমরা কোন বড় কৃষককে এই order থেকে রেহাই দেই নাই। তাদের চীৎকারের একমাত্র কারণ হল তারা কিছু সংখ্যক জোতদারের সমর্থক। তারা এইজন্য সমর্থক কারণ তারা জানেন জোতদারের ধান ফরিয়ারা আনছেন এবং তারা ফরিয়াদের সাথে সংযুক্ত আছে। এই ধান যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে যে ফরিয়া দলকে তারা পালছেন সেইসব ফরিয়াদের ক্ষতি হবে। এই ক্ষতির কারণে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাই তারা

requisition orderকে অবৈধ বলছে। ফরিয়া এবং জোতদারের আয়ের কিছু অংশ তারা পাচ্ছে, তাদের হাত থেকে আমরা ধান ছিনিয়ে আনলে ফরিয়াদের আয় কমে যাবে। ফলে অঘোর বাবুরাও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এই রকম চীৎকার করছে। তারা এও বলেছেন প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজনমত ধান রেখে বাকীটা রিকুইজিশান করতে। আমরা ৫ একর পর্য্যন্ত কোন ধান রিকুইজিশান করি না। তার সাথে সাথে ৩০ কেজি মাসে মাথাপিছু সাত মাসের জন্য বাদ দিয়ে তবে রিকুইজিশান করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক পরিবারকে বীজ ধানের জন্য ৭৫ কেজি ছাড় দেওয়া হয়। তবু এই চীৎকার কেন? কারণ চোরাকারবারী, মজুতদার, ফরিয়াদের স্বার্থের হানি হচ্ছে বলে। এদের ক্ষতির ফলে তাদের পার্টির চাঁদা কমে যাচ্ছে। এইজন্য। ত্রিপুরা রাজ্য ঘাটতি অঞ্চল অন্য জায়গায় থেকে চাউল আনতে হয়। এইজন্য স্থানীয় requisition এর প্রয়োজন। তারা বলেছেন পুলিশের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। পুলিশ সব ক্ষেত্রে যায় না। যেসব ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেখানে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেবল সেই সকল স্থানে পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়। জোতদার বড় বড় কৃষকদিগকে এবং ফরিয়াদেরে প্ররোচিত করে যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না করেন। সেইজন্য আমি তাদের কাছে আবেদন করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব খাদ্য নিয়ে যাতে তারা রাজনীতি না করেন। ত্রিপুরাতে যে ৪ হাজার জোতদার আছেন তাদের কাছ থেকে যদি ধান সংগ্রহ করতে পারি তাহলে আমরা চোরা কারবারী এবং ফরিয়াকে বন্ধ করতে পারি। অতএব তারা যদি ধান সংগ্রহে কোন বাধার সৃষ্টি না করে সাহায্য করেন তখনই বুঝব তারা আমাদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন। জয়নগর রামনগর সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়েছে। আমি জানিনা সদরে জয়নগর রামনগরে কোথায় ফসল ফলে। এদেরে যা শিখিয়ে দেওয়া হয় তাই তাঁরা বলেন কিছুই চিন্তা ভাবনা করেন না। রামনগব নয় রামপুরের কিছু অংশে ফসল ফলে এবং জয়নগর নয় জয়পুর। এই দুইটি স্থানে কিছু ফসল ফলে। পাকিস্থান সীমান্তের উপরে বাঁধ দিয়েছে সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের সহিত আলোচনা কইলেই সব ফয়সলা হয়ে যাবে। পাকিস্তান তাদের দোস্ত, তারা ইচ্ছা করলে হয়ত ফয়সলা করতে পারবেন। আমরা বহু আলাপ আলোচনা করেছি কিন্তু মিটাতে পারিনি। তারা যদি আয়ুবস হ'র সাথে আলোচনা করে কিছু করতে পারেন তবে করুন, এই জন্য প্রয়োজন হলে আমরা পাসপোর্ট দেব। এই আশ্বাস আমি তাদেরে দিচ্ছি। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি বলব যে পাসপোর্টের কোন অসুবিধা হবে না। তারপর বলা হয়েছে চাউল কল মালিকদের কাছ থেকে অন্যান্য প্রদেশে লেভি আদায় করা হয়। আমাদের এখানে কেন করা হয় না। আমার মনে হয় অজ্ঞতাবশতঃই তা করেছে। অন্যান্য জায়গায় চাউল কলের মালিকদের open market থেকে কেনার ক্ষমতা দিয়ে থাকে। সেই অনুসারে যা কেনা হয় তার ৫০% লেভি দিতে হয়। আমরা তাদেরে চাউল কেনারই ক্ষমতা দেয়নি অতএব আমি বলব যে সেটা অজ্ঞতাবশতঃই বলছে। তাদের বলতে হবে তাই বলছে। তবে আমার মনে হয় এই Assembly House এ বলতে গেলে কিছুটা জেনে এবং খোঁজখবর

নিয়ে বললেই ভাল হয়, সুফল হয় এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। তারপর বলা হয়েছে ভূমিহীন-দের কাছ থেকে লেভি আদায় করা হচ্ছে। তাহলে বলতে হবে সে নিশ্চয়ই চোরাকারবারী অথবা মজুতদার ছিল। যে চোরাকারবারী বা মজুতদার তার কাছ থেকে তো আনবেই। গাত্রদাহের প্রধান কারণই এটা আমি আগেই বলেছি যে ঐ সমস্ত তাদের ফড়িয়া। কাজেই তাদের থেকে চাউল আনলে তাদের প্রাণে বাজবেই। এদিকে যারা

ভূমিহীন অথচ ঘরে চাউল মজুত রাখে তাদের ধরতে গেলে উনারা বলেন তাদেরে ধরিও না। তারা আমাদের বন্ধু। তারা আমাদের দোস্ত। আমাদের টাকা রাখে, অর্থ দেয়। তা না হলে তাদের এ সব কথা বলার কোন কারণ ছিল না। তারপর বলেছেন বাঁধ দেওয়ার জন্য ৫।৬ হাজার টাকা চেয়েছিল ব্লক কমিটি তরফ থেকে। কিন্তু ব্লক কমিটি যে resolution নেয় সেই resolution অনুসারে কাজ করা হয়। কাজেই ব্যক্তিগত কোন মেম্বারের যদি কোন resolution না থাকে, পঞ্চায়েত প্রধান না থেকে M.L.A না থাকে তাহলে তারা যদি সেটা না করাতে পারেন সেটা তারই দুর্ভাগ্য যে জনগণ বা ব্লকের মানুষ তাদের মানেন না তাহলে সেটাতে আমরা কি করব? আমরা তো আর impose করতে পারি না যে তোমরা একজনের কথায় চুরি কর। তোমাদের ব্লকের কোন resolution নেওয়ার কোন দরকার নেই। ব্লক যে resolution. করে যে সমস্ত scheme করবে সেটা সেখানে করা হয়। তারপর সর্ব্বংছড়া সম্পর্কে বলেছে—কিছুই করা হয় নি। এটা সত্যি নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ব্বংছড়ার বাঁধের কাজও আমরা শুরু করেছি। এটার কাজ গত বৎসরই আরম্ভ করা হয়েছে। উনি তখন জেলে ছিলেন। এখন তিনি সর্ব্বংছড়ায় গিয়ে দেখে আসতে পারেন। সেখানে একটা Drain এবং একটা বাঁধ হবে।

মজুতদারদের থেকে লেভি আদায় করতে গেলে বলবে যে, তারা তো ভূমিহীন। আরে মজুতদার তো ভূমিহীনই হবে। মজুতদার টাকাওয়ালাও হতে পারে আবার বিত্তওয়ালাও হতে পারে তাই মজুতদারদের একটা Explanation তো বের করতে হবে। ভূমিহীন মজুতদার যদি হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর বিত্তওয়ালা মজুতদার যদি চোরাকারবারীও হয় তবে তাদের মতে ঠিকই করে। অতএব সেই দিক দিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেন্দ্র হইতে চাউল আনিয়া সস্তা দরে বিলি কর। তাও বুঝা যাচ্ছে কি—এখানের রিকুইজিশন উঠিয়ে দাও, এখানে তা হতে দেব না, এটা অবৈধ। আমরা যারা জোতদারের সমর্থক এবং ফরিয়ার সমর্থক তাদেরে বাঁচিয়ে রাখব। কেন্দ্র আমাদের চাউল দেবে, আমরা চোরাকারবার করব, ফরিয়াকে নিয়ে ব্যবসা করব, অল্পদামে চাউল বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে। অল্প দামটা কত? যদি Central থেকে ২১ টাকা দরে আনি তাহলে আমরা সরকার গঠন করলে ৩ টাকা দরে দেব।' এটাই কি তাদের বক্তব্য? অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আইন বৈধভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির জন্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য, কৃষকদের উন্নতির জন্য, ফরিয়া এবং বড় বড় জোতদার যারা এই কাজ কারবার করছেন তাদের কারবারকে বন্ধ করার জন্য, বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য

আমরা এই আইনের প্রয়োগ করে Requisition করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. The House stands adjourned till 11 A, M. on Wednesday, the 26th March, 1969.

UNSTARRED QUESTION NO. 129.
By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

1. Whether the amount allotted for the tribals to different Departments from 1950 to 1968-69 has been spent in full every year ?
2. If not a descriptive statement showing the unspent amount yearwise and departmentwise may be furnished ?
3. If that allotted amount has been transferred from Tribal Welfare to other Department, then a statement showing the Department and the amount so transferred may be furnished ?

ANSWER

1)
2) } Material is under collection.
3)

UNSTARRED QUESTION NO. 165.
By Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। মিনিমাম ওয়েজেস্ এ্যাক্ট অনুসারে ত্রিপুরায় কোন্ কোন্ শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের কোন বছরে সর্বনিম্ন বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

২। যে সকল শিল্পে সর্বনিম্ন বেতন নির্দ্ধারিত হয় নাই তাহাদের নাম এবং নির্দ্ধারিত না হওয়ার কারণ ?

৩। যেখানে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেখানে পুনঃনির্দ্ধারণের কোন প্রস্তাব আসিয়াছে কিনা ?

৪। প্রস্তাব আসিয়া থাকিলে কবে পুনঃনির্দ্ধারিত হইবে ?

ANSWER

১। ক) চা বাগানে নিযুক্ত শ্রমিকদের ১৯৫২ ইং সনে।

খ) বিড়ি তৈয়ারী কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের ১৯৫২ ইং সনে।

গ) কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের ১৯৫৩ ইং সনে।

ঘ) মোটর পরিবহনে নিযুক্ত শ্রমিকদের ১৯৬৭ ইং সনে

২। ১৯৫৮ ইং সনের নিম্নতম মজুরী আইনের অন্তর্গত তালিকানুযায়ী "বিল্ডিং এবং কনস্ট্রাকশন" শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। উহা নির্দ্ধারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

৩। হঁা। চা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৯৫৫ইং সনে এবং কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৯৬১ইং সনে পুনঃনির্দ্ধারিত হইয়াছে। চাবাগানে নিযুক্ত শ্রমিকরা বিগত ১।১।৬৬ই হইতে ভারত সরকারকর্ত্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় বেতন পর্যদের সুপারিশ অনুযায়ী মজুরী পাইতেছে।

৪। নিষ্প্রয়োজন।

UNSTARRED QUESTION NO. 201
By Shri Aghore Deb Barma

১। ত্রিপুরা সরকার গত আর্থিক বৎসরে (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ইং) জুমিয়া পুনর্ব্বাসন খাতে কত ব্যয় বরাদ্দ ছিল ?

২। কত পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?

৩। কত পরিবারকে আংশিক এবং কত পরিবারকে সম্যক টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

৪। বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা।

উত্তর

১। ১৯৬৮-৬৯ইং আর্থিক বৎসরে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন খাতে ৪ (চার) লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

২। ৬৯৮ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

৩। ৬৯৮ জুমিয়া পরিবারকে আংশিক ও ৯১৩ পরিবারকে সম্যক টাকা দেওয়া হইয়াছে।

৪। বিভাগ ভিত্তিক জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা সঙ্গীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

বিবরণী

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পরিবারের সংখ্যা	২য় কিস্তির টাকা দেওয়ার পরিবারের সংখ্যা।
১।	সদর মহকুমা	×	৩৬
২।	খোয়াই	৪২১	×
৩।	কমলপুর	১২২	৪৩
৪।	কৈলাসহর	৬৬	২১৮
৫।	ধর্ম্মনগর	৫১	১১৮
৬।	সোনামুড়া	—	১৩৩
৭।	উদয়পুর	৮	১৫৫
৮।	বিলোনীয়া	৩০	৭৯
৯।	সাব্রুম	—	১৩১
		৬৯৮	৯১৩

UNSTARRED QUESTION NO. 202.

By Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. The year of starting of Gandhigram Poultry Farm ;	1. 1959
2. The year-wise total expenditure incurred upto 31st December '68 since its inception ;	2. (see table below)
3. The total amount spent showing separately towards the payment of staff & feeding of livestock & other incidental charges item-wise during the last three years ;	3. (see table below)

(In Rs.)

	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69 (Uuto Dec. '68)	TOTAL
2.	6,072	47,600	76,177	86,868	44,827	1,04,248	1,10,221	1,69,429	1,43,497	1,36,244	9,19,111
3. (a) Pay & allow. of staff.	—	—	—	—	—		42,646	46,554	57,434	—	1,46,634
(b) Rations.	—	—	—	—	—		47,965	65,033	70,184	—	1,83,202
(c) Stationery.	—	—	—	—	—		77	—	—	—	77
(d) Wages.	—	—	—	—	—		3,667	3,350	3,179	—	10,196
(e) Furniture/ Equipments.	—	—	—	—	—		2,073	20,884	5,431	—	28,388
(f) Equipments.	—	—	—	—	—		87	—	—	—	87
(g) Liveries.	—	—	—	—	—		2,538	222	809	—	3,569
(h) Miscellaneous.	—	—	—	—	—		1.559	1,921	—	—	3,480
(i) Medicines.	—	—	—	—	—		9,486	14,900	1,019	—	25,405
(j) Repairing cost.	—	—	—	—	—		123	—	—	—	123
(k) Cost of day old chicks.	—	—	—	—	—		—	18,545	—	—	16,545
(l) Contingencies.	—	—	—	—	—		—	—	1,428	—	1,426
(m) Cost of Type Writer.	—	—	—	—	—		—	—	1,844	—	1,844
(n) Cost of elec. energy.	—	—	—	—	—		—	—	1,271	—	1,271
(o) Subsidy.	—	—	—	—	—		—	—	900	—	900
						Rs.	1,10,221	1,69,429	1,43,497	—	4,23,147

The total income derived itemwise from the Farm upto 31st Dec. '68 since its inception ?

	1959-60	1960-61	1961-62	1962-53	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69 (Upto Dec. '68)	Total
4. (a) Hatching eggs.	4	85	88	64	223	194	381	610	211	304	2,164
(b) Table eggs 'A'.	19	328	528	758	789	1,634	21,009	1,477	4,944	2,121	14,407
(c) Table eggs 'B'	1	199	361	645	731	1,493	2,299	2,605	983	3,357	12,675
(d) Table eggs 'C'	—	12	30	44	78	109	173	194	16	81	737
(e) Meat.	—	44	269	1,141	1,304	1,774	1,907	3,539	4,655	6,062	20,695
(f) Other income.	—	113	82	—	—	—	126	170	—	—	491
(g) Adult birds.	—	4,250	4,874	11,300	4,500	63,850	29,920	9,870	10,180	1,110	1,50,854
(h) Chicks.	—	—	250	472	560	1,201	629	111	532	410	4,145
	Rs. 24	5,031	6,262	14,424	8,185	70,255	37,444	38,677	21,521	13,445	2,15,168

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

MARCH 26th, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 26th March, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair. Chief Minister, four Ministers, Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty two members.

Mr. Speaker—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.

Shri Rabirdra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 125.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 125.

প্রশ্ন

১। অমরপুর ও ডুম্বুরনগর টী, ডি, ব্লকের এলাকায় জুনিয়ার ও সিনিয়ার বেসিক স্কুলের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত এলাকা হইতে কোন স্কুল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি ?

৩। যদি উঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ইহার কারণ কি এবং স্কুলের সংখ্যা কত ?

৪। ঐ স্কুলগুলি আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা ?

উত্তর

১	ব্লকের নাম	জুনিয়ার বেসিক	সিনিয়ার বেসিক
	অমরপুর	৪৬	৪
	ডুম্বুরনগর	১৫	২
		৬১	৬

১। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 181.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question No. 181.

প্রশ্ন

(ক) কৈলাশহর সাব ডিভিসনে ডলুগাঁও Higher Secondary School Building পাকা construction করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

(খ) যদি পরিকল্পনা থাকে কত টাকা sanction আছে এবং কখন কাজ আরম্ভ হবে?

উত্তর

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ৫,৯১ ৭০০ টাকা, নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—নিয়মটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ফর্ম্মালিটিজগুলি অবজার্ভ হলে পরে টাকা স্যাংশান হবে, তারপর কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই টাকা কবে স্যাংশান করা হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি এই ডলুগাঁও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্ররা বর্ষার দিনে স্কুল করতে পারে না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেজন্যই পাকা করার জন্য টাকা স্যাংশন করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবিলম্বে সেটা আশা করতে পারি কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যথা সত্বর সম্ভব করা হবে।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 207.

প্রশ্ন

১। সদর বিভাগের সুখময় J. B. Schoolএর ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা কত? ঐ বিভাগের No. 3 J. B. Schoolএর ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা কত?

২। উল্লেখিত দুইটি স্কুলের কোনটিতে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আছেন?

৩। ঐ স্কুল দুইটিতে কোন পিয়ন বা দপ্তরী আছে কিনা?

উত্তর

	বালক	বালিকা	মোট
১। সুখময় জুনিয়র বেসিক স্কুল	২২০	১৪১	৩৬১
৩নং জুনিয়র বেসিক স্কুল	২০৯	২২৩	৪৩২

	শিক্ষক	শিক্ষয়িত্রী	মোট
২। সুখময় জুনিয়র বেসিক স্কুল	৬	১	৭
৩ নং জুনিয়র বেসিক স্কুল	×	১৬	১৬

৩। না।

শ্রীনরেশ রায় :—এখানে দেখা যায় যে সুখময় জুনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩৬১ এবং ৩ নং জুনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৪৩২। এই ক্ষেত্রে সুখময় জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা মাত্র ৭ জন এবং ৩ নং স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ১৬ জন। এত পার্থক্যের কারণ কি ছাত্র অনুপাতে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রেশিও হল সুখময় ১:৫১ আর ৩ নং ১:২৭। সুখময় স্কুলে রিসেন্টলী মাষ্টারের সংখ্যা কমে গেছে এবং আওার অর্ডার অব ট্রান্সফার আছে, তারা সুখময় স্কুলে জয়েন করবে। তখন ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই পার্থক্য কতদিন যাবৎ চলে আসছিল।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ট্রান্সফারের পরে রেশিওটা সমান হবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, সমান হবে। ১ : ৪০ এবং ১ : ৩০ হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কতজন শিক্ষয়িত্রীকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন হিন্দী প্রচারক আছে ; তাহাদের কাজ কি ?

২। বিলোনীয়ার হিন্দী প্রচারক মাসিক কত বেতন পান ; বিলোনীয়ায় কোন হিন্দী শিক্ষা কেন্দ্র আছে কি এবং সেখানে রীতিমত পড়ান হয় কি ?

১। ২৯ জন, এবং তাহাদের কাজ হিন্দী প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে হিন্দী শিখনেচ্ছু স্থানীয় জনগণকে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া।

২। বর্ত্তমানে টা: ৩৪১·৩০ পান।

হ্যাঁ।

হ্যাঁ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিলোনীয়াতে কয়টি হিন্দি শিক্ষা কেন্দ্র আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি বিলোনীয়াতে কোন হিন্দি শিক্ষা কেন্দ্র আছে কিনা এবং সেটা ঠিকমত চলে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিলোনীয়াতে হিন্দি শিক্ষা কেন্দ্র আছে এবং সেখানে রীতিমত পড়ানো হয়।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—রীতিমত দরজা জানালা খোলা হয় কিনা সেই স্কুলের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪ স্যার।

Question

1. Whether Sports Council has been formed in Tripura ?

2. If not, reason thereof ?

Answer

1. No.

2. A draft constitution for the Sports Council in Tripura has been sent to Government of India for approval. The matter is still in process.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :— নেশান্যাল স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে ত্রিপুরায় কোন ইন্টিমেশন এসেছে কিনা for formation of the Sports Council in Tripura.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা অনেক আগে করা হয়েছিল। লেটেষ্ট যে ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে আমরা ড্রাফট কনষ্টিটিউশন ফ্রেম করে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম তার এ্যাপ্রুভেল বিসেন্টলি এসেছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় যে এ্যাপ্রুভেলের কথা এখানে বলেছেন যে এ্যাপ্রুভড হয়ে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে স্পোর্টস কাউন্সিল ত্রিপুরায় করা হবে কিনা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কিছুদিনের মধ্যেই করা হবে। এই বাজেট সেশন শেষ হওয়ার পর আমি এটা নিয়ে বসব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার শিক্ষকদের জন্য ভারত সরকার কি Triple Benefit Scheme Sanction করিয়াছেন, Sanction করিয়া থাকিলে কোন বছর ;

২। ঐ Scheme চালু করা হইতেছেনা কেন ;

৩। ঐ Scheme এর জন্য প্রয়োজনীয় Bye-Laws তৈরী না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তদন্ত কমিটি কৈলাসহর R. K. Mahavidyalaya সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন ;

২। যদি সত্য হয়, তবে ঐ তদন্ত রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

৩। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 273.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 273.

প্রশ্ন

ত্রিপুরায় Junior Basic ও Senior Basic School এর সর্ব্বমোট শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা কত ; তন্মধ্যে কতজনকে Basic Training দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

৫,৫৬২

২,৭৩৬

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ট্রেনিং দেওয়া হয় সেটা কি বেসিসে দেওয়া হয় ? সিনিয়রিটি বেসিসে না ইচ্ছার উপর নির্ভর করে দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বর্ত্তমানে সিনিয়রিটি বেসিসে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৬ স্যার।

QUESTION

1. Whether any licence has been given to any party for starting small or medium industry in Tripura in 1967-68 & 1968-69 ?

2. If so, present position.

ANSWER

1. No.

2. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন প্রাইভেট পার্টি স্মল ইণ্ডাষ্ট্রী খোলার জন্য লাইসেন্সের জন্য ত্রিপুরার সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২ স্যার।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠকে Science equipment ক্রয় করার জন্য কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ;

২। ঐ Science equipment কি ক্রয় করা হইয়াছে ; না ক্রয় করা হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। টা ৫০,০০০'০০

২। বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। গত জুন মাসে শিক্ষামন্ত্রী কি বে-সরকারী স্কুলের M. A., M. Sc. ও Hons. Graduateদের সরকারী স্কুলের ঐ শ্রেণীর শিক্ষকদের সমান স্কেল চালু করার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ?

২। যদি প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তবে উহা কার্য্যকরী করা হইতেছেনা কেন ?

উত্তর

১। না

২। প্রশ্ন উঠেনা

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৮ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় জুট মিল সরকার বা প্রাইভেট সেক্টারে করার সম্ভাবনা আছে কি ?

খ) মেসার্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলপমেন্ট সিণ্ডিকেট ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে জুট মিল করার উদ্দেশ্যে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য কোন দরখাস্ত করিয়াছিলেন কি ?

গ) যদি আবেদন করা হইয়া থাকে ফলাফল কি ?

উত্তর

ক) বর্তমানে ত্রিপুরাতে সরকারী/বেসরকারী পর্য্যায়ে পাটকল স্থাপনের কোন আশু সম্ভাবনা নাই।

খ) হ্যাঁ।

গ) ভারত সরকার কর্ত্তৃক কোন অনুমতি পত্র মঞ্জুর হয় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই পাটের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে একটা জুট মিল করা সঙ্গত কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—এখন সেটা সম্ভব নয়, কারণ আমরা যে লাইসেন্সের জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন চেয়েছিলাম, ভারত সরকার সেটা দেন নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরাতে প্রচুর পাট উৎপাদন হওয়ার পরও এই লাইসেন্স না দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ভারত সরকার নিউ মিল ষ্টার্ট করতে চাননা বলে আমি জানি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই মেসার্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেন্ট সিণ্ডিকেট কোন সনে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করেছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—১৯-২-৬৫ তারিখে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—১৯-২-৬৫ তারিখের দরখাস্তের পর ত্রিপুরা সরকার এই লাইসেন্স পাওয়ার জন্য পারস্যু করেছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এটা আমাদের পাওয়ারে নেই। আমরা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি ভারত সরকারের কাছে, এবং তারা সেটা অনুমোদন দেন নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—১৯-২-৬৫ এর পরে অন্যান্য প্রভিন্সে এই জুট মিলের জন্য লাইসেন্স দিয়েছেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গুড় এবং খাদ্যশস্য দপ্তরটি উঠাইয়া দেওয়ার ফলে ২৪ জন কর্ম্মচারীর Termination of service হইয়াছে ;

২। যদি সত্য হয় তবে তাহাদের পুনর্নিয়োগের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

৩। ইহা কি সত্য যে এই ছাটাই কর্ম্মচারীদের মধ্যে এমন কর্ম্মচারীও আছেন যাহারা প্রায় ১০ বছর সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন ?

৪। যতদিন অন্যকাজে নিযুক্ত না করা হয়, ততদিন সরকার ইহাদের বেতন ও ভাতা দিবেন কি ?

উত্তর

১। গুড় ও খান্দশারী শিল্পের ৮ জন কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই এর নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল।

২। সরকার তাহাদের চাকুরীর মেয়াদও তিনমাস কাল বর্দ্ধিত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

৩। ১ নং উত্তরে যে ৮ জন কর্মচারীর কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২ জন ১০ বছরের অধিক কাল সরকারী কাজে নিযুক্ত আছে।

৪। এমন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 252

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No.252

প্রশ্ন

১। এ পর্য্যন্ত কৈলাসহর R. K. Mahavidyalaya সরকারের নিকট হইতে মোট কত টাকা grant পাইয়াছেন এবং তাহার মধ্যে কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ এবং Hostel গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মোট কতটাকা পাইয়াছেন ;

২। কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ ও Hostel গৃহ নির্ম্মাণের সকল টাকা কি খরচ হইয়াছে, না খরচ হইয়া থাকিলে তাহার কারণ ;

৩। ইহা কি সত্য যে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ক্রয় করা অনেক Cement নষ্ট হইয়াছে, যদি সত্য হয় উহার মোট পরিমাণ ;

৪। Cement নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে এবং তাহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। মোট grant ১৫,৫৭,৩৪৮·৫৪ পয়সা, তন্মধ্যে কলেজ গৃহ ও Hostel বাবত ৬,৪৪,৭৫০ টাকা।

২। না—নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও চলিতেছে।

৩। হ্যাঁ ৪০৯ বস্তা সিমেন্ট।

৪। এই বিষয়ে কলেজ গর্ভণিং বডি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সরকারের জানা নাই, তবে সরকার হইতে এই বিষয়ে যথারীতি তদন্ত করা হইয়াছে এবং তৎসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই আর, কে মহাবিদ্যালয়ে কতজন অধ্যাপক আছেন ?

Mr. Speaker—This is not relevant.

There is one Unstarred Question to-day. The Minister may lay the replies of the Uustarred Question on the Table of the House.

Question of Breach of Privilege

Mr. Speaker—I received a question of Breach of Privilege raised by Shri Aghore Deb Barma on 18.3.69 against the Council of Ministers, specially the Leader of the House. The fact of the case as contended by Shri Aghore Deb Barma are :—

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Hon'ble Speaker Sir, Shri Deb Barma is not present in the House, কাজেই এ সময়ে এটা করা হবে কিনা।

Mr. Speaker—I may give my ruling.......

"Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. has raised a question of breach of privilege against the Minister-in-charge for his non-cooperation, negligence and false assurance to the Administrator in matter of preparing Administrator's Address in course of opening budget session. The fact of the case is that—'On the 17th day of March, 1969, the Administrator expressed his willingness to deliver inaugural address in the House in Bengali but failed to do so only because his speech was not ready in Bengali. The Administrator after completion of the reading of his speech in English waited in the House with expectation that he would read the Bengali version of his speech on getting the same from the concerned authority. But ultimately Bengali version of his speech was not made available to the Administrator and he had to leave the House expressing regret. It has been contended by Shri Deb Barma that the Administrator could not read the Bengali version of his speech only because the Cabinet Ministers, particularly the Leader of the House did not render necessary help to him in preparing his address. Had not the Administrator been assured, he would not have waited in the House and would express his regret in matters of his failure in reading the Bengali version of his address. On the basis of the above fact, the points of breach of privilege raised by Shri Deb Barma are—

1. The Minister-in-charge by non-co-operating with the Administrator debarred the members from hearing his Address in Bengali ;
2. Defamed the House by causing the situation contrary to the practice of democracy ;
3, Created un-toward precedent ;
4. Embarrassed the Administrator in the House un-necessarily.

My observation on the points raised by Shri Aghore Deb Barma are—

"The point of alleged breach of privilege raised, may be dealt with one by one.

Let point no. 4 be dealt first. Alleged embarassment of the Administrator by the Council of Ministers, particularly by the Leader of the House as contended by Shri Deb Barma does not stand in view of the fact that the House is concerned to protect its own privilege and of its members only.

Regarding point no. 3 raised above, it may be said that no untoward precendence has been created nor has there been any damage to the decorum of the House. After addressing the House in English, the Administrator waited in the House for not more than two minutes and his such stay could not be contended as breach of parliamentary decorum and creation of untoward precedence.

Point nos. 1 & 2 may be dealt with together.

The Administrator addressed the House under section 9(1) of the Government of Union Territories Act, 1963 which corresponds to Article 86 of the Constitution of India which stated as follows :—

The President may address either Houses of Parliament or both the Houses assembled together and for that purpose require attendence of Members".

Similar provision under section 9(1) of the Government of Union Territories Act, 1963 has been made that the Administrator may address the Assembly and for that purpose require attendence of the Members.

Article 175 of the Constitution of India has made the similar provision of addressing the State Legislature by the State Governors. In this context provision under Article 87 of the Costitution of India read with the provision of Article 176 must be taken into consideration.

The above mentioned Articles-87& 176 of the Constitution of India has made the obligatory provision that at the commencement of every session the President or State Governor shall address both the Houses of Parliament or State Legislature assembled together and inform the Parlinment or State Legislature of the cause of the summons.

Basu in his Commentary has pointed out that while Article 87(1) makes it obligatory upon the President to make the opening address to the Parliament. Article 86 enables him to address Parliament at any time and for any purpose. So far the President has not visited the Parliament except for delivering opening address.

Therefore, it is clear that provision under Article 86 read with the Article 175 of the Constitution of India is not obligatory on the part of the President or the State Governors to address the House. In view of the position stated above it is clear that under the provision of section 9(1) in the Government of Union Territories Act, 1963, it is not obligatory on the part of the Administrator to address the House.

It is the Parliamentary convention that in the opening session as contemplated under Article 87 read with Article 176 of the Constitution of India, the President or Governor as the case may be deals with the policy of the Government. Being the statement of the policy of the Government the address is drafted by the Government. Address of the Administrator under section 9(1) of the Government of Union Territories Act, 1963 does not carry the same force as in Article 87 and 176 of the Constitution of India. As such the responsibility of the Minister (Government) in preparing his address under section 9(1) of the Government of Union Territories Act, 1963 is not so much forceful as this is in case of Article 87 and 176 of the Constitution of India.

Considering the position stated above, it is clear that as the address of the Administrator under section 9(1) of the Government of Union Territories Act, 1963 is not obligatory. So it leaves scope to think, if it is obligatory on the part of the Council of Ministers to prepare the address of the Administrator.

Besides, the Council of Ministers did not shirk their responsibilities in helping the Administrator in the matter of preparing his address. The Administrator read his address in English and he simply expressed his personal desire to read the Bengali version of his speech also. He could not read his Bengali version of his speech but it was not infringement to any of the privilege of the members because of fact that Bengali version of his speech was circulated to all the members simultenously with the English version before the members entered into the discussion on the motion of thanks. It is not obligatory on the part of the Administrator that he should read both the versions of his speech in absence of any specific mention regarding this either in the Union Territories Act or in the Constitution of India.

In 1963, President Dr. Radhakrishnan read his English version of the address first and thereafter the Vice-President read his Hindi version. Similarly, the Administrator in this Assembly read the English version of his address and the Bengali version of his address was circulated to all the members well in time.

I am, therefore, not inclined to give my consent to the motion to be raised in the House and rule out the question.

Mr. Speaker :—Next Business in the list of business is the General Discussion on the Budget Estimate for 1969-70.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মার তিনটা কোয়েশ্চান ছিল, সেগুলি কল করা হয়নি। আমি কোয়েশ্চানগুলিতে ইন্টারেষ্টেড ছিলাম।

মিঃ স্পীকার :—এখন আর হবে না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা রিজলিউশান ছিল এবং সেটা এখানে দেখছি না।

মিঃ স্পীকার :—ব্যালটের ডিসিশান তো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার রিজলিউশান অ্যাডমিট হয়েছে কিনা সেটাতো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। I would call on Shri Abhiram Deb Barma to participate in the discussion. মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করলে ভাল হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলতে চাই যে আমার জন্য যে ১৫ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করা সম্ভব হবে না। আমাকে একটু সময় বেশী দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমরা টাইম অ্যালট করে দিয়েছি এইভাবে যে অন্যান্য সদস্যরাও আছেন বক্তৃতা করার জন্য; তারাও যাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় উত্থাপন করেছেন। তিনি এই এক বছরে ত্রিপুরার শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য ২৮, ৮৪,৯৪,০০০ টাকা চেয়েছেন। তিনি এই টাকা চেয়ে বিধানসভার কাছে বাজেট রেখেছেন। তিনি তার বাজেট বক্তৃতায় প্রথমেই বলেছেন "আমরা অর্থনীতির উত্তরণের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি।" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সত্যিই কি আমরা এই ভারতবর্ষের অর্থনীতির উত্তরণের দ্বার প্রান্তে এসেছি এবং সেই দিকে এগিয়ে চলেছি? সেটাই আমাদের ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় চিন্তা করা দরকার। আমরা জানি ভারতবর্ষের সরকারীভাবে বৈদেশিক ঋণ ৬,২২৫ কোটি টাকা এবং বেসরকারীভাবে বৈদেশিক ঋণ ১ কোটি টাকার মত। আমরা আরও দেখেছি এর সুদ বাবদে প্রতি বৎসরই অনেক টাকা দিতে হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মত সুদ বাবদে বিদেশকে দিয়েছি। আর বৈদেশিক বানিজ্য ঘাটতি প্রতি বৎসর ৭০০ কোটি টাকার মত। আমরা জানি এই ভারতবর্ষে চিনি সংকট চলছে। এই চিনির জন্য চতুর্দিকে হাহাকার। আমরা দেখি রাস্তায় চিনির দোকানগুলিতে ছেলেরা লাইন দিয়ে বসে আছে অথচ আমরা এই চিনি ৫০ পয়সা করে কে, জি, আমেরিকাতে বিক্রি করছি বৈদেশিক মুদ্রার জন্য। এই যে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত এইভাবে চলে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যেভাবে ঋণের বোঝা বাড়ছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি যেভাবে দেখা দিয়েছে,

এই ঘাটতি পূরণের জন্য যেভাবে মেহনতী মানুষ কষ্ট ভোগ করছে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেভাবে দিনের পর দিন অবনতির দিকে চলেছে সেটা দেখলে কি এই কথা বলতে পারেন যে আমরা অর্থনীতির উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছি। এটা হল সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে এবং ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্মচারীদের শোষণ করে কিভাবে মুনাফা লুঠছে তার একটা দিক। আবার আমাদের স্বদেশী রাঘব বোয়ালদের কথা চিন্তা করেও দেখতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের সম্পদ কিভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে গিয়েছে সেটাও দেখতে হবে। আমি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখেছি ১৯৬৩-৬৪ সালে বিড়লার মুনাফা ছিল ২৯২.৬০ কোটি টাকা আর ১৯৬৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪৩৫.৫০ কোটি টাকাতে। যে অর্থনৈতিক উত্তরণের কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন সেটা কিরকম তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। দেশের বড় বড় লোক যারা কৃষকদের শোষণ করে রেখেছেন তাদের অর্থনৈতিক উত্তরণ আমরা ঠিকই দেখি। ২৯২.৬০ কোটি টাকা কি করে বেড়ে ১৯৬৭ সালে ৪৩৫.৫০ কোটি টাকা হল? আর অতীতের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে কি দেখতে পাই? ব্রিটিশ যখন ভারতবর্ষ শাসন করত তখন এই পুঁজিপতিদের পুঁজি ছিল মাত্র ২০ কোটি টাকা, কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশীর শাসনের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার পর তারা মুনাফা লুটে পুঁজির পাহাড় সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। আর ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ ভাগ লোক, যারা খেটে খাওয়া লোক তারা পথে পথে ঘুরতে থাকল। তাদের লুট করে আজকে মুনাফার পাহাড় তারা সৃষ্টি করছে। তারা কারা? তারা হচ্ছে বিড়লা, টাটা এই সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী। কি করে সেটা সম্ভব হল, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আজকে এই যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, অর্থ সংকট দেখা যাচ্ছে তার কারণ শতকরা ৮০ ভাগ জমি আজকে গরীব কৃষকদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং যারা মুনাফা শিকারী, যারা পুঁজিপতি, তারা গরীব মানুষের ধন সম্পত্তি লুট করার জন্য আজকে সরকার তাদের সহায়তা করছেন। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে আজকে ভারত সরকার নূতন ট্যাক্স বসিয়েছেন, ১৫০ টাকার মত এবং ২৫০ কোটি টাকার নোট ছাপিয়ে দেশের মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং এর ফলে আজকে ভারতের কৃষকদের মধ্যে, যারা গরীব, খেটে খাওয়া লোক তাদের মধ্যে অভাব, অর্থসংকট দেখা দিয়েছে। সমস্ত দেশের অর্থ আজকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে চলে যাচ্ছে। আর গরীবদের, যারা খেটে খাওয়া লোক তাদের আর্থিক অবস্থা, আর্থিক সংগতি দিনের পর দিন সংকোচিত হয়ে আসছে, তাদের বাঁচার দিক আজকে অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানি এই যে সামান্য মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কি করে মুনাফার পাহাড় যেতে আরম্ভ করেছে। আজকে ভারতের শাসক গোষ্ঠির দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে কারা এবং কাদের জন্য এই দেশ শাসন করা হচ্ছে। আমাদের হিসাব অনুসারে আমরা দেখব যে দেশের শাসক গোষ্ঠি হচ্ছে এই টাটা এবং বিড়লা প্রভৃতি। তারাই দেশ শাসন করছে এবং তারাই দেশের যে খেটে খাওয়া লোক তাদের শোষণ করছে। কাজেই এই হচ্ছে ভারতবর্ষের চিত্র। আজকে ত্রিপুরায় আমরা কি দেখি? পূর্বে ত্রিপুরায় ৬ লক্ষ লোকের বাস ছিল, আজকে সেই জায়গায় ১৬ থেকে ১৭ লক্ষ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার মানুষকে যদি বাঁচাতে

হয়, গরীব কৃষককে জমিতে বসাতে হয়, বেকার যুবকদের যদি চাকুরীর সংস্থান করতে হয়, অন্নসংস্থান করতে হয় তাহলে ত্রিপুরাকে শিল্পের দিকে অগ্রগতি করতে হবে এবং কৃষিতে উন্নত ধরণের বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি খাতে প্রতিবারেই মোটা টাকা থাকে কিন্তু পেট্রল ইত্যাদি বাবদ এবং বাবুদের সুযোগ সুবিধা বাবদই শতকরা ৪০ ভাগ টাকা চলে যায়, কৃষক যারা জমিতে ফসল ফলাতে পারছে কি না, যেখানে রুলিং পার্টির মন্ত্রীদের বড় বড় কথা অধিক খাদ্য ফলাওয়ের নামে প্রচার করা হচ্ছে, সেটা দেখা যায় অফিসের বারান্দাতে, স্কুলের খেলার মাটের একটা অংশে সেটা সীমাবদ্ধ থাকছে। আর তরিতরকারী যেটা উৎপাদন করা হচ্ছে সেটা তাদের মধ্যেই বিলি বন্টনের ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকে গরীবদের কি ব্যবস্থা? আজকে ত্রিপুরাতে শিল্পের যোগান নাই, যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই, কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা নাই, আজকে এই বিশ বছরে ত্রিপুরাতে আর্থিক উন্নয়ণ কি ঘটল? গ্রামের দিকে তাকালে তাদের অবস্থা কি? তাদের বাঁচাবার জন্য কি করা হয়েছে সরকার থেকে। যারা জুমিয়া তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কি করছেন? বন সম্প্রসারণ নীতি দ্বারা তারা যেভাবে জুম কাটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আজকে ২০ বছর পরেও এই মন্ত্রীমণ্ডলী তাদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন'এর সুযোগ সুবিধা করতে পেরেছেন কি না? আমরা জানি আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে লেভী আদায় করা হচ্ছে। গত কিছু দিন আগে রবীন্দ্র মালাকার নামীয় যুবকের পুলিশের লাঠির আঘাতে মৃত্যু হল তার কারণ কি? আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখব লেভীর নোটিশ কিভাবে ছাড়া হয়েছে? চার হাজার কৃষকের উপর এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যদি হিসাব করে দেখা যায় ২৫ একরের উপর জমি কতজন কৃষকের আছে। এই বিধান সভার হিসাব মতে ২১৬ জন কৃষক আছে যাদের এক দ্রোণের উপর জমি আছে এইরকম কৃষক ১৫ হাজারের মত। সরকারী নীতি হচ্ছে পাঁচ একরের উর্ধে যাদের জমি আছে তাদেরই লেভীর ধান দিতে হবে এবং তাদের থেকে লেভীর ধান আদায় করা হবে! সেখানে আজকে এক দ্রোণের বেশী যাদের জমি আছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৬ হাজারের মত। কাজেই যেখানে আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আমরা অন্যায় করিনি, যে সমস্ত কৃষক আইনের আওতায় পড়ছে তাদের উপরই লেভী ধার্য করেছি কিন্তু বিধান সভার হিসাব যদি সত্য হয়, তাহলে কি করে ৪০১৬ জন এর উপর লেভী ধার্য করা হল আমাদের খাদ্যনীতি অনুসারে? আমাদের হিসাব মত আমরা দেখছি যে রায়তের সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে ২,৩৩,১৫১ আর ১৭ হাজারের মত হচ্ছে এক দ্রোণের উপর যাদের জমি তাদের সংখ্যা এবং পাঁচ কানির কম যাদের জমি আছে এইরকম কৃষকের সংখা হচ্ছে ১,৬৬,০০০। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের মোটামুটি হিসাব। আর এই ব্যতীত যাদের জমি নেই তাঁদের হিসাব আমরা এখানে পাইনি। কাজেই আজকে কৃষির অর্থনৈতিক উত্তরণ এবং ত্রিপুরায় যে সবুজ বিপ্লব'এর কথা মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন, সেই দিকে তাকিয়ে দেখলে কি দেখব এইসব কৃষক তাদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা করতে পেরেছি কি না? আমরা দেখছি যারা জুমিয়া তাদের পুনর্বাসনের টাকা পাওয়ার জন্য কংগ্রেস দালালদের পেছন পেছন ঘুরতে হয়। আজকে যারা গরীব কৃষক, যারা ভূমিহীন, তাদের পুনর্বসতির জন্য আজকে এক শ্রেণীর

আমলা কর্মচারীদের পিছন পিছন ঘুরতে দেখেছি। ত্রিপুরা রাজ্যে ৪১টি উদ্বাস্তু কলোনী আছে, সেগুলির দিকে তাকালে কি দেখি, দেখব যে শতকরা ৬০ ভাগ এ্যালট করা জমি মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। কি করে যাচ্ছে? অভাবের সময় বেশী বেশী সুদে মহাজনদের কাছ থেকে তাদের টাকা নিতে হচ্ছে, তারই ফলে তাদের জমিগুলি মহাজনদের কবলে চলে যাচ্ছে। আর জুমিয়া কলোনীগুলির দিকে তাকালে কি দেখব, দেখব সেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ জমি সুদখোর মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। অভাবের তাড়নায় জমিগুলি তাদের কাছে বিক্রী করতে হচ্ছে, নতুবা বেশী সুদে তাদের কাছ থেকে টাকা নিতে হচ্ছে, তার বিনিময়ে তাদের জমিগুলি তাদের কবলে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এইগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা এই বাজেটের মাধ্যমে সম্ভবপর হবে কি না? আজকে তাদের জমিজমাগুলি যে মহাজনদের কাছে বিক্রী করে দিতে হচ্ছে সেটা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা এই বাজেটের মাধ্যমে পাচ্ছি কি না, এই বাজেটের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরাতে সবুজ বিপ্লব করতে পারব কি না?

আমরা জানি যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাব রাজ্যেই খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে, সেখানে কিছু কিছু খাদ্য জাতীয় ফসলাদি তাদের চাহিদার তুলনায় বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে ২৫০ টাকার কৃষি ঋণের জন্য যদি ২।৩ বছর যাবত দালালদের পিছনে পিছনে ঘুরতে হয় এবং তারা শেষ পর্য্যন্ত যা পায়, সেটাও যদি ঐ দালাল-দের হাতে তুলে দিতে হয়, তাহলে এখানে কৃষকদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো তো দূরের কথা, বর্ত্তমানে যেটা উৎপাদন হচ্ছে সেটাও দিনের পর দিন কমের দিকে যাচ্ছে। এরপরও যদি এখানে বলা হয় যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে খাদ্য উৎপাদনের দিক দিয়ে সবুজ বিপ্লব সুরু করব, তাহলে সেটা একটা হাস্যকর শুনাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরায় যে বেকার সমস্যার নিদারুণ চিত্র ফুটে উঠছে, সেই সম্বন্ধে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার আছে। আজকে শুধু ত্রিপুরায় কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বর্ত্তমানে ৭০ হাজারের মত শিক্ষিত বেকার ইঞ্জিনিয়ার আছে। যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য এবং ব্যয় বহুল এবং আমাদের সমাজে যদি সেই রকম মেধাবী ছাত্র না থাকে, তাহলে সে বিদ্যা লাভ করা সম্ভব নয়। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে বেকার আছে তার মোট সংখ্যা যদি আমরা দেখি, তাহলে সরকারী হিসাব মত হচ্ছে প্রায় সাড়ে আটারো হাজারের মত। অথচ এই সাড়ে আটারো হাজার বেকারের কর্ম সংস্থানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। সেখানে শুধুমাত্র তাদেরকে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে যাওয়ার জন্য একটা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কথাটা আমার কাছে হাস্যকর বোধ হচ্ছে। তার কারণ হল—যেখানে আমরা ভূমিহীনদের জমিতে পুনর্ব্বাসন দিতে পারছি না, জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দিতে পারছি না এবং আমাদের উদ্বাস্তু ভাইদের জমিতে পুনর্বাসন দিতে পারছি না আর যেখানে জুমিয়ারা তাদের এ্যালট করা জমি থেকে মহাজনদের শোষণের ফলে উচ্ছেদ হয়ে তাদের জীবিকার অন্বেষনে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, সেখানে এই হাজার হাজার যুবকদের কৃষি এবং শিল্পের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে উপদেশ তারা দিচ্ছেন,

এটা হাস্যকর ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই মনে হচ্ছে না। কেন শিল্পতে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে? যেখানে কুমারঘাটে শিল্প নগরী করার কথা, সেটা আজ জনশূন্য, সেটা আজ লোক-জনের অভাবে হা হা করছে, সেখানে শিল্পের কোন নাম গন্ধ নেই। সুতার কল করার কথা ছিল কিন্তু সেটাও আজ ছিকায় উঠেছে, সুতা কল কোথায় হবে, কিভাবে হবে এবং তার জন্য কত-টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে বা কে সেটা প্রতিষ্ঠা করবে তার কিছুরই এই বাজেটে উল্লেখ নেই। আমাদের ত্রিপুরার গরীব বেকার যুবকেরা কখন সেখানে কাজ পাবে বা তাদের কতজনের সেখানে কর্ম্ম সংস্থান হবে এমন কোন কথাই আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমি বলছিলাম যে আজকে মাননীয় মন্ত্রীরা এই যে যুবকদের শিল্পে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, এটা আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর লাগছে। আমি মনে করি এই ধরণের উল্লেখ বাজেট ভাষণে থাকাটা খুবই লজ্জাকর এবং বেমানান হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আর একটা কথা বলেছেন যে অন্যান্য বছরের তুলনায় বর্ত্তমান বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের দাম বাড়েনি, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে সেটা রয়েছে। তবে আমি বলতে চাই যে বর্ত্তমান সময়ে বাজারে চাউলের দাম খুব বেড়েই চলছে। অমরপুরের কোথাও কোথাও চাউলের দাম দুই টাকা কেজি পর্য্যন্ত উঠেছে, আর কাঞ্চনপুরের মত জায়গায় চাউলের দাম বেড়ে হয়েছে ১.৭৫ পয়সা প্রতি কে, জি। কিছুদিন আগেও আমরা জানতে পেরেছি যে অমরপুরে রেশনের জন্য চাউল যাচ্ছে না। গত বছরের হিসাব আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখব যে সেখানে ঐ বছরের জন্য দেয় ৬ মাসের চাউলের মধ্যে ১ সপ্তাহ এর চাউল সেখানকার রেশনসপগুলিতে যায়নি। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যতগুলি রেশন সপ আছে, তার একটি রেশন সপও বন্ধ করা হয় নি। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন আমার উপরোক্ত হিসাবের দিকে একটু নজর দিয়ে দেখেন। তারা আরও বলেছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দর বাড়েনি এই কারণে যেহেতু এখানে সরকার থেকে বাফার ষ্টক করা হয়েছে, এই বাফার ষ্টক থেকে নাকি বিভিন্ন জায়গাতে গরীব কৃষক, কর্মচারী, শ্রমিক এবং মজুরদের ন্যায্য দরে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেওয়া হচ্ছে, তাদের চাহিদামত। এই কারণে নাকি ত্রিপুরাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়েনি। আর তাদের এই বহুল প্রচারিত বাফার ষ্টকের ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করে দেখি, তাহলে সেখানে একটা মহাভারত সৃষ্টি হবে। এই বাফার ষ্টক করার তাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেই প্রয়োজনটা হল এর মাধ্যমে তাদের পোষা যে সব চোরাকারবারী আছে, তাদেরকে বেশী করে মুনাফা করবার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এবং এই বেশী বেশী মুনাফা করার সুযোগ সুবিধার আগামী নির্ব্বাচনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে আবার ২৭টি সীট দখল করে দেওয়ার জন্যই। এইভাবে গরীব জনসাধারণকে শোষণ করার সুবিধা অনেক, নতুবা এই বাফার ষ্টকের কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। তবে তার প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই বাফার ষ্টক থেকে গ্রামাঞ্চলে যেসব সাধারণ কর্ম্মচারী এবং গরীব কৃষক আছে, তারা তাদের চাহিদামত কোন জিনিষই পাচ্ছে না। আজকে যদি আমরা এই বাফার ষ্টকের মধ্যে যাই তাহলে অনেক কেলেংকারীর কথা আমরা জানতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাফার ষ্টকটা হল আমাদের জনসাধারণকে একটা ভাওতাবাজী দেওয়ার ষড়যন্ত্র অদ্ভুত, আমার

মতে তাই। এটা করে তারা জনসাধারণকে বলছে যে দেখ আমরা তোমাদের জন্য বাফার ষ্টক করেছি তোমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অল্প দাম দিয়ে তোমরা এখান থেকে কিনতে পারবে, তার ফলে তোমাদের যেসব জিনিষ নিত্য প্রয়োজন হয়, সেগুলির দাম বাড়বে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি একটা সাধারণ উপমা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব যে এই বাফার ষ্টক করার পরেও কিভাবে জিনিষ পত্রের দাম ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। সেটা আর কিছুই নয়, এই সেদিন যখন কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করা হল, ঠিক তার ৩।৪ দিন আগে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত একচেটিয়া কারবারী বা ডিলার আছেন,তারা রেডিও মারফত শুনা মাত্র যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেগুলির দাম বাড়তে পারে, সেগুলি বাজার থেকে উধাউ করে দিয়েছে, ফলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এবং বেশী দাম দিয়ে কিনতে চাইলেও সেগুলি আর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে কেরোসিন একটা জিনিষ তো পাওয়াই যাচ্ছিল না। যে কেরোসিনের দাম ছিল প্রতি লিটার ৫০ পয়সা, সেটা কোথাও কোথাও ১·৫০ টাকা লিটার পর্য্যন্ত উঠেছিল। আর ঐ সময়ে যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবার গ্রামের দিকে যেতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে সেখানকার জনসাধারণের কি দুর্দ্দশা এই কেরোসিনের জন্য। কিন্তু তারা তো সেটা করবেন না। যেখানে গত ২০ বছর যাবত এই কংগ্রেসী সরকার শিক্ষার আলো, ভাতের আশ্বাস দিতে পারেনি সেই গ্রামের সাধারণ মানুষের অভাব যে কতটুকু এবং তারা যে কতটুকু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যেগুলি তারা পেত আজকে সেগুলি তাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যে অমর চক্রবর্ত্তী রিফিউজি হয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিল, সেও আজকে ৫০ লাখ টাকার মালিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের কথা হয়তো মাননীয় মন্ত্রীরা খুব ফলাও করে বলবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই বাফার ষ্টকের মাধ্যমে, আর সেজন্যই এগুলির দাম বাড়েনি। কিন্তু আমি বলব গ্রামের কথা যে গ্রামে আজকে বাফার ষ্টকের নাম কেউ কানেও শুনেনি, সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম শুধু বেড়েই চলছে, তাকে প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই কৃষকদের দিকে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে এই বকেয়া খাজনা ২।৩ বৎসর ধরে এবং তার সংগে যোগ হয়েছে বর্দ্ধিত হারে নজরানা কোন কৃষক দিতে পারছে না। এই কথা শুধু আমরা বিরোধী দলই বলছি না, এই বকেয়া খাজনা মকুবের জন্য মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যরাও অনুরোধ করছেন। (রেড লাইট) আর ১০ মিনিট সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি অনুগ্রহ করে ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আজকে শিক্ষার দিকে যদি দেখা যায় তাহলে দেখব যে উদয়পুর ধর্মনগর প্রভৃতি জায়গায় কলেজ হচ্ছে না। শিক্ষার উন্নতি হয়েছে বলে মন্ত্রী মহাশয় গর্ব্ববোধ করছেন, কিন্তু আমি বলব যারা গ্রামাঞ্চলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ছে তারা হয়ত পুস্তকের অভাবে স্কুল থাকলেও পড়তে পারছে না। কেউ হয়ত খাওয়ার অভাবে পড়তে

পারছে না। শুধু গ্রামাঞ্চলের কথাই নয় শহরের অলিতে গলিতে দেখলেও এই চিত্র পাওয়া যাবে। অন্যদিকে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্থ সবচেয়ে বেশী। তাদের প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে। তাদের প্রতি সুবিচারের পরিচয় এই বাজেটে পাওয়া যায় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী সময় নেব না। আজকে বিশেষ করে এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বাজেটের মাধ্যমে যদি ত্রিপুরার উন্নতির অগ্রগতির দিকে দেখি তাহলে দেখব মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে কৃষি। এই কৃষি করবে কারা? একমাত্র গ্রামের যারা কৃষক, ভূমিহীন, যারা জুমিয়া তারাই কৃষি করবে এবং তারাই হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উৎপাদক। তাদের যদি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা না হয় এবং যারা জুমিয়া এবং যারা ভূমি হীন তাদের যদি পুনর্বাসন দিবার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বলে যে কথা বলা হয়েছে তার কোন অর্থ থাকবে না। গ্রামের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে বেশী দূরের কথা নয় মাননীয় সদস্যরা বড়মুড়া পাহাড়ের মরসুম বাড়ীতে গিয়ে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন জুমিয়াগণ কি সুখে আছে কংগ্রেসের এই বিশ বছর রাজত্বে, আমি জানি এদের ভিক্ষাই একমাত্র জীবিকা। এর জন্য দায়ী এই সরকারের বনবিভাগ। বনবিভাগের জন্য তারা জুম করতে পারছে না। তারা যদি এক বোঝা লাকড়ি আন্তে যায় তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে বনদস্যুরা মামলা মোকদ্দমা রুজু করে দিচ্ছে। তাদের চোখের জল আমাদের দেখতে হবে। তাদের সত্যিকারের দুঃখ দুর্দ্দশা যদি আমরা না দেখি, যদি শুধু অমর চক্রবর্ত্তীর মত মদের লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য এই বাজেট করা হয় তাহলে এই সরকার তাদের চোখের জলের বন্যায় ভেসে যেতে বাধ্য। আমি বলছি যে জুমিয়াদের ক্ষুধার জ্বালা যদি শাসক গোষ্ঠি স্বীকার না করে নেন, ভূমিহীনদের যে ক্ষুধা তাদের কথা যদি রুলিং পার্টি চিন্তা না করেন যদি শুধু তারা বি, এম, পি, পাঠিয়ে গরীব কৃষকদের গোলা কেটে তাদের পেট চিরে লেভী নেন, অন্যায়ভাবে ধান আনেন এবং খাজনার জন্য জুলুম করেন, তাদের সেই চিৎকার, তাদের অনাহারের জ্বালা যদি রুলিং পার্টি অনুভব না করেন তাহলে তাদের চোখের জলে ভেসে যাবে এই সরকার, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের দিকে তাকিয়ে আমরা তাই দেখছি। এই বলেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। মাত্র ১৫ মিনিট।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের জেনারেল ডিস্কাসনে অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু আজকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ৪৫।৪৬টা ডিমাণ্ড সম্পর্কে যদি কিছু কিছু করেও বলতে হয় তাহলেও ন্যূনপক্ষে এক ঘন্টার সময় দরকার। সেই ক্ষেত্রে মাত্র ১৫ মিনিট। বিরোধী পক্ষকে যে সময় দেওয়া হচ্ছে, আমার মনে আছে অঘোবাবু বলেছেন প্রায় দেড় ঘন্টার মত, বিদ্যা দেববর্ম্মাও অনেক সময় পেয়েছেন। আমাদের রুলিং পার্টির সদস্যদের বলার ইচ্ছা আছে কিন্তু সময়াভাবে কিছুই বলতে পারছি না। সেজন্য যদি ১৫ মিনিট বলতে হয় তাহলে শুধু এই বাজেটকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি বলুন না সময় তো আছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :-তারা কনষ্ট্রাকটিভ কিছুই বলতে পারছেন না। তাদের সমালোচনায় শুধু আছে যে এই বাজেট খুব খারাপ হয়েছে এবং কয়েকটা মুখরোচক কথা ছাড়া তাদের বক্তৃতার মধ্যে কোন সার বস্তু আছে বলে মনে হয় না। আমি তাদের বক্তৃতাগুলি গতকাল লিখে নিয়েছি। বাজেট ঠিক মনের মত হয়নি একথা তারা বলেন। কিন্তু কি করা উচিত ছিল সেটা তারা বলেন নি। তাদের উচিত ছিল কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান রাখার। কিন্তু আজকে দেখা যায় সংগ্রহ নীতি বানচাল হয়ে গিয়েছে, অমর চক্রবর্তীকে আক্রমণ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করা হয়েছে। এইরকম কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। তারা যে কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান দিতে পারবেন এইরকম কোন মনোবৃত্তি তারা দিতে পারছেন না। ত্রিপুরাকে সার্বিক দিক দিয়ে উন্নত করার জন্য তাদের কাছ থেকে যে সাজেশান আশা করেছিলাম তা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছি না। যাই হোক মাননীয় আধ্যক্ষ মহোদয় আমার সময় খুব কম।

মিঃ স্পীকার :—আপনি তো পাঁচ মিনিট বলেছেন। ইউ প্লীজ ক্যারি অন।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই যে বাজেট, এই বাজেটে বেশ একটা মোটা টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কৃষি, শিল্প, সমবায়, স্বাস্থ্য বা পাব্লিক হেলথ, শিক্ষা, পশুপালন, পঞ্চায়েত, এইগুলির উপর বিশেষ করে বলা দরকার। আমি বাজেট মোটামুটি পড়েছি এবং দেখেছি কৃষি খাতে বেশ মোটা টাকা ধরা হয়েছে অবশ্য। কিন্তু আজকে কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের বিশেষ যেটার উপর গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হচ্ছে জলসেচের ব্যবস্থা। জল প্রচুর পরিমাণ এবং সময়মত যদি পাওয়া না যায় ধান এবং চাউলের আজকে যে দর, সেই দর যদি কৃষক না পায়, তাহলে কৃষক আজকে কৃষি কাজে মনযোগ দেবে না, তার জন্য আজকে জল সেচের ব্যবস্থা, সুযোগ সুবিধার দিকে নজর দিতে হবে। আমরা বহুবার বলে আসছি যে জলের সুযোগ সুবিধা প্রচুর পরিমাণে দিতে হবে। আমরা জানি যে প্রচুর পরিমাণে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হলে, বিদ্যুতের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ না থাকলে হবে না, তথাপি যেটুকু হওয়া দরকার, সহজতর উপায়ে সেটার অন্ততঃ ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমি সেমিনারের সময় বলেছিলাম যে জিরানীয়া ব্লকে পাম্পিং সেট অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্লকে পাম্পিং সেট রাখা দরকার, ড্রটের সময় যাতে কৃষকরা সেই ব্লক থেকে সেই পাম্পিং সেট দ্বারা জল সেচের সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার কিন্তু আজ পর্যন্তও সেটা সেখানে করা হয় নাই। আমাদের আরেকটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা কৃষকদের কোন কোন ক্ষেত্রে পাম্পিং মেশিন কেনার জন্য সাবসিডি দিচ্ছি, তারা কিনছেও মেশিন কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সেই মেশিনগুলি খুব তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে যায়, এইগুলি কেনার সত্যিকারে কোন মূল্য থাকে না ; কাজেই আজকে সেই দিক থেকে চিন্তা করতে হবে। কৃষকরা যাতে কাজে উৎসাহ পায়, তাদের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেকথা চিন্তা করতে হবে। আজকে কৃষক যদি এই অবস্থার সম্মুখীন হয়, তাহলে তারা এনকারেজড তো হবেই না, বরং তারা ডিসকারেজড হয়ে পড়বে। তার জন্য আমি বলব যে আজকে কৃষি বিভাগ থেকে তাদের এই মেশিন কেনার

জন্য কতকগুলি কোম্পানীর নাম বলে দেওয়া হয়, সেই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কোম্পানী থেকে তাদের সেই পাম্পিং সেট কিনতে হয়। আমি আজকে এখানে বলব যে তাদের যেন কোন নির্দ্দিষ্ট কোম্পানীর নাম না বলে দেওয়া হয়, তাদের খুশিমত যাতে তারা খরিদ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় সেই সমস্ত কোম্পানী হয়তো ডিপার্টমেণ্টে ভাল ভাল মেশিন দেখিয়ে নিয়ে যায়, তারপর তারা অন্য মেশিন কৃষককে দেয় যার জন্য সেগুলি অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই কৃষক যাতে তাদের নিজের ইচ্ছায় এইগুলি কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এই হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কোন কোন ব্লকে, যেমন জিরানীয়া ব্লকে আমি দেখেছি যে চার হর্স পাওয়ার বিশিষ্ট একটা পাম্পিং মেসিন ছিল, এখনও সেটা আছে কিন্তু সেটা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, সেটা সরানো হচ্ছে না, নূতন মেশিনও সেখানে দেওয়া হচ্ছে না, এটাকেও মেরামত করা হচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। তারজন্য আমি বলব প্রত্যেকটি ব্লকে এইরকম ব্যবস্থা থাকা দরকার যে ছোট ছোট কৃষক যারা আছে, নিজেরা পাম্পিং মেশিন কিনে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারে না তারা যেন এই ব্লক থেকে পাম্পিং সেট নিয়ে তাদের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারে তার সুযোগ আমাদের করে দিতে হবে। আরেকটা জিনিষ আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। ডেমনেষ্ট্রেটিভ প্রজেক্ট যেগুলি আমাদের করা হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে আই, আর, এইট, এবং তাইচুং এই সমস্ত উন্নত ধরণের ফলনের জন্য অনেক জায়গায় চাষ করে দেখা হচ্ছে সেটা সাকসেসফুল হতে পারছে কিনা এই পরিপ্রেক্ষিতে সেটার সমীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। পঞ্চায়েতের সাহায্যে যদি আমরা এটা করতে পারতাম, ইন কেস্ যদি সেটা ফেইলিউর হয়, তাহলে অন্যান্য এলাকার যে কৃষক তারা এই ইম্প্রুভড্ মেথডে কৃষি করতে চাইবে না, সেইজন্য তাড়াতাড়ি এটার সমীক্ষা করা এবং কি করলে পরে উন্নত ধরণের কৃষি আমরা করতে পারব সেটা দেখা দরকার। একটা প্লটে ডেমনষ্ট্রেশান করা হলে, মেনিউর, উন্নত ধরণের বীজ ইত্যাদি দিয়ে, সরকারী কর্ম্মচারীরা খাটল, কৃষকও খাটল কিন্তু যখন জলের অভাব হল, সেখানে এক ফোঁটা জল দেওয়া হল না যদিও আমরা বুঝি যখন খুশি জলের ব্যবস্থা করা যায় না কিন্তু সেখানে যদি পাম্পিং সেট নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে জলসেচের ব্যবস্থা হত। কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা খারাপ পাম্পিং মেশিন পড়ে আছে জমির পাশে, প্রজেক্টের পাশে, তা দিয়ে জল দেওয়া যায় না। তাতে কৃষক কি ভাববে? তারা ভাববে যে আমাদের এতে উপকার হচ্ছে না। পাম্পিং সেট আমাদের কাছে আছে সেটাদ্বারা আমাদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে না কি? তারপর আরেকটা জিনিষ দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায়, যেমন বিলোনীয়া ইত্যাদি জায়গায় আমরা দেখেছি যে কৃষক আগ্রহের সহিত ফসল করে থাকে কিন্তু দেখা যায় তারা তাদের ঠিক দাম পায় না। আগরতলা শহরে দাম আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে, ফসল উৎপাদন করল কিন্তু সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ বা ষ্টোরেজ করার দায়িত্ব যদি সরকার থেকে না নেওয়া হয় তাহলে গরীব কৃষক যারা আছে তাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। কাজেই সরকারকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে উন্নত ধরণের ফসল উৎপাদন করে যদি ভাল ফসল হয়, সেগুলি প্রিজার্ভ করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে কৃষকদের এনকারেজমেণ্টের পরিবর্তে ডিসকারেজড্ করা হবে বলে আমি মনে করি।

তারপর আমি বলছি যে কৃষকদের যে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়, এখানে আমার একটা কথা বলতে হয়, কৃষি ঋণ আনতে হলে কৃষককে কতকগুলি দালালের পিছনে ঘুরতে হয়। আমরা জানি দালালরা এই সমস্ত সরল আদিবাসীদের, সরল কৃষকদের হাজার টাকা পাইয়ে দেবে বলে তার একটা পারসেনটেজ আদায় করে নেয়। আমি কনক্রীট এগজাম্পল দিতে পারি, আমাদের কাছে তার প্রমাণ আছে, কারা এইসব দালাল, কিন্তু আমরা কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে চাই না। আমাদের কথা হচ্ছে যে এই সমস্ত ছোট কৃষক যাতে ব্লকগুলিতে যে পঞ্চায়েত প্রধানরা আছেন, তাদের মাধ্যমে এই সব ঋণ সহজতর উপায়ে পেতে পারে, ব্লকের যে বি, ডি, ও থাকেন তাদের যাতে ডিসবার্সমেন্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তারজন্য আমি এই হাউসে আবেদন করব, তাহলে কৃষককে ঋণ নিতে আর অযথা হয়রানি হতে হয় না, তারই জন্য আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এদিকে যেন তিনি লক্ষ্য রাখেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পনের মিনিট হয়ে গেছে, আমি বলছি আমাকে যদি দয়া করে আরেকটু সময় দেন তাহলে আমি মোটামুটি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি কত মিনিট সময় চান?

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—দশ মিনিট সময় চাই।

Mr. Speaker :—Yes, you please go on.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—ভূমিহীন কৃষকদের কথা বলা হয়, ভূমিহীন কৃষক যারা তাদেরকে আমরা বলেছি যে লাঙ্গল যার জমি তার। আর বর্গাদারদেরও আমরা বলেছি যে তোমাদেরও ভূমির দাবী আছে। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার কথা উঠে তখনই দেখা যায় যে কোন কোন দল সেখানে যাদের ভূমি আছে, বাপের নামে আছে, কিন্তু ছেলের নামে নাই তাদেরকে সেখানে তারা লেলিয়ে দিচ্ছে যে তোমরাও ভূমিহীন, তোমরা ভূমি চাও। আর যারা বর্গাদার তারাও অন্যের জমি চাষ করে আসছিল কেননা তাদেরও অন্নের সংস্থান করতে হবে এবং করে তাদেরকে বাঁচতে হবে। সেজন্যই আজকে এই বর্গাদারদেরও বিশেষ করে যারা ভূমিহীন তাদেরকে জমির অধিকার দিতে হবে। এই কারণেই আজকে যারা বড় বড় জোতদার আছে, তারা সেই বর্গাদারদের জমি চাষ করতে দিতে চাইছে না, তারা আজকে এমন একটা বুদ্ধি বা পন্থা নিয়েছে যেটা হল যখন তারা বর্গাদারদের জমি চাষ করতে বলে তখন তাদের কাছ থেকে একটা ডকুমেন্ট নিচ্ছে যে তোমাদেরকে আমরা জমি চাষ করতে দেব তবে তোমরা আমাদেরকে এই রকম একটা ডকুমেন্ট দাও যে তোমরা আমাদের জমি চাষ করছ, আমাদের মুনি হিসাবে, বর্গাদার হিসাবে নয়। তা সত্ত্বেও বর্গাদারেরা বর্গা জমি করছে, তার কারণ হল আজকে তাদের খাদ্যের প্রয়োজন, তাদের বাঁচার তাগিদে তারা সেটা করতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে বড় বড় জোতদারদের হাতে জমি রয়েছে সেজন্য বর্গাদারদের কাছে তাদের বাঁচার প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তাই তারা এই রকম অসম্মানজনক সর্ত্তেও সেটা করতে রাজি হয়, সেই সমস্ত জমিতে তারা কাজ করছে বর্গা হিসাবে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আজকে যারা বড় বড় জোতদার তা দের সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যে

আপনারাও আমাদের সংগে সুর মিলান। সুর মিলিয়ে বড় বড় জোতদার যারা আছে তাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি, তারা কি ভাবে বর্গাদারদের দিনের পর দিন ঠকাচ্ছে, তার দিকে নজর দিন, আপনারা আমাদের সংগে থাকুন। অথচ আজকে তারা শুধু সমালোচনাই করছে—এক জায়গায় মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন, দেখতে পাচ্ছি তিনি এখন এখানে নেই, তা নাহলে আমি তাকে শুনিয়ে দিতাম, তবে আমি উনাকে অনুরোধ করব তিনি যেন পরে এই সভার প্রসিডিংসটা পড়েন, পড়ে যেন আমার কথাটা মনে রাখেন। তিনি বলেছিলেন যে বড় বড় জোতদার যারা তারা নাকি সবাই আমার বাড়ীর কাছেই থাকেন। এটা একটা রীতিমত ব্যক্তিগত আক্রমণ। কিন্তু আমি বলি যে তার দলের লোক যারা আজকে জোতদার, আমি অন্ততঃ ৫০ জনের নাম বলতে পারি, এই অঘোর বাবুর দলের হোক, ডান কমিউনিষ্ট পার্টির লোক, তারা আজকে বড় বড় জোতদার, কি রকম জোতদার, আমি একটা এ্যাক্জাম্পল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দিতে পারি, সেখানে একজন আছেন যার প্রায় ১৫ দ্রোণ জমি আছে, এরপর আছে আরও ২০ দ্রোণ খাসের জমি বিভিন্ন ভাবে সেটা দখল করে আছে। এগুলি আদিবাসী ভূমিহীনদের দিয়ে চাষাবাদ করায়, আমি জানি যে একজন কৃষককে দিয়ে এই খাসের জমি সে চাষ করায়, তাতে প্রায় ৫ মণের মত ধান লাগে। ৫ মণ ধান মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতি কাণিতে ৬ সের করে ধান লাগে, তাতে বুঝতে পারছেন যে কত জমি হলে পরে এই ৫ মণ ধান লাগানো যায়। এইভাবে সরকারের খাস জমি জনসাধারণের জন্য যা রক্ষিত আছে, সেগুলি আমরা ভূমিহীন কৃষককে দিতে চাই, আজকে সেই জমিই ঐ বড় বড় জোতদারেরা দখল করে আছে। এই কথা যদি আজকে আমরা বলি, তাহলে তারা বলে উঠবে যে ঐ কংগ্রেসী লোকেরা আদিবাসীদের উপর আক্রমণ করছে, কমিউনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণ করছে। তাই আমি অঘোর বাবুকে বলব তিনি যদি আমার এলাকায় যান, তাহলে সেখানে কি ধরণের জোতদার আছে, তাদেরকে দেখে আসতে পারবেন। তাছাড়া আমি জানি আমাদের অঘোর বাবুও একজন বড় জোতদার। আর তারাই বলছেন লেভি সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের জন্য এক রকম নিয়ম হবে, আর অন্যদের জন্য আর এক রকম নিয়ম হবে। কিন্তু মূলতঃ সরকারের যে নীতি সেটা সবার জন্যই একরকম হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বলছেন যে জোতদার থেকে ধান সংগ্রহ করা চলবে না। তাদের যে এই কনট্রাডিক্টরী কথা এগুলির প্রকৃত পক্ষে কোন দাম নেই। তাই আমি উনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশন দিন, সেটা যদি ভাল হয় অবশ্যই আমরা গ্রহণ করব, কিন্তু যদি জনসাধারণের মঙ্গল না হয় তাতে তাহলে সেটা তো আমরা গ্রহণ করতে পারি না। দুঃখের বিষয় যে সেদিকে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যাবেন না। যেখানে আমরাও বলছি যে যারা ভূমিহীন কৃষক, ভূমিহীন জুমিয়া এবং অন্যান্য যারা আর্থিক দিক দিয়ে অচল তাদেরকে আমরা ভূমি দেব এবং তার জন্য যে প্রচেষ্টা সেটা আমরা চালিয়েও যাচ্ছি। কিন্তু এই বিরোধীরা তাদের কার্য্যকলাপের মাধ্যমে এই শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি একটা জায়গার কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আমাদের ঘোড়ামারা; অভিরামবাবুর কনষ্টিটিউয়েন্সী। সেখানে ভূমিহীনদের কিছু জমি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তারাই আজকে সেখানে যেসব বড় বড়

জোতদার আছে তাদেরকে উস্কানি দিচ্ছেন, এবং ভুমিহীন যেসব এগ্রিকালচারিষ্ট আছেন তাদের বুঝাচ্ছেন, আদিবাসী যারা আছেন তাদেরকে বুঝাচ্ছেন, সেখানে তারা মিটিং করে তাদের পার্টির লোককে বুঝাচ্ছেন যে এখানে কাকেও জায়গা দিও না, এই জায়গা আমাদের, অর্থাৎ তাদের পার্টির লোকের ইত্যাদি। কিন্তু আমরা চাই যে এই ভুমিহীন কৃষক সে কমিউনিষ্ট পার্টির হউক, কংগ্রেস পার্টির হউক, জুমিয়া হউক, উদ্বাস্তু হউক যে হউক না কেন সে যদি প্রকৃত ভূমিহীন কৃষক হয়, তার শ্রেণীভেদ না করেই তাদেরকে ভূমি দেব। কিন্তু তারা সেটাকে অর্থাৎ এই একটা শুভ প্রচেষ্টা তাকে বানচাল করতে চায়। তাই আমি বলছি যে এই ভুমি-হীন কৃষকদের জমিতে পুনর্ব্বাসনের জন্য একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সেদিকে তাদের কোন সৎ ইচ্ছা নেই—তারা এসব নিয়ে শুধু আন্দোলন করে যাচ্ছে। আমি বলি এটা তো নূতন আন্দোলন কিছু নয় যেহেতু আমরা আগেই বলে আসছি যে আমরা ভূমিহীনদের ভূমি দেব, ল্যাণ্ড লেস যারা তাদেরকে আমরা ভূমি দেব, উদ্বাস্তু যারা তাদেরকেও আমরা ভূমি দেব। কিন্তু এটা কোন নূতন আন্দোলন নয়, শুধু ভাষার এটা একটা পুরাণো চর্বিতচর্ব্বণ মাত্র। আরেক জায়গায় তারা বলেছেন খাজনা মুকুবের কথা, এই খাজনা মুকুব সম্পর্কে আমি বলব যে সব জমি ফ্লাডে এফেক্টেড হয়েছে, যেসব জমিতে ফ্লাডের জলের সাথে বালি এসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে ফসল করা সম্ভব নয়. সেই বালি সরাতে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। সেই সব জমি বর্তমানে পতিত পড়ে আছে, সেখানে ফসল করা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই আমার সাজেসন হ'ল ঐ সব ক্ষেত্রে যেন সরকার থেকে তাদের জমির যে খাজনা সেটা যেন মুকুব করা হয়। তাই আমি বলছি যে তারা এই ব্যাপারে নূতন কিছু বলছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা কথা মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু বলেছেন যে গত বছর তারা এই বিধান সভায় ১২ হাজারের মত লোকের স্বাক্ষর নিয়ে একটা দরখাস্ত করেছেন এই খাজনা মুকুবের জন্য। আমার কথা হল তারা তো গত বছর এজন্য দরখাস্ত করেছেন কিন্তু আমরা তো তার অনেক আগেই এই প্রস্তাব করেছি, আমরা এখানে আলাপ আলোচনা করেছি যে কৃষকদের খাজনা মুকুব হওয়া দরকার। তারা করেছে কি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এই সমস্ত সুযোগ নিয়ে ছোট ছোট কৃষক যারা আছে, তাদের পার্টির লোক যারা আছে, তাদের দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এই সব প্রচার করেছেন যে তারা খাজনা মুকুবের দাবী তুলেছেন। কিন্তু এই খাজনা মুকুবের দাবী তারা করেনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরাই এখানে যে এষ্টীমেট কমিটি বা অন্যান্য কমিটী যা আছে, তাতে আলাপ আলোচনা করেছি যাতে করে এই গরীব কৃষকদের খাজনা মুকুব করা যায় কিনা। এটাতো কারো মন গড়া কথা নয়, এটা হচ্ছে একটা রেকর্ডের কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা নূতন করে এটা কি বলছেন, আমি অন্ততঃ বুঝে উঠতে পারছি না। আজকে এটা আমাদের অবশ্যই চিন্তা করে দেখতে হবে, যেসমস্ত অঞ্চলে বা জায়গায় বন্যায় ফসলী জমি নষ্ট হয়েছে, বা বন্যার জলের সঙ্গে বালি ঢুকে যেসমস্ত জমিতে ভাল ফসল হত, সেগুলি নষ্ট করে দিয়েছে, তাতে আজ আর কোন ফসল ফলাবার সম্ভাবনা নেই যদি না সেই জমিগুলি থেকে বালি না সরানো হয়। সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের খাজনা মুকুব করার কথা চিন্তা করে দেখতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিল্প বিষয়ে আর কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা তেমন কোন শিল্প আজও গড়ে তুলতে পারিনি, এটা সত্য কথা। কেন গড়ে তুলতে পারিনি, সেই কথা বিস্তারিত বলে এখন কোন লাভ নেই। আজকের দিনে আমাদের এখানে যে ছোট ছোট শিল্প আছে, সেগুলি যাতে আরও উন্নততর হয়ে উঠে তার দিকে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এখানে আমি বিশেষভাবে যেসব শিল্পের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না এবং যথেষ্ট টাকা পয়সার দরকার হয় না সেগুলির কথাই আমি বলব। যেমন একটা আছে, আমাদের সেরিকালচার, বিভিন্ন জায়গাতে আজকে দেখা যায় যে এই সেরিকালচারের মাধ্যমে গরীব জনসাধারণ বেশ কিছু টাকা রোজগার করছে। সেটার দিকে আমাদের নজর খুব বেশী নাই বললেও চলে। যেখানে সেরিকালচার ফার্ম আছে, সেখানে অবশ্য কিছু কাজ হচ্ছে, কিন্তু গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে আজকে আমাদের সেটাকে বিস্তার করতে হবে। আজকে দেখা যায় যে এই ব্যাপারে রিয়ারিং হাউস করার জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং বাজেটের মধ্যেও কিছু টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু বস্তুত: সেখানে কি হচ্ছে, তাদের এই যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেটার পরিমাণ মাত্র ৩০০ টাকা। একটা রিয়ারিং হাউস করতে হলে সেখানে একটা বিশেষভাবে দরজা জানালা দিয়ে ঘর করতে হবে। তারা পাচ্ছে কত টাকা, না মাত্র ৩০০ টাকা। আমি বলি যেখানে একটা সাধারণ ঘর করতে আজকালকার বাজারে জিনিষ পত্রের যে দাম তাতে প্রায় হাজার টাকার দরকার। তারা ঐ ৩০০ টাকা দিয়ে কি ঘর করবে না রিয়ারিং হাউসের কাজে টাকা খরচ করবে। সেখানে প্রকৃত পক্ষে কোনটাই হচ্ছে না, অথচ এটা হওয়া একান্ত দরকার। যদিও আজকে আমাদের আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করতে হয়, তবু আমাকে বলতে হয় যে যেখানে ১০ জনকে এই ৩০০ টাকা করে নামমাত্র সাহায্য দিচ্ছি, সেখানে আমরা মাত্র ৩ জনকে বেশী করে টাকা দিলে, তারা তাদের যে শিল্প সেটাতে বেশী করে খাটাতে পারবে এবং তাদের মোট যে প্রডাক্‌শান সেটা অনেক বাড়বে এবং তাদের আর্থিক সঙ্গতিও অনেকটা বাড়বে। তার পরের বছরে আরও তিন জনকে যদি এইভাবে টাকা সাহায্য দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের বিশেষ শিল্পে বেশী পরিমাণে লাভ করতে পারবে। এভাবে আমরা একটা গ্রুপের পর গ্রুপকে দিলে পরে তাদের আর্থিক সাচ্ছল্য আসবে। এই ব্যাপারে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু তারা বললেন যে আমাদের যা আছে, তা নাম মাত্র সবাইকে দিয়ে খুশী করতে হয়। কিন্তু আমার কথা হল এইভাবে নাম মাত্র দিলে কারো কোন উপকারে আসবে না এবং আমাদের শিল্পের কোন উন্নতি হবে না। আর একটা কথা হচ্ছে সমবায়, এই সমবায়ের মধ্যে যথেষ্ট টাকা ধরা আছে। এই সমবায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি আর একটা কথা বলছি, সেটা হল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক, যে ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ কৃষক আজকে কৃষি ঋণ বা লং টার্ম লোন পেয়ে থাকে। কৃষকদের কৃষি করার দিক দিয়ে আর্থিক সঙ্গতি না থাকেও তাদের জমি আছে, সেই জমি এই ব্যাংকের কাছে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে তারা তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে পারে। কিন্তু এই ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংকের টাকার যে প্রয়োজনীয়তা, সেটা খুবই কম। আজকে অবশ্য অন্যান্য কো-অপারেটিভ যেগুলি আছে যেমন কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইত্যাদি তারাও কৃষকদিগকে কৃষি ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায়

সামান্য। সেজন্যই আমি বলছি যে আমাদের ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা রাখার প্রয়োজন আছে। তার জনাই যদি কো-অপারেটিভের ভিত্তিতে কিছু করতে হয় তাহলে এই যে ঋণগুলি দেওয়া হয়, সেগুলি যাতে কৃষকদের মাধ্যমে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কৃষক যদি আজকে তার কৃষির দিক দিয়ে আর্থিক সংগতি না থাকে তাহলে তার জমি বন্ধক রেখে সে টাকা নিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে সার ইত্যাদি প্রয়োগ করবে এবং সেই ব্যবস্থার জন্যই ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক। কিন্তু সেই ব্যাংকে টাকা খুব কম, যার জন্য কৃষকদের সার্ভিস কো-অপারেটিভ থেকে দেওয়া হয়, ঋণদান সমিতিগুলি থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা অতি সামান্য। সেজন্য ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংকে টাকা রাখার দরকার আছে। সেজন্য আমাদের যদি কো-অপারেটিভ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হয় তাহলে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তাড়াতাড়ি। দেরী করলে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। সেজন্য আমি বলছি ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংকে টাকা রাখার দরকার আছে। শিক্ষার দিকে দেখা যায় যথেষ্ট টাকা আছে। ৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা আছে। কিন্তু সরকারী স্কুলগুলিকে শুধু দেখলেই চলবে না, বেসরকারী স্কুলগুলির দিকেও নজর দিতে হবে। গ্রান্ট-ইন-এড যা দেওয়া হয়, সেগুলি অত্যন্ত কম। বাজেটে দেখলাম ১,৬৬,০৪,০০০ টাকা আছে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির জন্য। নন্-গভর্ণমেন্ট স্কুলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সরকারের আছে। এই স্কুলগুলি যারা পরিচালনা করেন তাদের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রকম দাবী সরকারের কাছে আসে। সুতরাং যদি তাদের পার্সেজ অব ইকুাপমেন্ট ইত্যাদির জন্য টাকা না দেওয়া হয় তাহলে স্কুলগুলিতে ঘেরাও চলতে পারে এবং সেই ঘেরাও সেই স্কুলকেই ঘিরে থাকবে না, শহরের দিকেও সেটা আসতে পারে। আর পাবলিক হেলথে ড্রিংকিং ওয়াটারের কথা বলতে হয়। জিরানিয়া ব্লকে মাত্র ৭টি টিউবওয়েল গিয়েছে এক বছরে। যেখানে ২৯টি গাঁয়ে ৮৫,০০০ উপজাতি, অ-উপজাতির বাস সেখানে মাত্র ৭টি টিউবওয়েল। সেটা অত্যন্ত দুঃখের। ড্রিংকিং ওয়াটারের ব্যাপারে পাবলিক হেলথে আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে। কাজেই আমি পানীয় জলের দিকে নজর দিতে অনুরোধ করছি। যাই হোক আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, আমি মোটামুটিভাবে এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সহকর্মী অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরার চিত্রটি তুলে ধরেছেন এবং আগামী এক বছরের যে কার্য্যক্রম তাও তিনি তুলে ধরেছেন এবং অর্থের দিক দিয়েও যদি বাজেটটা বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে অর্থের পরিমানও কম নয়। যদি ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ ধরা যায় তাহলে মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমান হবে ১৭০ টাকা। আজকে যেখানে অর্থের উপর ভিত্তি করে দেশের উন্নতি করতে হবে সেখানে পরিকল্পনার মাধ্যমেই সেই কাজগুলি করতে হবে এবং ধাপে ধাপে সবকিছু এগিয়ে আসছে। অনেক কিছু করার আছে। কিন্তু এক বছরে সবকিছু করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রত্যেকটা জিনিষকে কম বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে সেই কাজগুলিকে নেওয়া হয়েছে এবং তারই বাস্তব চিত্রটি বাজেটে তুলে ধরা হয়েছে। এর সমর্থন করতে গিয়ে আমরা

অর্থ নৈতিক দিকটির কথা বলেছেন। যে সমাজবাদের কথা আমরা বলি এবং যে গণতন্ত্র সমাজবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সেই ভারতবর্ষে সামাজিক দিক দিয়েও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে, রাষ্ট্রেরও মালিকানা থাকবে। কারণ ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। কাজেই সেই দেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে যদি সম্ভব করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ইনডিভিজুয়াল যে এনটারপ্রাইজ আছে তাকে সেই সুযোগ দিতে হবে। যেখানে ইনডিভিজুয়েল টেলেন্ট আছে তাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। সরকারের মাধ্যমে সমস্ত কিছুকে কন্টোল করা গণতন্ত্রের ধর্ম্ম নয়। একদিকে সরকার যেমন পাবলিক সেক্টরে কাজ করবেন তেমনি প্রাইভেট সেক্টরকেও তারা সুযোগ দেবেন। সেদিকেও সরকার সজাগ। যারা বেশী মুনাফা করছেন তাদের সেই মুনাফা ও ইনকাম ট্যাক্সের খড়্গা দিয়ে কেটে নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক দেশ সেই হেতু এখানে এক দলকে আর এক দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অতি মুনাফা যারা করে তাদের জন্য ইনকাম ট্যাক্সের খড়্গা আছে। পৃথিবীতে যত গণতান্ত্রিক দেশ আছে তারা এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় না। ইনকাম ট্যাক্সের যে অর্থ সেই অর্থ আবার দেশের কাজেই লাগে। টাটা বিড়লার কথা যে বলা হয়, খবর নিলে দেখা যাবে যে তারাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। স্বতন্ত্র দলের নেতারা বলেন যে কংগ্রেস এমন একটা বৈপ্লবিক পথ নিয়েছেন যেখানে আমাদের আর কিছু করবার নেই; টাটা বিড়লার ফ্যাক্টরীতে যে উৎপাদন হচ্ছে, তার উপর যে মুনাফা হচ্ছে তার উপরও ইনকাম ট্যাক্সের খড়্গা ঝুলছে। অল্প কিছুদিন আগেও বোনাস অ্যাক্টের অ্যামেণ্ডমেন্ট করা হয়েছে যাতে শ্রমিকরা আরও বেশী লাভ পেতে পারেন। এমন কি এইরকম আইন করে দেওয়া হয়েছে যে লাভ যদি নাও হয় তাহলেও সর্ব্বনিম্ন ৪ পার্সেন্ট মুনাফা বা প্রফিট তাদের দিতে হবে। সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা করে দিতে হবে, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, এই বাজেট রচনা করা হয়েছে; একথা ঠিক বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক মন্দার দিনে একদিনেই মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে আমাদের লক্ষ্য সেইদিকে এবং সেই পথ ধরেই আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের সমস্যা অনেক, একদিকে সমাজের সর্ব্বস্তরে অর্থ নৈতিক উন্নতি, অন্যদিকে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদির দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। ভূমিয়া পুনর্ব্বাসন একটা সমস্যা। ভূমিয়া পুনর্ব্বাসন, আমরা জানি ৫০০ টাকা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না. কিন্তু এই ৫০০ টাকা দিয়েই কি করে তাদের সহায়তা করা যায়, কি করে তাদের সাহায্যে এই ৫০০ টাকা লাগান যায়, সেটা দেখতে হবে। যদি তাদের মধ্যে প্রচার করা হয় যে ৫০০ টাকা কি তোমাদের পুনর্ব্বাসন হবে, তোমরা আরও বেশী টাকার জন্য আন্দোলন কর, এই টাকা বাড়িয়ে ১৯০০ টাকা করার জন্য, আন্দোলন করলে পরে আরও টাকা বাড়ানো হবে, এই ধরণের একটা প্রচার যদি ঐ সরল আদিবাসীদের মধ্যে করা হয়, তাহলে সেই ৫০০ টাকা নিয়ে সেই সমস্ত আদিবাসী উন্নতির কাজে লাগাবে না, তারা সেই টাকা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ব্যয়িত করবে আর আন্দোলনের দিকে চলে যাবে, এতে আদিবাসী যতখানি অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল ততখানি হবে না। আমরা স্বীকার করি যে সরকারী টাকা বা বীজের ধান ইত্যাদি দিতে দেরী

হচ্ছে, মার্চ মাসের আগে সেটা দিতে পারছে না, সেটা দূর করার জন্য সরকার ভাবছে। কিন্তু আমাদের এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে, আদিবাসীদের মধ্যে সরকার যে অর্থ দিচ্ছে, তা দিয়ে যথা সম্ভব পুনর্বসতি করতে হবে। কিন্তু আজকে সেটা করা হয়না বলেই পরিকল্পনা ব্যহত হচ্ছে। আজকে বন নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে কিন্তু চিন্তা করতে হবে বন কার জন্য। আজকে যদি সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে বনের চেহারা দেখি, তাহলে দেখব সরকার যে কয়টি বন সংরক্ষণ করেছেন, সেই কয়টির মধ্যে বড় বড় বৃক্ষ আমরা দেখতে পাব, তার বাইরে কোন মূল্যবান বৃক্ষ নেই। অন্যান্য যারা সদস্য আছেন, তারাও ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, আমিও ঘুরেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের বন সম্পর্কে সকলেই জানেন, কাজেই এদিকটা একবার ভাবতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য, গাছের দরকার আছে কিনা? না কি বন কেটে সমস্ত জায়গায় জুম করা হবে, এবং কত বছর পর্যন্ত এই জুমের উপর নির্ভর করে তারা চলতে পারবে। সরকার আজকে সবটা জিনিষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন, সেইজন্যই এখানে কনট্রোল জুমিং'এর কথা বলেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে জুম করা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে দেখতে হবে কংগ্রেস যে সমাজবাদের কথা বলছে, ধাপে ধাপে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতবড় একটা দেশ, যার বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, তার কাজগুলি ধৈর্য্য সহকারে করতে হবে। তাড়াহুড়া করে করা কিছু সম্ভব নয়। এদেশে তারতম্য আছে, বিভিন্ন ভাষাভাষী এখানে আছে, মাইনরিটিজ যারা আছে, অনুন্নত সম্প্রদায় যারা আছে, তাদের প্রত্যেকের স্বার্থকে যথাসম্ভব রক্ষা করে তারপর এগিয়ে যেতে হবে, সেই জন্য কংগ্রেস আজকে তার অগ্রগতির পথকে সুদৃঢ় করে দ্রুত না হলেও, স্লো বাট ষ্টেডি এভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে যদি সুদৃঢ় করতে হয়, বহুদিন যে দেশ অন্যের পদানত ছিল, তার অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে যদি সুদৃঢ় করতে হয় তাহলে তার মূল ভিত্তির যে জিনিষগুলি সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছু করতে হবে এবং তার জন্য বাইরে থেকে ঋণ আনা হচ্ছে। বড় বড় কলকারখানার যে অংশ সেগুলিও বাইরের থেকে আনা হচ্ছে। কম্পিটিশন সর্ব্ব দেশেই আছে, শুধু যে আমার দেশেই কম্পিটিশন তা নয়। আমার দেশকেঅগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অন্য দেশের সংগে লেনদেন রাখতে হবে। আমার দেশের যে উদবৃত্ত ফসল সেটা যদি অন্য দেশে বিক্রী করতে হয়, তাহলে আমাকে বাজার ধরে রাখতে হবে। আমার এক বন্ধু এখানে বলেছেন যে আমরা নাকি চিনি কম দরে বিদেশে রপ্তানি করছি। আমি এখানে বলব যে, যদি ব্যবসা করতে হয়, তাহলে ব্যবসার যে সাধারণ নিয়ম সেটা হচ্ছে আমার দশটা আইটেম যদি বিক্রী করতে হয় তাহলে আমাকে একটা হয়তো লোকসান দিয়ে হলেও বিক্রী করতে হয়, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, তারাও তা করে থাকেন। কারণ বাজার তাকে ধরে রাখতে হবে। একবার বাজার ছেড়ে দিলে সেটা ধরা ভবিষ্যতে খুবই কঠিন। আমাকে যেমন জিনিষ বাইরে বিক্রী করতে হচ্ছে, আবার আমাকে জিনিষ বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে যেমন আমাদের দেশে তামার প্রয়োজন আছে, ভারতবর্ষে যথেষ্ট তামা নেই। এখন তামা আমদানি করতে হলে আমাদের যে উদবৃত্ত জিনিষ আছে তার বিনিময়েই সেটা আমাকে বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে। কাজেই এদিক থেকে আমাকে একটা জিনিষ

ড্যামেজ দিয়ে হলেও আমাকে সেই বাজার ঠিক রাখতে হচ্ছে। আজকে সাধারণ ব্যবসায়ী যারা আছেন, তারাও তাই করছেন। ভারতের অর্থনীতিকে সামগ্রিক ভাবে দেখতে হবে, একটা ষ্টেটের ভিতর দিয়ে নয়। সমগ্র ভারতবর্ষের উপর যে আন্তর্জাতিক চাপ, সেই চাপকে কাটিয়ে উঠতে হবে, বড়বড় যারা অর্থনীতিবিদ আছেন তারাও এই নিয়ে আজকে চিন্তা করছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশই আজকে, তার বাজার খোঁজতে হচ্ছে এবং তার বাজারকে ধরে রাখতে হচ্ছে। এখানে আমার এক বন্ধু ডিভ্যালুয়েশানের কথা বলেছেন, যদি সেটা আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখব যে অনেকগুলি দেশ, এমন কি ইংল্যাণ্ডের মত যে বড় বড় দেশ, তাকেও বাজার অধিকার করার জন্য সেটা করতে হয়েছে, পার্শ্ববর্তী যে দেশ, তাকেও সেটা করতে হয়েছে। যাই হউক আমি মূল সমালোচনার মধ্যে যাচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস রাজত্বের ২০/২১ বছরের মধ্যেও নাকি কোন কিছু হয়নি, সেখানে আমি বলব যে আজকে এই বাজেটের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে, যেখানে হাজার হাজার টাকার কাজ হচ্ছে, সেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে, সেটা আমরা সমালোচনা করতে পারি কিন্তু যদি বলা হয় যে কংগ্রেস রাজত্বের ২০ বছর কিছু হয়নি, তাহলে আমি এখানে বলব যে আমাদের ২০ বছর পেছনে যেয়ে দেখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ বছর আগে কি ছিল এবং আজকে কি হয়েছে? আমি এখানে বিস্তারিত ফিরিস্তি দিতে চাই না, এটা সকলেরই জানা আছে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টা স্কুল ছিল, আজকে কয়টি হয়েছে, কয়টি রাস্তাঘাট ছিল, ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কোন রাস্তাঘাট ছিল না বল্লেই চলে, কিন্তু আজকে কয়টি হয়েছে। ত্রিপুরার জমির পরিমাণ কি ছিল, কৃষিক্ষেত্রে কি সুযোগ সুবিধা ছিল, আজকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, সেই রকম দাবী তারা করেনা, কারণ আমাদের কেন্দ্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, কি করে আরও অর্থ পাওয়া যায় তার জন্যও সংগ্রাম কংগ্রেস করছে। কিন্তু আলোচনা করতে যেয়ে যদি বলা হয়, যে কিছু হয়নি, তাহলে আমি বলব যে তারা ইচ্ছা করে অন্য দেশের দৃষ্টি দিয়ে এটাকে দেখছেন এবং এর দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। আদিবাসী যারা আছেন তারা শিশুর মত সরল, তাদের এই শিশু মনের সুযোগ নিয়ে অনেকটা ব্যবসার ফসল তারা এর ভিতর দিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন, সেই জন্য তারা এই সরকারী যে সুযোগ সুবিধা সেটা বিশ্বাস করতে পারেন না এবং সহজতর ভাবে সেটা তারা গ্রহণ করতে পারেন না। আজকে যদি পরিকল্পনা নিয়ে এই সমস্ত অনগ্রসর জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে কি করে যে টাকা, যে জুম এখন আমাদের আছে, যে বন এখন আমাদের আছে তাতে আর কতদিন পর্য্যন্ত চলবে সেটা একটা ভাববার কথা। জুম চাষ এই ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। শুধু যেখানে আমাদের রিজার্ভ ফরেষ্ট আছে সেখানে মাত্র জুম করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যেখানে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট আছে সেখানে জুম করতে দেওয়া হচ্ছে। আজকে বনের মধ্যে যেসব আদিবাসী আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা জুম করছেন। এভাবে যদি এক একটা আদিবাসী পরিবারকে সেখানে থেকে দেওয়া হয় এবং আশেপাশে সম্পূর্ণভাবে জুম করার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে তারা

বছর খানেকের মধ্যেই বেশ একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেটে সাবার করে দেবে। তখন সেই সময়ে যে লোক থাকবে তাদের দ্বারা সেখানকার জুম সব পরিষ্কার করা হয়ে উঠে না। সেখানে জুম যখন কাটা হয় তখন এক চোখে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু পর্য্যন্ত শুধ্ জুমই দেখা যায়। অথচ ফসল তুলে নিলেও সেখানে যে জুম আছে তার অর্ধেকও পরিষ্কার করা হয় না। তার জন্যই জুমের একটা ওয়েষ্টেজ আছে। এই অবস্থায় সরকার অবশ্য কোন আদিবাসীকেই, তার যে পরিপূর্ণ জীবন তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় না। সরকার সেখানে বলে দিচ্ছেন যে কোন সময়ে কোন এলাকা জুম করার জন্য ছাড়া হবে। আজকে সবাই যদি বলে উঠে যে যেখানে জঙ্গলটা গভীর সেখানে গিয়ে জুম করব, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বন বলতে কিছুই থাকবে না। সেজন্য সরকার শুধু সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। সরকার সেখানে একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বনের জীবনের সংগে যাদের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে সেটাকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে চাইছেন কিন্তু তাদেরকে তাদের ধারাবাহিক জীবনের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চান না। কিন্তু সেটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে কোন কোন দল তাদেরকে বিভ্রান্ত করছেন, সেখানে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন বলেই আজকে তারা সুযোগ পাওয়ার পরও সেটাকে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছেন না। আজকে যদি আদিবাসীদিগকে সমতল জমি দিতে হয়। কারণ তাও দেওয়া যাবেনা পাহাড়ের মধ্যে খুব বেশী খানি জমি নেই। আজকে দেখা যাচ্ছে যে অনেক জায়গাতে উদ্বাস্তরা বন্দোবস্ত নিয়েছেন, আদিবাসীরাও বন্দোবস্ত নিয়েছেন। এখন তাদের দখলের মধ্যে যদি কোথাও কিছু লুঙ্গা থাকে, তাহলে সেটাই একমাত্র তাদের জমি হবে। কিন্তু এক সঙ্গে অতিরিক্ত জমি পাওয়া আজকের দিনে কোথাও সম্ভবপর নয়। আর যদি বা কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে সেটা অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। এইরকম খুঁজে বাহির করার জন্যই আমরা ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন বোর্ড করেছি, তারা রিজার্ভের আভ্যন্তরে জমির অনুসন্ধান করছেন। এবং যেখানে লোকজনের অসুবিধা হচ্ছে, সেখানে প্রটেক্টেড এরিয়া হউক বা রিজার্ভ ফরেষ্ট হউক সেটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য ধাপে ধাপে রিকমেনডেশান করছেন। আজকে আমাদের আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে, সেটা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের এই বনের মধ্যে যে লাকড়ী আছে, যেগুলিকে আমরা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করি তাতে আমাদের আর কতদিন চলবে। এই জ্বালানীও আমাদের এই বন থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আর এই জ্বালানি যাতে আমরা এই বন থেকে পেতে পারি সেজন্যও সরকারের দিক থেকে একটা চেষ্টা করার আছে। তা নাহলে এই জ্বালানি আমাদের বাহিরের কোথাও থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সেজন্যই আমরা বলছি যে, এই বনের আরও বনায়নের দরকার আছে। তা নাহলে এটা অদুর ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জনসাধারণের চাহিদা মত সরবরাহ করতে পারব না। কাজেই এই দিক দিয়ে আমাদের জনমতকে মল্ডেড করা উচিত, আর সেভাবে যদি না করা যায় তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বিশেষভাবে অনগ্রসর তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু সেদিকে আমাদের যারা বিরোধী দল আছে, তারা সেটা ভাবছেন না, না ভেবে তারা আজকে জনসাধারণকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এবং

[illegible] করে একেবারে বিনাশ করে দেওয়া যায় তার জন্য তারা বিভিন্ন অঞ্চলে নানা [illegible]ভাবে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছেন। কিন্তু দিন কাল খারাপ দেখে তারাও আজকে ঐ সেংক্রাকের খুব নিন্দা করছেন। আমি বলি কাদের প্রেরণায় আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন একটা পার্টির সংঘটন হয়েছে। তারা অবশ্য সেটা নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারেন, অস্বীকার তো করবেনই কেননা আজকে ঐ দল তো তাদের হাতের বাইরে চলে গেছে, তাদের নির্দ্দেশ তারা আর মানছে না, তাই এখন বলতে বাধ্য হয়েছেন যে সেংক্রাক দলটা খারাপ তারা লুটতরাজ করছে। কিন্তু তারাই তো সেটা করার জন্য তাদেরকে প্রেরণা যোগিয়েছিল এবং যোগিয়ে দেওয়ার পর তারা যখন তাদের আর কোন নির্দ্দেশই মানছেন না তখনই বলছেন যে তারা খুব খারাপ। আমাদের এই অবস্থাটা ভাল ভাবে ক্ষতিয়ে দেখতে হবে, তার কারণ হচ্ছে এই সব অঞ্চলের বহু আদিবাসী নানাভাবে তাদের অত্যাচারে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। সেখানে যাদেরকে পুনর্বসতি করার জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছিল, এইসব গোলমালের জন্য তারা সেখানে ভালভাবে বসতে পারেনি। অর্থাৎ এভাবে তারা কোন না কোন একটা সুযোগ খুঁজছিল যে যাতে করে সরকারের উপর দোষারূপ করা যায়। এমন অনেক হয়েছে, তারাই গোলমালের সৃষ্টি করে সেখান থেকে যারা সরল আদিবাসী আছে, তাদেরকে উচ্ছেদ করে, আর সরকারের উপর দোষারূপ করে। এটাই তাদের পার্টির চরিত্র। তা নাহলে তারা কি করে বলবে, যে টাকা এবং জায়গা আদিবাসীদিগকে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাদের কোন কিছুই হয়নি। কি করে হবে, মনের মধ্যে যদি শান্তি না থাকে। যদি আদিবাসীদের মনের মধ্যে বিশ্বাস বা কর্ম্ম করার একটা প্রেরণা দেওয়া যায় তাহলে তাদের সেটা হতে পারে। কারণ তারা যে অত্যন্ত সরল এবং সহজ শিশুর মত, তাদের মনে যখন যেভাবে বুঝানো হয়, তারা সেটাই বিশ্বাস করবে এবং সেই ভাবেই চলবে। তার সুযোগ নিয়েই কোন কোন রাজনৈতিক দল এইভাবে তাদেরকে নিয়ে জুয়া খেলছে। সেখানে অবশ্য রাজনীতি হতে পারে কিন্তু এই যে সরল প্রকৃতির আদিবাসী তাদের যে-পুনর্বাসনের সমস্যা, তাদের অন্যান্যদের মত সমপর্য্যায়ে শিক্ষিত করার যে সমস্যা সেটাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাকে সমাধান করার কর্ত্তব্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের। কিন্তু আমাদের যারা বিরোধী দল তারা সেটা না করে, এই সহজ সরল আদিবাসীদের বিপথে পরিচালনা করছেন। আর তারা এসব করছেন বলেই আমাদের এই সমস্যার সমাধান করতে সময় নিচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে তারা একটা হিসাব দিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে যাদের ১ দ্রোণের উপর জমি আছে, তার সংখ্যা হচ্ছে নাকি মাত্র ১৬ হাজার। তবে এটা ঠিক কিনা জানিনা। কিন্তু আমাদের খাদ্য বিভাগ থেকে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ৫ একর বা সাড়ে বার কাণির মত জমি আছে, তার সংখ্যা হচ্ছে ৫ হাজারের কাছা-কাছি। তবে সেই হিসাবটা অবশ্য এক্ষুনি আমার কাছে নেই, দরকার মনে করলে আমি পরে দিতে পারব। মাননীয় সদস্যদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে এই লেভীর পরিকল্পনায় নাকি খুব বেশী করে আদায় করা হচ্ছে। তারা একবার কেউ বলছেন যে খুব বেশী আদায় করা হচ্ছে, আবার কেউ বলছেন যে না কোথাও কোথাও কম

আদায় করা হচ্ছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে ১৬ হাজার লোকের ১ দ্রোণের উপর জমি আছে, সরকার অবশ্য সেটাকে আবার সমীক্ষা করে দেখছেন। এখন সেখানে যদি কোন কোন পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে দুটি পরিবার হয়ে যায়, তাতে আগে একমালিকের যে জমি ছিল সেটাও জনসংখ্যার দিক দিয়ে বা পরিবার পিছু আলাদা হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে সরকার তাদের উপর লেভী ধার্য্য করতে পারেন না। আমি বলতে চাই এই ক্ষেত্রে কি সরকার তাদের মঙ্গল করছেন, না অমঙ্গল করছেন ? কিন্তু উনাদের তো কিছু গালাগালি করতে হবে, তাই গালাগালি করছেন। তবে আমি একটা কথা উনাদের বলতে চাই, যে যদি এই রকম ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও কিছু কিছু ত্রুটি হয়, তাহলে উনারা যেন আমাদেরকে স্পেসিফিক্যালী ঘটনার বিবরণ জানান, তাহলে আমরা সেটাকে তদন্ত করে দেখব। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে যেটা প্রমাণ করার কথা সেটা তারা প্রমাণ করতে পারছেন না। তবে এই আজকে প্রমাণ হচ্ছে যে সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের লোকদের খাওয়ানোর জন্যেই, এখানে যে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এবং যাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী শুধু তাদের থেকেই এই লেভীর মাধ্যমে সেটা সংগ্রহ করছেন। আজকে সেটা সব জায়গাতে হচ্ছে, তাই আমাদেরও যাদের কাছে প্রয়োজনের বেশী থাকবে, তাদের থেকে ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রয়োজনেই সরকারের হাতে নিতে হবে এবং নিয়ে আবার প্রয়োজনের সময়ে সেটাকে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে। সরকার সেটা নিজের জন্য রাখছেন না, জনসাধারণের জন্যই রাখছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাকেও তারা বলছেন যে অন্যায় করা হচ্ছে, অবিচার করা হচ্ছে। আবার কেউ কেউ এই অভিযোগ করছেন যে যেখানে ধান ভাল হয়নি, সরকার দেখেও সেখান থেকে বেশী করে লেভীর ধান আদায় করছেন। কিন্তু আজকে কৃষকের কথা কি তারা শুনছেন, না শুনছেন না। তারা যে কথা বলছেন বড় লোক কৃষক, সেই বড় লোক কৃষকদের কথাও সরকার আজকে ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনছেন এবং শুনে প্রয়োজনীয় যে ব্যবস্থা, তা সরকার করছেন। সরকার জানে যে কৃষককে অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট করে তাদের ফসল উৎপাদন করতে হচ্ছে, এটা অনুভব করেও তাদের থেকে সরকার যে নিচ্ছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থেই নিচ্ছেন। তার মধ্যে সেখানে যদি কোন মহাজন থাকে তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা সরকারের নেই। সেখানে মহাজনই থাকুক আর বড় জোতদারই থাকুক যেই থাকুক না কেন, যদি তাদের ১২॥ কাণির বেশী জমি থাকে তাহলে সরকার সেখানে কাউকে রেহাই দিচ্ছেন না। সেখানে কংগ্রেস আর কমিউনিষ্ট বলে কোন প্রভেদ নেই। তারপরে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে একটা অভিযোগ করেছেন। সেটা হল ডিপুটি ডাইরেক্টার পদে নাকি অনেককে অতিক্রম করে একজনকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। আমি বলব যে তাদের এই অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

Mr. Speaker—The House stands adjourn till 2 P. M. to-day.

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Kshitish Ch. Das. You will get only 15 Minutes.

Shri Kshitish Ch. Das :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকল্য মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা মহাশয় বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন, বাজেটে

২৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে, এই বাজেট আমি সর্ব্বান্তঃ করণে সমর্থন করি, আজকে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য এই বাজেটে সকল দিকেই নজর রাখা হয়েছে। এমন কো Specific কিছু না বলে গতানুগতিক ভাবে এই বাজেটের মধ্যে বিতর্ক করে কতগুলি কথা বলেছেন। আমি সেটার বিরোধীতা করছি।

মাননীয় অঘোর দেববর্ম্মা তার রাশিয়া সফরের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সেখানকার অনেক সমৃদ্ধির চিত্র হাউসের সামনে রেখেছেন। কিন্তু এককালে নেতা লেলিনের মৃতদেহ যে কিভাবে রক্ষিত হয়েছিল সেই কবরটা তিনি দেখে এসেছিলেন কিনা ? দেখা যায় তিনি রাশিয়ায় tour করে এসে ত্রিপুরার অনেক কবরের কথাও বললেন, রাশিয়ার ঐ কবরের কথাও উনার বলা উচিত ছিল। কারণ তারা অনেক জীবন্ত মানুষকেও কবর দেয়, আর কবরের মানুষকেও টেনে বের করে। অনেক কবরের কথা তিনি বলেছেন। এতবড় একজন মহান নেতা তার কবরের কথাও উল্লেখ করা তার উচিত ছিল। আরও অনেক অবান্তর কথা তিনি বলেছেন সেটা আমি উল্লেখ করতে চাইনা। বিরোধীতা করা দরকার, তাই সেই মনোবৃত্তি নিয়েই তারা তা বলে থাকেন। আজকে আমার সময়ও অনেক কম। আমাদের মাননীয় সদস্যরা বাজেটের নানা দিক আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন, সেদিকে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইনা। অনেক অনগ্রসর এলাকার কথা উনি বলেছেন, আমি এমন একটা অনগ্রসর এলকার কথা আজকে হাউসের সামনে বলছি। আমাদের কমলপুরে মরাছড়া সত্যি একটা অনগ্রসর এলাকা। এই এলাকায় ধলাই নদীর পূর্ব্ব পাড়ে যাতায়াতের কোন সুবিধা নাই। সেখানে লোক সংখ্যা কম নয়। সেখানে T. T. Cর আমলে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে একটা Dispensary মঞ্জুর হওয়ার জন্য একটা স্থানও নির্দ্ধারিত হয়েছিল, এই সম্পর্কে মাননীয় বর্ত্তমান চিপ হুইপ মহোদয় অবগত আছেন। T. T. Cর আমলে স্থান নির্ব্বাচন হয়ে জনসাধারণের কাছে ঘর তৈরীর কথাও বলা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে সরকারী তরফের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি, গত বৎসরও একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে জনসাধারণের তরফ থেকে যদি একটা ঘর করে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে ডাক্তার পাঠানো হবে, একজন কম্পাউণ্ডারকে গত বৎসর offer of appointment দেওয়া হয়েছিল ঐ কথার ভিত্তিতে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা কার্য্যকরী হয় নি। জনসাধারণ গত বৎসরও একটি ঘরের ভিটে করে দিয়েছিলেন। যাতে এই অনগ্রসর এলাকার Dispensaryর একটা সুযোগ সুবিধা হয় সেজন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিশেষ করে একজন Director যখন offer of appointment দিয়েছিলেন সেই Director এখন ঐ পদে নাই কিন্তু তার কার্য্যকালে তিনি যে একটা offer of appintment দিয়েছিলেন সেই offer কে আর একজন Director এসে বানচাল করে দেওয়া অতি দুঃখের বিষয়। তাছাড়া কমলপুরে বর্ত্তমানে যে 20 Bedded Hospital আছে সেই Hospitalএ প্রতিদিন বহু রোগী জমায়েত হয় তাতে অনেক রোগী Hospital এ স্থান লাভ করতে পারেনা। সেজন্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি যাতে এই হাসপাতালে seatএর

সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়। আর পরিবহনের দিক থেকে কমলপুরে Kamalpur—Baligaon road Kamalpur—Noagoan Road, এর কাজেই হাত দেওয়া হয়েছিল। জানিনা কি কারণে এই কাজ শেষ হচ্ছে না। সেই কাজটা ত্বরান্বিত করার দিকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই রাস্তাগুলির কাজ শেষ হলে জনসাধারণ খুব উপকৃত হবেন। ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি একটি প্রস্তাব রেখেছিলাম। মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম বাবু সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। আমবাসা থেকে ধলাই নদীর পূর্ব্ব পাড়ে বলরায়, পতিছড়া, বামন ছড়া, মরাছড়া হয়ে কমলপুর পর্য্যন্ত একটা রাস্তা করার কথা আছে। এই রাস্তা হলে পরে অনেক উপকার হবে। ধলাই নদীর পূর্ব্ব পাড়ে এখন একটা মাত্র রাস্তা, পশ্চিম দিকে বালিগাও থেকে আরম্ভ করে রামবল্লভপুর বাগান এবং পশ্চিম হালাহালি হয়ে কুলাইর পশ্চিম দিক হয়ে ডলুবাড়ী পর্য্যন্ত, এই দিক দিয়ে একটা রাস্তা হলে আসা যাওয়ার পক্ষে জনসাধারণের অনেক সুবিধা হবে। রাস্তাঘাটের অভাবে অনেক সময় কৃষকেরা তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পায় না, এই রাস্তা হলে সেদিক দিয়ে সুবিধা হবে। আর একটা রাস্তা আছে তা হল হালাহালি থেকে ধলাই নদীর পূর্ব্ব পাড়ে টানকা বাজার পর্য্যন্ত, সেই রাস্তাটাও হওয়ার দরকার। বিশেষ করে ফটিকরায়—কমলপুর এবং কমলপুর—খোয়াই রাস্তাও সত্বর হওয়া প্রয়োজন। এই রাস্তাগুলিতে চলাচলের একান্ত অসুবিধা আমরা উপলব্ধি করি। কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কমলপুর টুরে গিয়েছিলেন। কমলপুরে একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, কিন্তু সেখানে কোন সাংস্কৃতিক ভবন নাই। একটা Sub-Division এর মধ্যে কোন একটা স্কুলেও সাংস্কৃতিক ভবন নাই এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়। সেদিকে আমি আশা করি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দিবেন। আর মরাছড়া এলাকাতে যে স্কুল আছে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা সকাল বেলায় আসতে খুব অসুবিধা হয়। বহু Tribal অনগ্রসর শ্রেণীর লোক এবং মণিপুরী শ্রেণীর এবং রিয়াং শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী আছে সেখানে Senior Basic স্কুল হতে পাশ করে অন্যত্র গিয়ে লেখাপড়া করার পক্ষে খুবই অসুবিধা হয়। কাজেই সেখানে একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করলে ভাল হয়। মরাছড়াতে একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের দাবী স্থানীয় জনসাধারণ অনেক দিন থেকে করে আসছে। হালাহালিতেও এই রকম দাবী আছে। stamp এর ব্যাপারে আমি বলছি। গত ৩ মাস যাবত stamp এর একটা দুর্দ্দান্ত অভাব। গতকালও দু'জন লোক কমলপুর থেকে এখানে stamp কিনতে এসেছে দেখলাম। কেন যে stamp এর এই অভাবটা হয় আমি বুঝতে পারছিনা। আগরতলাতে যদি পাওয়া যায় তবে কমলপুরে কেন পাওয়া যায় না বুঝতে পারি না। পাকিস্তানের কথা আমি বলছি, আমরা যখন stamp ক্রয় করতাম তখন দেখতাম stamp এর অপর পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর থাকত এবং লেখাপড়া না জানলে টিপ সই গ্রহন করা হত। কিন্তু এখানে দেখা যায় stamp মুহুরীদের নামে বিক্রী হয় কাজেই আমার মনে হয় যদি ঐ প্রথাটা এখানে চালু হয় যে, যার দরকার আছে সেই খরিদ করবে stamp তা হলে stamp এর কালোবাজারি হত না। মুহুরীরা অনেক stamp আগেই খরিদ করে রেখেছেন যার ফলে যাদের প্রকৃত দরকার সময় মত তারা stamp পায় না। তিন মাস পুর্ব্বে কমলপুরে মহারাণী থেকে Chief Commissioner এর নিকট টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। তার ফলে

এখানে মাত্র চার হাজার টাকার stamp পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এর পরে আজ পর্য্যন্ত stampএর অভাবে Officeএর কাজ কর্ম্মই অচল। যাই হউক Budgetএর সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on the Hon'ble Member Shri Benoy Bhushan Banerjee.

Shri Benoy Bhushan Banerjee :—Hon'ble Dy.Speaker, Sir, বহু সমস্যায় জর্জ্জরিত ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত এই ত্রিপুরা। বহু ভাষাভাষী ১৭ লক্ষ লোকের বাস এই ত্রিপুরাতে। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে উহার প্রায় তিন দিকেই পাকিস্তান বেষ্টিত। বহির ভারতের সাথে এই রাজ্যের যোগাযোগ সঙ্কীর্ণ। ভারত বিভাগ হয়ে যাওয়ার পর, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর বহু পাকিস্তানী নাগরিক সেখানের নিরাপত্তার অভাবে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়াছে। আজও তার গতি অব্যাহত। ত্রিপুরার ভূমির অধিকাংশই টিলা এবং খুব কম অংশই সমতল। এই রাজ্যের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকাই হল কৃষি। এই জায়গার কৃষক সমাজ অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ। এই রাজ্যের আদিবাসী এবং অনাদিবাসীদের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুন্নত ত্রিপুরাকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বিধান সভায় বর্তমান আর্থিক বৎসরে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন তার প্রতি আমি আমার সমর্থন জানিয়েই আমার বক্তব্য রাখছি। কয়েকটা কথা বলে আমার মন্ত্রী পরিষদকে কিছুটা ওয়াকিবহাল করতে চাই। ত্রিপুরার Budget রচনায় ত্রিপুরা বিধান সভার বিশেষ কিছু করার নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ার উপর আমরা নির্ভরশীল। তাই মন্ত্রী পরিষদের শুভ ইচ্ছা থাকলেও প্রয়োজনের সময় সেই টাকা না পাওয়া গেলে সমস্ত কাজগুলি করা সম্ভব নয়, একথা সত্য। কিন্তু যে টাকাটা আমরা পাই তার যেন Proper utilisation হয় সেই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি মন্ত্রীমণ্ডলির নিকট আবেদন করছি। এই ত্রিপুরার অর্থনীতিকে দৃঢ় করতে হলে আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করতে হবে বন সম্পদ এবং কৃষি সম্পদের উপর। ত্রিপুরা খাদ্যে ঘাটতি অঞ্চল, ত্রিপুরাতে বিশেষ শিল্প বলতে একমাত্র চা শিল্প ছাড়া আর কিছুই নাই। তাই আজ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রথমে কৃষিতে বিপ্লব আনতে হবে এবং সাথে সাথে শিল্পতেও। এই জন্য প্রথমই দরকার বিদ্যুতের। দেশের বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দিন দিন তা বেড়ে চলছে। কৃষি এবং শিল্পের প্রসার করে ক্রমবর্দ্ধমান মানুষের শ্রমশক্তিকে যদি কাজে নিয়োগ না করতে পারি তা হলে আমাদের সব সুখ কল্পনা ভেসে যাবে।

কৃষিতে বিপ্লব আনার জন্য সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টা যাতে সমাজ বিরোধীদের অপপ্রচারের ফলে কৃষকদের মনে ভুল ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থেমে না যায় সেই দিকে সকলের দৃষ্টি সজাগ থাকা উচিৎ। আমি জানি এবার আই, আর, এইট ধানের ফলন ভাল হয়নি। অনেক জায়গায় এই ধানের চাষ করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই সাময়িক অসফল্যের কারণ বার করে আমাদের আবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে জাতির বিদেশীর নিকট খাদ্যের জন্য হাত পাততে হয় তার রাজনৈতিক মান মর্য্যাদা বিশেষ

রক্ষা পায় না। এই জ্বালা আমরা ভোগ করছি। এই জ্বালা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, আমাদের কৃষিতে বিপ্লব আনতে হবে। তাই আমি অনুরোধ করব কৃষিবিভাগ যেন দেশের প্রতিটি কৃষকের নিকট গিয়ে তাদের উৎসাহ দেন সাহায্য দেন এবং হাতেকলমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়ে শিখিয়ে দেন, এবং কৃষকদের মধ্যে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে যে এই সরকার এই কৃষিবিভাগের লোক তাদেরই সরকার, তাদেরই লোক। দেশ এবং জাতিকে উপলব্ধি করাই মানুষের বড় জিনিষ। উপলব্ধি না জাগলে দেশকে গড়া সম্ভব নয়।

আমরা বলেছিলাম যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তুলব। যদি সত্যিই তা আমরা পারতাম তাহলে এতদিন আমাদের এখানে Co-operative এক বিরাট ভূমিকা নিত। আমি দেখি Co-operative বাজেটে আছে মাত্র ১২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, grant-in-aid ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের Co-operative অগ্রগতির দিকে যখন লক্ষ্য করি এবং আমাদের দেশের সাথে যখন তার তুলনা করি তখন আমি বেদনা অনুভব করি, দুঃখ পাই। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি মন্ত্রী মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আর একটা কথা বলতে চাই শিক্ষার বিষয়ে। ধর্ম্মনগরে আমি দেখেছি পরীক্ষার পর নূতন বৎসরে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হতে পারে না। আমি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি তারা বলে জায়গার অভাব। আমি বাজেটে দেখেছি নূতন স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রতি বৎসর provision রাখা হয়। কিন্তু জানিনা কি কারণে তা রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। এদিকে আমি মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে construction of 3 laboratory rooms in the premises of Dharmanagar Girls' H. S, School and construction of 3 class rooms in the premises of Dharmanagar Girls' H. S. School এইবারের বাজেটেও আছে এবং তা গত বারের বাজেটেও ছিল। যেখানে ছাত্রদের ভর্ত্তির সমস্যা জায়গার অভাবে ভর্ত্তি করতে পারে না সেইখানে provision থাকা সত্বেও কাজ হয় না। এইটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার।

আমি আর একটা কথা বলছি যে কাজু বাদাম চাষের জন্য আমরা মানুষকে উৎসাহিত করছি। আমরা কাজু বাদামের চাষ বৃদ্ধি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আনব, ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে তুলব, বেকার সমস্যা সমাধান করব এই সমস্ত যে মহৎ চিন্তা সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে বর্ত্তমান যে পরিস্থিতি এবং আমাদের কার্য্যক্রম তার পরিবর্ত্তন করতে হবে। জনসাধারণ এগিয়ে এসেছিল কাজু বাদাম চাষ করার জন্য। কিন্তু আজ তারা অসহায় কারণ কাজুবাদাম বিক্রির কোন ব্যবস্থা নাই। তারা মার্কেট পায় না। তাই এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Construction of Recreation Hall-cum-Auditorium in the campus of B. B. Institution Dharmanagar, আজ তিন চার বৎসর যাবৎ সমানে বাজেটে provision রাখা হচ্ছে কিন্তু কাজ করা হচ্ছে না। আমি জানিনা এর কারণ কি ?

আমি আবেদন রাখব যেন এই কাজটি অতি সত্বর আরম্ভ হয়।

ত্রিপুরার সব সমস্যার সমাধান করতে হলে এর যে স্থানে যে শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে সেই স্থানে সেই শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তবে ভারী শিল্প এখানে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এখানে গ্রামীন শিল্প গড়ে তোলার সুযোগই বেশী। রেল লাইন না থাকার দরুণ ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না, এই কথা সত্য কাজেই রেল লাইনের প্রসার হওয়া একান্ত দরকার। এই সম্পর্কে আমরা যতই বলি না কেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দিচ্ছেন না। শিল্প সব জায়গায় গড়ে উঠে না তার জন্য প্রথম প্রয়োজন যোগাযোগ, কাঁচামাল এবং আবহাওয়া। সেই দিকে চিন্তা করে আমি বলতে চাই যে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন আছে, ব্যবসায়ীক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও ধর্ম্মনগরে আছে। অতএব ধর্ম্মনগরে একটা Industrial Estate গড়ে তোলা সম্ভব। অতএব ধর্ম্মনগরে Industrial Estate গড়ে তোলার দাবী এই হাউসে রাখছি। ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গাতে Industrial Estate গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যোগাযোগ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীক সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও আজ পর্য্যান্ত সেইরূপ কোন চেষ্টা ধর্ম্মনগরে হচ্ছে না। এই জন্য ধর্ম্মনগরবাসী ক্ষুব্ধ। Construction of Industrial Estate at Dharmanagar এর জন্য গত বৎসর দুই হাজার টাকা রাখা হয়েছিল। কিন্তু এবার তার কোন provision নেই। শিল্প গড়ার সুযোগ যেখানে আছে সেখানে শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা কেন যে নাই তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখব তারা যেন এইদিকে দৃষ্টি দেন। ধর্ম্মনগরে ইরিগেশান এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্ম্মাণ করার জন্য প্রথম নির্ব্বাচনের পর থেকেই আমি চিৎকার করে আসছি। হরুয়া, ইদন মিঞা খলা' রাজাপুর, বাগনা ইত্যাদি বড় বড় বাঁধগুলি যদি এভাবে পড়ে থাকে তবে খাদ্যের সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি Irrigation এর ব্যাপারে যে টাকা ধরা হয় তাতে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে কৃষকরা ভাল ফসল ফলাতে পারত। কিন্তু টাকা থাকা সত্বেও তা খরচ করা হয়নি। কেন এটা হয় আমার মনে হয় সবই হচ্ছে লাল ফিতায় বাঁধা। তাই লাল ফিতার বাধ খুলে আসতে সময় চলে যায়। আর এদিকে ত্রিপুরার কৃষকের বা জনসমাজের যে অভাব বা প্রয়োজন সেটা তাদের মাঝেই গুমরে মরছে। তাই আমার অনুরোধ আমাদের এই লাল ফিতার বাধন প্রয়োজনের তাগিদে উপযুক্ত সময়ে যেন খুলে দিই। Irrigationএর ব্যাপারে বলতে হয় যে অনেক লোক বাধ দিয়ে বোরো ধান করবে এই প্রকারের চিন্তা ধারা নিয়ে অনেকে দরখাস্ত করেছে, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ টাকা বরাদ্দ আছে। এইসব দেখে আমার দুঃখ হয়। তাই আমার অনুরোধ ধর্ম্মনগরের টাউন, বাজার ইত্যাদির flood protection যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য মন্ত্রী পরিষদ যেন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখেন। আমি জানি যে ত্রিপুরাতে ১৮ হাজার রেজিষ্টার্ড বেকার আছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অনেক ভূমিহীন কৃষক বেকার আছে যাদের নাম আগরতলাতে রেজিষ্ট্রি করা হয় নাই এবং বহুদিন যাবৎ অভাবের ভিতর দিয়ে কালাতিপাত করে আসছে। সেইসব কৃষক শ্রেণীর যে কান্না সেটা যদি আমরা রোধ করতে না পারি তবে আমাদের যে চিন্তা, মন্ত্রী পরিষদের যে শুভ ইচ্ছা, যে অনুভূতি নিয়ে তারা অগ্রসর হতে চান সেটা ফলপ্রসূ হবেনা

বা তা ব্যাহত হবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে কিছুদিন পূর্বে এই House এ ভূমিহীনদের সুব্যবস্থা করার জন্য একটা Committee গঠন করা হয়েছে। এই Committee এবং মন্ত্রী পরিষদের আকাঙ্খা যে যারা প্রকৃত ভূমিহীন তাদের জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করবেন। আমি দেখেছি কৃষি বিভাগের সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগটি নিয়ে, এই জন্য এবৎসর কৃষি বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা শাখা খুলেছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আর একটি কথা হল ধর্মনগরের গার্লস স্কুলে একটি বোর্ডিং খোলার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Sunil Ch. Datta.

Shri Sunil Ch. Datta :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করি। বাজেট সমর্থনে আমি প্রথমে বলব এর অঙ্ক বিরাট। আমরা প্রতি বৎসর বাজেট করি আর প্রতি বৎসরই কেন্দ্রের নিকট বর্ধিত হারে টাকা দাবী করি এবং কেন্দ্রও টাকা দেন। কিন্তু ত্রিপুরার উন্নতি বিশেষ হচ্ছেনা। ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তখনই হবে যখন ত্রিপুরাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবে।এই জন্য ত্রিপুরার রেলপথ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ডুম্বুর পরিকল্পনা অতি সত্বর সম্পূর্ণ করা দরকার। বিদ্যুৎ শক্তি এবং রেলওয়ে যোগাযোগ ছাড়া ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। আজ বিরোধী দলের সদস্যরা হাটে মাঠে ঘাটে বলে বেড়ান যে ত্রিপুরার কোন উন্নতি হয় নাই এবং বেকার সমস্যার সমাধান হয় নাই। শুধু একটি মাত্র তথ্য দিলেই বুঝা যায় ত্রিপুরায় কতটুকু উন্নতি হয়েছে। সেই তথ্য গত পরশু বিধান সভায় পরিবেশিত হয়েছে। ৫০০ গ্রেজুয়েট এবং কয়েক হাজার মেট্রিক, প্রি-ইউনিভার্সিটি এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করা বেকার এই ত্রিপুরাতে আছে। এতে বুঝা যায় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আর যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা যদি বিরোধী দলের সদস্যদের বলি মহারাজার আমলে ত্রিপুরার যে চেহারা দেখেছেন এবং এখন যদি ত্রিপুরার চেহারা দেখেন এই দুটি সময় দেখেও যদি বলেন যে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় নাই তাহলে আমি বলব যে শুধু অপপ্রচারের জন্যই বলা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে একই কথা। সমস্ত ত্রিপুরাতে কেবলমাত্র আগরতলা সহর ছাড়া কোন সাব-ডিভিশন টাউনে হাসপাতাল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সব সাব-ডিভিশনে টাউন ছাড়াও বড় বড় বাজারে, পল্লীতে হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারী খোলা হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরার উন্নতি হয়নি একথা যারা বলে তারা সত্য কথা বলেন না। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সত্যকে বিকৃত করে অপপ্রচার করেন। বাজেট বক্তৃতায় বিরোধীদলের সদস্যরা বলেন প্রতি বৎসর, আমরাও বলি যে বাজেটে বেশী টাকা বরাদ্দ করার জন্য। কিন্তু তা করা হয় না। পরে লোক দেখানোর জন্য supplementary budget পেশ করা হয়। মাননীয় সদস্যদের আমি চিন্তা করতে বলি যে কেন্দ্রের কাছে তো গচ্ছিত ধন নাই। দিল্লী সরকার রাজস্বের কথা চিন্তা করে অন্যান্য প্রদেশকে যেভাবে দেন ত্রিপুরাকেও সেইভাবে দেন। আবার প্রয়োজনের সময় যখন ত্রিপুরা থেকে দাবী করা হয় তখন supplementary budget এ

আমরা অনেক টাকা আনতে পারি। একটিমাত্র নিদর্শন আমি দিতে পারি এবার Supplementary demand যে পাশ করলাম তাতে famine relief এ দেখা যাবে যে original budget এ যা ছিল চলতি বৎসরের জন্য তার তিনশত গুণেরও বেশী টাকা আনতে আমরা সক্ষম হয়েছি। কাজেই এই যে অপপ্রচার সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হয়। কেন্দ্রের দায়িত্ব আছে সেটা আমি স্বীকার করি। তবে সেটা শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, ত্রিপুরার মত অনেক টেরিটরি এবং অনেক প্রদেশ আছে। সেগুলিতেও ঘাটতি বাজেট হয় এবং কেন্দ্র থেকে তারা সাহায্য পায়। কাজেই দিল্লীকে দোষারোপ করে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারি না। ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হলে ভারী শিল্পের প্রসারের দরকার ও রেলওয়ে যোগাযোগ দরকার। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের যেটুকু সম্ভাবনা আছে সেটাও যাতে জনসাধারণ সুযোগ পায়, সেই দিকে মন্ত্রী মণ্ডলীর নজর দিবেন। আমি আশা করি ক্ষুদ্র শিল্পের যে সকল জিনিষ আমরা বাহির থেকে আমদানি করি তা অতি সহজেই ত্রিপুরায় করা যায়, যেমন—envelope, বোতাম. exercise book এই সকল জিনিষ এবং তাতে আমরা অনেক বেকারকে সেই সকল কাজে নিযুক্ত করতে পারি। কৃষির কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে যদি উপযুক্ত জল সেচের ব্যবস্থা আমরা না করতে পারি বা যে সব ব্যবস্থা আমরা করেছি কিন্তু অকেজো হয়ে আছে বিভিন্ন মহকুমায় সেগুলি ঠিকমত ব্যবহার যোগ্য না হয় তবে সেটা কৃষি কার্যের অন্তরায় হবে। কমলপুরে বহু অর্থ ব্যয়ে আমরা বাঁধ দিয়েছি কিন্তু তা অকেজো অবস্থায় আছে। খোয়াই সাব-ডিভিশনে ইছলি ছড়াতে বাঁধ দিয়েছি কিন্তু সেটাও অকেজো অবস্থায় আছে। যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এগুলি অকেজো অবস্থায় আছে সে সব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে যাতে কৃষকরা জলসেচের সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। Lift irrigation এর যে সব machinery খারাপ হয়ে আছে সেগুলি আবার চালু করে জল সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। উন্নত ধরণের বীজ এবং সারের বন্দোবস্ত করা ও আমাদের প্রয়োজন যদি কৃষির উন্নয়ন করতে চাই। অনেক কৃষক অভিযোগ করেন যে তারা উন্নত ধরণের বীজ পান না। আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরাতে যে ফসল হয় তার থেকেই ভাল বীজ সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি বৎসর দেখতে পাই শিলং এবং নৈনিতাল অঞ্চল হতে লক্ষ লক্ষ টাকার আলু বীজ আমরা আনি। তার যে মূল্য সেটা কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। আমাদের বিলোনীয়া অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ আলু উৎপন্ন হয়। বিশেষ করে জোলাই বাড়ী অঞ্চলে ভাল আলু হয়। সেখান থেকে আলু বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

আমার Constituency সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলব! খোয়াই মহকুমায় শিক্ষার দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দেই সেখানে High and Higher Secondary স্কুল যা আছে তার উপর সেখানে আরও একটি সিনিয়ার বেসিক স্কুল খোলা দরকার। খোয়াইএর কয়েকটি রাস্তার কথাও আমি বলব। গনকি কলোনীর রাস্তাটি জাম্বুরা গ্রামের রাস্তাটি, করা দরকার, সিঙ্গীছড়া গ্রামের রাস্তাটি ব্লকের টাকায় এবং Test relief এর টাকা দিয়ে তৈরী হয়েছিল, হাজার হাজার লোক এই রাস্তাগুলি দিয়ে চলাচল করে। এই রাস্তাগুলির পুলগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুলগুলি যাতে মেরামত হয় তার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমি অনুরোধ রাখব। খোয়াই শহরে উত্তর দুর্গানগর এবং পূর্ব দুর্গানগর এই দু'টি পল্লীর যে রাস্তাগুলি এবং যে পুলগুলি আছে

সেগুলো মেরামত করা প্রয়োজন। চাম্পা হাওরের যে রাস্তাগুলি আছে এবং পুলগুলো আছে সেগুলোও মেরামত করা দরকার। যে রাস্তাগুলো চলতি বৎসরে করা যাবে না সেগুলি আগামী আর্থিক বৎসরে যাতে করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

আর একটি বিশেষ ঘটনার দিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সে ঘটনাটি হল খোয়াইএ অনেকগুলি কলোনী গঠন করা হয়েছিল ভূমিহীন জুমিয়া এবং উদ্বাস্তদের জন্য। ঠিক তেমনিভাবে কমলপুরে, সদরে, অমরপুরেও করা হয়েছিল। ইদানিং একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। Survey & Settlementএর সময় দেখা গেছে যে অনেকগুলি কলোনীতে সহায় সম্বলহীন আদিবাসী উদ্বাস্ত, ভূমিহীন যাদের পুনর্বাসন হয়েছে তারা ভূমি দখল করে আছেন কিন্তু তারা জমির মালিকানা পান নাই। আইনের বিধিনিষেধ থাকতে পারে কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, ভূমিহীন, উদ্বাস্ত, নিম্নশ্রেণীর লোক যাদের আমরা উচ্চস্তরের মানুষের সংগে সম পর্য্যায়ে আনার চেষ্টা করছি এবং এ ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যকে যদি আমরা রূপ দিতে চাই তাহলে সত্বর ব্যবস্থা করা দরকার। এইসব উদ্বাস্ত, ভূমিহীন এবং উপজাতিদের নামে ঐ জমির মালিকানা সত্ব দেওয়া উচিত। প্রয়োজন বোধে আমাদের ত্রিপুরার Land Revenue and Land Reforms Act নামে যে আইন আছে সেই আইন যদি সংশোধন করতে হয় তবে তা করা দরকার। আর একটি কথা আমি বলব। খোয়াই মহকুমার ছেবরী ও আশারাম বাড়ী তহশীলে ঘন লোক বসতি আছে। কিন্তু সেখানে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাই। ঠিক তেমনি আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা মাননীয় ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস বলেছেন যে, মরাছড়া অঞ্চলে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হওয়ার কথা ছিল T T Cএর আমলে, কিন্তু আজও সেখানে তা করা হয় নি। গ্রামবাসী সেখানে নিজেদের খরচে একটি ঘর তৈরী করে দিয়েছিল, TTCএর আমলে সরকারের আশ্বাস পেয়ে। দুইবার তারা আশ্বাস পেয়ে ঘর তৈরী করে দেওয়া সত্বেও সেখানে Primary Health Centre করা হয়নি। আগামী আর্থিক বছরে যদি কোথায়ও P. H. C করা হয় তাহলে মরাছড়া অঞ্চলে যেন একটি P H C করা হয়। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now, I call on Hon'ble Member, Sri, Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী ১৯৬৯-৭০ সনের আমাদের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তা সমর্থন করছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আয় সীমিত, গত বৎসর এখানে ৮১ লক্ষ টাকা আয় ছিল, তার পূর্ব্বের বৎসর আয় ছিল ৭৮ লক্ষ টাকা, এবার আমাদের প্রায় ২ কোটি টাকার মত আয় হবে। এবারের আমাদের বাজেট হল ২৮ কোটি টাকার। এই যে এত টাকার বাজেট আমরা করেছি তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের উন্নতিও হচ্ছে। পূর্ব্বে আমাদের যদি অমরপুর যাওয়ার প্রয়োজন হত তাহলে নৌকা ছাড়া যাওয়া যেত না। কিন্তু বর্ত্তমানে উদয়পুর থেকে ভাল রাস্তা হয়েছে। আমরা জীপে, বাসে করে অমরপুর যেতে পারি। এ রকম অন্যান্য sub-division এ ও পূর্ব্বে যোগাযোগের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল,

অত্যন্ত দুর্গম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিটি sub-divisionএ আমাদের আসা যাওয়ার ভাল রাস্তা হয়েছে, আমরা গাড়ী করে যেতে পারি। মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমাদের অনেকটা উন্নতি হয়েছে, তবে কথা হল, আমাদের বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ থাকে সেই অর্থ যদি আমরা যথাযথভাবে ব্যয় করতে পারি তাহলে আমাদের ত্রিপুরাকে সুজলা, সুফলা শস্য শ্যামলা করে আমরা গড়ে তুলতে পারব, এ বিষয়ে আমার কোন রকম সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, যে অর্থ বাজেটে বরাদ্দ থাকে তা ঠিক ঠিক মত—properly utilised হচ্ছে না। কৃষির অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই। তবে যে পরিমাণে উন্নতি হওয়া আমাদের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজেটে যে অর্থ রাখা হয় উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে, বাস্তবক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে কৃষির তদনুরূপ উন্নতি লক্ষ্য করছি না। তার অন্যতম কারণ হল, আমাদের কৃষকরা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদে আজও অনভ্যস্ত। Agriculture Deptt. থেকে সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রামে যান এবং field এ কাজ করেন ঠিকই তাদের দায়িত্ব তারা পালন করেন এটা সত্যি কথা। তবে specific একটা responsibilityর অভাব দেখা যায়। কৃষকদের সার, বীজ ইত্যাদির জন্য আমরা ঋণ দিয়ে থাকি কিন্তু properly সেই টাকাটা utilised হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। V. L. W.. আছেন, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছেন, B. D. O., আছেন, তারা এ ব্যাপারে connected, কিন্তু তারা এগুলি দেখছেন না। দেখা যাচ্ছে একজন হয়ত ২০০ টাকা কৃষি ঋণ নিল সরকার থেকে। কিন্তু যে ঐ টাকাটা কৃষি কাজে utilise করছে না। সে ঐ টাকাটা interest এ invest করছে, অথবা জমি বন্ধক রেখে দাদন দিয়েছে অপর এক কৃষককে। এ ছাড়া আমি হয়ত সার কিনে নিলাম। কিন্তু তা ব্যবহার করতে জানিনা, block থেকে আমি একটা স্প্রে মেসিন নিলাম জমিতে spray করার জন্য কিন্তু মেসিনটা আমার ঘরে রেখে দিলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী কারো জমিতে spray করা দরকার, আমি তাকে তা দিলাম না, বা সময়মত অফিসে জমা দিলাম না। ফলে পার্শ্বের জমি থেকে পোকা এসে আবার আমার জমিতে বসল। অতএব এগুলি block থেকে লক্ষ্য করা দরকার এবং স্প্রে মেসিনগুলো যথাযথ ভাবে utilised হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। Land Revenue Land Reforms Act. আমাদের এখানে প্রযোজ্য হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বহু কৃষকের খাজনা বাকী পড়ে আছে। এবং Land Revenue & Land Reforms Act. এর মতে ত্রিপুরার অনেক জায়গা খাস খতিয়ানভুক্ত রয়ে গেছে। এগুলির খাজনা কে দেবে? তারপর ৫ বৎসর পর্য্যন্ত খাজনা বাকী রয়ে গেছে। গরীব কৃষকরা খাজনা দিতে পারছে না। তাদের অর্থের অভাব, হয়ত জমি বন্ধক দিতে হয়, হালের গরু বিক্রি করতে হয়। তারপরেও আবার কৃষি ঋণের দরখাস্ত করে। এইভাবে জমি সংশিতের নোটিশ গেল। তখন দেখা গেল যে খাজনার চেয়ে সুদ বেশী হচ্ছে। যার ১০ টাকা খাজনা তার সুদ সহ হয় ৫০ টাকা। সাধারণত সুদ মাপ করার ক্ষমতা D. M. এর আছে, আর কারো নেই। মাননীয় চীফ কমিশনার এবং অর্থ মন্ত্রীর ভাষণে আমরা জানতে পেরেছি যে তারা যাতে সহজ কিস্তিতে এই বাকী খাজনা দিতে পারে তার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি আশা করব যে তারা যদি সত্যিই সহজ কিস্তিতে এই arrearsটা দিতে পারে তাহলে খুব ভাল হয়। তারপর rent মাপ দেওয়ার কথা অনেক সময় এই Houseএ আলোচনা করা হয়েছে এবং ত্রিপুরা সরকার এটাকে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল বলে স্বীকারও করেছেন। তাই আমার অনুরোধ যে মন্ত্রী মণ্ডলী যেন এই

সব দুর্গতদের অবস্থা বিশেষ ভাবে তদন্তক্রমে তাদের খাজনা মকুব করার ব্যবস্থা করার বিষয় সহানুভূতির সহিত চিন্তা করেন।

তারপর registration সম্পর্কে আমার কথা হল যে আজকে registration বিভাগে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে আমি উদয়পুর সম্পর্কে বলছি। ট্রাইবেলদের জায়গা ট্রাইবেলদের মধ্যেই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই জুমিয়া পুনর্ব্বাসনগুলি without permission এ বাঙ্গালীর নিকট কিরূপে হস্তান্তরিত করা হচ্ছে সেটা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না। দেখা যাচ্ছে অমরপুর বিভাগের যে জায়গা Tribal Reserve এলাকা সেই সমস্ত জায়গাও without permission হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। বিলোনীয়াতেও একই অবস্থা। এগুলি যে কিভাবে হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না। এগুলি যাতে না হতে পারে তারজন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তারপর ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে বলেছেন, আমাদের এখানে ষ্ট্যাম্পের অভাব। আজকে আসাম থেকে আমাদের ষ্ট্যাম্প আনাতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখছি যে আসাম থেকে বহু ষ্ট্যাম্প আনা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার যদি এই ষ্ট্যাম্পগুলি সরাসরি সমগ্র সাব-ডিভিসানে দিতে পারতেন তাহলে ত্রিপুরা সরকারের একটা আয় হ'ত। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি যাতে সমস্ত সাবডিভিসানে ষ্ট্যাম্প পাওয়া যেতে পারে এবং সরকারের আয় যাতে বাড়ে তার প্রতি যেন দৃষ্টি রাখা হয়। তারপর Agricultural Income Tax এবং Entertainment Tax এগুলিতেও দেখা যাচ্ছে যে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। এগুলিও সরকারের একটা source of income. হয়ত একজনের নামে একটা Income Taxএর Notice আসল। সে একজন ভাল মহুরী দিয়ে বা Income Tax এর খাতা যারা লিখতে পারে তাদের দিয়ে একটা false কিছু করিয়ে সেরে গেল। অতএব entertainment Tax বা অন্যান্য Tax যা কিছু আছে, যেগুলি ত্রিপুরার একটা source of income, সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক মত আদায় হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারপর শিক্ষা সম্বন্ধে আমি এই বলতে চাই যে শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যাতে কর্ম-বিমুখতা না আসতে পারে এবং শিক্ষা যেন কর্মমুখি হয়। আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট এই অনুরোধই রাখছি। আজকে কেন শিক্ষায়তনগুলিতে এত বেশী হৈ হুল্লোর হয় তার একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। তারপর বেকার যুবকদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তারও সমীক্ষা হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। কাজেই সমস্ত বিষয়ে সমীক্ষা করে যাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে, খাদ্যে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি, শিল্পের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি তারজন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ। আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে উদয়পুরে একটা Industry খুলে রাখলাম অথচ সেটাতে কোন কাজ নেই। শ্রমিকও যে কয়জন আছে তাও No work, No Pay হয়ত কোন দিন কাজ আছে, আবার কোন দিন নেই। তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কি লাভ হ'ল যদি Properly utilise হ না হ'য়ে থাকে। উদয়পুরের হাসপাতালে 'X'-Rayর যন্ত্রপাতি আছে অথচ 'X'-Ray করার জন্য ডাক্তার নেই। কাজেই কোন কিছুই

করা হচ্ছে না। তারপর কাকড়াবন থেকে বড় পাথারি পর্য্যন্ত আমাদের একটা রাস্তার দরকার ছিল। সেটা Short cut এ বিলোনিয়া থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত ২০ মাইল হবে। এজন্য ২।৩ বৎসর যাবৎ Plan এ টাকাও ধরা হচ্ছে। কিন্তু এটা এখনো হচ্ছে না। আমি আশা করব যাতে এই সমস্ত কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। তাহলে মানুষের মনেও একটা আশার ভাব জাগবে। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরার যারা কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না। ত্রিপুরার মানুষ বাস্তবিকই আমি মনে করব অন্যান্য দেশের চাইতে সভ্য এবং সুশিক্ষিত। তারা চায় না যে কোন একটা আন্দোলন হ'ক।

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble Member, your time is over.

Shri Ershad Ali Choudhury :—যাতে নাকি কোন আন্দোলন না হতে পারে তার জন্য আমাদের মন্ত্রী পরিষদের সক্রিয় হওয়া উচিত। কারণ ত্রিপুরার যুবকরা প্রত্যেকেই চাচ্ছে যে একটা কিছু আন্দোলন হ'ক। এই বলেই আমি আমাদের বাজেট সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy. :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ব্বেই একটা কথা বলতে হয় যে Power in opposition এ যারা আছেন তারা Lecture দেওয়ার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা Lecture দিয়ে যান। আর আমাদের বেলায় ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। যাহা হউক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেভাবে arrangement করেছেন সেটাই আমি মেনে চলব।

Mr. Dy. Speaker :—Only 15 minutes.

Shri Naresh Roy :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে প্রত্যেকটি প্রগতিশীল দেশ তার আগামী বৎসরে দেশকে Development করবার জন্য বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা করে থাকে। সেই অনুসারে আমাদের ত্রিপুরাতেও বাজেট রচনা করা হয়েছে এবং সেই বাজেট অন্যান্য বছরের বাজেটের চেয়ে একটু উন্নত ধরণের বলে আমি এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাই। মাননীয় Dy. Speaker, Sir, আমরা যদি পর পর তিনটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে ত্রিপুরা তার অগ্রগতির দিকে কিভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রথম পরিকল্পনার আগে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না, দেশে যে সমস্ত উন্নতিমূলক কার্য্যকলাপ ছিল না, পরিকল্পনা গ্রহণের পর অবধি ত্রিপুরা সেদিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রথমতঃ কৃষির দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির প্রতি ততটুকু গুরুত্ব না দেওয়া হলেও এখন পরিকল্পনার পূর্ব্বের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে অনাবাদি জমি উদ্ধার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই জন্য প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় [illegible]০০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। ত্রিপুরার ২য় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিও যদি লক্ষ্য করি তাহলেও কৃষির দিকে দেখি যে উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং উন্নত ধরণের বীজ সংরক্ষণের জন্য

বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পোকা মাকড় রোধ করার জন্য ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সবুজ সারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, জাপানী প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তারজন্য ত্রিপুরাতে ৩৪,৪০,০০০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। ৩য় পরিকল্পনা কালেও দেখি যে কৃষির প্রতি অধিক লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে অধিক জমিতে আবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিফসলী জমির ব্যবস্থা বেশীর ভাগ করা হয়েছে। সারের অধিক ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেচ ব্যবস্থার অধিক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কার্পাস চাষ, পাট চাষ, ইক্ষু চাষ, আলু চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের রবিশস্যের উৎপাদনেরও চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়াও ৩য় পরিকল্পনার শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই যে কতগুলি উন্নত ধরণের চাষের ব্যবস্থা, ত্রিপুরাতে যা পূর্ব্বে ছিল না সেগুলির সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন তাইচুং ইত্যাদি চাষের দ্বারা ত্রিপুরাকে কৃষির দিকে উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও নয়টি কৃষি খামারে উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২৫টি সরল সার পরীক্ষা কেন্দ্র গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি বিদ্যায় যাতে ভালরূপ শিক্ষালাভ করতে পারে তারজন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সে অনেক শিক্ষানবীশ প্রেরণ করা হয়েছে। লেম্বুছড়াতে ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন রকমের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করে গ্রাম সেবকদের পাঠান হয়েছে। কৃষি তথ্য সংস্থার জন্য বিভিন্ন রকমের সংবাদ সরবরাহ, প্রদর্শনী, পুস্তক পুস্তিকা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া জলাভূমির সংস্কার সাধন করা হয়েছে; মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মাছের পোনা উৎপাদনের ও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক দৃষ্টিতে যখন দেখি যে ত্রিপুরায় যা পূর্ব্বে ছিল না, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সেগুলো ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখতে পাই যে শিক্ষার ব্যবস্থা পরিকল্পনার পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন প্রাক্ পরিকল্পনায় আমরা দেখি মাত্র ৪০৪টি প্রাইমারী নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল ছিল এবং সেটা ৩য় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে দেখা যায় প্রায় দেড় হাজারের মত প্রাইমারী স্কুল হয়েছে এবং উচ্চ বুনিয়াদি স্কুল মাত্র ১৯টি ছিল সেখানে প্রায় ২০০ মত উচ্চ বুনিয়াদি স্কুল হয়েছে। ২৪টি ছিল উচ্চ বিদ্যালয় সেখানে প্রায় ৮০টির মত উচ্চ বিদ্যালয় করা হয়েছে। তাছাড়া ছাত্রদের অধিক আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ছাত্রদের মেধা অনুসারে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুস্তক ক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রাবাস তৈরী করার জন্য টাকা sanction ছিল এবং শিক্ষকদের বেতন ও আগের চাইতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। B. T. College, Engineering College স্থাপন করা হয়েছে। পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, হিন্দি কলেজ, ক্র্যাফট ট্রেনিং স্কুল এই সমস্ত করা হয়েছে। এইগুলি পুর্ব্বে ছিল না। এছাড়া ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য জিমন্যাষ্টিক ইন্‌ষ্টিটিউট খোলা হইয়াছে, N.C.C. Training খোলা হইয়াছে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন কল্যাণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। যেমন শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নারী মঙ্গল কেন্দ্র, বৃদ্ধ সেবা কেন্দ্র, অক্ষম সহায়তা কেন্দ্র প্রভৃতি। এইভাবে বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সাহায্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। শিল্পেও দেখি প্রথম পরিকল্পনায় গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। এর সাথে তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প,

খাদি প্রায়োদ্যোগের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠছে। এছাড়া উদয়পুর এবং অরুন্ধতিনগরে Industrial Estate গড়ে উঠেছিল। তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য Tripura Small Industries Corporation Ltd. গঠন করা হয়েছিল এবং এইসব ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার জন্য বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল হাসপাতালের দিকে যদি তাকাই তাহলেও দেখি যেখানে পাক পরিকল্পনার যুগে মাত্র একটা হাসপাতাল ছিল সেখানে ৲টা বড় হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক ব্লকে একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে : ব্লক স্থাপন করে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে বহুমুখি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমি বলব গত দুই পরিকল্পনায় ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে। আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছে, এছাড়াও সীমান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুর্ব্বে যেখানে ছিলনা এখন তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুতের জন্যও ডম্বুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং আসাম থেকেও বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা বিশেষভাবে চলছে। বন জল ত্রিপুরার এক বিশেষ সম্পদ। আমরা দেখি এই বনেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং নতুন বন বিস্তার লাভ করছে। এই বন সম্পদের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু সমাজ বিরোধী লোক এই বনকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা দেখি গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। গো-সম্পদ হল কৃষক এবং গৃহস্থের প্রধান সম্পদ। গোসম্পদ রক্ষা করার জন্য সরকার পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। আদিবাসীদের জীবন যাত্রার উন্নতি বিধান করার জন্য আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর খোলা হয়েছে এবং তাদের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

দেশের উন্নতি বিধানে একটা বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হয় সেটা হল—আয়ের উৎস খুলে দেওয়া এবং ক্ষতির পথ বন্ধ করে দেওয়া। আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে ত্রিপুরাকে উন্নত করার জন্য আয়ের পথ খুলে রেখেছি। বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী করতে অগ্রসর হয়েছি একথা সত্য। কিন্তু ক্ষতির পথ বন্ধ করার জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা থাকা উচিৎ ছিল হয়ত কিছু administrative machinaryর দরুণ আমরা সেই সমস্ত ক্ষতির পথ বন্ধ করতে পারি নাই। এর ফলে মানুষের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং সুযোগ সন্ধানী লোকেরা এই সুযোগ নিয়ে সরকারের বিরূপ সমালোচনা করে জনসাধারণের অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

এখন আমি কৃষির উপর কিছু বলব। কৃষি কার্য্যে যারা নিযুক্ত তাদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ এবং যুক্তি পরামর্শ না করে হয়ত কৃষি সম্পর্কে হঠাৎ একটা পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। এইরূপ পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি হতে পারে না। কাজেই এরকম যাতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। এই বিধান সভায় ত্রিপুরার সব অঞ্চলের প্রতিনিধি আছেন। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে জনসাধারণের একটা বিশেষ যোগা-যোগ আছে। এখন আমার অনুরোধ হল সরকার যখন কোন অঞ্চলে কোন কাজে হাত দেন তখন সরকারী মেশিনারী যেন সেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা

করে তাদের যুক্তি পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। তাহলে সরকারী কাজ অনেক ত্রুটিমুক্ত এবং দ্রুত হবে। কারণ অফিসারদের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ যোগাযোগ নাই। কিন্তু সরকারী কাজের দোষ ত্রুটির জন্য সদস্যদের জনসাধারণের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারী কাজে অনেক বাধারও সৃষ্টি হয়। কাজেই যদি সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা হয় তাহলে কাজ অনেক দ্রুত এবং ত্রুটিমুক্ত হয়। এরকমও দেখেছি যে অফিসার মহলে আমরা যখন যাই তখন অনেক স্থানে তাদের মনোভাব দেখে মনে হয় তারাই যেন সর্ব্ব গুনে শ্রেষ্ঠ আমরা অনেক নীচে আছি। অথচ আমরাই তাদেরে কাজগুলি দেখিয়ে দেই। তারপর তারা সেই কাজে হাত দেন। এইখানেই হল ব্যতিক্রম যে অনেক সময় public representativeদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করেই কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় যারজন্য গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

বিরোধীদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল—ওদের ভাবসাব দেখে মনে হয় যেন "যা চাই ভুল করে চাই, যা পাই তা চাই না।" উনারা যা চান যেন ভুল করেই চান আর যা পান উনারা যেন আর তা চান না। উনারা চান বিভ্রাট সৃষ্টি করতে। আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি কতক্ষন আগে--যে দুই একজন এম, এল, এ, তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তা হল যে দুই একজন ব্যক্তির নাম করে তারা এখানে কুৎসা রটনা করতে থাকেন। আক্রোশের বশে তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়ে থাকে। আমার বক্তব্য হল যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত নাই তার সম্পর্কে আক্রোশমূলক এই ধরণের কথার কোন অর্থ নাই। তার যদি কোন দোষত্রুটি বা অপরাধ থাকে তাহলে তাকে challange করা হোক এবং আইন আদালতের মাধ্যমে তাকে অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু এই বিধান সভার অনুপস্থিত একটা মানুষের সম্পর্কে অযথা কুৎসা রটনা করা আমার নিকট যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না। আর একটি point বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হল grow more food পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে জমি বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হবে। যে জমি চাষ করবে তাকেই জমি দিতে হবে। এতে tribal non-tribal এবং schedule caste এর কোন বাধা থাকবে না। অর্থাৎ এই পরিকল্পনা অনুসারে যে অধিক খাদ্য উৎপাদনে নিজেকে নিয়োজিত করবে তাকেই জমি দিতে হবে। এরজন্য যদি প্রয়োজন হয় প্রচলিত আইনের পরিবর্ত্তন করতে হবে। এই স্থানে আমি আর একটা কথা বলব যে ত্রিপুরার সার্ব্বিক উন্নতির পথে যেসব আইনের বাধা আছে, শুধু কৃষি ক্ষেত্রে নয় সর্ব্ব ক্ষেত্রে সর্ব্ব বিষয়ে, সবগুলি আইনের রদবদল করে যদি সময়োপযোগী করে নেই তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা আরও দ্রুত উন্নতি করতে পারব।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Smti. Renu Chakraborty.

Smti. Renu Chakraborty :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বিধান সভার আগামী আর্থিক বৎসরের যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন তা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন । প্রাপ্তির পর ভারতের অর্থনৈতিক জীবন দীর্ঘকালের জড়তা থেকে জেগে উঠে

একটা ক্রমধারায় গভীর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই যে পরিবর্তন, এই যে গতি, ইহার যে প্রকৃতি, ইহার যে ছন্দ এবং ইহার যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জনজীবনের কথা উহা ভবিষ্যতে জনজীবনে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশের যে অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তন, পরিবর্তন প্রতিষ্ঠার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ঠের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের যে সাফল্য সেটা জনজীবনে জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। কিন্তু অন্যদিকে আবার উহার যে ত্রুটি থেকে যায় সেই ত্রুটির যে ফলাফল সেই ফলাফলের ব্যাপকতা এবং উপলব্ধি করতে পারলেই সত্যিকারের সাফল্য আসে। এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সেই বাজেট লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে এটা ভারত সরকারের উন্নয়ণের একটা প্রধান সোপান। বাজেটের বিভিন্ন খাতে অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তা বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক রূপায়িত হয়েছে এবং আমাদের Administrator কর্ত্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এই বিধান সভা কক্ষে শুধুমাত্র আলোচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে বিধান সভার ক্ষমতা এত সীমিত যে এটা যেন একটা পুতুল খেলা। আমাদের এতে কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। ত্রিপুরার ব্যয় বরাদ্দ, ত্রিপুরার ভাল মন্দ এবং কোন খাতে কত টাকা রাখলে জনসাধারনের মঙ্গল হবে সে বিষয়ে আমাদের এতটুকু স্বাধীনতা নেই। এর জন্য আমাদের বিধান সভার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবী করা প্রয়োজন। আমরা Budget এ দেখতে পাই যে কেন্দ্রীয় সরকার নানা দিকে কাটছাট করে যা স্থিরিকৃত করেন আমরা আলোচনার মধ্যে তাহাই গ্রহণ করি। আমাদের রাজ্যের আয় খুবই নগন্য। সুতরাং সবকিছুতেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে এই কথা অতীব সত্য যে, এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা সমাজতন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচনা করা হয়েছে। সরকারের কোন নীতি বা কাজই জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগীতা ছাড়া রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। এখানে ত্রিপুরার প্রত্যেক অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি আছেন তারা বাজেটের প্রতিটি ব্যয় বরাদ্দ আলোচনা করে তার উপর তাদের Constructive suggestion দিবেন এবং যদি কোন পরিবর্ত্তনের দরকার হয় তাও বলবেন। আজকে শুধুমাত্র সমালোচনা করেই যদি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করি তাতে দেশের মঙ্গল হবে না, যাতে দেশে অর্থ নৈতিক বিপ্লব আসে সেইভাবে আমাদের কার্য্য করতে হবে। যে বিপ্লব সাধনের জন্য আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী সংঘবদ্ধভাবে বৃটিশকে তাড়াবার জন্য আন্দোলন করেছিল ঠিক সেইভাবে সমস্ত ভারতবাসীকে জেগে উঠতে হবে দেশে অর্থ নৈতিক বিপ্লব আনার জন্য। যে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে যেরূপ সংকল্প নিয়ে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিলাম ঠিক সেরূপ মনোভাব সেইরূপ সংকল্প নিয়ে এই দারিদ্রতাকে দূর করার জন্য আমাদের অগ্রসর হতে হবে। যদি আমরা ঠিক সেইভাবে কাজ করতে থাকি এই জনশক্তিকে সেইভাবে পরিচালিত করি তা হলে আমি মনে করি আমাদের আর্থিক উন্নতি অতি সহজেই হবে। একমাত্র শিল্পের মাধ্যমেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। আজকে ত্রিপুরার যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তাতে শিল্পের

উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু ত্রিপুরার শিল্প বন এবং কৃষিভিত্তিক। গত ২০ বৎসরেও আমরা কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি নি। তার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। প্রধান কারণগুলি, অতিরিক্ত জন্মহার, পাকিস্তান থেকে অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়। তারপর হচ্ছে আমাদের সেচ ব্যবস্থার অভাব। বিদ্যুতের অভাবে আমরা সুষ্ঠুভাবে সেচ ব্যবস্থা করতে পারি না। বিদ্যুৎ যতদিন পর্য্যন্ত সহজ লভ্য না হচ্ছে বা সেই বিষয়ে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করতে না পারছি ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সেচ ব্যবস্থা কেন শিল্পেতেও অগ্রগতি লাভ করতে পারব না। বিদ্যুতের দুইটি পরিকল্পনা আছে। সেই দুইটি পরিকল্পনা যেন ত্বরান্বিত হয় সেই জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাব। খাদ্য সমস্যার দিকে আমাদের আরও বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। The grow more food পরিকল্পনা চলছে। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হলে আমাদের জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগীতা থাকা দরকার। প্রতি বৎসর কেন্দ্র থেকে খাদ্য আমদানী করে এখানে মজুত করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার একটা আভ্যন্তরিণ সংগ্রহ নীতি গ্রহণ করেছেন। যাদের সাড়ে বার কানি জমি আছে তাদের নিকট থেকে ধান সংগ্রহ করা হয়। ত্রিপুরার ঘাটতি অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে বন্টনের জনাই এই সংগ্রহ ব্যবস্থা। সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য আমাদের সমাজদ্রোহীরা সর্ব্বদা সচেষ্ট। তারা জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য উস্কানী দেয় এবং বিভ্রান্ত করে। তার ফলে অনেক সময় গরীব আদি-বাসী বা কৃষক মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। উহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কারণ এই গঠনমূলক কার্য্যে এবং খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা সংঘবদ্ধভাবে শুধু রাজনীতিকে সম্মুখে না রেখে প্রত্যেকে মানবতার খাতিরে প্রত্যেকটি জনসাধারণের কথা যদি চিন্তা করি তবে আমাদের এই প্রকারের মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। দুগ্ধ সরবরাহ ব্যাপারে আমরা দেখি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের কিছু পরিপূরক আয়ের সংস্থান করা হয়েছে। এই যে পরিপূরক আয় সেটা খুবই প্রশংসনীয়। এই দুগ্ধ সরবরাহ ব্যাপারে যে আয় হয় সে সম্বন্ধে অনেকদিন পূর্ব্বে আমার একটা প্রস্তাব ছিল যে এখানের যে যে কেন্দ্রগুলিতে দুগ্ধ বিতরণ করা হয় সেগুলি অধিকাংশর কোন না কোন দোকানের মারফতে দেওয়া হয়। দোকানদারদের প্রত্যেকের এমনিতেই নিজস্ব ব্যবসা আছে। তাদের একটি আয় প্রত্যেক মাসে মাসেই হয়ে থাকে। কিন্তু কতগুলি বেকার মেয়ে লোক আছে যারা লেখাপড়ার দিকে বেশী অগ্রসর হতে পারে নাই, তাই চাকুরীও করতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক কেন্দ্রেতে যদি দুজন মেয়ের মাধ্যমে এটা করা হত তাহলে তাদিগকে আর্থিক সুবিধা না দিয়েও বোতল পেছনে যে commission দেওয়া হয়, সেটা দিয়েই তাদের আর্থিক অনটনের অনেকটা সুরাহা হয়ে যেত। তারপর আর একটা কথা হল প্রত্যেক সাব ডিভিশন থেকে দুগ্ধ আনার একটা পরিকল্পনা এখানে আছে। তাতেও শুনতে পাই যে নানা সাবডিভিসনের গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কারণ তারা মনে করে যে সমস্ত সাবডিভিসনের দুধ আগরতলা শহরে নিয়ে আসে এবং সেটা শহরের জনগণ ভোগ করে। এই যে একটি ধারণা, একটা ক্ষোভের ছায়া মাঝে মাঝে জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্য করি, সে দিকেও আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তারপরে ত্রিপুরার

আর একটি বিরাট সমস্যা আছে সেটা হল ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার ও জুমিয়া। এদের পুনর্বাসন না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই ত্রিপুরার উন্নতি সম্ভব নয়। এদের একটা বড় অংশ ত্রিপুরাতে রয়ে গেছে। তাদের জন্য সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন এবং নানাবিধভাবে সাহায্য করার জন্য সরকার সচেষ্ট। উন্নত ধরণের সেচ পরিকল্পনা, ভালবীজ, সার সরবরাহ তো আছেই। তা ছাড়া ভূমি সংস্কার আইনের কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া সংশোধনের জন্য সরকার চেষ্টা করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। সেটা সত্যই প্রশংসনীয়। তারপর রাজস্ব আদায়ের প্রতি সরকারের যে দৃষ্টি আছে সেটাও প্রশংসনীয়। গরীব কৃষকরা যাতে এই রাজস্বের চাপে পড়ে নিঃস্ব না হয়ে যায় সেইদিকে সরকার দৃষ্টি রাখবেন বলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তারপর আমরা দেখতে পাই সামাজিক এবং সেবামূলক কার্য্যে যে ভাবে ত্রিপুরা অগ্রসর হচ্ছে সেইভাবে উন্নয়নমূলক কার্য্যাদি অর্থনীতির অনুপাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও ততটুকু বিকাশ লাভ করেনি। সেই বিকাশের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্য্য। সামাজিক যে উচ্ছৃঙ্খলতা রয়েছে সেগুলির দিকেও আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। সেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতি স্তরে প্রতিটি স্কুলে, কলেজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমস্ত জায়গায়ই আমরা লক্ষ্য করি উচ্ছৃঙ্খলতার একটা চুড়ান্ত রূপ। এটা যেন আজকাল যুবকদের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা যদি আমরা দূর করতে না পারি এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যদি তাদেরে control করতে না পারি, শাসন করতে না পারি তাহলে তাদের উৎপাত আরও বেড়ে যাবে। Private sector ছাড়াও যেসকল Industry আছে সেগুলিতে non-worker দের জন্য আমাদের আয় এবার অনেক সীমিত হয়ে গেছে এবং Labour withdrown এর জন্য Industrial Estate Arundhatinagar এবং Udaipur এর যে একটা Income ছিল সেটাও অনেক কমে গেছে। ঠিক সেই ভাবে আয়ের দিক দিয়ে উৎপাদনের দিক দিয়ে এবং শিক্ষার দিক দিয়েও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তারজন্য আজ শিক্ষার যে নীতি, মাপকাটি তা আমাদের ভাল করে দেখা দরকার। সে শিক্ষা শুধু গুণগত শিক্ষা, যারা নাকি খুব মেধাবী ছেলে তাদেরই হাইয়ার এডুকেশন দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আর যারা মাঝারী ধরণের তাদের শিক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষা হওয়া দরকার, যেমন কৃষি ভিত্তিক, শিল্পী ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া দরকার। তা হলে আমার মনে হয় যে তারা তাদের আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা করে নিজেদের চালিয়ে নিতে পারবে। তা নাহলে ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর আমরা দেখতে পাই স্কুল কলেজ থেকে প্রতি বৎসর যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বের হচ্ছে সেই অনুপাতে আমাদের এখানে কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। সেইজন্য তাদের মনে একটা অসন্তোষের ভাব দেখা দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে—"Idle brain is devil's workshop" সেই জন্য তাদের নানারকম সমাজদ্রোহী কাজে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য তাদের চাকুরীর ঝোঁক থেকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা বা অন্য কাজে যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। সেই শিক্ষিত লোকদের শহরাভিমুখি না করে গ্রামাভিমুখী করা দরকার। গ্রামের লোকেরা মনে করে শহরে আসলে সকল কিছুর সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু যদি শহরের শিক্ষিত লোক গ্রামে গিয়ে গ্রামের গঠনমূলক কাজে এবং

তাদের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা করে চলে, ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে তাহলে শহরের চাকুরীর চাপ অনেক কমে যাবে। এদিকে কর্ম্মসংস্থানের মারফতে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য করছেন যে কে কোন কাজের উপযুক্ত। কারণ এই জাতীয় পরিষদের যে কারিগরী অর্থনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে সেদিক দিয়াও দেখা গিয়েছে আমাদের commission বিশেষভাবে শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। শিল্পের ব্যাপারে Private sector এ Jute Mill, Spinning Mill, papper Mill, glass factory, ply wood factory প্রভৃতি করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেগুলির কোনটাই আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয়ে উঠে নাই। Private sector এ যাতে জনসাধারণকে সাহায্য করা যায় তারজন্য আমি সরকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করব যাতে উনারা এদিকে মনোনিবেশ করেন। অবশ্য এগুলির জন্য দরকার communication, market এবং production. কিন্তু ত্রিপুরাতে সেগুলির অত্যন্ত অভাব। রেলে ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া সত্বেও ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। রেল লাইন সম্বন্ধে আমাদের যে দাবী অনেকদিন যাবৎ চলছে, তারজন্য আমি কেন্দ্রীর রেলমন্ত্রী পরিমল ঘোষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু উনি বললেন ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। আপনাদের যে দাবী সেটা খুবই ন্যায় সঙ্গত। উহা পাওয়ার জন্য দাবী আপনারা করতে পারেন। কিন্তু ত্রিপুরায় যে production তাতে যদি আমরা ত্রিপুরাতে রেললাইন করি তবে একটা বিরাট ক্ষতির অংশ আমাদের বহন করতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে রেলের সঙ্গে বাস সার্ভিস চালু করা যায় কিনা সেটাও উনি চেষ্টা করবেন। কিন্তু এই বাস সার্ভিসের সাহায্যে আমরা ত্রিপুরাবাসী খুব উপকৃত হবনা তাই আমাদের সংঘবদ্ধভাবে রেলের জন্য জোরালো দাবী জানাতে হবে। তা না হলে তারা আমাদের এই আর্থিক দুর্ব্বলতা দেখিয়ে এবং তার সুযোগ নিয়ে আমাদের দাবী থেকে বঞ্চিত করবে। তাই আমাদের দাবী আরো জোরদার করে তুলতে হবে।

আরেকটি জিনিষ নারী শিক্ষা। নারী শিক্ষার প্রতি আজ সরকার বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছেন এবং শিক্ষা Commissionও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তা করে প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার নারীরা শিক্ষার দিক দিয়ে কোন অংশেই ছেলেদের থেকে পিছিয়ে নেই বা কম নয়। ত্রিপুরার ছেলেরা যেমন সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জ্জন করছে সেইরূপ মেয়েরাও কোন কোন সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার নিদর্শন রেখেছেন। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আজকে শিক্ষার যে হার- নারীদের যে সংখ্যা সেটা যদি লক্ষ্য করি তবে তারজন্য আমার একটি আবেদন থাকবে—১৯৬১ ইং সনের সেন্সাসে আমরা দেখতে পাই ১১,৪২,০৫০ জন ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল তার মধ্যে ৫,৫০,৭৬৮ জন মেয়ে এবং ৫৯১২৩৭ জন ছেলে। তাই দেখা যায় এক হাজার পুরুষের মধ্যে নয় শত বত্রিশ জন মেয়ে। সেই জন্যই আমরা যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়া লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই আর্থিক চাপ সাধারণত মেয়েদের উপরেই বেশী পড়ে। কিন্তু সরকারী চাকুরীর-ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই মাত্র ১১·/. মেয়েই সরকারী চাকুরী করার সুযোগ লাভ করেছে। উহা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। উহাতে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের মনে যে উৎসাহ আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে বা ভেঙ্গে যাবে। শুধু তাই নয় আজ যদি বিধানসভাতেও আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখব যে এত জনের মধ্যে একজন মাত্র মহিলা। সেইদিকেও আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়া দরকার এবং সরকারী কমিটিগুলির মধ্যেও মহিলার সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। গঠণমূলক যে সমস্ত কাজ সেদিকেও মহিলারা যাতে উৎসাহিত হতে পারে তারজন্য তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া দরকার। কেবল স্কুল, কলেজেই নয়, সর্ব্বদিকেই মেয়েরা যাতে উন্নতি করতে পারে তারজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা কথা হল চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে

আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এখানে যে গোবিন্দবল্লভ হাসপাতাল সেই গোবিন্দবল্লভ হাসপাতাল সর্ব্বপ্রকারের চিকিৎসার একটি কেন্দ্র স্বরূপ। সেখানে রোগীদের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা। ১১টা পর্য্যন্ত বহিরাগত রোগীদের দেখা হয় এবং দেখতে দেখতে ১২টা, ১টা বাজে, তারপর তাদের ফিরে আসার কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ ১২ টার পর বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং ৩টার সময় আবার বাস চালু হয়। সেদিকেও আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আরেকটা বিষয় হল সেখানে ঔষধ পত্রের অভাব। বিশেষ করে পেনিসিলিন সেলাইন প্রভৃতি অনেক সময় পাওয়া যায় না। অনেক রোগীর খুবই অসুবিধা হয় তাতে। এজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলেই আমি Budget এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker :—Now, I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে Budget পেশ করেছেন, তাতে বিরোধী পক্ষ বলেছেন যে এটি একটি মাথাভারী বাজেট। মাথাভারী বাজেট বলতে গিয়ে কি করলে পর মাথাভারী হবে না সেটা উনার বলা উচিত ছিল। শাসনের নানা পদ্ধতি আছে। আমরা Democratic পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছি। এবং Administration এর কোথায় কি হবে সেটা সুনির্দিষ্ট আছে এবং সেই অনুসারে আমাদের এখানেও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছি। অতএব কার সাথে compare করলে মাথাভারী হবে না সেটা তারা বলেন নি। তারা বাজেট বলতে কি বুঝেন তা আমি বুঝলাম না। তবে বিধান সভা থাকলে Speaker থাকবে, Dy. Speaker থাকবে, Members থাকবে, Ministry ও থাকবে এবং Administration ও থাকবে, তারদিক থেকে Chief Commissionerও থাকবে, তার Secretary থাকবে এবং সেই ভিত্তিতে আমরা বাজেটের অঙ্ক ধরেছি। তারপরে বলা হয়েছে খাদ্য সমস্যা র সমাধান করা হয়নি। আমরা একথা বলিনি যে আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছি। ১ম, ২য়, ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্য বৃদ্ধির জন্য আমরা বাজেটের অঙ্ক নির্দ্ধারণ করেছি। সেটাকে বলতে গিয়ে হয়ত বলতে পারতেন যে এটা আশানুরূপ হয়নি তাহলে আমরা একথাটা চিন্তা করতে পারতাম। তারা অঙ্ক দেখিয়েছেন যে এই যদি বৃদ্ধি হয় ৭১ হাজার ম্যাট্রিক টন খাদ্য চাওয়া হল কেন? আমরা আগেই বলেছি আমাদের খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে এই ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে। কারণ মাননীয় সদস্য যদি চিন্তা করেন তাহলে অনুধাবন করবেন যে ত্রিপুরাতে সর্ব্বসাকুল্যে ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ কত। এবং সেই অনুসারে তাঁদের চিন্তা করা উচিত যে খাদ্য উৎপাদন হলে পরে একটা লস্ আছে। সেটা হল ১৪% সেটাও বিজ্ঞান সম্মত। এইভাবে যদি বাদ যায় তবে ঘাটতির পরিমাণ কত দাঁড়ায় সেটা তাদের চিন্তা করতে বলছি। তারপর আমরা বলেছি যে মৃত্যু হারও আমরা কমিয়েছি, সেটা challange করা হউক। কিভাবে কমিয়েছি? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা দ্বারা এই মৃত্যু হার কমিয়েছি। জন্মহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রাখতে বলব এবং সেই জন্যই আমরা Family Planning গ্রহণ করছি এবং সেই অনুসারে আমরা তার ব্যবস্থা বাজেটে করেছি। যে যে সমস্যা আসছে সেই সেই সমস্যাকে মোকাবিলা করবার ব্যবস্থা করছি। তারপরে দেখতে হবে ত্রিপুরায় Budgetএর যে অঙ্ক তা অন্য দেশের বাজেটের গড়পড়তা অঙ্ক থেকে বেশী কি না। আমরা জানি ত্রিপুরার যে অর্থনীতি সেটাকে আমাদের follow করতে হবে। আমাদের অর্থনীতি বাংলা বিহারের যে অর্থনীতি তার চেয়ে পশ্চাদপদ ছিল। আমরা সামন্ত রাজ্যে বাস করতাম। আমাদের অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। যখন ভারত দ্বিখণ্ডিত হয় তখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে এল। অনেক সময় বলা হচ্ছে বিরোধী পক্ষ থেকে যে আমাদিগকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরা থেকে। এটা দুঃখের ও পরিতাপের। কারণ হল এই যে contract agreementএ দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের যারা minority তারাও ভারতবর্ষে নাগরিক অধিকার পাবে। সেই অনুসারে

এখানে তারা এসেছে এবং এসে ত্রিপুরার অর্থনীতির ক্ষতি করেছে কি না সেটা দেখতে হবে। কারণ ত্রিপুরায় হাড়ি পাতিল যেটা হত সেটাও বৃটিশ ভারত থেকে আসত। দা, খন্তা, কুড়াল, কোদাল তাও বৃটিশ ভারত থেকে আসত। তাঁতের কাপড় থেকে আরম্ভ করে সবকিছু বৃটিশ ভারত থেকে আসত। মাছ আসত বৃটিশ ভারত থেকে। আমরা দেখব যে অর্থনীতির বিপর্যয় তারা ঘটিয়েছে কি না? আজ আমরা বলতে পারি পাতিল, কলস প্রভৃতির জন্য অন্য কোথাও যেতে হয় না। দা, খন্তা, কোদাল, তাঁতের কাপড়ও এখানে প্রস্তুত হচ্ছে, তার জন্য অন্য কোথাও যেতে হয় না। তাঁতি ভাই যারা উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসেছেন তারা তাঁত বস্ত্রের অনেক উন্নতি এখানে করেছেন। আজ এখানে ১১০ countএরও অধিক বস্ত্র তারা বুনতে পারেন, এই দক্ষতা আছে তাদের। তাই আজ চিন্তা করতে হবে ত্রিপুরার উন্নতি সাধন তারা করছে কিনা। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শক্ত করার জন্য তারা সাহায্য করেছে কি না। তারপর আমাদের আদিবাসীদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। আমরা যদি ৩১শের, ৪১শের, ৫১এর এবং ৬১র, সেন্সাস দেখি তবে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আদিবাসীদের ratio বৃদ্ধি হয়েছে কি না। তাহলে এই শাসন ব্যবস্থায়, এই অর্থনীতিতে সংখ্যা double হওয়া পৃথিবীর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এখন সমস্যা হল এই যে উদ্বাস্তুরাও ভূমিহীন, আদিবাসীরাও ভূমিহীন। আদিবাসীরা জুমিয়া আর উদ্বাস্তুরা ভূমিহীন। তাই আমি অনুরোধ করব যে এই যে ভূমিহীনের সমস্যা এটা সহানুভূতিসহকারে দেখতে হবে। আর ভূমিহীনদের ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। ভূমিহীনদের ভূমি দিতে হবে। যদি কোনও আইন তার বিরোধী হয় তবে সেই আইন পরিবর্তন করতে হবে। কারণ এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। চুপ করে থাকলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের চিন্তা করতে হবে যে যারা ছিলেন বর্গাদার, তারা বর্গাদারই, আমার মনে হয় কৃষি তারা জানে, কৃষির ব্যাপারে তারা পারদর্শী। তারা ভূমির অধিকার পাবে কিনা? আমরা যখন জমিদারী নেই, তালুকদারী নেই তখন আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে যারা জমিতে হালচাষ করবে না, পরিশ্রম করবে না, তারা জমির মালিকানা স্বত্ব পাবে না। তাই আমদের আজ চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে যে যারা জঙ্গল কেটে, কঠোর পরিশ্রম করে, রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ত্রিপুরার জমিকে উর্বরা করে ফসল ফলালো, তারা কি থাকবে ভূমিহীন? ভূমির অধিকার হতে বিচ্যুত হবে? আজ আমাদের সেইদিকে চিন্তা করতে হবে। তার বাধা আসবে, বিঘ্ন আসবে। যদি কোনও মানুষ সুবিধা ভোগ করতে চায় তাহলে তাকে বাধা, বিঘ্নকে প্রতিহত করতে হবে। অর্দ্ধলক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে তারা ভূমি পাবে কিনা তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আর যারা অনেক আগে থেকে আছে, আদিবাসী জুমিয়া তারা ভূমি পাবে কি না? সেটা এই হাউস থেকে নির্দ্ধারিত করতে হবে, সেই সময় উপস্থিত। আমরা যদি ভূমিহীনদের সমস্যা সমাধান করতে চাই তবে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের তা করতে হবে। এবং সেই দিক দিয়ে চিন্তা রাখব, কারণ আমি জানি sectorism, communism প্রভৃতি হল সমাজবাদের ঘোরতর শত্রু, তাই সেই দিক দিয়ে বিমুগ্ধ হয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। তাই সমস্তের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যই এই Budgetএ ভূমিহীনকে, আদিবাসীকে জুমিয়াকে এবং যার যা সিডিওল তাদের দেওয়ার জন্যই অঙ্কের বরাদ্দ রেখেছি। তাদের সমস্যাটা জাতির সম্মুখে, সমাজের সম্মুখে, দেশের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য Budget তৈরী করেছি। এটা একটা বাস্তব চিন্তা। তাই হাউসকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা এই দিকে অগ্রসর হব কিনা। Forestকে তৈরী করার জন্য কত পরিমিত ভূমি রাখতে হবে এবং কিভাবে রাখতে হবে সেটা এই বিধান সভা থেকেই একটা committee গঠন করতে হবে এবং সেই অনুসারে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে। এই হস্তকে যদি দুর্ব্বল করে রাখি তাহলে আমরা ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারব না। সেই জন্য এই বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হবে এই প্রথম কাজ শুরু

করতে আমরা চাই। আমাদের বিরোধী পক্ষে যারা আছেন এদিক দিয়ে তাদের চিন্তা করতে বলব। ভূমিহীন মানুষ যারা, জাতীধর্মনির্বিশেষে তাদের ভূমি দিতে হবে। মানুষই আইন তৈরী করে এবং সেটাও আবার করবে তাদের সুবিধার অনুকূল রেখে। অতএব ভূমিহীনদের যদি ভূমি দিতে হয় তবে তাদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকেও গড়ে তুলতে হবে। তারই জন্য Co-operativeএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে আমরা প্রতিটি কলোনীতে Co-operative গড়ে তুলতে পারি তারই ইঙ্গিত এই Budgetএ আছে। আমি চিন্তা করতে পারি না এই Budgetকে তারা মাথাভারী Budget বলে কেন? আমার মনে হয় সেই দিক দিয়ে তাদের কিছু জড়ত্ব আছে বলে তারা অনুধাবন করেন নি, তাই তাদের এইরূপ চিন্তা। আবার সেই দিক দিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে আমরা কিভাবে Village Unit, Block Unit, পঞ্চায়েত গড়ে তুলব। পঞ্চায়েত প্রধান হবেন Blockএর মেম্বার। সেখানে ফিসারী লোন দেওয়া হয়, পোলট্রি লোন দেওয়া হয়, পিগারীর জন্য লোন দেওয়া হয় এবং ফার্মের জন্য দেওয়া হয়, সিডসের জন্য দেওয়া হয় এবং কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা, ছোট ছোট রাস্তাঘাট সেই সমস্ত জায়গাতে জনপ্রতিনিধি যারা, গ্রামের জনসাধারণের ভোটে যারা সেখানে এসেছেন তারা সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন। ছোট ছোট Industryর জন্য ঋণ দেওয়ার প্রকল্প তাদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়। কোথায় সেচের বন্দোবস্ত করা হবে তার ব্যবস্থা করা হয়। ছোট ছোট কৃষক বীজ ক্রয় করে যাদের চাষ করার ক্ষমতা নাই তাদের কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। এই যে ঋণ দেওয়া হল যদি আমি প্রকিউর না করি তবে আমি বীজ দেব কোথা থেকে। বীজ চাই, without procurement how it is possible to distribute the seeds? অনেকে বলেছেন বীজ খারাপ। বীজ কার কাছ থেকে নিয়েছে? যারা ঋণ নিয়েছিলেন কৃষক ভাইরা তাদের থেকেই সেই বীজ আমরা নিয়েছি। যারা ঋণ নিয়েছিলেন তারাই সেই বীজ দিচ্ছেন। গত বৎসরও তাই করা হয়েছে। সেটাই হল ধর্মগোলা। যখনই যেই স্থানে যেই ব্লকে অভাব দেখা দেবে বীজের তখন ঐ ধর্মগোলা থেকে বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে ধারে। ছোট ছোট কিষাণ ভাইদের সুবিধার জন্য এই সব ব্যবস্থা। গমের চাষেরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা দেখেছি এবং পরীক্ষায় নিরীক্ষায় আমরা বুঝেছি যে এই রাজ্যে গমের চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। আমরা যদি তাইচুং ধানের চাষ করি তাহলে অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে সেই জমিতে গমের চাষ করা চলে। তা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে প্রমাণ পেয়েছি। বরো চাষের জন্য আমরা সিজনেল বাঁধ করে দিয়েছি যাতে বরো চাষ বাড়ে এবং minor irrigationএর সাহায্যে আমরা আরও হাজার একর চাষ করার ব্যবস্থা করেছি। কাজেই এই সব কি top heavy budget? তারা বাজেটকে বুঝবার চেষ্টা করেন নি, অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি তাই তারা বলছেন top heavy budget. আমি তাদের আবার অনুরোধ করব তারা যেন ভালভাবে বাজেট বইটা পড়ে দেখেন। ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে, পর্যালোচনা করে যদি কোন দোষ ত্রুটী পান এবং সেই সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দেন তবে সেটা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে এবং সেটা সংশোধন করা হবে। যদি বাস্তু বিকই দোষত্রুটী থাকে তবে প্রতিটি সদস্যেরই অধিকার আছে সেই সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার। Agriculture এর বিভিন্ন Scheme আছে তারা যেন সেটা ভালভাবে দেখেন। তবে কতগুলি অসুবিধা আছে। এই জন্য আছে যে আমাদের গরু আমরা বেদম ছেড়ে দেই। কোন রকম নতুন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে আমরা গতানুগতিক যে ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলাম সেটাকেও আজ ত্রিপুরার কৃষকরা সংযত এবং সংহত করেছে। আজ যখন তারা তাইচুং ধানের চাষ করে, গমের চাষ করে তখন আমি দেখছি গরু বেদম ছেড়ে দিচ্ছে না। চিনা বাদামের চাষ হচ্ছে, সেখানে আর তারা গরু যেতে দেয় না। অর্থাৎ তারা এখন বুঝেছে, তারা আর ক্ষেতে গরু যেতে দেয় না। আমি জানি তাদের গোচারণের স্থানের অভাব আছে। কিন্তু তারা তাদের কৃষিকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে তাই সেটা যাতে গরু নষ্ট করতে না পারে সেই দিকে তারা

প্রখর দৃষ্টি রাখছে। তাইচুং ধানের চাষ বিজ্ঞান সম্মত এক নতুন পদ্ধতি। এর কতগুলি বিশেষ পদ্ধতি আছে। কোন সময়ে জালা দিতে হবে, কোন সময়ে জল দিতে হবে। কি রকম জমিতে চাষ করতে হবে। কি রকম সার, কত দিতে হবে। এখানকার কৃষি দপ্তর প্রতি ব্লকের মাধ্যমে কৃষকদের এ সব শিক্ষা দিচ্ছেন এবং এখানকার কৃষকরাও আগ্রহের সঙ্গে তা পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা হৃদয় দিয়ে এই নতুন পদ্ধতিকে, এই বিপ্লবকে গ্রহণ করেছে এবং সেইভাবে প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা সেইভাবে তাইচুংএর চাষ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি তোমরা সেই জায়গাতে কি করে, কি রকম ধান পেলে—তারা বল্লে বাবু তাইচুংএর যে পরিমাণ পাওয়ার কথা সে পরিমাণ পাইনি। তবে সাধারণভাবে চাষ করে যা পেতাম তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী পেয়েছি। কারণ চাষের সময় জমিতে একবার কেলসিয়াম দিয়েছি আবার ধান বের হবার পূর্বে আরেকবার দিয়েছি। এই সম্বল করে এবং Compost সার দিয়ে আমরা এই ধান পেয়েছি। অনেক জায়গায় শুধু Compost সারের উপরই তাইচু চাষের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলতে পারেন যে Compost manure and scientific manure কি পরিমাণ আছে এবং সেটা ত্রিপুরার পক্ষে অপর্যাপ্ত কি না? কাজেই সেটা কিভাবে বর্ধিত করা যায়, তা চিন্তা করা দরকার এবং আলোচনাও করা দরকার। আমরা গমের চাষ আরম্ভ করেছি। সেটাতেও manure লাগছে এবং তাতে শুধু manure দিলেই চলবে না, তার সাথে জলের চিন্তাও আমাদের করতে হবে। তাই আমরা seasonal বাঁধ এর ব্যবস্থা করেছি। বাঁধ দিয়ে বরোর চাষ করতে পারি কি না; আলুর চাষ করতে পারি কি না নূতনভাবে সেটাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। P. W. Dর মাধ্যমে যেটা করা হয়েছে সেটা আশাপ্রদ বলে মনে করি। আরেকটা হল চিনা বাদামের চাষ। সেটা আমাদের নিকট চির পরিচিত ছিল। আজ কমলপুর প্রভৃতি জায়গাতে চিনা বাদামের চাষ করা হচ্ছে। সেইভাবে আজ ত্রিপুরাতে আলুর চাষ ব্যাপকভাবে চলেছে। ব্যাপকভাবে হয়েছে বলেই আজ আমাদের সামনে আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা হচ্ছে cold storage, আমরা cold storage চাই এবং একটা cold storage আছেও। Public যারা আছেন তারাও cold storage করতে পারেন। কিন্তু প্রধান সমস্যা হচ্ছে power. Scientific Agriculture করতে গেলে পরে কি শিল্প' কি স্বাস্থ্য. কি কৃষি যা-ই করতে হয় সব কিছুতেই power দরকার। Power is the main, Power is the heart, Heart of the civilisation হল power. সেই power আমাদের ছিল না, আমরা তার জন্য চেষ্টা করছি। যদিও আমরা মনে করি যে অন্যান্য জায়গায় atom নিয়ে চলেছে constructional work, সেচের ব্যবস্থা করছেন, শিল্প পরিচালনা করছেন। আজকে আমরা এখানে hydel power এর চিৎকার করছি, আমরা পশ্চাদপদ, কিন্তু সেটাকে আমরা কিভাবে দ্রুততর গতিতে করতে পারি তার প্রচেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলেছি যে যদি Blood রাখতে হয় তবে আজ আমাদের Blood সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে কিন্তু power ছাড়া Blood সংরক্ষণ চলে না। প্রত্যেক জায়গায় হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, যুবকগণ রক্ত দিচ্ছে। আগে হয়ত ভয় ছিল Blood দিলে মরে যাবে, কিন্তু আজ সে ভয় টুটে গিয়েছে। তারা সানন্দে আজ রক্ত দিচ্ছে। তাদের এই চেতনাটুকু জাগছে যে যদি কোন লোক বা রোগী রক্তশূন্য হয়ে মৃত্যুরদ্বারে উপস্থিত হয় তখন তাহাকে বাঁচাবার জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেহেতু তারা রোগীকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য রক্ত দিচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে নূতন এক চেতনা মানুষের মধ্যে জেগেছে। কি চিন্তা, কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য সমস্ত দিক দিয়ে আমরা একটা নূতন যুগান্তর সৃষ্টি করেছি। আমি জানি যে আমাদের

ত্রিপুরাতে অনেক বেকার আছে। আমরা ত্রিপুরাতে অনেক স্কুল কলেজ করেছি। কিন্তু শিল্প গড়ব তারপর স্কুল কলেজ করব এই প্রকারের চিন্তা বা নিদর্শনও ভারতের কোথাও নেই। আমরা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ত্রিপুরার লোকদের শিক্ষিত করে তুলেছি। যেখানে ব্যক্তি প্রধান, ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেখানে যদি কোন ডিক্টেটর কানট্রির সহিত তুলনা দেওয়া হয় তাহলে আমরা নাচার। ব্যক্তি প্রাধান্য মানুষ হল Machine কিন্তু আমরা মানুষকে Machine বলে গণ্য করতে পারি না। আমরা জানি মানুষ একটি সত্তা, মানুষ Machine নয়। মানুষ সৃষ্টি করে নূতন নূতন চিন্তা, সেই মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি। অতএব সেইজন্য তাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং সেই অনুসারে তারা স্কুল এবং কলেজের ছাত্রকে গড়ে তুলবে। সেই শিল্প গড়ে উঠুক বা না উঠুক শিক্ষা দিতে হবে, স্বাস্থ্য দিতে হবে, রাস্তা দিতে হবে। সেই অনুসারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাস্তা গড়ে উঠেছে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেইজন্য আজও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাইরা পাকিস্তান থেকে এখানে আসছেন এবং জায়গাও দেওয়া হচ্ছে। এরূপ যদি হত যে, আগে স্কুল করবো, রাস্তা করবো তারপর তাদের জায়গা দেব। এই ভরসা নিয়ে তো তারা এখানে আসেন নি। তারা আসার সাথে সাথে শিক্ষাদীক্ষা, রাস্তাঘাট, এবং স্বাস্থ্য সবই গড়ে উঠেছে। আমি তাও বলছি যে এ পর্য্যাপ্ত নয়। আমাদের তখন প্রস্তাব ছিল আগরতলার রাস্তাকে কুর্ত্তী রাস্তার সংগে সংযুক্ত করা, এবং আমরা তা করেছি। সাব্রুম পর্য্যন্ত রাস্তা প্রসারিত করা হয়েছে। তারপর প্রতিটি সাব-ডিভিশনকে তো connected করতে হবে। আমরা আজ গর্ব্ব করে বলবো যে, প্রতিটি সাব-ডিভিশন আজ connected হয়েছে এবং প্রায় সব সাব-ডিভিশনেই পিচ্ রোড গড়ে উঠেছে। রাস্তা হওয়ার পর বলা হল, temporary bridge চাই না, permanent bridge চাই। তাই আজ permanent bridgeও গড়ে উঠছে। Permanent bridge গড়ে উঠলেই শুধু চলবে না, 80 ton carry করতে পারে সেই capacityর bridge তৈরী করতে হবে। কারণ চিন্তা জগতের সাথে সাথে আজ আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। সেই অনুসারে স্কুল কলেজ গড়ে তুলেছি। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্প ব্যবস্থা যদি অতি দ্রুত গড়ে তুলতে হয় তাহলে communication for the export and Power for Development. সেইজন্যই Hydro Electric Schemeএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন এসে গেছে। আমার এক বন্ধু বলেছেন যেহেতু ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন এসে গেছে সেটাকে কেন্দ্র করে আমরা ত্রিপুরায় শিল্প ও গড়ে তুলতে পারি। নিশ্চয়ই গড়তে দেবো, না দেওয়ার কোন কারণ নেই। কোন জায়গায় কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে, Cashew nut এর চাষ সরকার করছেন। Cashew nut এর চাষ করার সাথে সাথে এখানে Cashewnut আমরা ত্রিপুরায় উৎপন্ন করছি। আর্থিক উন্নতি এখনও হয়নি। তাই বলে কি আমরা বসে থাকবো। Procesing আমাদের করতে হবে। কেরালায় আমরা দেখেছি কোন প্রকারের কোন Industry সরকার থেকে করা হয়নি। সেখানে Cashewnut Industry একজন businessman এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অতএব এমন অনেক প্রকল্প আছে আমরাও তা করতে পারি। এখন বলা হচ্ছে

Cashewnutকে পুড়িয়ে ফেল Cashewnut তুলে ফেল। রাবার চাষও আমরা করছি। আগেই বলেছি রাবার এবং Cashewnut Industry Foreign exchange earn করে। তাই এখন সেটাকে কেটে দাও। কাকে কাটছেন—নিজের মস্তক নিজেরাই কাটছেন। অতএব তাদের আমি চিন্তা করতে এবং ভাবতে বলব যে অনেক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে, অনেক অর্থ ব্যয় করে এই Cashewnut ও রাবারের বাগান আজ গড়ে উঠছে। তাই আজ আমরা সাময়িক উত্তেজনার বশে এমন কাজ যেন না করি যে শিল্প নিয়ে ত্রিপুরা গড়ে উঠবে তা যেন ধ্বংস না করি। পাইনএ্যাপেল ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তুলবার জন্য এখানে ব্যবস্থা চলছে। Piggery, Poultry, Animal Husbandryর জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অতএব কি করে কৃষিকার্য্যকে উন্নত করতে পারি এবং ত্রিপুরার মানুষের হৃদয়ের যে চিন্তা ধারা তাকে প্রতিফলিত করার একটি প্রচেষ্টা এই বাজেটের মধ্যে আমরা রেখেছি বলেই আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরার মানুষ এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাবে। অতএব তার প্রতিটি পাই ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করে আমরা যে শক্তিশালী ও গঠনমূলক কাজে হাত দিয়েছি—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ এবং কৃষি সমস্ত দিক দিয়ে-এমন কি আদিবাসী ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনকে সাফল্যমণ্ডিত করে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই বাজেট। সেই জন্যই আমি এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাই।

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit Singh. You will speak for only ten munites.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৬৯-৭০ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে অভিনন্দন জানাই, এই মুহূর্ত্তে এমন একটি বাজেট যে বাজেট ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর অনেক বিতর্কিত। ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম খাতে ১৯৬৯-৭০ সালকে আমাদের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১ম বৎসর হিসাবে ধরা হয়েছে, আমি এই কারণে ত্রিপুরা মন্ত্রীমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা এমন এক সমস্যায় জর্জরিত রাজ্য যার উপর ভিত্তি করে এই বাজেট সেটা হল ত্রিপুরার ১৮,০০,০০০ লোকের কিভাবে উন্নতি হবে সেটারই চেহারা। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, আজ ১৮,০০,০০০ বলছি, কাল যদি গণনা করি তাহলে দেখা যাবে আরো এক হাজার লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫।২০ বছর ধরে দেখছি যে, লোকসংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাজেট করা হয় সেখানে স্থিতিশীলতা নেই। তদুপরি বাইরের শত্রু এবং ভিতরের যে শত্রু তাকে উপেক্ষা করে ত্রিপুরার মন্ত্রীমণ্ডলী, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণের সাথে সমান তালে যাতে আমরা চলতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে আজকে এই বাজেট পেশ করেছেন, তারজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু Supplementary বাজেট পেশ করার সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী একথা ঘোষণা করেছেন যে, আমরা সাত কোটি চেয়েছিলাম কিন্তু পাঁচ কোটি পেয়েছি। যদি ত্রিপুরার লোকের সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য পরিকল্পনা করা হয় তবুও দেখা যায় কোথায় গিয়ে যেন যেন ধপ করে সিড়ি নেমে যায় এই যে Supplementary budget সেটার আমরা মঞ্জুরী দিয়েছি যে টাকাটা ৩১শে মার্চের মধ্যে খরচ করা হয়েছিল, আগের থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা খরচ করলে যেভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ

সমাধা করা যায় তাড়াতাড়ি ৩১শে মার্চের মধ্যে টাকা খরচ করলে সেটা বাস্তবরূপে রূপায়িত হয় না। একটি ব্যপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের ত্রিপুরাতে ১৯৬৯-৭০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ২৮ কোটি টাকার বাজেটের মঞ্জুরী দিয়েছেন বলে আমরা গর্ব্ব অনুভব করছি। কিন্তু এই ২৮ কোটি টাকা আনতে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর যে কি রূপ বেগ পেতে হয়েছে সেটা অবর্ণনীয়। আর একদিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই ৩১শে মার্চের পূর্ব্বে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি। সেটাও আমাদের সরকারের লক্ষ্য করার বিষয়।

আর একটি বিষয়ে আমি বলতে চাই। আজকে ভারতবর্ষে, আমরা বলছি Integration সম্পর্কে, এদিকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটি Border state, এই রাজ্যে রাস্তাঘাটের জন্য এবং পুলিশ খাতে এবং Border Security Force এর জন্য যে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ঐ ২৮ কোটি টাকার মধ্যেই ধরা হয়েছে। ত্রিপুরাকে রক্ষা করার অর্থ হল সারা ভারতবর্ষকে রক্ষা করা। তাই ত্রিপুরার entire border রক্ষার জন্য যে টাকাটা ধরা হয় সেই টাকাটা আমাদের বাজেটের ঐ ২৮ কোটির মধ্যে না ধরে Central govt.এর সেই responsibility নেওয়া দরকার এবং যে টাকাটা ত্রিপুরার border security forceএ ব্যয় হয় সেই টাকাটা তাহলে আমরা ত্রিপুরার উন্নয়ণ মুলক কাজে ব্যয় করতে পারি। তাহলে আমরা আমাদের ত্রিপুরাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব বলে আমি আশা করি। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ শক্তির অভাব আমরা ২।৩ বৎসর ধরে দেখে আসছি। মাননীয় মুখ্য প্রশাসকের ভাষণে দেখতে পাই আমাদের ত্রিপুরার জন্য ৫০০ কিলো ওয়াটের ২টি generator এর order place করা হয়েছে। এটা আনতে হয়ত কিছু সময় লাগতে পারে। আসামের উমিয়াম থেকে বিদ্যুৎ শক্তি আমরা আগমী বৎসর পেতে পারি। generator থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির দাম Hydro elcctic থেকে বিদ্যুৎ শক্তির দাম কম পড়বে। আমরা তাই Hydro electric scheme এর কাজও আরম্ভ করেছি। Hydel power যদি আমরা উমিয়াম থেকে আগে পেতাম তাহলে আজ আমাদের বিদ্যুৎ শক্তির এত অভাব হত না, হাউসের মধ্যে আজ যেরূপ Electricityর অভাব দেখা যায় সেটা দেখতাম না। আজকে পরিকল্পনা এবং কাজের মধ্যে কিছুটা গরমিল দেখাযায়। সেজন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কথা উল্লেখ করছি। আমাদের ত্রিপুরা সমস্যা জর্জ্জরিত। যেখানে ভারতবর্ষের দৈনিক ২.৫%rate এ লোক সংখ্যা increase হচ্ছে সেখানে ত্রিপুরাতে প্রতি বৎসর লক্ষের পর লক্ষ লোক সংখ্যা increase হচ্ছে। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরার উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হলে ত্রিপুরার স্বরূপ অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ হওয়া দরকার।

আমাদের এখানে বাজেটটা পাশ হওয়ার আগে India Govt এর respective ministry থেকে approve করে President এর concurrance নিয়ে তারপর আমাদের এখানে আসে। এখন এই বাজেটটা place করার পর পাস করিয়ে নিয়ে খরচ করতে যাব তখনও অনেক সময় India Govt এর respective Ministry থেকে sanction এনে তার পর আমাদের ত্রিপুরা সরকারের approval নিয়ে কাজ করতে অনেক delay হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের উন্নয়ণ

মূলক কাজগুলো রূপায়ণ করতে গিয়ে এ সব formalities observe করে কাজ হাতে নিতে অনেক সময় লেগে যায়। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক ঠিক মত বরাদ্দকৃত টাকা খরচ করতে না পারায় বৎসরের শেষে অনেক ক্ষেত্রে টাকা surrender করে দিতে হয়। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য আমাদের ত্রিপুরা যে ভৌগলিক পরিবেশ এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা এবং অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার সমস্যার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের সমস্যার তুলনা করা চলেনা। আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাসগুপ্ত যেটা বলেছেন সেই সম্বন্ধে আমি ও বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেন একজন Lt. Governor appointment দিয়ে আমাদের Ministryকে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। খরচের sanction এর জন্য দিল্লী না গিয়ে আমাদের টাকা আমরাই যেন খরচ করতে পারি।

All India Radio যদিও আমাদের বাজেটের আওতায় আসে না, তবু এ সম্বন্ধে কিছু বলছি এ কারণে যে আমাদের ত্রিপুরার লোকদের যে দৈনন্দিন অবস্থা তাতে আমাদের এখানের যে Radio Station আছে সেটা যদি একটা full fledged station না করা হয় তাহলে দৈনন্দিন খবরাখবরের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত উপকার হবে না। সুতরাং ত্রিপুরার যে ভৌগলিক অবস্থা, তাতে সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন, জুমিয়া সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, সেংক্রাক এর উপদ্রব এই সব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ত্রিপুরাকে যদি আরও অধিক ক্ষমতা না দেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতি করা সম্ভব নয়। একটি বিষয়ে আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অন্যান্য বৎসর বাজেটের general discussion এর জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হত। কিন্তু এবার general discussion এর জন্য ২ দিন সময় দেওয়া হল, তাতে মাননীয় সদস্যরা বাজেটের উপর বক্তব্য বিশেষ ভাবে রাখার যথেষ্ট scope পান নাই। আমাকে মাত্র ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। এই অল্প সময়ে সারা ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ লোকের সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার আমি সুযোগ পেলাম না। এ বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble Minister Sri, P.K. Das. I would request him to finish his speech within 15 minutes.

Shri P. K. Das (Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৬৯-৭০ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সে বাজেটকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ত্রিপুরার জনসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে খুটি নাটি বিষয় যেভাবে এই বাজেটে সুন্দর ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। এ বাজেটে জনকল্যাণের দিকে যেসব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ত্রিপুরার জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির যে উন্নতি এবং অগ্রগতির ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখে যাতে আরও এগিয়ে নেওয়া যায় সেই বাস্তব দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজকে আমার আগে সরকার পক্ষের বহু সদস্য এবং বিশেষ করে

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সমালোচনায় জবাব দিয়েছেন। আমরা বরাবরই আশাকরি গণতান্ত্রিক patternএ দেশের সমস্যাগুলো বিরোধী দলের সদস্যরা তাল রেখে সমালোচনা করবেন।

আমি আশা করব কোন রকম grudge না করে তার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা করবেন এবং গঠনমূলক প্রস্তাব রাখবেন। কিন্তু তাদের বক্তব্য এমন নিরাশ এবং অযৌক্তিক যে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম তাতে নিরাশ হয়েছি। কারণ তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোন যুক্তি নাই। এমনও দেখা যায় যে এই বাজেট আলোচনার সময় বিধান সভায় তারা উপস্থিত থাকা প্রয়োজন মনে করেন না। এ যেন গতানুগতিক বিরোধিতা করা, বিধান সভায় এসে দুই এক কথা বলে চলে গেল। এই যে তাদের বক্তব্য রাখা এবং তার উত্তর শুনার মধ্যে জনকল্যাণের অনেককিছু জানবার, বুঝবার এবং শিখবার আছে তা তারা মনে করে না। প্রতিনিধিত্ব করার যে অধিকার জনসাধারণ তাদেরে দিয়েছে তারা সেই অধিকারের অবমাননা করছেন। তাদের বক্তব্যেও তা প্রমানিত হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘদিন সামন্ত শাসনে ছিল, প্রায় ১৩৫৯ বৎসর সামন্ত রাজার অধীন ছিল। ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে এই রাজ্যের আদিবাসী, এবং অ-আদিবাসীদের শিক্ষা এবং জীবনযাত্রা কি ছিল যদি আমরা তা চিন্তা করি তা হলে দেখি,যা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ছিলনা,যেমন উন্নতির প্রথম সোপান শিক্ষা, সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমরা পরিকল্পনা করলাম। আমরা আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা নিলাম এবং তাদের আহ্বান জানালাম। আমরা যখন আদিবাসীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন বুকগ্রান্ট, ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি দিয়ে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা নিলাম তখন দেখা গেল এই পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে অনুন্নত রেখে তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এইসব পরিকল্পনার বিরোধিতা শুরু করল এবং তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে ডাক দিল। তারা সব রকম সরকারী প্রকল্পকে ব্যর্থ করার জন্য তৈরী করল শান্তি সেনা, সেংক্রাক দল এবং পাহাড়ের আনাচে কানাচে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলল। আমাদের উদার আহ্বানে তারা সাড়া দিল না। সভা সমিতি মিছিল করে তারা মানুষকে অন্ধ করে রাখল। আমরা তাদের যে সভ্যতার আলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম তাতে বাধা সৃষ্টি করল। আদিবাসীদের স্বার্থে আমরা যে সব প্রকল্প নিয়েছিলাম যদি সেই প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে থাকে তারজন্য তারাই সম্পূর্ণ দায়ী।

লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পাকিস্থান থেকে যখন এই রাজ্যে আশ্রয় নিতে শুরু করল তখন তাদের পুনর্বাসনের জন্য যেসব প্রকল্প সরকার গ্রহণ করল তারা সেইগুলি বানচাল করার চেষ্টা শুরু করেছিল। আমরা দেখেছি নতুন নতুন কলোনী এবং রাস্তাঘাট করতে গিয়ে আমাদের লোক প্রহৃত হয়েছে সমাজবিরোধীদের হাতে যাতে নতুন কলোনী এবং রাস্তাঘাট না করা হয় তারজন্য তাদের মারপিট পর্য্যন্ত করা হয়েছে। কারণ তারা জানে মানুষ যতদিন অন্ধকারে থাকবে-তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো না পৌছাবে ততদিন তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে স্বার্থসিদ্ধি করা সম্ভব হবে, তাদের শোষণ করা সম্ভব হবে। এইজন্য তাদিগকে সভ্যতার আলো থেকে দূরে

রাখার, অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করে চলছেন। শিল্পে উন্নতি করে হাজার হাজার বেকারকে কর্ম-সংস্থান দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। বড় বড় শিল্পের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার হওয়া একান্ত দরকার। যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভাল নয় বলে আপাততঃ আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের উপর নির্ভর করতে হবে এবং আমাদের এখানকার যে প্রডাক্টস, ফরেষ্ট প্রডাক্টস এবং এগ্রি প্রডাক্টস এইগুলির উপর নির্ভর করে আমাদের প্রাথমিক উদ্যোগ নিতে হবে।

সেইদিকেও আমরা দেখেছি বনের প্রতিও তাদের এক জিগীষা তার কারণ এখানের অর্থ-নৈতিক উদ্যোগকে ব্যাহত করা। আদিবাসীর জন্য তারা মায়া কান্না কাঁদে। আদিবাসীদের রক্ষা করতে হলে তাদের উন্নত করতে হলে শিল্প প্রসারের দরকার এবং সেই শিল্পের জন্য দরকার বনায়ন। তারা যেভাবে দলবদ্ধভাবে নারী বাহিনী গঠন করে বন ধ্বংস করা আরম্ভ করছে তাতে ১৯৫০-৫১ সালে তারা যে উদ্দেশ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিল সেই উদ্দেশ্যকেই দেখতে পাচ্ছি। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার দ্বারা উন্নত সেচ ব্যবস্থার দ্বারা আমরা কৃষির ফলন বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কৃষিতে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারিনি তাই বাহির থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে নয় লক্ষ মানুষকে রেশন দিতে হয় কাজেই বাহির থেকে আমদানী করা সত্বেও আমাদের আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ না করলে আমাদের এই রেশন ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখি যখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য সরকারী লোক যাচ্ছে তখন তারা এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য, যেমন করে তারা বন ধ্বংস করার জন্য নারী বাহিনীকে লেলিয়ে দিচ্ছে, ঠিক তেমনি করে বাধার সৃষ্টি করছে। তখন পুলিশ যদি আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় তাহলে তারা জিগির তোলে পুলিশ জনসাধারণের উপর হামলা করেছে। এমনি ভাবে এই সংগ্রহ নীতিকে তারা বানচাল করে দিতে চাচ্ছে। এমনি ভাবে আমরা দেখছি ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে সেংক্রাক দল হামলা চালাচ্ছে, জনসাধারণের ধনসম্পত্তি লুট করছে। ত্রিপুরার বাহিরে দেখি নক্সালপন্থী নামে একদল সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাচ্ছে ত্রিপুরাতেও সেংক্রাকদল তেমনি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিধানসভায়ও আজকে দেখলাম বিরোধীপক্ষের সদস্য মাননীয় অঘোর বাবু আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ এই মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়া। এটা অপ্রাসঙ্গিক, হঠাৎ তিনি বলে ফেলেছেন। অর্থাৎ তাদের মনে এই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে জেহাদ, দেশে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এক অরাজকতা সৃষ্টি করে জনসাধারণকে অন্ধকারে রেখে দেশের এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে তারা ক্ষমতায় আসবে, এই হল তাদের নীতি। ভিতরে বাহিরে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। সেইদিক থেকে আজ আমাদের সকলের চিন্তা করতে হবে যে তারা গণতন্ত্রের মুখোশ পড়ে এই সভায় এসে বক্তৃতা করলেও তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে তাদের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য আমি ত্রিপুরার জনসাধারণকে আহ্বান জানাব। আর আমি এইটুকু বলব ত্রিপুরার জনজীবনের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট এই বিধান সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। একটু আগে মাননীয় সদস্য শ্রী রায় বলেছেন যে এই বাজেট উপজাতী,

অ-উপজাতী, জাতীধর্মনির্বিশেষে সকলের কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে grant এবং loan দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে আমাদের শিক্ষিত যুবকরা সেই লোন ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তুলতে অগ্রসর হতে পারে। কেবলমাত্র সরকারী চাকুরী দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

চাকুরীর ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে যখনই কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে তখনই যেন উপজাতী, তপশিলীজাতী প্রভৃতিরা ও সুযোগ পান। আমরাও বলেছি যখনই সেইরূপ সুযোগ আসবে তখনই Scheduled Tribes এবং Scheduled Castes এর ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থমন্ত্রীও তার বাজেট বক্তৃতায় এই সব কথা বলেছেন। ত্রিপুরায় আজকে ১৫ লক্ষের উপর জনসংখ্যা তাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেটে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমি আশা করব এই বাজেটকে কার্য্যকরী করার জন্য এই বাজেটের বিভিন্ন প্রকল্পকে কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য তারা সক্রিয় সাহায্য করবেন। এই বলেই আমি আমার বাজেট বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I request the Hon'ble Finance Minister to give his speech.

Shri Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দুই দিন যাবৎ বাজেটের বিভিন্ন খাতের উপর আমাদের বিভিন্ন সদস্যগণ তাদের বক্তব্য রেখেছেন।

আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ যারা Budget এর উপর গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন এবং বিশেষ করে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যগণ এই হাউসের সম্মুখে নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এটা তাদের নূতন নয়। এটা তারা বরাবরই করছেন সুতরাং তারজন্য নিরাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ প্রকৃত আশার কথা তারা বলেননি নিরাশার কথা বলেছেন। যারা আজকে এই Budgetএর উপর গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন, আমি একটি বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যারা আজকে নিরাশার চিত্র তুলে ধরেছেন তারা শুধু এই হাউসেই নয় জনগনের মধ্যেও এই নিরাশার চিত্র তুলে ধরেছেন। এই জাতীয় একটা প্রপাগাণ্ডার তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে জনগণ কর্মবিমুখ হন এবং আমাদের পরিকল্পনার উপর সহযোগিতায় নারাজ হন সেইজন্য তারা জনগণের সম্মুখে এই সব চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। সেইদিক থেকেই আজকে আমাদের Budgetএর গঠনমূলক সমালোচনা যারা করেছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে তারা শুধু এই গঠনমূলক কার্যে আলোচনাতেই নিবদ্ধ না থেকে এই বাজেটে জনগণের কল্যাণের জন্যও যা কিছু আছে তা সবগুলিই যেন তারা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরেন। আমি বিরোধী সদস্যগণকে এই অনুরোধ জানাব যে তারা জনগণের নিকট যে নিরাশার চিত্র তুলে ধরেছেন তারা যাতে এই কার্যে সফল না হন, যাতে জনগণও আমাদের পরিকল্পনাতে রূপায়ণে এগিয়ে আসেন, সহযোগিতা করেন, তার দিকে উনারা দৃষ্টি রাখবেন। কারণ আমাদের যে পরিকল্পনা, যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সেটা খরচ করতে হলে একা

সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, জনসাধারণের সহযোগীতারও প্রয়োজন আছে। জনগণের সাহায্যে সেটা রূপায়ণ করতে পারব যদি জনসাধারণ সেদিকে এগিয়ে আসেন এবং তাদের এগিয়ে আসার ভার আমাদের উপর। আমরা যারা ত্রিপুরাকে গড়ে তুলবার কার্য্যে নিয়োজিত আছি এবং অন্তর দিয়ে যারা চাই যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মত গণতন্ত্রের ধ্বংস না হউক, তাদের কর্ত্তব্য জনগণকে একটা confidenceএ নিয়ে আসা এবং তাদের কাছ থেকে সহায়তা আহ্বান করা। আমাদের কর্ম্মের সহকারীরূপে, সহায়করূপে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে,কাজ করে যেতে হবে। তা না হলে আমরা এই পরিকল্পনা রূপায়ন করতে পারব না। যারা ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত থাকেন তারা এই জাতীয় নিরাশার একটা চিত্র তুলে ধরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের যে পরিনতি সেই পরিনতির দিকে ঠেলে দেবেন। এই জন্যই আমি মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তারা যেন এই সব কর্ম্ম থেকে বিরত থাকেন। বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ একটা চিত্র তুলে ধরেছেন যে ত্রিপুরার যে Budget বরাদ্দ হয় তাতে সামগ্রিকভাবে জনগণের উপকার হয় না এটা সম্পূর্ণ অসত্য এবং ঠিক নয়। কারণ আজকে ত্রিপুরার সাধারণ মজদুর লোক যারা রয়েছেন তাদের অবস্থা কি কোন উন্নতি হয়নি? সেটা আমরা কোন প্রকারেই স্বীকার করতে পারি না। কারণ আজকে যারা সত্যিকারের মেহনতী জনতা তাদের কাজের অভাব নেই, সেটা আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি। যারা প্রকৃত কাজ করেন তাদের কাজের অভাব নেই। তারা সর্ব্বদাই খেটে খেতে পারছে। আপনারা জানেন কামলা মজুর যারা আগে দেড় টাকা দৈনিক মজুরী পেত, তারা আজ পাঁচ টাকা পায়। যে সমস্ত কার্পেণ্টার আগে তিন টাকা রোজ পেত তারা আজ ৮।১০ টাকা রোজগার করছে, যে সমস্ত রাজমিস্ত্রী ৩।৪ টাকা রোজ পেত তারা আজ ৯।১০ টাকা প্রতিদিন রোজগার করছে। সত্যিকারের যারা কাজ করতে এগিয়ে আসে, সত্যিকারের যারা মেহনতি জনতা, সত্যিকারের যারা শ্রমিক তারা কাজ পাচ্ছে এবং তাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তাদের যে অবস্থার অবনতি হয়েছে সেটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারছি না। তারপর ভূমিহীনদের কথা বলেছেন যে ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন হয়নি এবং পুনর্ব্বাসনের নামে একটা প্রহসন করা হচ্ছে। এটা তারা বরাবরই বলে আসছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি সত্যি সত্যি ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন না হ'ত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য যে একটা সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় পড়েছিল, পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন এখানকার আদিবাসীদের চাপ, এখানকার পুরানো অধিবাসীদের চাপ সমস্ত কিছু মিলে যে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে এই রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এই তিনটী পরিকল্পনা যদি সার্থক না হ'ত তাহলে ত্রিপুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। একটা নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরা খুবই সহজ। কিন্তু এই যে বিরাট জনসমষ্টি যেভাবে রক্ষা পেয়েছে, আজও বেঁচে আছে, হয়ত আরো তাদের উন্নতি হবে এবং সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, তারা এ সুযোগ পেত না যদি আমরা এই পরিকল্পনার অর্থ ভালভাবে নিয়োজিত করতে না পারতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীদলের সদস্যগণ এখানকার কয়েকজন ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত হেনেছেন। তাদের নীতিই এটা। যারা কিছু করতে এগিয়ে আসবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া যাতে আরো বেকার সংখ্যা বাড়ে, যাতে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। কাজেই সমস্যা

সৃষ্টি পেলেই তাদের সুবিধা। এটা তাদের প্রচারের কৌশল। সুতরাং যারা নাকি কিছু করতে চায় বা করবার জন্য এগিয়ে আসে তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ, বিভিন্ন ধরণের কুৎসা রটনা করে তাদেরে নিরুৎসাহ করতে চায় এবং তার দ্বারা সমস্যার সৃষ্টি করতে চায়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে আজকে যে অবস্থা হয়েছে তার জন্য দায়ী তারাই। বহু শ্রমিক আজ বেকার। আর একটা কথা বলেছেন যে মন্ত্রীসভা হওয়ার পর থেকে সরকারী দপ্তরগুলোর কাজের অনেক অবনতি ঘটেছে। একথাটা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। কারণ মন্ত্রীসভা হওয়ার পর ত্রিপুরার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং প্রত্যেক দপ্তরের কাজেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার যে প্রাণ, যে ডম্বুর পরিকল্পনা, Hydel Project এগুলো cold storageএ ছিল। এই মন্ত্রিসভা হওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে convince করেন এবং এই পরিকল্পনা পুনরায় তিনি sanction করিয়ে এনেছেন। আসাম থেকে Bulk power আনার যে ব্যবস্থা, সেটা এই মন্ত্রীসভা হওয়ার পরই হয়েছে। তার পূর্ব্বে হয়নি। আজকে ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে যে সব রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে সেটা মন্ত্রিসভা হওয়ার পরই হয়েছে এবং তার সূচনা করেছে আঞ্চলিক পরিষদ। ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের আমলে গ্রামে গ্রামে যে রাস্তা হয়েছে, টাউন থেকে গ্রামগুলিতে যে সব রাস্তা হয়েছে সে সব রাস্তার কাজ আজও পূর্ণোদ্যমে চলছে।

আজকে ত্রিপুরার বর্ডার অঞ্চলে কাঞ্চনপুর, দশদা এলাকায় আজকে রাস্তা হচ্ছে, যেখানে মানুষ হেটেও যেতে পারতো না সেখানে গাড়ী যাতায়াত করছে।

ত্রিপুরার পূর্ত্ত দপ্তর যারা আগে টাকা surrender করতো—আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় ও বলেছি যে সেই পূর্ত্ত দপ্তর have fulfilled their targets, সুতরাং এটা কি অবনতি না উন্নতি? রাস্তাঘাটের দিক থেকেই হউক, বিল্‌ডিংএর দিক থেকেই হউক, জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার দিক দিয়েই হউক, আজকে P. W. Dর যে অর্থ বরাদ্দ করা ছিল, সেই অর্থ ব্যয় করতে পেরেছে। শুধু ব্যয়ই নয়, কার্য্যকরীভাবে ব্যয় করতে পেরেছে এটা আমি বলতে বাধ্য। সুতরাং মন্ত্রীসভা আসার পর অবনতি ঘটেছে এটা ঠিক নয়।

অতএব political motive নিয়ে মন্ত্রীসভার সমালোচনা করছেন, তারা হয়ত বা সেটা করতে পারেন। কারণ বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের মাননীয় সদস্য U K. Roy মহাশয় বলেছিলেন যে জণ্ডিসের চোখ দিয়ে যারা দেখে তারা সবই হলুদ দেখে। সুতরাং তারাও determined হয়েছে ঐ ভাবে দেখতে এবং মানুষকেও সেই রং এর চশমা পড়িয়ে দেখাতে। সুতরাং তাদের চোখে সবকিছু অবনতি হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন কৃষি উৎপাদন বাড়ে নাই। আমি আমার বাজেট বক্তৃতায়ও এমন কথা বলি নাই যে, আমরা একেবারে green revolution আরম্ভ করেছি। আমরা বলেছি কৃষক সম্প্রদায়...মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে। আপনার সময় extend করার ক্ষমতা আছে।

Mr. Speaker :—আপনি কতক্ষণ সময় চান।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি ২০ মিনিট সময় চাই।

Mr. Speaker :—হাউস যদি সম্মতি দেন তাহলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে সময় দিতে পারি।

(The House agreed to extend time)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে যে ম্যালেরিয়া বাড়ছে। ম্যালেরিয়া সত্যিই বাড়ছে না। গতবার ম্যালেরিয়ার একটু উপদ্রব দেখা গেছে। কিন্তু সেটা কোথা থেকে এসেছে তার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে infected হয়ে ম্যালেরিয়া এখানে এসেছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এখানে এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয়নি যে ম্যালেরিয়া বাড়তে পারে। সে সম্বন্ধে survey করা হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি এর কারণ আমরা survey complete হলে জানতে পারবো।

Dr. Madan Chakravortyকে অন্যায়ভাবে promotion দেওয়া হয়েছে বা Dy. director করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা ঠিক নয়। Dr. Madan Chakravortyর যোগ্যতা আছে বলেই তাকে Dy. director করা হয়েছে। আর একটি অভিযোগ মাননীয় সদস্য করেছেন যে, planningটা সরকারী আমলারাই করেন এবং সেটাই দিল্লীতে পাঠিয়ে sanction করে আনা হয়। প্রকৃতপক্ষে planটা আরম্ভ হয় block level থেকে। Block Committeeর কাছেও সেটা পেশ করা হয়। তারপর block level থেকে আরও উপরে যায় এবং তারপর সেটা সরকারের কাছে আসে এবং Secretariat levelএ reply গুলো ঠিক ঠাক করে দিল্লীতে পাঠান হয়। তারপর development committee আছে প্রয়োজন বোধে তাদের নিকটও পুনরায় পাঠান হয় এবং ইচ্ছে করলে তারাও অদলবদল করতে পারবেন এখনও তার সময় আছে।

আর একটি কথা বলেছেন যে বাজেট বক্তৃতায় এটা mention করলে সেটা mention করা হয়নি। Budget বক্তৃতায় সবটাই mention করে বড় করার কোন প্রয়োজন হয় না। বেশীর ভাগ জিনিসই বাজেটে রয়েছে এবং explanatory memorandum ও রয়েছে। মাননীয় সদস্য যদি ভালো করে দেখতেন তাহলে সেখানে দেখতে পেতেন।

Town planning সম্বন্ধে বলা হয়েছে কিছুই করা হয় নি। Town planning সম্বন্ধে কাজ চলছে। সে সম্বন্ধে একটা master plan সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

কৃষির দিক থেকে আমরা উন্নতি করতে পারবো এমন একটা stage এসেছে। সেকথা আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বলেছি। সেই বক্তৃতাটাকে বড় বড় কথা বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। সেটা ঠিক নয়। এখন যেটা বিশেষ প্রয়োজন সেটা হলো জলসেচ। আমরা যখনই বিদ্যুৎ পাবো তখনই আমরা regulated irrigation করতে পারবো। কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্যান্য উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদের কৃষকরা খুব সজাগ হয়েছেন একথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেছেন। তারা এখন চাচ্ছেন উন্নত ধরণের বীজ এবং সার। এই যে একটা জাগরণ এটা পূর্ব্বে ছিলনা। কিন্তু আজকে সমস্ত কৃষকের মধ্যে একটা জাগরণ এসেছে।

তারা আজ তাই উন্নত ধরণের বীজ লাগাতে চায় এবং সার ব্যবহার করতে চায়। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে grow more food campaign এর একটা সার্থকতা দেখা যাচ্ছে যে এখন তারা তাদের ফসল বাড়াতে চায়। এখন প্রয়োজন হলো regulated irrigation. আমি তাই বলেছি যে বিদ্যুৎ পেলে পরে আমরা নিয়মিত জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারবো। তাদের জল দিতে পারলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। এটা সাপক্ষেও আমরা ছোট ছোট বাঁধ দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এগুলো নষ্ট হয়ে যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। এই বাঁধগুলো দেওয়া হয় নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যেই কারণ হলো, আমরা দেখছি যে ৫০০৲ টাকা খরচ করে যদি আমরা একটা earthen বাঁধ দেই এবং ৫,০০০৲ টাকার উৎপাদন পাই তাহলেই আমরা বাঁধ দেই। বোরো ফসল উৎপাদন করার জন্যে জলের প্রয়োজন। তাই ছড়ার মধ্যে বাঁধ দিলে সেই জল বোরোর কাজে লাগানো যায়। সুতরাং সেখানে ২।৩ শত টাকা বড় জোর ৫ শত টাকার বেশী খরচ হয় না। পরে বন্যা এলে হয়ত বা সেই বাঁধটা উড়ে যায়। কিন্তু বোরোটা থেকে যায়। তার ফলে হয় কি? আমাদের হয়ত—বা ২।৩ শত টাকা গেলো কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা যে উৎপাদন পেলাম সেটা তার তুলনায় অনেক বেশী। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ছোট ছোট যে সব বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেগুলো successful হয়েছে বলে আমি খবর পেয়েছি! বোরোর উৎপাদন এবার ভালোই হবে বলে আমার মনে হচ্ছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল এটা আমি বলেছি। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় অভিযোগ করেছেন যে এটা সত্য কথা নয়। কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারবো যে গত বছরের তুলনায় এ বছর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর অনেকটা সস্তা ছিল। তিনি বলেছেন যে জিনিষপত্রের দর অনেকটা বেড়েছে। সাময়িক হয়তবা বাড়তে পারে। যেমন আসামে যখন বন্যা হয়েছিল তখন আসামেও বেড়েছিল এখানেও বেড়েছিল। সাময়িক যে বৃদ্ধি হয় সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। North Bengalএ যখন flood হয়েছিল তখন Bengalএ দাম বেড়েছিল, আসামে এবং এখানে ও বেড়েছিল। এই যে সাময়িক বৃদ্ধি পাওয়া এটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, আমরা সেই সময়ে Buffer stock থেকে সেই অভাব meet করি। মোটামুটিভাবে আমি বলতে পারি ১।১টা জিনিষ ছাড়া আর সব জিনিষের বাজার দর অনেক কম, আমার কাছে সেই statistics রয়েছে এবং সেটা দিতে পারব। মাননীয় সদস্যগণ বেকার সমস্যার এমন একটা চিত্র তুলে ধরেছেন যে বেকারেরা আরও নির্জীব হয়ে পড়েছেন। বেকাররা যদি Govt.কে কাজের জন্য চাপ দেয় তাহলে অন্য কোন কাজে তারা উদ্বুদ্ধ হয় না। তারা এভাবে একটা প্রচার কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে এটা ভারতের ভিতরে এবং ভারতের বাইরে সর্বত্র আজকাল আছে। কিন্তু এটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বলেছি যে আমাদের দেশে যখন Power আসবে তখন ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। এছাড়াও তারা অনেক কিছু করতে পারে। ছোট ছোট কো-অপারেটিভ করতে পারে, যে সমস্ত জিনিষের চাহিদা এখনো ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে এবং যে সমস্ত জিনিষ পাকিস্তান থেকে না এলে এখানে দাম বেড়ে যায়। যেমন

ডিম, মাছ, মাংস, দুধ এগুলোর বাজার এখনো ত্রিপুরায় বেশ চড়া এবং এগুলির বেশ চাহিদা রয়েছে। আমার মনে হয় এই যে বেকার শিক্ষিত যুবকেরা আছে তারা Poultry, Diary, fishery আরম্ভ করতে পারে, তাদেরকে সহায়তা করার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল লোন, কো-অপারেটিভ লোন, ফিসারী লোন, প্রভৃতি দেওয়া যেতে পারে। এগুলোর উল্লেখ আমি বাজেট বক্তৃতায় করেছি। কিন্তু বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা সেদিক দিয়ে যাননি। তারা শুধু বলেছেন বেকার সমস্যা সমাধানের কোন কথাই বলা হয়নি। আমি একটি কথা বলতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে আজকে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আজকে তথায় বেকার সমস্যা যথেষ্ট, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। তারা একথাই শুধু বলছেন যে আমাদের এখানে শিল্প করতে হবে। এর দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু এই বিরাট সংখ্যক বেকার সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে তার কোন solution উনারা দিতে পারেন নি। এই সম্বন্ধে আমি তাই বলেছি আমাদের এখানে বিদ্যুৎ আসার সাপেক্ষে বেকারদের কাজ করার এবং উপার্জন করার যে source আছে তা আমি বলে দিয়েছি। পরে তা করতে পারি। আমরা যদি সত্যিকার ত্রিপুরার জন্য দরদী হয়ে থাকি তাহলে আমাদের কাজ হবে এ সব বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। তাদেরকে শুধু সরকারের দিকে লেলিয়ে দিয়ে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করা উচিত নয়। সুতরাং আমি সকলের কাছে আবেদন রাখব যাতে এই সমস্ত কাজগুলো আপাততঃ আরম্ভ করেন। আমার মনে হয়ে ত্রিপুরাতে যখন বিদ্যুৎ আসবে তখন ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধান একেবারে অসাধ্য কাজ হবে না। ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ পাওয়া গেলে উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অরুন্ধতীনগর মেছ ফ্যাক্টরীকে কোন রকম সাহায্য দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আমি জানি যে Industrial Advisory Boardএর মাধ্যমে এই মেছ ফ্যাক্টরীকে বেশ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তারা কিছুদিন বেশ ভালভাবেই কাজ চালিয়েছিল। বর্ত্তমানে market competitionএ একটু অসুবিধা হচ্ছে। আমার মনে হয় তারা যদি ভাল করে কাজ চালিয়ে যান তাহলে অকৃতকার্য্য হবেন না। ডম্বুর পরিকল্পনা রূপায়ন সম্পর্কে তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে target date দেওয়া হয়েছে সে সময়ে কাজ শেষ হবে না, আমি বলতে পারি যে এটা এ সময়ের মধ্যে হবে। কাওমারা ঘাটের ব্রিজের জন্য মাল সরবরাহ আটকিয়ে থাকবেনা, মাল সরবরাহ চলছে এবং চলবে। সেখানে যত তাড়াতাড়ি মাল পেঁছানো যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাসগুপ্ত মহাশয় কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন সেটা আমি বলতে চাই। কতগুলো আইন সংশোধন করার ক্ষমতা এ হাউসের আছে। কিন্তু সংশোধন করা হচ্ছে না। কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট, পঞ্চায়েত এ্যাক্ট, লেণ্ড রেভিনিউ এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্ট, কিন্তু তা ঠিক কথা নয়। এই আইনগুলো সংশোধন করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যেতে হবে। এই আইন সংশোধন করতে হলে আমাদের সেটি draft করে পাঠাতে হবে Central Govt. এর নিকট, Home Ministry, Law Ministry সেটা examine করে ওটার সম্মতি দিলে তারপর আমরা এই Assemblyতে পেশ করতে পারব। সেটাই হল নিয়ম। সুতরাং আমরা যত্নবান, আমি বলেছি এ সমস্ত আইনগুলো পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এগুলো যাতে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন করা হয় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার

[illegible] এবং তার কাজ already আরম্ভ হয়ে গেছে। সবরই এগুলোর সংশোধনের জন্য এ হাউসে পেশ করা হবে। মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাসগুপ্ত মহাশয় এবং কমলজিৎ সিংহ মহাশয় আর একটি বিষয়ে বলেছেন যে বাজেটে Presidentএর sanction লাগে, লেফটেন্যান্ট গভর্ণর থাকলে সেটি লাগে না। এটা ভুল কথা। যে সমস্ত Union Territoryতে Lt. Governor আছেন সেখানেও Union Territoryর টাকা বেশীর ভাগই Central Govt. দেন এবং Section 27(1) of the Union Territory Actএ Presidentএর অনুমোদন সব জায়গাতেই প্রয়োজন হয়। হিমাচল প্রদেশেও সেটা দরকার হয় যেখানে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর আছেন। মাননীয় সদস্য কমলজিত সিংহ মহাশয় বলেছেন যে border securityর জন্য আমাদের টাকাটা ধরা হয় কেন। Border Securityর জন্য আমাদের টাকা ধরা হয় না। Border Securityর টাকা Central Govt. বহন করেন। C. R. P. অর্থাৎ Central Reserve Policeএর টাকা কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করেন। আমাদের বাজেটে Border Security forceএর জন্য কোন টাকা রাখা হয় না। ওটা Govt. of India-ই বহন করেন।

খাদ্য Production সম্বন্ধে শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয় কতগুলো কথা বলেছেন। আমি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে বলব। Production যদি এত বাড়ে তাহলে আমাদের এত খাদ্য আনতে হয় কেন। আমাদের 1961 এর যে census হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু সেই ভিত্তিতে গেলে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে প্রকৃত লোক সংখ্যা কত, ১৯৬১ সালের যে লোক সংখ্যা, তার উপর যে natural increase ২½%। ১৯৬১ সালে ছিল ১১ লক্ষ ৪২ হাজার আর ১৯৬৯ সালে ২½% natural increase ধরে ১৩,৯১,৪২১। তাছাড়া registered displaced person আছে 1963 থেকে ১,৫৩,০০০ আর un-registered একটা estimate করা হয়েছে ৫৩,০০০ হাজার। তাতে মোট ১৫,৯৭,০০০ মানে ১৬,০০,০০০ লোক এখন আছে বলে ধরা হয়েছে তারই ভিত্তিতে Central Govt. এর নিকট খাদ্য চাওয়া হয়। এখানকার যে production 1966-67 সালে আমাদের production ছিল ২০০,২০০০ মেট্রিক টন, আর ১৯৬৭-৬৮ সনে ছিল ২,০০৭,০০০ মেট্রিক টন তথাপি আমাদের Wastage ১৪./০ তা বাদ দিতে হয় Seeds ইত্যাদি বাবত, তাতে ১,৭৮,০০০ মেট্রিক টন পাওয়া যায়। সেটা যদি এই লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ধরি তাহলে আমাদের deficit হয় ৫২,০০০ মেট্রিক টন। সে জায়গায় আমরা ১৯৬৭ সালে পেয়েছিলাম ৩২,৬৭৬ মেট্রিক টন। সুতরাং হিসাব ঠিকই আছে। মাননীয় সদস্যের যদি হিসাব করতে গোলমাল হয়ে থাকে তিনি আমাদের কাছে আসতে পারেন আমরা তাকে হিসাবটা দেখিয়ে দেব। আমরা আগেই বলেছি প্রতি বছর ৪/৫ হাজার টন করে production বাড়ছে; কিন্তু কোন কোন বৎসর drought হওয়াতে productionটা তত বাড়েনি। যেমন গত বৎসর productionটা বেশী বাড়ে নি। Droughtএর জন্য সময় মত বৃষ্টি না পাওয়ায় productionটা কমে গিয়েছে। তার জন্য এবার আমাদের বেশী খাদ্যশস্য চাইতে হয়েছে। কতটা পাওয়া যাবে জানা যাচ্ছে না, ৭১,০০০ মেট্রিক টন চাওয়া হয়েছে, হয়ত সেখানে ৪৮ হাজার কি ৫০ হাজার মেট্রিক টন দিবে। যতটা চাওয়া হয় ঠিক ততটা দেয় না? মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়, বাজেটের কতগুলো figure দেখিয়ে বলেছেন যে কতগুলো রাস্তার কথা

বাজেটে ধরা হয়েছে অথচ করা হয়নি। কিন্তু actually তা নয়। অনেক সময় অবস্থার চাপে কতগুলো রাস্তা ধরতে হয় যে গুলোর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। যেমন এবার আমাদের ধরতে হয়েছে কাঞ্চনপুর এলাকার রাস্তা। এছাড়াও মিজো এলাকায় কতগুলো রাস্তার কাজ ধরতে হয়েছে। রাস্তার জন্য যত টাকা ধরা হয়েছিল সব টাকা ব্যায়িত হয়েছে। তদুপরি আরও টাকা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি, পেলে খরচ করতে পারতাম। অবস্থার চাপে পড়ে যাতে এরকম diversion of fund করতে হয়। ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই এই diversion of fund করা হয়। তার জন্যই তিনি এটাকে বলেছেন Juggling of figures. কিন্তু এটা মোটেই Juggling of figures নয়। আমার মনে হয় ভাল করে জেনে বলা উচিত ছিল। Roadএর খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল Non-Plan ও Plan সব দিক দিয়েই এবং সেটার target fulfilled হয়েছে সেটা আমি জানি। কারণ Roadএর টাকার জন্য আমি নিজে দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দরবার করেছি যে সমস্ত টাকা না দিলে আমরা রাস্তা করতে পারব না। কিন্তু উনারা Roadএর জন্য টাকা দেন নি। Powerএর জন্য কিছু টাকা উনারা দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীকমলজিৎ সিং মহাশয় রাশিয়ান ডিজেল সেট সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, আমার মনে হয় ঐ সেটটি আসারও প্রয়োজনীয়তা আছে। আসাম বাল্ক পাওয়ার গোমতী হাইডেল পাওয়ার এলেই যে—আমরা sufficient power পাব তা মনে হয় না। কারণ আমাদের এখানে যে সমস্ত মেসিন রয়েছে সেগুলি খুবই পুরানো এবং এইগুলি Foreign Machine বলে Partsও সব সময় পাওয়া যায় না। এগুলির উপর নির্ভর করা এখন খুবই বিপজ্জনক। সেদিক থেকে আমার মনে হয় রাশিয়ান মেসিনটিও আসা দরকার। আমাদের আসাম থেকে বাল্ক পাওয়ার আসছে, গোমতী থেকে হাই-ডেল পাওয়ার আসছে, তৎসত্বেও রাশিয়ান মেসিন যেটা আমরা চেয়েছি, সেটা আমাদের পাওয়া দরকার। কারণ এ সমস্ত থাকলেও একটা stand by রাখতে হয়। কোন সময় কোথাকার Power fail করে বলা যায় না। তারজন্য ডিজেল সেট সব সময় রেডী রাখতে হয়। আমার মনে হয় এগুলি আসা দরকার। আমি মাননীয় সদস্যকে চিন্তা করতে বলব যে একটা stand by যদি না আসে তখন যেগুলি আছে তার মধ্যে একটার Power fail করলে দু'চার দিনের জন্য তখন আমাদের Power supply চালিয়ে রাখতে হলে এই stand by গুলো রাখতে হয়। কাজেই যত তাড়াতাড়ি আসতে পারে তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি। আসাম বাল্ক পাওয়ার ও যাতে তাড়াতাড়ি আসে, হাইড্রেল পাওয়ার ও যাতে তাড়াতাড়ি আসে এবং রাশিয়ান মেসিনটি ও যাতে তাড়াতাড়ি আসে তারজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দিল্লী গিয়ে দরবার করেছেন বিভিন্ন Ministryতে সেগুলি করার পর এখন শুনছি যে ঐ সমস্ত ইঞ্জিনগুলি জাহাজে তোলা হয়েছে। যাহা হউক আমি মুটামুটি Reply দিয়েছি এবং বাকী যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলির উত্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন। আমি সর্ব্বশেষেও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব, যে টাকা আমরা অনেক হাঙ্গামা করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আনতে পেরেছি সে টাকা যাতে যথাযথভাবে ব্যয় করতে পারি. সত্যি সত্যি জনসাধারণের কাজে লাগে সেটা দেখা শুধ সরকারের কাজ তা নয়.

[illegible] বিধানসভায় কোন রকম বিচ্যুতি হিসাবে [illegible] জনসাধারণের মধ্য থেকে সমালোচনা আসিতে থাকিলে আমরা অবশ্যই সেই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করব এবং আমি আশা করবো যে মাননীয় সদস্যরা গঠনমূলকভাবে এর সমালোচনা করবেন এবং জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—General discussion on Budget Estimate for 1969-70 is over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 27th March, 1969.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX—'A'

STARRED QUESTION No. 196

By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১ মহারাণী তুলসীবতী গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রীদের খেলাধূলার জন্য কোন মাঠ আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে ইহার কারণ ? এবং ভবিষ্যতে উপযুক্ত খেলার মাঠ করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। যদি পরিকল্পনা থাকে বিস্তৃত বিবরণ সহ।

উত্তর

১। না।

২। স্থানাভাব। আছে।

৩। মহারাণী তুলসীবতী স্কুলের আশেপাশে অতিঘন বসতি অঞ্চল এবং ঐ স্থানে খেলার মাঠ করার মত বিস্তৃত জায়গা পাওয়ার অসুবিধা। মহারাণী তুলসীবতী স্কুলের উত্তর অংশে অবস্থিত পূর্ত্তবিভাগের অফিসের ঘরবাড়ী/P. W. D. Store ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইলে স্কুলের ছাত্রীদের জন্য একটি ছোট খেলার মাঠ পাওয়া যাইবে এই বিষয়ে চেষ্টা করা হইতেছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 197.

By Shri Aghore Deb Barma

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে বর্ত্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত ?

২) উপজাতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত ?

৩) তাদের জন্য বৃত্তির যে ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে কতজন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়ে থাকে ?

৪) বর্ত্তমানে শিক্ষাকালীন বৃত্তির হার কত ?

৫) যে সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষা শেষ করে বেড়িয়েছে তাদের স্থায়ীভাবে কোন চাকুরী দেওয়া হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১) ১২৩ জন।

২) ১০ জন।

৩) বর্ত্তমানে সকল শিক্ষার্থীই বৃত্তি পাইয়া থাকে।

৪) বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে :—

ক) উপজাতি ও তপশিল শ্রেণীভুক্ত শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে মাসিক ৪৫৲ টাকা হারে।

খ) অন্যান্যদের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা হারে।

গ) ডেভেলপমেন্ট ব্লক হইতে প্রেরিত শিক্ষার্থীদিগকে ব্লক কর্ত্তৃপক্ষ ৫০৲ টাকা হারে বৃত্তি দিয়া থাকেন।

৫) শিক্ষা সমাপনান্তে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বৃত্তি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কৃতী শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাহাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত বৃত্তিতে শিল্প গঠন করিতে পারে অথবা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা অন্যান্য সংস্থায় চাকুরী নিতে পারে। কতক কৃতী ছাত্র সরকারী সংস্থায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 261.

By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1. Whether it is fact that two professors quarters are lying vacant for the last 3/4 months ?
2. If so, whether was any applicant for the said quarter ?
3. What is the policy pursued in distributing such quarters among the Professors ?

ANSWER

1. No.
2. Does not arise.
3. No policy has been enunciated by the Government.

APPENDIX—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 290

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন এ পর্য্যন্ত কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কি কি শিল্প গঠনের জন্য কত টাকা দিয়েছেন।

২) ঐ অর্থে কি কি শিল্প গঠনের কাজ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং অগ্রসর না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ।

উত্তর

১। ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন লিঃ এ পর্য্যন্ত শিল্প গঠনের জন্য কোন টাকা দেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE GOVENMENT OF UNION TERRITORIES ACT—1963

27th March, 1969

The House met in the Assembly Chamber, Agartala, at 11 A. M on Thursday the 27th March, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Deputy Speaker, four Ministers, Dy. Minister & twenty three Members.

Mr. Speaker—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. **Shri Monoranjan Nath**

Shri Monoranjan Nath—Question No. 20.

Shri S. L. Singh—Question No. 20 Sir.

প্রশ্ন

(ক) ধর্মনগর সাবডিভিসনে তৈলথৈ-আনন্দ বাজার (রাজনগর) রোড উন্নয়নের জন্য টাকা মঞ্জুর থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন যাবৎ কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

(খ) বিগত ১৯৬৭ ইং জুন মাসে বিধান সভায় ২১৬ নং প্রশ্নের উত্তরে জানান হয় ৩১।৩।৬৮ ই মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ হবে এবং ৩।৪।৬৮ ইং ৯৬২ নং প্রশ্ন উত্তরে জানান হয়—এই বৎসর কাজ হবে কিন্তু অদ্যাবধি কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

(ক ও খ) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 29 please.

Shri S. L. Singh—Question No. 29 Sir.

প্রশ্ন

১। কমলপুর বিভাগের দুবাইছড়ার উপর বহু টাকা ব্যয়ে যে বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছে তাতে কত জমি সেচের আওতায় এসেছে।

২। ঐ বাঁধ থেকে কত কৃষক তাদের জমিতে জল পেয়ে থাকে ?

১। দুবাইছড়ার উপর কোন বাঁধ তৈরী হয় নাই। (তবে কমলপুর মহকুমায় মাণিক ভাণ্ডারের নিকটে দুবাইছড়ায় একটি বাঁধ তৈরী হয়েছে। তাতে বর্তমানে মোটামুটিভাবে ৪০ একর (১৬.০৬ হেক্টার) জমি সেচের আওতায় এসেছে।

২। বর্তমানে ২০টি কৃষক পরিবার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই বাঁধ কবে নির্মিত হয়েছিল ?

Shri S. L. Singh—In the year 1965.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— কত টাকা ব্যয়ে হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— ৪৬,০৯৬.৪৯ পয়সা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বছরে কত মণ ধান সেখানে উৎপাদন হয় এই বাঁধের জল দ্বারা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে বলেছি যে ২০টি পরিবার উপকৃত হচ্ছে এবং ৪০ একর পরিমাণ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আমি প্রডাক্‌শনের পরিমাণ চাইছি।

শ্রী এস. এল. সিংহ ঃ— আমি নোটিশ চাই স্যার।

Mr. Speaker—Shri Nishikanta Sarker.

Shri Nishikanta Sarker—Question No. 103,

Shri S. L. Singh—Question No. 103 Sir.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহারাণী ছড়ার লিফট ইরিগেশন স্কীমের এষ্টিমেট কত টাকার ছিল ; ইহার কাজ কোন সনে আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ হওয়ার তারিখ কবে ছিল ?

১। ৭৫,৩০০ টাকার এষ্টিমেট ছিল ; কাজ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তিন মাসের মধ্যে পাম্প হাউস, কেনেল, কল ইত্যাদি শেষ করার কথা ছিল।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কাজটা শেষ হতে, এবং কৃষকের জল পেতে আর কতদিন দেরী হবে?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— কাজটা কতদূর অগ্রসর হয়েছে।

Shri S. L. Singh—Construction of pump house, construction of canal fall, intake arrangement, construction of RCC spun pipe culverts, providing electrical motors pumps and accessories, providing electric connetion etc, etc.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— ইলেকট্রিক কানেকশান কবে পর্যন্ত আশা করা যায়?

Shri S. L. Singh—As soon as it would be available.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— ড্রেনেজ স্কীমটি কি এখনও গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে না স্যাংশান দেওয়া হয়েছে?

শ্রী এস. এল. সিংহ : – আমি নোটিশ চাই স্যার।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder—Question No. 109.

Shri S. L. Singh—Question No. 109 Sir.

প্রশ্ন

(ক) জিরানীয়া ব্লকের একটি ৫ বা ৮ অশ্বশক্তির পাম্প মেশিন অকেজো অবস্থায় আছে কি?

(খ) ইহা কি সত্য যে ঐ পাম্প মেশিনটি গত আমন ফসলের সময় দুধ পাতিল আই. আর.-৮ ডেমোনেষ্ট্রাশন প্রজেক্টে ব্যবহার করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

উত্তর

(ক) হাঁ। জিরানীয়া ব্লকের একটি পাম্প মেশিন প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে অকেজো অবস্থায় আছে।

(খ) না। এই পাম্পটি ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে অকেজো অবস্থায় যেটা আছে, সেই মেশিনটা কবে ব্লকে দেওয়া হয়েছিল? কোন্ সনে?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই মেশিনটা কখন হতে অকেজো অবস্থায় আছে?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— ফর সাম টাইম।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— (খ) এর উত্তরে জানলাম যে এই মেশিনটা এই প্রজেক্টের জন্য দেওয়া হয় নি। তাহলে এই প্রজেক্টের জন্য যে মেশিনটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কোন ডিপার্টমেন্টের?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই মেশিনটা এতদিন পর্যন্ত অকেজো অবস্থায় আছে কেন ? সেটাকে সারাবার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ— মেশিন অকেজো হলে তাকে সারাবার ব্যবস্থা আছে এবং তা করা হয়ে থাকে।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Mr. Speaker, Sir, question No. 123

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 123

প্রশ্ন

(১) ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সনে অমরপুর, ডুম্বুর নগর টি ডি ও তেলিয়ামুড়া সি, ডি, ব্লকে কি পরিমাণ বীজ ধান সরবরাহ করা হইয়াছে (ব্লক ভিত্তিক) ;

(২) কত পরিমাণ বীজ উক্ত এলাকার জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে ?

উত্তর

(১) ব্লকগুলিতে ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬. -৬৯ (২৮.২.৬৯ তারিখ পর্য্যন্ত) সনে মোট বীজধান সরবরাহের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

	১৯৬৭-৬৮ সন (কিলোগ্রামে)	১৯৬৮-৬৯ সন (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সন পর্য্যন্ত কিলোগ্রামে)
অমরপুর ব্লক—	১৭,৪৮২.৬০০	২১.৫৬৯.০০০
ডম্বুরনগর ব্লক—	৩,৩০৯.০০০	৪,০৩২.০০০
তেলিয়ামুড়া ব্লক—	৯,৫৬৮,০০০	৪,১১৩.০০০

২। বণ্টনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

	১৯৬৭-৬৮ সন। (কিলোগ্রামে)	১৯৬৮-৬৯ সন (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সন পর্য্যন্ত) (কিলোগ্রামে)
অমরপুর ব্লক —	১১,২০৪,০০০	১৩,৩১৪.০০০
ডম্বুরনগর ব্লক —	৩,৩০৯.০০০	২,৪০৮. ০০
তেলিয়ামুড়া ব্লক —	৬,০৪২,০০০	৬,৭৫৮.২০০

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কৃষক ভায়েরা ঠিক সময়ের মধ্যে এই বীজধানগুলি পেয়েছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমরা জানি যে যারা বীজধান নিয়েছেন তারা ঠিক সময় মতই নিয়েছেন।

শ্রীঅঘোরদেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে পরিমান বীজ ধানের কথা

এখানে বলা হল সেই বীজধানগুলি কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়? বিনা দামে দেওয়া হয় না নগদ দামে দেওয়া হয়?

শ্রী এস, এল, সিংহ—নগদ দামে দেওয়া হয়, আর কোন কোন স্কীমে বিনা দামেও দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই বীজধানগুলি কোন্ মাসে বপণ করা হইয়াছিল?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—তাদের মধ্যে ট্রাইবেলের সংখ্যা কত?

শ্রী এস, এল সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—যে পরিমাণ বীজধান নগদে বিক্রি করেছেন তার মণ প্রতি দাম কত ছিল?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বোরো ধান ৮৫ টাকা, আই, আর, এইট—১০০ টাকা, তাইচুং নেটিভ—১৪০ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—এটা কি পার কুইনটাল না পার মণ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—পার মণ।

প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—এর মধ্যে আউস প্যাডি কত, আমন প্যাডি কত?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায়—এই সমস্ত বীজধান যে বপণ করা হয়েছিল তা ঠিক মত বপণ করা হয়েছিল কিনা এটা সরকার থেকে তদন্ত করে জেনেছেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ—কৃষকভায়েরা ঠিক ঠিকভাবেই রোপণ করেছেন এবং হারভেস্টিং সেই ভাবেই করেছেন।

Mr. Speaker—Shri Suresh Ch. Choudhury

Shri Suresh Ch. Choudhury—Mr. Speaker. Sir, question No. 212

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, Question No. 212

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিভাগের মুহুরীপুর রিজার্ভের কাকুলিয়া বীটের অধীনে যে স্থানে বাগানের জন্য জঙ্গল পরিস্কার করা হইয়াছে, সেই স্থানে কোন্ কোন্ শ্রেণীর গাছ ছিল?

২। উক্ত স্থান হইতে এ যাবৎ কত মাশুল আদায় হইয়াছে, লাকড়ি বাবত কত এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছ হইতে কত মাশুল পাওয়া গিয়াছে;

৩। এই স্থানটি Land Utilization and Soil Conservation Board হইতে রিজার্ভ মুক্তির প্রস্তাব করা হইয়াছিল কিনা?

উত্তর

১। এ বৎসর বিলোনীয়া বিভাগের মুহুরীপুর রিজার্ভ অন্তর্গত কাকুলিয়াতে রাবার বাগানের জন্য

উত্তর

অনুমান ১৮ হেক্টর (৪৫ একর) ভূমি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উক্তস্থানে প্রথম শ্রেণীর যথা চামল, করই, গামাইর, ২য় শ্রেণীর যথা কনক, জাম, ৩য় শ্রেণীর যথা শিমুল, কাইযালা এবং ৪র্থ শ্রেণীর যথা উদাল, বহেরা, কল্লাদি ইত্যাদি গাছ ছিল।

২। এ পর্যান্ত মোট ৩২৩৪'৮৫ টাকা মাশুল বাবত উপরোক্ত গাছগুলি হইতে বিক্রী করিয়া পাওয়া গিয়াছে। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছ বিক্রী করিয়া ১৪০৪'৮৫ টাকা এবং জ্বালানী গাছ বিক্রী করিয়া ১৮৩০'০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী— ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন বোর্ড হতে যদি জায়গা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব হয়ে থাকে তাহলে সেখানে পুনরায় বাগান করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে কেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ - কারণ বোর্ডের রিকমেণ্ডশন হচ্ছে অ্যাডভাইসার নেচারের। যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা অ্যাডপটেড না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কার্য চালিয়ে যেতে পারে।

Mr Speaker—Shri Naresh Roy

Shri Naresh Roy—Question No. 203

Shri S. L. Singh - Mr. Speaker, Sir, Question No. 203

প্রশ্ন

i) উমিয়াম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যাইবে কি ?

ii) না পাওয়া গেলে কখন হইতে পাওয়া যাইবে ?

iii) উল্লিখিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্য্য কতটুকু অগ্রগতি লাভ করিয়াছে ?

i) আগামী ১৯৬৯-৭০ইং সনে এই রাজ্যের উত্তরাংশে আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ii) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

iii) চোরাইবাড়ী হইতে আগরতলা পর্যান্ত ১৩২ কে, ভি, লাইন তৈরী করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ৮৭ মাইলের মধ্যে ১৯ মাইল পর্যান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শেষ হইয়াছে, ৪৯০টী টাওয়ারের মধ্যে ১১০টীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীনরেশ রায়— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কখন হতে এই কাজ আরম্ভ করা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ-- (চীফ মিনিষ্টার) গত বছর থেকে terms & conditions was adopted.

শ্রীনরেশ রায়— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই পর্যান্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে যেসব কার্যাক্রম গ্রহণ করার কথা সেগুলির সমস্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ – (চীফ মিনিষ্টার) যতটা করার তা গ্রহণ করা হয়েছে ?

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma

Shri Abhiram Deb Barma —Starred Question No. 219

Shri S. L. Singh —Starred Question No. 219

প্রশ্ন

১। Kailashahar Town এর Flood Protection Bundটি আরও শক্তিশালী করার কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন কি ?

২। ইহা কি সত্য যে পয়তুর বাজার এলাকার বলুবাড়ী গত বছর জলে ডুবিয়া যায় ?

৩ যদি সত্য হয় তবে ঐ এলাকাকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইবে ?

উত্তর

১। ব্যাপারটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে।

২। হাঁ।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরে যেমন বলা হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— ইহা কি সত্য যে কৈলাশহরের সীমানায় পাকিস্তানের দিকে বাঁধ দেওয়ার ফলে এই বন্যার জল বৃদ্ধি পায় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) —Hon'ble Speaker Sir, I demand notice of it.

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Starred Question No. 226

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 226

প্রশ্ন

১। বন সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে বন আইন এবং ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে বর্ত্তমানে কোন মহকুমায় কত মামলা দায়ের আছে।

২। ইহার মধ্যে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে কত মামলা দায়ের আছে।

৩। ইহার মধ্যে জুম কাটা সম্পর্কে কত মামলা দায়ের আছে।

৪। এই সকল মামলা সরকার প্রত্যাহার করিবেন কি ?

উত্তর

		বন আইন	ভারতীয় দণ্ডবিধি	মোট
১।	বিলোনিয়া বিভাগ	৩৯	×	৩৯
	সাব্রুম ,,	১৭	×	১৭
	সদর ,,	৭৯	২	৮১
	সোনামুড়া ,,	১৪	১	১৫
	কৈলাসহর ,,	৩৪	×	৩৪
	ধর্মনগর ,,	৯৮	×	৯৮
	কমলপুর ,,	৯০	×	৯০
	খোয়াই ,,	৫২	×	৫২
	অমরপুর ,,	২৪	×	২৪
	উদয়পুর ,,	১৬৫	২	১৬৭
		৬১২	৫	৬১৭
২।	বিলোনিয়া বিভাগ	১৬	—	১৬
	সাব্রুম ,,	৯	—	৯
	সদর ,,	৪১	১	৪২
	সোনামুড়া ,,	৪	—	৪
	ধর্মনগর ,,	৫২	—	৫২
	কৈলাসহর ,,	২৪	—	২৪
	কমলপুর ,,	৬৫	—	৬৫
	খোয়াই ,,	৩৪	—	৩৪
	অমরপুর ,,	১১	—	১১
	উদয়পুর ,,	৩০	—	৩০
		২৮৬	১	২৮৭
৩।	বিলোনীয়া বিভাগ	—	—	৭
	সাব্রুম ,,	—	—	৮
	সদর ,,	—	—	৩৭
	সোনামুড়া ,,	—	—	৪
	কৈলাসহর ,,	—	—	২৬
	ধর্মনগর ,,	—	—	৮২
	কমলপুর ,,	—	—	৬৫
	খোয়াই ,,	—	—	২৬
	অমরপুর ,,	—	—	৬
	উদয়পুর ,,	—	—	২০
				২৮১

৪। ইহা মামলার অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কয়টি রিজার্ভ ফরেষ্ট সেটেল্‌মেন্ট অফিসার কর্তৃক ফাইনালাইজ্‌ড হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত লিষ্ট এখানে দাখিল করেছেন, তার মধ্যে কতটা কেস বে-কসুর খালাস পেয়েছে আর কতটা কেসে শাস্তি হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্নটা ছিল যে বর্তমানে কোন মহকুমায় কত মামলা দায়ের আছে, তার উত্তর আমি দিয়েছি।

Mr. Speaker— Shri Promode Rn. Dasgupta

Shri Promode Ranjan Dasgupta –Starred Question No. 323

Shri S. L. Singh—Starred question No. 323

QUESTION

1. Whether any representation from the Tripura Government has been made to the Central Government for extension of Railways upto Agartala in 1967-68 and 1968-69.

2. If so, results thereof.

ANSWER

1. Yes.

2. The Government of India intimated that due to the difficult ways and means position and the paramount need for maximum economy in expenditure, the chances for the construction of new lines in the Fourth Plan period were remote.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ত্রিপুরা সরকার থেকে কোন রিপ্রেজেন্টেশন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে ১৯৬৭-৬৮ বা ১৯৬৯-৭০ সালে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ - আমি বলেছি হ্যাঁ, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে সেন্ট্রাল রেলওয়ে মিনিষ্টার শ্রীপুনাচ্চা পার্লামেন্টে কোন বিবৃতি বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার থেকে আজ পর্যন্ত কোন রি-প্রেজেন্টেশন পাওয়া যায়নি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে আমরা রি-প্রেজেন্টেশন দিয়েছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে শ্রীপুনাচ্চা পার্লামেন্টে কোন ষ্টেটমেন্ট বা কোন কোয়েশ্চানের রিপ্লাই দিতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার থেকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট রেল লাইনের ব্যাপারে কোন রকম রি-প্রেজেন্টেশন পান নি, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দেওয়া হয়েছে, এখন যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে, আমি সেটা জানতে চাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ত্রিপুরাতে রেল লাইন এ্যাকসটেন্‌শানের ব্যাপারে আমরা শ্রীপাতিল এবং শ্রীপুনাচ্চার কাছে রি-প্রেজেন্ট করেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— তাহলে, কোন সনে করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে ভারত সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী মহোদয় পার্লামেন্টে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার থেকে রেল লাইনের ব্যাপারে কোন রকম রিপ্রেজেনটেশন ভারত সরকারের কাছে দেওয়া হয়নি ? মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে উনার বিবৃতিটা মিথ্যা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইহা পার্লামেন্টের ব্যাপার। সেখানে কোন মন্ত্রী কি বলেছেন, তা আমি অবগত নই, তবে এখানে বলতে চাই যে আমরা এই ব্যাপারে রিপ্রেজেন্‌টেশন দিয়েছি।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath

Shri Monoranjan Nath—Question No. 21

Shri S. L. Singh—Question No 21., Sir.

প্রশ্ন

ক) মনু-মনপুই রোডের কাজ কখন আরম্ভ হয় এবং কত মাইল রাস্তা হয়েছে এবং তন্মধ্যে কতটুকু জায়গায় মটর চলাচলের উপযুক্ত হয়েছে ?

খ) মনপুই ফুলডংসি রোডের কাজ কত মাইল হয়েছে ?

উত্তর

(ক ও খ) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 30

Shri S. L. Singh—Questions No. 30 Sir.

প্রশ্ন :—

(১) এবার কমলপুর বিভাগে আই. আর. এইচ ধানের চাষ কত একর জমিতে করা হয়েছে ? এ কাজে কৃষি দপ্তর হইতে চাষীদের কিভাবে সাহায্য করা হইয়াছে ?

(২) এই ধান চাষের ফলে জমিগুলিতে কি পরিমাণ ধান উৎপাদন হয়েছে ?

উত্তর :—

(১) এবং (২) আই. আর. এইচ নামে কোন ধান আছে বলিয়া জানা নাই। অবশ্য আই. আর-৮ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল ধান আছে। এই প্রকারের ধান গত আউস ও আমন মরশুমে কমলপুর মহকুমায় নিম্ন বর্ণিত রূপে ফলানো হইয়াছিল :—

আউস—	৬৭ একর (২৬.৯০ হেক্টার)
আমন—	২৩৭ একর (৯৫.১৮ হেক্টার)
মোট—	৩০৪ একর (১২২.০৮ হেক্টার)

বর্ত্তমান বোরো মরশুমে কমলপুর মহকুমায় মোট ২০ একর (৮.০০ হেক্টার) জমি আই, আর—৮ ধানের আওতায় আনা হইয়াছে।

আই, আর—৮ ধান চাষের জন্য কৃষকদেরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ সরবরাহ করা হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণ সার ও কীটঘ্ন ঔষধ সাবসিডি দিয়া সরবরাহ করা হয়। তাহাদিগকে এই ফসল চাষের সকল পর্য্যায়ে পালনীয় কার্যক্রম সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করা হইয়াছে।

ইহা অনুমান করা যায় যে, আউস ও আমন ফসলে মোট ৩০৪ একরে (১২২.০৮ হেক্টার) মোট ৩,০২,৮০০ কিলোগ্রাম (প্রায় ৮,০৯৫ মণ) আই, আর—৮ ধান উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে গড় উৎপাদনের পরিমাণ একর প্রতি ৯৯৫ কিলোগ্রাম (প্রায় ২৬ মণ ২৪ সের) অথবা হেক্টার প্রতি ২,৪৭৬ কিলোগ্রাম।

বর্ত্তমান বোরো ফসলে ফলানো আই, আর—৮ ধান এখনও কাটা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আধুনিক প্রথায় যে ধানের চাষ হয়, সেই ধানের নাম কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আই. আর. এইচ আছে, তাইচুং আছে, বোরো আছে, আমন আছে, সাই চিকণ আছে, মাই চিকণ আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কমলপুরে এই ধানের চাষ কত পরিমাণ জমিতে করা হয়েছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আউস-৬৭ একর, আমন-২৩৭ একর, অর্থাত মোট ৩০৪ একর জমিতে চাষ করা হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার : **শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল**।

শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :— কোশ্চেন নাম্বার ১২৪।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোশ্চেন নাম্বার ১২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৬৯ সনে অমরপুর, ডম্বুরনগর টি, ডি ও তেলিয়ামুড়া সি, ডি ব্লকে কত একর জমিতে বোরো ধানের চাষ করা হইয়াছে (ব্লক ভিত্তিক) ?

২। ১৯৬৮ ইং সনের তুলনায় উক্ত জমির পরিমাণ বেশী না কম ?

উত্তর

১। অমরপুর ব্লক— ৩,৫০০ একর (১,৪৪৫'৭৮ হেক্টার)

ডম্বুরনগর ব্লক— ৪০০ একর (১৬০'৬৪ হেক্টার)

তেলিয়ামুড়া ব্লক— ৫৩০ একর (২১২'৮৫ হেক্টার)

২। ১৯৬৮ ইং সনের তুলনায় ১৯৬৯ ইং সনে বোরো জমির পরিমাণ বেশী।

শ্রী নরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ১৯৬৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ঐ দুইটি ব্লকে যে পরিমাণ ফসল করা হয়েছিল, সেগুলি ঠিক ঠিক আছে কি না, না নষ্ট হয়ে গেছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—এখন ১৯৬৯ সন, ১৯৬৮সনের ধান এখন মাঠে থাকার কোন কারণ নেই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার প্রশ্নের মধ্যে আছে, আই. আর. এইট, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন এটা অস্বীকার করলেন আমি বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :-- আপনি বলছেন আপনার ওরিজিন্যাল কোশ্চানে আই, আর, এইট আছে ? আমি সেটা অফিসে দেখছি, দেখে আপনাকে জানাব।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে বোরো ফসলের কথা বলা হয়েছে, সেটা এখনও হারভেষ্টিং হয়নি, আমি সেই ধানের কথা বলছি। সেই ধান কি ঠিক ঠিক আছে, না নষ্ট হয়ে গেছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রী নরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই দুইট ব্লকে সম্ভাব্য কত পরিমাণ বোরো ফসল উৎপাদন হবে।

শ্রী এস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা এখন বলা সম্ভব নয়। কারণ ফ্লাডে সেই ধান নষ্ট হতে পারে, পেষ্ট আছে, তাতে ধান নষ্ট হতে পারে, ড্রাউট হতে পারে. কাজেই নানা অবস্থার উপর ধানের ফলন নির্ভরশীল, কাজেই সেটা এখন বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, এবারকার অনেক বোরো ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ?

শ্রী এস, এল সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু বৃষ্টি হয়েছে এবং আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে. অতএব ফসল ভাল হওয়ারই কথা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, এখন যে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে বোরো ফসল ভাল হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— আমি যতটুকু জানি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বৃষ্টিটিতে বোরো নষ্ট হয় নাই, এই বৃষ্টিটিতে বোরো ফসল ভাল হওয়ারই সম্ভাবনা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হল, এই যে এবার মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাস কোন বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ মাঠে চারাগুলি শুকিয়ে গেছে, কাজেই সেই বোরো ফসল আর ভাল হওয়ার কোন কারণ নাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই একটা প্লটে সেটা হতে পারে, আমি সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে এই বৃষ্টিতে বোরো ফসল আরো স্ট্রেংদেন হবে, নষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যেখানে বোরো ফসল করা হয়েছে, সেখানে কত এরীয়া ইরিগেটেড ?

শ্রী এস. এল. সিংহ – আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীনরেশ রায়— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই বোরো ফসল উৎপাদনের জন্য ব্লকগুলিতে কৃষককে কি কি সাহায্য করা হয়েছে।

শ্রী এস এল সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই একটা প্লটে সেটা হতে পারে, আমি সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে এই বৃষ্টিতে বোরো ফসল আরও স্ট্রেংদেন হবে, নষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যেখানে বোরো ফসল করা হয়েছে, সেখানে কত এরীয়া ইরিগেটেড ?

শ্রী এস. এল, সিংহ – আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীনরেশ রায়:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই বোরো ফসল উৎপাদনের জন্য ব্লকগুলিতে কৃষককে কি কি সাহায্য করা হয়েছে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অঘোর দেব বর্মার যে ওরিজিন্যাল কোশ্চেন সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, সেখানে লেখা আছে আই, আর, এইচ।

শ্রী এস এল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নে যাহাই থাকুক, আমি তার উত্তর দিয়েছি, কোন্ কোন্ জায়গায় কত ফসল হয়েছে।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Mr. speaker, Sir, question No. 302

প্রশ্ন :—	উত্তর :—
১) কৈলাশহর পূর্ব মাছলীর ও পশ্চিম মাছলীর রাস্তা ও পুলগুলি কি মেরামত করা প্রয়োজন ; ২) যদি প্রয়োজন হয় উহার কাজ কবে আরম্ভ হইবে ?	তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker :— Shri Bidya Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :— Question No. 240

Shri S. L. Singh —Mr. Speaker Sir, Question No. 240

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর—সত্তর মিঞার হাওরে বন্যা নিরোধের জন্য বাঁধ নির্মাণের একটা প্রকল্প কি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ; গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

২। ঐ বাঁধ নির্মাণের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, অগ্রসর না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ ;

৩। উহার নির্মাণ কার্যাকে সরকার গুরুত্ব দিবেন কি ?

উত্তর—

১। এবং ২। সত্তর মিঞার হাওরের বন্যা নিরোধের জন্য একটি বাঁধ, স্লুইস, হানা ও বাঘাছড়ার সংস্কার ইত্যাদির জন্য একটি প্রকল্প তৈরী করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি এখনও ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কাজটি এখনও আরম্ভ হয় নাই।

৩। সেই জন্যই স্থির করা হইয়াছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কবে পর্যন্ত ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া যেতে পারে ?

শ্রী এস. এল সিংহ :— অনুমোদন অপেক্ষাধীন আছে। অতএব যখন আসবে তখন সংগতির উপর নির্ভর করে সেটা দেখা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কবে ভারত সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য চাওয়া হয়েছিল ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বাঁধটা না হওয়ার ফলে তাদের ফসল নষ্ট হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— সেজন্য প্রকল্প করা হয়েছে এবং তাহা ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা : – আমার প্রশ্নটা হল এই যে বাঁধটা নির্মাণের আগে পর্য্যন্ত যাদের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ : – আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—**Shri Suresh Ch. Choudhury**

Shri Suresh Ch. Choudhury—Question No. 188

১। ১৯৬৯ ইং সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বিলোনীয়া বিভাগের কোন বীট অফিসে কত free permit দেওয়া হইয়াছে এবং কোন মাসে কত ?

১। **মুহুরীপুর রেঞ্জ**	জানুয়ারী '৬৯ ইং	ফেব্রুয়ারী '৬৯ ইং
মুহুরীপুর রেঞ্জ অফিস	—	৪০টি
মুহুরীপুর বীট অফিস	—	৫০টি
শ্রীকান্তবাড়ী বীট অফিস	—	২৩টি
বিলোনীয়া রেঞ্জ		
বিলোনীয়া রেঞ্জ অফিস	—	১৪৫টি
কাকুলীয়া সয়েল কনজারভেশন রেঞ্জ		
দেবদারু বীট অফিস	—	৫০টি
আভাঙ্গা বীট অফিস	—	৫০টি
ভারপ্রাপ্ত কার্যাকার মনিরাম বাড়ী সয়েল কনজারভেশন সেণ্টার	—	৫০টি
১। **রাজনগর রেঞ্জ**		
রাজনগর রেঞ্জ অফিস	—	২৫০টি
সিদ্ধিনগর বীট অফিস	—	১০০টি
আনন্দপুর বীট অফিস	—	৫০টি
অভয়া বীট অফিস	—	১০০টি
রাধানগর বীট অফিস	—	১০০টি
রাজামুড়া বীট অফিস	—	১৫০টি
শ্রীনগর রেঞ্জ		
রিস্তমুখ বীট অফিস	—	২৫০টি
নলুয়া বীট অফিস	—	২৫০টি

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী—মুহুরীপুর কাঞ্চুলিয়া দেবদারু বিট অফিসে এত কম সংখ্যক ফ্রি পারমিট দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—Most of the people submitted petitions for free permit in the last part of January, 1969 which were issued in the first week of February, 1969.

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী- এইসব বীট অফিসে আর কোন পিটিশন পেনডিং ছিল কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr Speaker—Shri Naresh Roy

Shri Naresh Roy—Question No. 208

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, Question No. 208

প্রশ্ন

১। চলতি বৎসরে চিলড্রেন্স পার্কের Exhibition এ কৃষি বিভাগের প্যাণ্ডেলে সারা ত্রিপুরা কৃষক সম্মেলনের যে চিত্রটা প্রদর্শিত হইয়াছিল—সেই সম্মেলন কখন ও কোথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। এ' সম্মেলনের উদ্যোক্তা কে বা কাহারা।

৩। উক্ত সম্মেলনে কৃষকদের উপস্থিতি সংখ্যা কত ছিল ?

৪। তার মধ্যে Tribal কত ছিল এবং Non-tribal এর সংখ্যা কত ?

৫। ঐ সম্মেলনে কৃষকদের মূল প্রস্তাবগুলি কি ছিল ?

উত্তর

১। উক্ত সম্মেলনের নাম ছিল 'Agricultural Symposium' উহা আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে বিগত ২৭শে জানুয়ারী ১৯৬৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২। উক্ত simposium কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উৎসবের অংগ হিসাবে আয়োজিত হইয়াছিল।

৩। ২০০ (আনুমানিক)

৪। উপজাতির সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০০ এবং উপজাতি ভিন্ন অন্য শ্রেণীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০০।

৫। উক্ত 'symposium' এ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়া আলোচনা হয়। কোনরূপ প্রস্তাব সরকারী ভাবে গৃহীত হয় নাই।

ক) উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্য চাষের কার্যক্রম এবং তাহার আনুসংগিক সমস্যা;

খ) টিলা জমিতে ফল চাষ বৃদ্ধি।

গ) রোগ ও পোকার আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা।

শ্রীনরেশ রায়— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এইরকম একটা সম্মেলন ডাকার আর কোন সম্ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল. সিংহ— সিম্পসিয়াম আমরা করি এবং তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সিম্পসিয়াম যত বেশী সংখ্যায় হয় ততই ভাল।

শ্রীনরেশ রায় ঃ— ১৯৬৯-৭০ সালে এই রকম কোন সিম্পোসিয়াম করা হবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে সেটা করা হয়।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন ঐ সম্মেলনে যে কৃষক যোগদান করেছিল তাদের কিভাবে সিলেক্ট করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker — Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath— Question No. 22

Shri S. L. Singh - Mr. Speaker, Sir, question No. 22

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর তিলথৈ পুরাতন রোড উপ্তাখালী পর্যান্ত সড়ক প্রশস্ত ও উচু করার এবং brick soling metalling করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

খ) যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে কখন হবে ?

উত্তর

ক) না।

খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— আমি প্রত্যেক রাস্তার-ই উন্নয়নের চিন্তা করি এবং আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে রাস্তার উন্নতি করা হচ্ছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তার দ্বারা ধর্মনগর দক্ষিণাঞ্চলের যাবতীয় রেশন এখানে আসে এবং বর্ষার সময়ে লোকজনও চলাফেরা করতে পারে না। সেজন্য অবিলম্বে এই দিকে দৃষ্টি দিবেন কি ?

শ্রী এস, এল সিংহ— ইহা আমি সম্যক অবগত আছি এবং দৃষ্টি দেব।

Mr. Speaker— Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury— Question No. 189.

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিভাগে এই পর্যান্ত কত একর ভূমিতে বিভিন্ন ধরণের plantation করা হইয়াছে এবং একর প্রতি কত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২। বর্ত্তমান জরিপ অনুসারে এই plantation ভুক্ত এলাকার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া বিভাগে এই পর্যান্ত মোট ৫৫৪১.৫৩ একর ভূমিতে বিভিন্ন ধরণের plantation করা হইয়াছে এবং একর প্রতি গড়ে ২৪১.০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২। ৫০৫৪.৮১ একর।

শ্রীনরেশ রায়— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমাজদ্রোহীদের দ্বারা কোন প্ল্যানটেশন নষ্ট হয়েছে কিনা ?

Shri S. L. Shing— I demand notice.

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 35

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, Question No. 35

Question

1. What is the total number of Scheduled Castes in Tripura upto 1968 December ?

2. Whether it is a fact that during the time of conference of Scheduled Castes Federation which was held in 1966 under the Chairmanship of Shri Benode Behari Das, the then Minister, Shri P. Das had declared that the total number of Scheduled Castes in Tripura was over four and half lakhs ?

Answer

1. Population of Scheduled Castes in Tripura is 1,19,725 according to 1961 Census. Population upto December, 1968 is not available

2. Not known to Government.

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেখানে ১৯৬৬ সালে সিডিউলড কাষ্টদের যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস, সেখানে বর্ত্তমানে যিনি মিনিষ্টার আছেন শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, তিনি কি করে ত্রিপুরাতে সিডিউল্ড কাস্টএর সংখ্যা ৪॥ লক্ষ বলে বক্তৃতা বা ঘোষনা করতে পারেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— স্যার, আই অলরেডি টোল্ড ইট।

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে তিনি নিজেও সেই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন ?

শ্রী এস এল সিংহ – আমার যতটুকু জানা আছে, আমি সেই সময়ে ঐ কনফারেন্সে ছিলাম কিনা সন্দেহ আছে।

Mr. Speaker— Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy - Starred Question No. 211

Shri S L. Singh—Starred question No. 211

প্রশ্ন

i) চতুর্থ পরিকল্পনায় ত্রিপুরার চাউল উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত ?

ii) ঐ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

iii) ঐ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে ত্রিপুরায় চাউলের যে চাহিদা আছে তাহার কতটুকু পূরণ হইবে ?

উত্তর

i) ২,৪৩,০০০ মেট্রিক টন।

ii) চাউল উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছিতে নিম্ন বর্ণীত ব্যবস্থা চতুর্থ পরিকল্পনায় করা হইয়াছে :—

১। সেচ এলাকার বৃদ্ধি।

২। বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সারের ব্যাপক ব্যবহার।

৩। ভূমি সংরক্ষণ কার্য্যের মাধ্যমে নূতন জমি চাষের আওতায় আনয়ণ।

৪। চাষযোগ্য পতিত ভূমি ও জলার পুনরুদ্ধার।

৫। উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যাপক ব্যবহার।

৬। নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রয়োগ।

৭। রোগ ও পোকার আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা।

৮। উন্নত ও যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতির অনুসরণের ব্যবস্থা।

iii) প্রায় শতকরা ৮৪ ভাগ।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় যে চাউলের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তা উৎপন্ন করতে যে ট্রাবল্‌স দেখা দিয়েছিল, চতুর্থ পরিকল্পনাকালেও সেই ট্রাবল্‌স দেখা দেওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে সরকার সেজন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চতুর্থ পরিকল্পনাকালে চাউল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন সেইগুলি হল এইরূপ :—

১) সেচ এলাকার বৃদ্ধি, ২) বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সারের ব্যাপক ব্যবহার

৩) ভূমি সংরক্ষণ কার্য্যের মাধ্যমে নূতন জমি চাষের আওতায় আনয়ণ, ৪) চাষযোগ্য পতিত ভূমি ও জলার পুনরুদ্ধার, ৫) উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যাপক ব্যবহার, ৬) নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রয়োগ, ৭) রোগ ও পোকার আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা এবং ৮) উন্নত ও যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় এই চাউলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর জন্য কৃষকদিগকে কি কি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—এই জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলি আমাদের বাজেটের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অতএব দফাওয়ারী আলোচনার সময়ে সেগুলি বিস্তারিত ভাবে বলা যাবে। আশা করব মাননীয় সদস্যগণ সেগুলি বাজেট থেকে দেখে নিবেন যে সেখানে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Starred Question No. 243

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 243

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর প্রত্যেকরায় ছড়ার উপর কালাছড়া বাজার, উপ্তাখালী ছড়ার উপর উপ্তাখালীতে পুল এবং দেউছড়ার উপর দেউছড়ার পুল তৈরীর কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে ?

২। উহা তৈরীর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

(১নং ও ২নং) প্রত্যেকরায় ছড়ার উপর একটি কাঠের শক্তপুল আছে। উপ্তাখালী ছড়ার উপর কাঠের শক্তপুল তৈরী করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা সত্বেও ঠিকাদার পাওয়া যায় নাই। পুল তৈরী করার চেষ্টা চলিতেছে। দেওছড়ার উপর পুল তৈরীর জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হইয়াছে এবং কাজ চলিতেছে।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Qnestion No. 303

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 303

প্রশ্ন

১। ১৯৬৬-৬৭, ৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ত্রিপুরায় ধান্য উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হয় কত এবং কার্য্যতঃ উৎপন্ন হয় কত ?

২। উৎপাদন যদি লক্ষ্যে পৌছিয়া না থাকে, তবে তাহার কারণ ?

৩। ধানের উৎপাদন এই হারে বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে ত্রিপুরার কত বৎসর লাগিবে ?

উত্তর

(১, ২ ও ৩ নং) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—The question hour is over. There is no unstarred questions for today. So, we are passing on to the next item.

There is one Calling Attention given notice of by Shri Sunil Chandra Dutta on 24th March, 1969, to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 27th March, 1969.

I would call on Hon'ble Minister in-charge of the Police Department to make a statement on :

"Devastating fire that broke out on Hariganga Basak Road near Melarmath on 22.3.69 and activity of the fire brigade".

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৩/৩/৬৯ তারিখে, প্রায় সাত ঘটিকায় হরিগঙ্গা বসাক রোডে, মেলার মাঠের কাছে জীবনলাল কুণ্ডুর একটা বাজে মালের দোকানে আগুন লাগে। ঘটনা থেকে যতটুকু জানা যায় সেটা হল যে একটা দেয়াশলাইর শলা একজন বিক্সাওয়ালা জ্বেলেছিল এবং সেটা একটা কেরোসীন তেলের টিনের উপর পড়ে যায় এবং তার থেকেই সেই আগুন লেগে যায়। জীবনলাল কুণ্ডু হলেন সেই দোকানের প্রোপ্রাইটার, তিনি যখন দেখলেন যে তেলে আগুন ধরে গেছে, তখন তিনি সেই টিনের মধ্যে লাথি দিতে চেষ্টা করেন এবং তারই ফলে আগুন ছড়িয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে এবং সেটা তার গায়েতেও লেগে যায় এবং উনার সমস্ত শরীর পুড়ে যায়। প্রথমে উনার দোকানে যারা ছিল, তারা সেটা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। পরে ফায়ার ব্রিগেডকে ডাক্তার নন্দীর বাড়ী থেকে ফোন করে জানান হয় ১৯'০০ আওয়ারে।

The fire brigade with their engines and appliances left the Station for the spot without loss of time and reached there at 1902 hours.

তারপর অগ্নিতে যখন দগ্ধ হতে থাকে, তখন তারা ফায়ার ইঞ্জিনের সাহায্যে অগ্নি নির্বাপন করতে চেষ্টা করে। They brought the fire under control after fighting for about 25 minutes, তারফলে আগুন অন্য জায়গাতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

One Station Officer, one sub-Officer, three drivers, three leading firemen and twelve firemen attended the call. Two water tenders, two portable pumps and eight delivery hoses had been engaged for fighting the fire.

The house where fire broke out was divided into three parts. One part was used as grocery shop by Shri Kundu, another part as Radio shop owned by Shri Subir Sen and the other part used as clothing shop by Shri Kumud Sarkar.

One fireman viz. Shri Mukunda Chakraborty sustained injury on his left eye during operation and was admitted into the G. B. Hospital. Shri Jibanlal

Kundu, proprietor of the house, who sustained serious burning injury was subsequently admitted into the G. B. Hospital. He died on the 26th March, 1969 at 0430 hours.

The approximate loss of property due to above fire incident is Rs. 45,000/-.

The House in which the shop of Shri Kundu was placed was not a pucca house and was full of inflammable items, like K. oil, vegetable oil, mustard oil and other perfumeries. It appears on enquiry that the Brigade was informed when the fire had reached the roof.

Shri Sunil Ch. Dutta :— On point of clarification—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী সেখানে পৌঁছার পর যান্ত্রিক গোলযোগে পনের মিনিট পর্যন্ত কাজ করতে পারেনি, এটা সত্য কি না ?

শ্রীএস, এল সিংহ :— আমি এখানে বলেছি যে ২৫ মিনিটে সেখানে অগ্নি নির্বাপন করা হয়েছে। যান্ত্রিক গোলযোগ পনের মিনিট হলে পরে, সেটা সম্ভবপর হতনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— On point of clarification :- ফায়ার বিগ্রেডকে খবর দেওয়ার পর, তার আসতে কত মিনিট সময় লেগেছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলেছি যে ১৯০০ আওয়ার্সে সেখানে খবর পৌঁছে, যখন আগুন ঘরের চালের উপর, তখন ইনফরমেশন সেখানে যায়। যখন ফায়ার বিগ্রেড পৌঁছে ডাক্তার নন্দীর বাড়ী থেকে ফোন পেয়ে, তখন সময় ছিল ১৯০২ আওয়ার্স।

Shri Sunil Ch. Dutta :—On point of clarification :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্টেটমেন্টে বলেছেন যে আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকার সম্পত্তি সেখানে বিনষ্ট হয়েছে। ২৫ মিনিটের মধ্যে সেই অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে। তার দ্বারা কত হাজার টাকার সম্পত্তি সেখানে রক্ষা হয়েছে বা কোন সম্পত্তি আদৌ সেখানে রক্ষা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— লস অব প্রপার্টি বলা হয়েছে ৪৫ হাজার টাকা। তার বাইরে আমি কিছু বলতে পারিনা। কতটুকু রক্ষিত হয়েছে সেটা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব।

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE.

Mr. Speaker :— Next Item in the list of Business is the Presentation of the Report of the Committee on Estimates.

I would call on Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman, Committee on Estimates to proceed to present before the House Fifth Report of the Commitee on Estimates.

Shri Sunil Ch. Dutta— I, the Chairman of the Committee on Estimates, having been authorised by the Committee to submit the Fifth Report of the Committee on Estimates to the House on its behalf, present this report of the Committee on Estimates on the Excise and Survey and Settlement Departments for the year 1968-69 and action taken by the Government on the First, Second and Third Report.

Mr. Speaker -- I would request the Hon'ble members to collect their copies of 5th Report from the Notice office.

GOVERNMENT BUSINESS (Financial)

Voting on Demonds for Grants fer 1969—70

Mr Speaker - Now I am passing on to the next item. Government Business (financial), Voting on Demands Grants for 1 69—70.

To day in the List of Business 10 Demands viz :--Demand Nos-12-Police, 15-Medical, 16-Public Health, 36-Capital Outlay on Improvement of Public Health, 1-Taxes on Income, Other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax, 3—State Excise Duties, 4 Taxes on Vehicles, 5-Other Taxes and Duties, 6-Stamps and 7-Registration Fees are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos 15, 16 & 36—together, Demand Nos 1, 3, 4 & 5 --together and Demand Nos 6 & 7 together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 12—Police.

Shri Krishnadas Bhattacharjee – Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,30,58,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 12—Police.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ ডিমাণ্ডে ১,৩০,৫৮,০০০ টাকা আমরা চেয়েছি। এর আগের বছরে অরিজিন্যাল ডিমাণ্ডে ছিল ১,৩৯,০০,০০০ টাকা। কিন্তু এবার আমরা চেয়েছি ১,৩০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ৯ লক্ষ টাকা এবার কম চেয়েছি। আমাদের ইন্টারন্যাল সিকিউরিটির জন্য বিশেষভাবে পুলিশ বাজেটের যে একটা বড় অংশ দরকার বর্ডার ষ্টেট বলে, শুধু বর্ডার রক্ষার জন্য নয়, বর্ডারে বিভিন্ন রকম ক্রাইম লেগেই থাকে। সেজন্য শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ প্রয়োজন। আমাদের মাননীয় সদস্যরা প্রায়ই বলে থাকেন যে পি, এ, সি প্রভৃতি এনে এতগুলি টাকা তাদের না দিয়ে আমাদের এখানে যে ছেলেরা আছে তাদের পুলিশে নিতে আপত্তি কি? সেই দিক থেকে আমাদের একটা ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরাতে রেজ্ করতে পারবে এবং সেই ব্যাটালিয়নটা রেজ্ করলে বাইরে থেকে আমাদের পুলিশ কম আনতে হবে এবং এই জন্য দুই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই অনুমতি দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে। সুতরাং আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker—Now there are as many as six cut motions on this demand. I would request the Hon'ble Member Shri Aghore Deb Bharma to move his cut motions.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন ১,৩৯,০০,০০০ টাকা। কিন্তু রিভাইজড বাজেটে ১,১৫,১৪,০০০ টাকা আর এবার হয়েছে ১,৩০,০০,০০০ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—রিভাইজড বাজেটে যে টাকাটা বেড়েছে সেটা বি, এম, পি, এবং পি, এ, সি বিলের টাকা দিতে হয়েছে। তাদের অনেক অ্যারিয়ার ছিল। সেগুলির বিল না পাওয়াতে আমরা অ্যাডজাষ্টমেন্ট করতে পারিনি। সেজন্য বিশেষ করে রিভাইজড বাজেটে টাকাটা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—যাই হোক, আফটার অল ইট ইজ এ পুলিশ বাজেট। এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কতগুলি কাট মোশন এনেছি। সেগুলি সম্পর্কে আমি দুই এক কথা বলবার চেষ্টা করছি।

এখানে বাজেট স্পীচ যখন দেওয়া হয়, লাষ্ট ইয়ারের বাজেটের মধ্যে দেখেছি সেখানে পুলিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ডিউরিং ১৯৬৪ দেয়ার ওয়াজ স্লাইট ইনক্রিজ ইন দি নাম্বার অব ক্রাইমস্। আমি ডিটেলস্এ যাচ্ছি না। সমস্ত ফিগার দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯তে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ যে বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যেই মোটামোটি ফিগার দেওয়া আছে। অর্থাৎ অপরাধমূলক কাজগুলি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি দিনের পর দিন বাড়ছে। এই কথাটা বাজেটে কম বেশী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই পুলিশে টাকা রাখা দরকার, তাছাড়া ত্রিপুরার তিন দিকে পাকিস্তান বর্ডার, তাকে সুরক্ষার জন্যই এই বাজেটে টাকা দরকার এই কথাটা বলা থাকে। কিন্তু এবার বুদ্ধিমানের মত আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টার সুন্দরভাবে এই কথাগুলি বাদ দিয়ে গিয়াছেন। অর্থাৎ বছর বছর যে ভিত্তিতে পুলিশ বাজেটের উপর বক্তৃতা দেওয়া হয়—

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন। ক্রাইম বেড়েছে কি বাড়েনি সেটা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তারা পেয়ে যান। সেজন্য সেটা স্পীসে উল্লেখ করা হয়নি। সেটা তারা জানেন।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা — তাতো জানিই। কিন্তু পুলিশ কেন দরকার ? শান্তি রক্ষা, বর্ডার রক্ষা, এই সমস্ত কারণে পুলিশ দরকার হয়েছে বলা হয়েছে। এবারও যেভাবে নাম্বার অব ক্রাইমস হাজার হাজার ইনক্রিজ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর দিয়েছেন। গতবার ছিল দুই হাজার, এবার তিন হাজার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— মাননীয় স্পীকার, স্যার, হাজার হাজার বাড়ছে এটা কারেক্ট নয়। ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলী ইনকারেক্ট। ইট শুড বি এক্সপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস। যদি ফিগার চান তাহলে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি উত্তরের সময় সেটা বলবেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— রেসপনসিবল মেম্বার যে ষ্টেটমেন্টটা করবেন ইট মাষ্ট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট প্রুফ।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আপনি তাঁকে ষ্টেটমেন্ট প্রুভ করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— বেশ আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি উনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট হাজার হাজার যে বাড়ছে সেটা প্রুভ করুন।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা— বছরের পর বছর যে বাড়ছে সেটা আমি বলেছি। ক্রাইমগুলি সংগে সংগে বাড়ছে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি হাজার হাজার ক্রাইম বেড়েছে বলেছেন। সুতরাং আপনি তথ্য দিতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— বাড়ছে এটা তাঁর স্বীকৃতির মধ্যে আছে। পুলিশ বাড়ানো দরকার, কিন্তু সংগে সংগে ক্রাইমস্ কমেনি।

মিঃ স্পীকার— সংগে সংগে বেড়েছে বলেন নি। আপনি বলেছেন হাজার হাজার বেড়েছে।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা— সেটা কথা প্রসঙ্গে এসেছে। কিন্তু বাড়ছে এই কথাটা সত্যি। কাজেই যদি তাঁরা চান তাহলে আমি ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাত্র গত এক মাসের ঘটনার কথা বলছি। সেটা হল রাঙ্গামাটি গ্রামের সুধীর চন্দ্র দেববর্ম্মা, তার দুইটি গরু চুরি হয়েছে, তারপর রাজেন্দ্র কুমার দেববর্মা, তার দুইটি গরু পাচার হয়েছে, বঙ্গরাই দেববর্মা তার ১টি গরু, রাজেন্দ্র দত্ত তার ৬টি গরু, চন্দ্র কুমার তার ১০টি গরু, জিতেন্দ্র তার ২টি, সুরেশ দেববর্মার তার ১টি, চাঁন মোহন দেব বর্মার ৩টি গরু। এই গ্রামটা হল লালসিং মূড়ার দক্ষিণ এলাকায় অবস্থিত। এইভাবে সিধাই, মোহনপুর, সাবরুম থেকে বিলোনীয়া পর্য্যন্ত সমস্ত এলাকায় মাসে প্রায় হাজারের মত গরু চুরি বা পাচার হয়ে যায়, সেখানে হাজার কেন, তারও বেশী হতে পারে। উনারা সেটা অস্বীকার করতে পারেন, কেননা উনারা বলবেন এই সব গরু চুরির কোন সংবাদ ঐ অঞ্চলের থানাগুলির মধ্যে রেকর্ড করানো হয়নি। কিন্তু আমি বলব সেখানকার লোকেরা রেকর্ড করাবে কি করে? থানায় ডায়রী ইত্যাদি হলে তো কিছু দিতে হবে, আর দিয়ে যদি করানো হয় তাহলে ঐ ডায়রী কাগজ পত্রেই থাকবে, তারা আর তাদের গরু ফিরে পাবে না, বা তার জন্য সরকার থেকে যে কিছু করণীয় সেটাও তারা কিছুই দেখতে পারে না। এই রকম অনেক ঘটনা সেখানে আছে, তারা গরু চুরির ডায়রী থানায় করেও কোন লাভ তাদের হয়নি। তাই তাদের যদি গরু চুরি যায় তাহলে প্রথমে তারা খুঁজাখুঁজি করে আশে পাশে কোথাও পাওয়া যায় কিনা, না পেলে তাদের আর কিছুই করার থাকে না। কাজেই হাজার কথাটা নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চেলেঞ্জ জানাচ্ছেন এটা ঠিক নয়। ঠিক বেঠিক সেটা জায়গাতে গিয়ে খোঁজ নিলেই পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমি শুধু একটা গ্রামের কথাই তুলে ধরেছি, তাতে অন্যান্য অঞ্চলের যে কি অবস্থা সেটা অনুভব করতে কারো কোন দ্বিধা থাকার কথা নয় তাই আমি বলছি যে সীমনা থেকে মোহনপুর এবং সাবরুম থেকে বিলোনীয়া এই সমস্ত বর্ডারের মধ্যে যেভাবে গরু চুরি, গরু পাচার, লুটতরাজ চলছে সেটা রীতিমত ওয়ান কাইণ্ডস অব ক্রাইম এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এখানে যে পুলিশ বাজেটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং এই পুলিশ বাহিনীর দ্বারা আমাদের যে বর্ডার রয়েছে তাকে সুরক্ষিত করতে হবে, এটা অবশ্য কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু কার্য্যতঃ কি আমরা সেটা দেখতে পাই? পাই না বলেই আমাদের এবং জনসাধারণের অভিযোগ যে এই পুলিশকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাখা হয়েছে যাতে করে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত হয়, অথচ তাদের দ্বারা সেটা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

এই গত ৩১শে জানুয়ারীর একটা ঘটনার কথাই আমি বলছি, সেটা হচ্ছে এই সীমান্ত গ্রাম দুর্গাপুর, সেখানে সেখানকার বাসিন্দা কয়েকজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক এক জায়গাতে বসে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছিল। হঠাৎ করে কিছু না বলেই কয়েকজন বি, এস, পি সিপাহী সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর মারপিঠ আরম্ভ করলো।

(এ ভয়েস অব রুলিং পার্টি—কোথাকার কথা বলছেন ?)

বল্লাম তো সোনামুড়া বিভাগের দুর্গাপুর গ্রাম—আর ঘটনা হয়েছিল ৩১শে জানুয়ারী। তাদের অপরাধটা হল তারা মুসলমান, আর মুসলমান হলেই বি, এস, পিরা বুঝে যে তারা সবাই পাকিস্তানী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে সীমান্তে বসবাসকারী মুসলমানদের উপরে এই বি, এস, পিরা অত্যাচার চালাচ্ছে। শুধু মুসলমান কেন, হিন্দুদের উপরেও এভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচার হয়ে থাকে। এই কিছুদিন আগে দুর্গাপুর গ্রামের এক হিন্দু কৃষক, সে যখন পাট নিয়ে ঐ দুর্গাপুর বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে বি, এস, পিরা তাকে ধরে বেশ মারপিঠ করেছিল। এই ভাবে হামেশাই আমাদের সীমান্ত গ্রামগুলিতে একটা না একটা ঘটনা হচ্ছে। আর একটা ঘটনার কথা আমি বলছি যে বক্সনগরের শ্রীনগেন্দ্র লাল যখন তার জমিতে পাট তুলছিল, তখন এই বি, এস, পিরা সেখানে হঠাৎ করে গিয়ে তার উপরে মারধোর সুরু করল। আর এই সোনামুড়া বিভাগের মধ্যে যাত্রাপুর থানার কাছে বিরামপুর গ্রামে বিয়ের ব্যাপারে সম্ভবতঃ সেখানে একটা গরু জবাই হয়েছিল, বি, এস, পিরা সেখানে সেই বাড়ীতে গিয়ে লোকজনদের মারধোর করেছে এবং হৈ চৈ করেছে। আমি শুনেছি যে আমাদের বর্ত্তমান ডিপুটি মিনিষ্টার সেই ঘটনাস্থলে গিয়ে এই সব ব্যাপারে জেনেশুনে নাকি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম করেছিলেন। তারপরে সেটার কি হয়েছে না হয়েছে, আমি আর জানি না। আমার বক্তব্য হলো আমাদের এই সীমান্তকে সুরক্ষিত করার জন্য, গরু চুরি এবং গরু পাচার বন্ধ করার জন্য, জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য এই পুলিশ বাহিনীকে রাখা হয়েছে এবং তাদের জন্য প্রতি বছরই লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের যে কর্ত্তব্য সেটা তারা করছে না। খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, আমাদের এসেম্বলী হওয়ার সময়ে সোনামুড়াতে একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে নাকি সন্তানের মাকে পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে গেছে। কৈ সেখানে তো আমাদের এই রক্ষী বাহিনী সেখানকার জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারেনি।

Interruption

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — আমি যে আলোচনা করতে পারব না, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পিকার— আপনি উনাকে আলোচনা করতে দিন, উনার আলোচনার মধ্যে যদি কোন চার্জ থাকে, তাহলে আপনি সেই চার্জগুলির উত্তর পরে দিতে পারবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে কথাটা আমি বলছিলাম যে আমাদের পুলিশকে কিসের জন্য রাখতে হচ্ছে আর পুলিশের জন্য বাজেটের মধ্যে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যেসব ঘটনাগুলি ঘটছে, সেটা যদি বিচার করে দেখি তাহলে দেখব যে দিনের পর দিন ক্রাইমের

সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। এবং জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা ঠিক ঠিকমত রক্ষিত হচ্ছে না। জনসাধারণ আজকে সব ব্যাপারেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। এই কিছুদিন আগে সদরের দক্ষিণাঞ্চলে এবং কি বর্ডার, কি ইনটেরিয়র এরিয়া সব জায়গাতেই হামেশাই একটা না একটা ডাকাতির সংবাদ শুনা গিয়েছিল। কিন্তু আজকে যে পারপাসের জন্য আমাদের দেশের ভিতরে ও সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে, প্রকৃতপক্ষে সেটা তাদের দ্বারা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সামগ্রিক ভাবে যে ল এণ্ড অর্ডার বজায় থাকার কথা, সেটা না হয়ে দিনের পর দিন সেটা ডিটারিয়রেট করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল ওয়ারঙ্গ বাড়ীতে জালান দেব বর্ম্মার বাড়ীতে যখন ডাকাতি হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুনলে অবাক হবেন যে তখন সেখানে এমন কি আমাদের দুইজন আর্মড কনষ্টেবল পর্যন্ত ঐ ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল। সেখানে ঐ কনষ্টেবল দুইজন ধরা পড়ে এবং প্রায় ৯/১০ মাস হাজত বাস করতে হয়েছিল। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে পুলিশের জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরেছি, তাদের কর্ত্তব্য হল জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা, আজ সেই পুলিশ পর্য্যন্ত উইথ রাইফেল এণ্ড ইউনিফর্ম সেখানে ডাকাতি করছে। অবশ্য বর্ত্তমানে তাদের সম্পর্কে একটা কেস পেণ্ডিং আছে, সেজন্য আমি আর ইনডিটেইলসে যাচ্ছি না।

গরু মহিষ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সেখানে পাকিস্তানীরা নিয়ে যাচ্ছে। আর একটা ঘটনা শুনলাম, সেটা হল এই সদর মহকুমার চরিলাম থেকে একটু দূরে সোনামুড়া বিভাগের মধ্যে মরশুম বাড়ী থেকে নাকি একটা মেয়েকে পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে গেছে। এই ভাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্রত্যেকটি সীমান্তের মানুষেরা আজকে একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। সেই দিক দিয়ে যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে আজকে বর্ডার রক্ষার নামে, জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এই বি,এস, পি,পি,এ,সি, রেখে এবং আরও কত কিছু আনা হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণের কোন কিছুই রক্ষা করা হচ্ছে না। হচ্ছে না বলব আমি এই জন্য যে আজকে যেভাবে হাজার হাজার গরু বাছুর ঐ সীমান্ত অঞ্চল থেকে চুরি বা পাচার হয়ে যাচ্ছে তাতে পুলিশের যা করণীয় তারা সেটা মোটেই করছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব কারণেই আজকে গোসম্পদ থেকে ধনসম্পদ এবং মানুষের নিরাপত্তা সেখানে বিশেষভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এজন্য যে যেখানে মানুষকে পর্য্যন্ত পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের এই পুলিশ বাহিনী তাদের রক্ষার জন্য কিছুই করতে পারছে না। অনেকগুলি ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, তিনি এখানে অনেকগুলি কাট মোশান এনেছেন। তার মধ্যে একটা হল 'disapproval of policy for raising of an Armed Police Battalian' আর একটা হল বাহির থেকে পুলিশ এনে এখানে প্রচুর খরচ করা হয় কিন্তু ত্রিপুরার

ছেলেদের নিয়োগ করা হয় না। এখানে তিনি দুইটি কনট্রাডিক্টরী কাট মোশান রেখেছেন। অতএব ইট ইজ কনট্রাডিক্টরী একরডিং টু হিজ ওন ষ্টেটমেন্ট। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে স্যার ?

Mr. Speaker -- That is permissible. Mr. Deb Barma you please go on.

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা - স্যার, আমার অনেক কাট মোশান আছে, আমি একটা একটা করে সবগুলি আলোচনা করছি এবং আমার বক্তব্য আমি রাখতে চাইছি। কিন্তু আমি আমার কাট মোশানের উপর আলোচনা করতে পারব কি পারব না সেটা স্পীকার মহোদয় ঠিক করবেন। মন্ত্রী মহোদয় কি করে বলতে পারেন ?

অবশ্য কেসটা এখন পেণ্ডিং আছে, কাজেই আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, শুধু ঘটনাটা বলে যাচ্ছি। আমার মূল বক্তব্যটা কি ? আমি আমার কাট মোশানে এখানে বলেছি যে -the Demand be reduced to Re. 1/- to represent—"Disapproval of Policy for raising of an Armed Police Battalion." কেন আমি একথা বলছি ? তার কারণ হচ্ছে এখন যে ফোর্স আছে, সেটা কি কম ? আজকে যদি এটা হোত যে বাইরে থেকে যা আনা হয়েছে, সেটা কমিয়ে এখান থেকে, লোক্যাল ছেলেদের মধ্য থেকে আমরা রিক্রুট করব, তাহলে এই বাজেটের মধ্যে একথা বলতে হবে যে বাইরে থেকে যে বি, এম, পি, পি, এ, সি এণ্ড আদার যে সমস্ত ব্যাটেলিয়ন আছে, তার একটা অংশ বাদ দিয়ে সেই জায়গায় আমরা আমাদের এখানকার ছেলেদের দিয়ে এ্যাডজাস্ট করব। যারা আছে তারা আছেই, তাদের কোন অংশ বাদ দেওয়া হচ্ছে না। এটা হচ্ছে তাদের অতিরিক্ত। কাজেই আমি যা বলেছি, তা ঠিকই বলেছি। আজকে আমরা সাব্রুম থেকে ধর্মনগর, এমন কি আগরতলা শহরে পর্যান্ত দেখছি বেকার। তারা যেকোন কাজ করতে চায়, কিন্তু আমরা তাদের কাজ দিতে পারছিনা। ১৮,৫০০ এর উপর শুধু রেজিস্টার্ড বেকার, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, আর বাইরে আরও যা বেকার আছে তাদের সংখ্যার কোন সীমা নেই। কাজেই যদি এখান থেকে লোক নিয়োগ করা যেত, তাহলে অন্ততঃ কিছু লোককে আমরা কর্মসংস্থান করে দিতে পারতাম। সেকথা কি আমি অন্যায় বলেছি ? এই লক্ষ টাকা আরম স্যাঙ্কশান হওয়া মানে আরেকটা ব্যাটেলিয়ন আমরা করব। কেন, যারা বাইরের লোক আছে তাদের বাদ দিয়ে এখানকার লোক কাজে লাগাও, না তা করবেনা। কাজেই আজকে ত্রিপুরারাজ্যের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি, কি দেখব ? তারা মুখে বলছেন যে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুলিশ ফোর্স দরকার। কিন্তু সংগে সংগে কার্যক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে এই পুলিশ ফোর্স দ্বারা শান্তি নিরাপত্তাতো রক্ষা হচ্ছেই না, বরং বিঘ্নিত হচ্ছে। দিনের পর দিন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গরু চুরি ইত্যাদি বাড়ছে। কাজেই আমি বলছি এটার দরকার নেই। এই টাকাটা যদি ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্কসের মধ্যে, অর্থাৎ আজকে এই ২ লক্ষ টাকা যদি এগ্রিকালচার খাতে, ইরিগেশান খারপাসে, ছড়ায় বাঁধ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে কিছু মানুষ সেখানে লেবারের কাজও করতে পারত, আমাদের কৃষকদেরও উপকারে আসত, এবং আমাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে

আমাদের সহায়ক হত। অন্যান্য দেশে যেমন রাশিয়ায় আমরা দেখতে পাই যে আর্মিরা ফসল ফলানোর মাঝে, কনষ্ট্রাকশানএর ব্যাপারে বিভিন্ন কো-অপরেটিভ কার্য করে, এইসব কাজে সহায়তা করে থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে সেইরকম কোন পদ্ধতি নেই। কাজেই এই দুলক্ষ টাকা যদি অন্যান্য ডেভলাপমেন্ট খাতে ব্যয়িত হত, তাহলে আমি মনে করি দেশের উন্নতির সহায়ক হোত। কাজেই আমি এখানে এই কাট মোশান রেখেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যদি বলি পুলিশ কাদের জন্য? পুলিশ হচ্ছে বড় বড় জোতদারকে রক্ষা করার জন্য, চোরাকারবারীদের রক্ষা করার জন্য এবং দেশের ব্লেকমার্কেটিয়ারদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ দরকার এবং দরকার মন্ত্রীদের রক্ষা করার জন্য। আমি একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে একথা প্রমাণ করতে চাইছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না। ঘটনাটি হচ্ছে সুইলা মগ নামে একজন কৃষক প্রজা, সি, সি, বরাবরে একটা দরখাস্ত করেছে, কেন? কারণ হচ্ছে এই কৃষক প্রজা আজ প্রায় ২০/২২ বছর যাবত একটা জায়গা আবাদ করে আসছে। কিন্তু অজু মগ নামে একজন প্রভাবশালী ব্যাক্তি টাকা পয়সার তার অভাব নাই, কাজেই সার্ভে সেটলমেন্ট অপারেশন যখন হল, তখন তার সেই জমি, তার আমগাছ, কাঁঠালগাছ, বহু ফলের গাছ সহ, সেই জায়গাটা জুলুম করে পুলিশ দিয়ে তাকে সেই জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হল। আমরা কথায় কথায় বলি যে কৃষক রায়তদের জমি দিতে হবে, ভূমিহীনদের জমি দিতে হবে, আইনেও সেটা আছে, কিন্তু কার্যত কি হল, জোতদার, থানা পুলিশ দিয়ে এই কৃষক রায়তকে তার ২০/২২ বছর আবাদ করা জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিল, এই হচ্ছে অবস্থা। সে বহু আবেদন, নিবেদন করেছে, থানার কাছে, হাকিমের কাছে। আমার বাড়ীঘর এটা যে, যদি প্রমাণ চাও তাহলে আমি দেখাতে পারি যে আমি এই জায়গা আবাদ করেছি কি না। কিন্তু কার কথা কে শোনে। এক তরফা পুলিশ দিয়ে তাকে অজু মগ সেই জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে দিল, ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা সেটা, সমস্ত নন-ট্রাইবেলদের কাছে টাকা নিয়ে বিক্রী করে সেখানে বসিয়ে দিল। কাবো সাহায্যে পুলিশ আসে, না ধনীদের সাহায্যে এই পুলিশ আসে। কাজেই আজকে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, ধান-চাউলএর দাম বাড়ছে, মানুষকে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই ফ্লাডে বছরের পর বছর সমস্ত জমি নষ্ট হয়ে যায়, ফসল নষ্ট করে। অর্থাৎ দিনের পর দিন সমস্যা বাড়ছে, একটা সমস্যাও সমাধানের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু ক্ষমতার গদির মধ্যে তারা আঁকড়ে বসে থাকবেন। আর আজকে যত দোষ, নন্দ ঘোষ। যদি কেউ খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন করে, তাহলে পুলিশ দিয়ে তাদের গুলিগালা দিয়ে স্যাবটেজ করা হবে, তাদের দমন করা হবে, কাজেই জনসাধারণের ন্যায্য দাবী থেকে পুলিশ দিয়ে বঞ্চিত করার জন্য এই পুলিশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে আজকে চা বাগানের হাজার হাজার শ্রমিক উপবাস, তাদের ডেইলি ওয়েজ দিতে পারছেনা এই ভাবে আজকে দিনের পর দিন অর্থ সংকট ঘনিভূত হচ্ছে। বিভিন্ন কর্মচারী সমিতি, স্বর্ণশিল্পী, শ্রমশিল্পী, একটার পর একটা বাঁচার জন্য আন্দোলন করবে। সেই আন্দোলনকে দমাতে হবে, তারই জন্য আজকে পুলিশ বাজেট বাড়ানো হচ্ছে। তাতপর্য: জনসাধারণের

শান্তি নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোন কাজ করা হচ্ছে না। দিনের পর দিন জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা আমি বলব। আমি শুনেছি, ত্রিপুরার আর্মড পুলিশ ফোর্স গঠন সম্পর্কে যে ট্রাইবেলদের প্রতি বিমাত্রিসুলভ ব্যবহার করা হয়, এটা আজকে নূতন কথা নয়। এই ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের নজরে নেওয়ার পর, সেখান থেকে ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শান দেওয়া হয়েছে যে তাদের যে কোটা, সেই কোটা অনুসারে ট্রাইবেলদের নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু সেই কোটা পূর্ণ করা হচ্ছে না। তার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যে, পুলিশের জন্য লোক চাওয়া হচ্ছে এবং কেন্দ্রের লেখা অনুসারে ট্রাইবেলদের বাদে যদি লোক নিতে হয়, তাহলে কেন্দ্রের পারমিশন নিতে হবে। কাজেই কয়েক মাস সেই লোক নেওয়া স্থগিত রাখা হল, এবং পরে কেন্দ্রকে জানান হল যে মেট্রিকুলেট বা প্রিইউনিভারসিটি পাশ, এই যোগ্যতার লোক ট্রাইবেলদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব অন্য লোক যাতে নেওয়া যায় তার জন্য পারমিশন চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে একটা লিষ্ট দিচ্ছি, যারা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বসে আছে, তাদের নাম, ধাম, ঠিকানা ইত্যাদি এর মধ্যে আছে। এখানে ১৬ জন লোক আছে, আমি ডিটেলস পড়ছি না, তারা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে তাদের নাম রেজিষ্ট্রী করেছে। তাদের নাম যদি না পাঠান হয়, তাহলে তাদের ইণ্টারভিউ নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। অনেকগুলি নাম আমি বলতে পারি। এই জায়গার মধ্যে আছে ১০ জন। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। সমস্ত নাম ধাম পাড়ার ঠিকানা আছে। তারা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করেছে। তারা যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি না করে তাহলে তারা ইণ্টারভিউ পাবেনা, নেওয়া হয় একটা ফর শো। আগেই সমস্ত ঠিক হয়ে থাকে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জকে বলে দেওয়া হয় যে এই নামগুলি আপনার পাঠান। এই ভাবে অন্যরা ডিপ্রাইভ হয়। তার পরে যে ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন আসল সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে যে আর্মড টি, এ, পি, বা হোমগার্ড করতে হবে তখন ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। তারা কেউ হোমগার্ড কেউ টি, এ, পি,কে ভর্তি হতে চেষ্টা করল। আমাদের অ্যাসেম্বলীর মধ্যে মাননীয় সদস্য একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে হোমগার্ডদের নাকি মারপিট করেছিল। এই প্রশ্ন আমি হাউসের মধ্যে করিনি। এই প্রশ্ন এখানে উঠেছিল। অর্থাৎ এইভাবে ইনহিউম্যান টর্চার তাদের উপর করা হয়েছিল। এই কথা যে বলবে সেই সাম্প্রদায়িক। কারণ সরকার ধর্মনিরপেক্ষ। প্রশ্নটা যিনি করেছিলেন তিনি না করে যদি আমি করতাম তা হলে আমি সাম্প্রদায়িক হতাম। এই রকম ঘটনা বহু আছে জানি। কিন্তু তথাপি তারা বাঁচতে চায়। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও অনেক ঘটনা আছে। ত্রিপুরায় বহু লোককে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। ভাল চাকুরী নাই দিল কিন্তু পুলিশ বা আর্মড কনষ্টেবল এইসব চাকরী দিতেও কি রকম একটা কার্পণ্য বোধ আছে। ন্যাশন্যাল ইনটিগ্রেশন না হলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থাকে না। আর একটা হচ্ছে বি, এস, এফ। তাদের একটা রেশন দেওয়া হয়, টি, এ, বিল দেওয়া হয়। এই ডিসক্রিমিনেশন কিসের জন্য? যদি দিতে হয় তাহলে সব পুলিশকেই দাও। তা ছাড়া অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের মধ্যেও ডিসক্রিমিনেশন। এই ডিসক্রিমিনেশন

ডিস্‌ক্রিমিনেশন কিসের জন্য। কাজেই এই অবস্থা চলা উচিত নয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না। মোটামুটিভাবে পুলিশ বাজেট যা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার কাট মোশানে বলেছি।

আর একটা আছে পারচেজ অব আর্মস অ্যাণ্ড অ্যামুনেশনস। কিন্তু এটা কার জন্য এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা আছে। এই বাবদে ১৬ লক্ষ টাকা ধরা আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে লাভ দিয়ে, বক দিয়ে মানুষের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। কাজেই যদি সরকারের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্ত্তন না হয়, আজকে যদি কেহ আন্দোলন করে তাহলে তাদের গুলি দিয়ে, লাঠির আঘাত দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আইন অমান্য আন্দোলন করছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু এই নিরস্ত্র জনতার উপরও লাঠি পেটা করা হয়েছিল, অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আয়ুব খাঁর যে অবস্থা হয়েছে তাদেরও সেই অবস্থা হবে। আজকে পুলিশ দিয়ে মানুষকে দমানো যাবে না। ৮ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটি টাকাই যদি পুলিশের জন্য রাখা হয় তাহলে কি খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে? আর স্মাংক্লার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কেন তারা দমন করে না স্মাংক্লারকে? আমি এই কথা বলি না যে ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ অকর্ম্মন্য। কিন্তু তারা দমন করে না কেন? কারণ যদি তা করা হয় তাহলে সমস্ত উদ্‌ঘাটন হয়ে পড়বে। তাদের আসল রূপ ধরা পড়ে যাবে। বেশ কয়েক বছর আগেও ভি, বি. পন্থ বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে আর বাইরের লোক আনা যাবে না। তখন ছিল ৭ লক্ষ কি আট লক্ষ। আর এখন ১৭ লক্ষ। কিন্তু এখন এতগুলি লোক কি করে ধরল? এই কথা যখন বলা হয় তখন তুমি সাম্প্রদায়িক। সেপারিটিস্ট আর ধেবর কমিশন যখন পঞ্চম অপশীলের রিকমেনডেশন করেন তখন কিছু হয় না। আর আমরা যখন দাবী করি তখন আমরা কম্যুন্যাল। কাজেই আজকে গুলি বারুদ লাঠির দ্বারা কিছুই হবে না, খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না সমাধান করার মত ক্ষমতা এই সরকারের নাই। যারা লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করে তাদের জন্য পুলিশ আছে। আর যারা মজুতদার তাদের জন্য পুলিশ দরকার নাই। যদিও তারা শান্তি শৃঙ্খলার কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু কার্য্যত: আমরা সেটা দেখছি না। আজকে ১৯৬৫ থেকে সুরু করে ১৯৬৯ পর্য্যন্ত এইগুলি বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ এক কথায় মানুষের কোন নিরাপত্তা নাই। বর্ডার আছে, কিন্তু তাকে সুরক্ষার নামে পুলিশ থাকে ইনটারিয়রে। কাজেই পুলিশ বাড়ালে গুলি বারুদ বাড়ালে বা ব্যাটালিয়ন বাড়ালে সমস্ত বর্ডার সুরক্ষিত হবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। যারা জোতদার, যারা লক্ষ লক্ষ লোককে খাটিয়ে মুনাফা করছেন তাদের লাভ হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক জনসাধারণের কোন উপকার হবে না। বরঞ্চ আরও দুর্ভোগ ডেকে আনা হবে। সামান্য একটা ইনস্টেন্সের কথা আমি বলছি। প্রায় তিন মাস আগে যখন খোয়াই টাউন থেকে আসছি, তেলিয়ামুড়ার পথে চেবরী নদী পার হয়ে তখন একটা খালি জীপ পেলাম। দেড় ঘণ্টা পরে প্যাসেঞ্জার যখন হল তখন গাড়ী ছাড়লো। এই গাড়ী ছাড়তে দেরী হওয়ার জন্য ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললো যে দুইজন পুলিশের লোকের জন্য দেরী হয়েছে। একজন হাবিলদার আর একজন কনস্টেবল।

ড্রাইভার আমাকে চিনত না। ঐ পুলিশের লোক দুইজন ছাড়া সে গাড়ী ছাড়তে পারবে না. সে বললো কি করা যায় আমাদের তো তাদের সংগে চলতে হয়। এটা যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। কাজেই পুলিশ হাবিলদার হোক বা যেই হোক ফ্রন্টের সীটে তাকে জায়গা দিতে হবে। আমাকে সে বললো আর একটা সীটে বসতে। আমি উঠে আর একটা সীটে বসলাম। তাদের ও ওভার লোড না টেনে উপায় নেই। আর তাদের সন্তুষ্ট যদি না করে তাহলে মামলা ঝুলিয়ে দেবে। মাসে দুবার হাজিরা দিতে হবে কোর্টে। সুতরাং পুলিশকে সন্তুষ্ট করতে হবে এই হচ্ছে পুলিশের কাজের নমুনা।

পুলিশের কাছে কোন ভদ্রলোকটোক নাই, সেই পুলিশ হাবিলদার হউক আর সীপাহি হোক। এটা মনে হচ্ছে যেন একটা 'সরাজদৌল্লা'র নাটকের গোলাম হোসেনের মত। কারণ তাদের ওভার লোড না টেনে উপায় নেই, না টানলেও কেস দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে আর টানলেতো ঝুলিয়ে দেবেই। এখন যদি কেস দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় তাহলে মাসে দুইবার করে কোর্টে হাজির হতে হবে আর প্রতিমাসে একশতটি করে টাকা পেশকার থেকে শুরু করে মুহুরী পর্যন্ত সবাইকে ঘুষ দিতে হবে, সেখানে ঘুষ না দিয়ে কোন উপায় নেই। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে এই রাজত্বটা পুলিশেরই রাজত্ব। শুধু এইরকম ঘটনাই নয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও হাজার রকমের হাজার ঘটনা আছে, তার মাত্র দুই একটি আমি এখানে উল্লেখ করছি। সরকার এইভাবে পুলিশ রাজত্ব কায়েম করে অজকের দিনে যেসব গণ আন্দোলন হচ্ছে, তাদের দাবী দাওয়া আদায় করার জন্য সেগুলিকে দমন করতে চাইছে। আর তারই জন্য এই পুলিশ বাজেটে প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যয় আমি কোন রকমে সমর্থন করতে পারিনা। আমার কথা হল এমন কোন কিছু করা দরকার যাতে করে দেশের এবং জনগণের মঙ্গল হতে পারে। কাজেই আজকে পুলিশের উপর কনফিডেন্স পুরামাত্রায় না করে জনগণকে বিশ্বাস করা দরকার। আজকে আমরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক, সেই জিনিষটা প্রত্যেকটি জনসাধারণের চেতনার মধ্যে যাতে যেতে পারে তার জন্য সরকারকে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু সেদিক কি আমাদের সরকার কিছু করছে? না কিছু করা তো দূরে থাকুক, সেদিকে আমাদের যে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া দরকার, তার কোন প্রচেষ্টাই আমাদের সরকার করছেন বলে আমার ধারনা হয় না। অথচ আজকে এই সরকার তাদের অপকর্মগুলিকে ঢাকবার জন্য এই পুলিশের বাজেটে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ বছরের পর বছর বাড়িয়ে চলছে এবং তা করে এই হাউসের সামনে সেটাকে পেশ করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ১৯৬৯-৭০ সালের পুলিশ বাজেট রাখা হয়েছে, তাতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই বছরের

মধ্যেই পুলিশের বাবদ এটা খরচ করতে হবে। এখানে একটা প্রশ্ন হল পুলিশ থাকবে, এই পুলিশ কেন থাকবে? না এই পুলিশ দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, সেজন্যই এই পুলিশ থাকবে। দেশের মধ্যে যারা সমাজদ্রোহী, দেশের মধ্যে যারা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তাদেরকে শায়েস্তা করে দেশের জনসাধারণের বন্ধু হিসাবে কাজ করাই হল এই পুলিশের কর্তব্য, আমরা জানি যে স্বাধীন দেশের পুলিশ বন্ধুর কাজ করে, তাহলে নিশ্চয় দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার কথা নয়, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবার কথা নয়, যাহারা সীমান্ত এলাকায় আছেন, তাদের গো-সম্পত্তি তাদের ধন সম্পত্তি, যারা দেশের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির এবং সমাজদ্রোহী আছেন তাদের দ্বারা এইভাবে দেশের মধ্যে শান্তি বিঘ্নিত করার মত অবস্থা নিশ্চয় হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আজকে আমরা যদি এই সমস্ত অঞ্চলগুলির দিকে দেখি তাহলে কি দেখব, দেখব যে সেখানে প্রতি দিন, প্রতি রাত্রি, প্রতি নিয়তই কৃষকদের গোয়াল ঘর থেকে গরু চুরি বা পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে, এই পুলিশের দ্বারা তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। এই গরু চুরি বা পাচার বন্ধ করার জন্য তেমন কোন সক্রিয় ব্যবস্থা এই সরকার বা রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে আসছে না। যার জন্য আজকে সীমান্তে বসবাসকারী প্রতিটি কৃষক ও জনসাধারণ সেই অঞ্চলে বাস করতে অসহায় বোধ করছেন। আজকে যদি আমরা খবরের কাগজগুলি দেখি তাহলে কি দেখব, দেখব যে সেখান থেকে পাকিস্তানীরা তাদের গরু বাছুর থেকে সুরু করে তাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি লুটতরাজ করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই বি. এম, পিরা তাদের সেগুলি সেখানে রক্ষা করতে পারছেন না একটা উদাহরণ-স্বরূপ আমি এখানে বলব যে বামুটিয়া এলাকায় একটি মণিপুরী বাড়ী থেকে কিছু দিন আগে একটা গরু চুরি হয়। এখন যার বাড়ীতে গরু চুরি হয়, সেই গরুর মালিক ঐ চোরের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। সেখানে নিকটবর্ত্তী একটা জায়গাতে বি, এম, পি, ক্যাম্প ছিল। সেখান দিয়ে ঐ মালিক দাওয়া করে যেতেই তাকে সেখানে ঐ বি, এম, পি এবং বি, এস, এফরা ধরল, ধরে তাকে জেল হাজতে পুরা হল। এখন হল কি? যে গরুর মালিক চোরের পিছনে ধাওয়া করলো, তাকেই ঐ বি, এম, পিরা চোর বলে ধরল এবং তার নামে মামলা দায়ের করা হল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই অবস্থা চলছে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আজকে আমাদের সীমান্তবর্ত্তী এই বি, এম, পি এবং বি, এস, এফকে কেন রাখা হয়েছে? তাদেরকে রাখার কারণ হল, তারা আমাদের দেশকে রক্ষা করবে এবং দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে আর এজন্য প্রতি বছরই তাদের জন্য আমরা বাজেটে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরে থাকি, সে টাকা আবার আমাদের গরীব জনসাধারণের টাকা, আমরা তাদের পিছনে এই টাকা খরচ করছি। কিন্তু মূলতঃ তারা আমাদের দেশকে রক্ষা বা আমাদের দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না। যেমন সীমান্তবর্ত্তী মোহনপুর এলাকাতে এই পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্বেও সেখান থেকে হামেশাই গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেখানে আমাদের পুলিশ বাহিনী থাকেন, কিন্তু তারা তার কোন প্রতিকারই করতে পারছেন না। কেন পারছে না, আজকে যদি বলি যে এই পুলিশ বাহিনীর সাথে যারা গরু পাচার বা চুরি করছে তাদের একটা বখরা আছে, সেজন্যই তারা দমন করতে পারলেও টাকার লোভে তারা সেটা করতে

চাইছে না। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা যে আমাদের দেশের গোয়েন্দা পুলিশের কোন অভাব নেই। তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছেন, তারা কি দেখতে পান না যে আমাদের সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাঘাত ঘটছে। আমি মনে করি যে এদিকে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপর হওয়া উচিত। কিন্তু সে দিকে তাদের তৎপর না হওয়ার কারণটা যে কি আমাদের বুঝার অসাধ্য। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, নতুবা আমরা প্রতিবছর শুধু এই পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি করব, পুলিশ বৃদ্ধি করব, এতে দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে না এবং জনসাধারণের ধনসম্পত্তি আমরা কোন রকমেই রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারব না। আজকে এই পুলিশ বাহিনীকে যদি আমরা স্বাভাবিক ভাবে পরিচালনা করি তাহলে জনগণের সেবামূলক কাজেই নিয়োগ করা দরকার। কিন্তু তা না করে যদি তাদেরকে চোরের সঙ্গে যোগসাজস করার এবং চোরের থেকে খবরা পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয় দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা হাজার হাজার পুলিশ রেখেও তার কোন সমাধান করা সম্ভব হবে না এবং দেশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা কোন মতেই কমবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা সাধারণ উপমা এখানে দিচ্ছি, সেটা হল আজকে আমাদের দেশের পুলিশের যদি কর্তব্য হয় যে আমাদের জনসাধারণের অসুবিধাগুলি কিভাবে দূর করা যায় এবং কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় তার ব্যবস্থা করা। সেটা যদি হয় তবে ভাল কথা। কিন্তু আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন আমাদের মত সাধারণ লোকের মত বাস বা জীপে করে এই আগরতলা শহর থেকে শুধুমাত্র তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত যান, তাহলে দেখতে পাবেন যে রাস্তায় রাস্তায় লাল টুপি পরিহিত পুলিশের কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের কর্ত্তব্য কি, আর তারা কি করছেন সেটা স্বচোখে দেখতে পাবেন। এই পুলিশের যে কর্ত্তব্য তার প্রতি যে তাদের কতটুকু নিষ্ঠা আছে এবং দেশের জনসাধারণকে সেবা করার জন্য তারা কতটুকু তৎপর তা নিজে চোখে দেখেই বুঝতে পারবেন। আমাদের এখানে বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

Mr. Speaker –The house stands adjourn till 2 P. M. to-day. Hon'ble member speaking will have the floor.

DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Dy. Speaker –I would now call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma – মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি পুলিশ সম্পর্কে বলছিলাম। সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সীমান্ত এলাকায় আজকে কৃষকদের যে কান্না চলছে তা অসহনীয়। তাদের গরু বাছুর পাকিস্থানে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। B, M. P. ও B. S. F. থাকা

সত্ত্বেও তাদের ধন সম্পদ রক্ষা হচ্ছে না। এটা অত্যান্ত লজ্জাস্কর ও দুঃখজনক। আর এক দিকে যদি আমরা দেখি, আমাদের যে Leader of the House অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রায়ই বলতে শুনি স্যাংক্রাক, শান্তিসেনা ও গণমুক্তি ফৌজের কথা। আমি একথা বলতে চাই যে এই স্যাংক্রাক কারা সৃষ্টি করেছে? কারা এই স্যাংক্রাক তৈরী করে ছামনু কৈলেংটা প্রভৃতি এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর সেখানকার মানুষের ধন সম্পদ লুটতরাজ করেছে? আমরা জানি এই স্যাংক্রাক সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেস নামক ফ্যাক্টরী থেকে। এই ফ্যাক্টরী থেকে স্যাংক্রাক উৎপাদন হচ্ছে এবং তাদেরই উৎপাদিত স্যাংক্রাক আজকে তাদের আওতার বাইরে চলে যাওয়ার পরে ঐ মার্ক্সপন্থীদের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে এই স্যাংক্রাক কাদের নেতৃত্বে চলছে? আজকে অনন্ত রিয়াং-এর নেতৃত্বে ২১ জন স্যাংক্রাকের খবর পাওয়া গিয়াছে। এ খবর জাগরণ পত্রিকার খবর এটা কোন বামপন্থীর পত্রিকা নয়। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই যে স্যাংক্রাক কংগ্রেস ফ্যাক্টরী থেকে সৃষ্টি করা সেই স্যাংক্রাকের কীত্তিকলাপ। তাদের দুষ্কর্ম জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন, অত্যাচার, লুটতরাজ আজকে বামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে আমি মনে করি তিনি অন্ধকার জগতে বাস করছেন।

যেখানে আজকে এই স্যাংক্রাকদের দমন করার জন্য B. M. P. পুলিশ, B. S. F. পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অংশ নিয়েছে। তাদেরে তারা দমন করতে পারছে না। পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও তারা গ্রামের পর গ্রামে লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে তো B. M. P.কে যেতে দেখি না? যেখানে ক্ষুধার্ত মানুষ তাদের দাবী নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে আসে সেই সময় এই B. M. P. এবং B. S. F.রা বীরের মত গিয়ে লাঠিপেটা করতে পারে। বুটের লাথি মেরে রবীন্দ্র মালাকারের মত নিরীহ জনসাধারণকে তারা মারতে পারে। কিন্তু চোরাকারবারীদের বেলায় দেখি যে তারা সত্যিকারের সাধু মানুষটির মত নিষ্ক্রিয়। তাদের বেলায় তো সেই বীরত্ব দেখান হয় না। দেশের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে, সেটা যদি দেখি তাহলে কি দেখতে পাই? আজকে খোয়াই-এর ধনঞ্জয় সিং তিনিও কংগ্রেসের ফ্যাক্টরী থেকেই সৃষ্টি। সেখানকার S. D. O. নীলকণ্ঠ সিংহ সেই ধনঞ্জয় সিংহের বাড়ীতে বসে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে জুমিয়া পুনর্বাসন এবং Agricultural Loan বন্টন করা হয়। যেখানে মাথাপিছু ১০০ টাকা দেওয়ার কথা সেখানে ৫০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এই দুর্নীতি দমনের জন্য তো পুলিশ বাহিনীরা এগিয়ে যায় না। সেখানে কেন এই দুর্নীতি দমনের জন্য, তাদের প্রক্রিয়া চালু করা হয় না? বা তাদেরে কেন জেলে দেওয়া হয় না? এই যদি অবস্থা হয়—আজকে Leader of the House অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী শান্তি সেনা শান্তি সেনা করে চীৎকার করে— কিন্তু আমরা জানি এই শান্তি সেনা আছে বলেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হচ্ছে না। আজকে এই কংগ্রেস ফ্যাক্টরী থেকে সাম্প্রদায়ীকতার উস্কানি চালাচ্ছে পুলিশকে সহায়তা করে। এই শান্তি সেনা এগিয়ে গিয়েছে সকলের বন্ধু হিসাবে, ভাই হিসাবে এবং এই সাম্প্রদায়ীকতার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে যার জন্য এত ষড়যন্ত্র, এত উস্কানি দেওয়া সত্ত্বেও আজকে ত্রিপুরাতে— সাম্প্রদায়ীকতার সৃষ্টি করতে

পারছে না। কাজেই যেখানে এত চেষ্টা করার পরেও সাম্প্রদায়ীকতার সৃষ্টি করতে পারে নি এবং স্মাংক্রাকের লুটতরাজের কথা বামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার পরেও চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে বেপরোয়া ভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে স্মাংক্রাক স্মাংক্রাক করে। আজকে জাগরণ পত্রিকার খবর যদি পড়ি তাহলে কি দেখব! সেখানে অনন্ত রিয়াংয়ের নেতৃত্বে ২১ জন স্মাংক্রাকের অংশ গ্রহণ। এই অনন্ত রিয়াং কে? তিনি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরী মহোদয়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং দক্ষিণ হস্ত। এ কথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। এ কথা তো তিনি লুকাতে পারবেন না। কাজেই এই যদি আজকে বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে স্মাংক্রাকের দোষ ত্রুটি, লুটতরাজের কীর্তি বামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব হবে না। আজকে জাগরণ পত্রিকার খবর—সীমান্ত কৃষকের বাড়ীতে সশস্ত্র পাকিস্তানী ডাকাতের হানা, যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন, এলাকায় ত্রাসের সঞ্চার এই যে অবস্থা প্রতিনিয়ত চলছে সেখানে কেন আমাদের B M. P.রা এগিয়ে যায় না? লুণ্ঠিত কৃষককে সাহায্য করতে এবং গরু পাচারকারীদের ধরার জন্য কেন তারা এগিয়ে যায় না? কিন্তু যেখানে মানুষ গণআন্দোলন নিয়ে এগিয়ে আসে, যেখানে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, উদয়পুরে যখন গৌরাঙ্গ দাস আন্দোলন করতে এগিয়ে এসেছিল সেখানে তো পুলিশের লাঠি, গুলি দমে নি? সেখানে তো পুলিশ বীরের মত লাঠি, গুলি চালিয়েছিল? আমরা আরো দেখেছি, গত ২৮ ও ২৯শে আগষ্ট আগরতলা শহরে যে ঘটনা ঘটেছিল সেখানেও দেখেছি তিনটি তরুণের তাজা রক্ত রাজপথকে রাঙিয়ে দিয়েছিল। সেখানে তো বীরত্বের কোন সীমা থাকে নি? কাজেই আজকে সামগ্রীকভাবে যদি আমরা অফিস আদালতের দুর্নীতির দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে আমরা কি দেখব? আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার জুমিয়া ভূমিহীন, আজকে তারা ভূমি পাচ্ছে না, ভূমির জন্য তারা ঘুরে ঘুরে মরছে, তারা বাঁচার জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দালালদের পিছনে পিছনে ঘুরছে, কাছারীতে ধর্না দিচ্ছে। এখানে আমি সাধারণ একটা উপমা দিচ্ছি। সদর মোহনপুরের ফটিকরায় চা বাগানের কাছে মোহনপুরের B. D. O. এবং Asstt. Settlement Officer প্রভৃতি মিলে ৩০০ একরের মত জায়গা দখল করেছে এবং ফার্ম করার নাম করে ১ লক্ষ টাকা Loan চেয়ে সরকারের কাছে প্রার্থনা করেছে। এই তো সরকার যারা বড় officer, বড় বড় আমলা যারা কায়েমী স্বার্থের জন্য সং-গ্রাম করে তাদের জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়ে যাবে দু'দিনেই। আর এখানে যদি আমরা তার অপর পৃষ্ঠা দেখি তাহলে কি দেখব? আমাদের দেশের ভূমিহীন যারা, জুমিয়া যারা বৎসরের পর বৎসর দরবার করার পরেও আগরতলা শহরে ছুটাছুটি করার পরেও তারা ৫০০ শত টাকা ও কয়েক কানি জমির মালিক হতে পারে না। এই যে দুর্নীতি চলছে আজকে দেশের মধ্যে এর কি সুবিচার হবে না? যারা ক্ষুধার্ত যারা জুমিয়া, ভূমিহীন এবং যারা সীমান্ত এলাকায় প্রতিদিন গরু পাচারকারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে, নিগৃহীত হচ্ছে, যাদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হচ্ছে তাদের রক্ষা করা দরকার। তাদের যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি হবে না। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে যাবে, পুলিশী রাজত্ব কায়েম হবে, তার কোন প্রতিকার হবে না। কাজেই আজকে যদি আমরা আরো দেখি -এই যে

খাজনা আদোয়ের ক্ষেত্রে কাকড়াবনের তহশীলের অধীনে সুরেন্দ্র জমাতিয়ার যেখানে ১৪৩·৫৬ পয়সা বকেয়া খাজনা সেখানে আদায় করা হয়েছে ২৫০ টাকা। এই ভাবে তহশীলদাররা অন্যায় ভাবে আদায় করে নিচ্ছে। এই যে অবস্থাটা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে তা আমাদের দেখতে হবে। এই অবস্থার যদি প্রতিকার না হয় – প্রতি বৎসর পুলিশ খাতে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের বাজেটই করি আর তারা যদি আজকে সেই বাজেটের টাকার জোরে সারা রাজ্যে গরীব কৃষককে পিটানোর জন্য চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের এই যে বাজেট আমি তা সমর্থন করতে পারছি না। পারছি না এই কারণে তাদের যে কীর্তিকলাপ তাদের যে দুর্নীতি, তাদের এই দুর্নীতিতে সাহায্য করছে কংগ্রেসের এই ফ্যাক্টরী। এইভাবে যদি আজকে দেশকে চালিয়ে যাওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষমা করবে না। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তারাও একদিন পথে নেমে আসবে।

Mr. Dy. Speaker— Now I would call on Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma. to move his cut motion.

Shri Bidya Chandra Deb Barma – মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা রাও পুলিশ বাজেট সম্পর্কে বলেছেন। আমিও বলছি পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ অনেক বেশী, কারণ অন্যান্য প্রদেশের যে সমস্ত পুলিশ এখানে রাখা হয়েছে তাদের জন্য আমাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সেই সমস্ত বাহিনীর সব ব্যয় আমাদের বহন করিতে হয়। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরার লোক দিয়ে যদি ঐ সমস্ত পুলিশ বাহিনী গঠন করা হত তাহলে আমাদের বেকার সমস্যা অনেক কমত। এই রাজ্যে বাহির থেকে পুলিশ এনে পোষা হইতেছে শুধু পুলিশ বিভাগে নয় আমরা দেখি P. W. D. Educationএ বহু লোক বাহির থেকে Deputation এ আনা হইতেছে। বাহির থেকে Deputationএ লোক আনা ত্রিপুরা সরকারের একটা অভ্যাস হয়ে দাড়িছে। এইদিক থেকে অন্তত: পুলিশ বিভাগে এই রাজ্যের বেকার যুবকদেরে নিয়োগ করা উচিৎ। কিন্তু এটা না করে তারা বাহির থেকে পুলিশ আনছেন এবং সেই পুলিশ এখানে যে কি কাজ করছেন সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলব। সেই পুলিশ ঠিক ঠিক ভাবে তাদের ডিউটি করছে কিনা সেই সম্পর্কে আমি সরকারকে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করি। সরকার বিভিন্নস্থানে এদের কেম্প করে রেখেছেন। সেখানে যদি কোন সাধারণ ঘটনা ঘটে তখন কংগ্রেসীরা সেটাকে কেন্দ্র করে পুলিশ এবং স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে প্রথমে একটা বিভ্রান্তি আনে এবং গণ্ডগোল ও অশান্তির সৃষ্টি করে। এইসব কংগ্রেসী দালাল যারা পুলিশ এবং জনসাধারণের মধ্যে ভুল বুঝা বুঝি সৃষ্টি করে অশান্তির সৃষ্টি করে, তাদেরে P. D. Act এ আটক করা উচিৎ। এছাড়া বর্ডার এলাকাগুলিতে যে সমস্ত গরু বাছুর পাচার হচ্ছে সেই সমস্ত যদি আমরা প্রমান স্বরূপ দেখাতে যাই তাহলে আমরা কি দেখি? আমাদের আশারাম বাড়ীতে

একটা গরু চোর ধরা পড়ে এবং দুদিন হাজত খাটে একথা কংগ্রেসের অনেক মেম্বারই জানেন যে হোমগার্ড তাকে ধরল সেই হোমগার্ডের চাকুরী গেল আজপর্য্যন্ত তার চাকুরীর কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অপরদিকে রাজনৈতিকদের পুলিশ পদে পদে বাধা দিচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি কয়েক বৎসর আগের চাচু বাজারের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কয়েক বৎসর আগে চাচু বাজারে একটা গণ্ডগোল হয়। পুলিশ সেখানে গিয়ে জনতা এবং দোকানদারকে মারপিট করে, তার প্রতিবাদে সেখানে হরতাল করা হয়। এটাকে কেন্দ্র করে পুলিশ সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং হাজার হাজার টাকা লুট করে। এই হরতালের পর সেখানে কিছু সংখ্যক লোককে arrest করে; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আজ পর্য্যন্ত জানান হয় নাই অথচ মামলাও প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। আগরতলা শহরে যে সমস্ত শ্রমিকরা বাঁচার জন্য সংগ্রাম করেছিল তাদের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে ৫০ জনকে আগরতলা জেলে আটক করে রাখা হয়েছিল। সাধারণ কয়েদির মত তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমরা জানি তারা যে ধর্মঘট করেছিল তা বে-আইনী ছিলনা। সেটা আইনতঃই করেছিল। আজ প্রায় এগারমাস গত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকে যার যার কাজে ফিরে গিয়েছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই মামলা প্রত্যাহার করা হয় নাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যারা অন্যায় করে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন আইন প্রয়োগ করে না, যারা গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য, নিজেদের বাঁচার দাবীতে সংগ্রাম করে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধেই আইনকে অন্যায় ভাবে প্রয়োগ করে। যে সমস্ত রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাগুলিতে গণ্ডগোলের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল, আমরা জানি তারা সাধারণ মানুষ, তারা পাস্তের দাবীতে বিক্ষোভ করেছিল। ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ট্রাইবেল কলোনীতে যদি আমরা যাই বা সরকার পক্ষ যদি তদন্ত করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন সেই সমস্ত কলোনীর একটিও বর্ত্তমান নাই। তারা জুম করেছিল কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে গাছ কাটার দায়ে, লাকড়ি কাটার দায়ে মামলা দায়ের করা হয়।

Mr. Dy. Speaker— মাননীয় সদস্য আপনি আপনার Cut Mottion এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলবেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা— আমার Cut Motion টাই হল এই যে গণতান্ত্রিক দলগুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে তারা পুলিশকে ব্যবহার করছে। এখানে পরিবর্ত্তনের কিছুই নাই। মাননীয় সদস্যগণ আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এর ভিতর দিয়েও নিজেদের দোষত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা বলেছেন যে সেংক্রাক যদি কংগ্রেসের না হত তাহলে যে সমস্ত এলাকাগুলিতে ডাকাতি লুটতরাজ হয়েছিল তখন বি, এম, পি, পি, এ, সি প্রভৃতি পুলিশদল নীরব দর্শকের মত দাড়িয়েছিলেন কেন? কেন সেখানে প্রতিকার করা হয় নাই? সেই দিক যদি আমরা বিচার বিবেচনা করি তাহলে বুঝব এসম্পর্কে সরকারের ত্রুটি আছে দুর্বলতা আছে। যারা এই সমস্ত উস্কানি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হোক। কংগ্রেস সরকার পুলিশের সাহায্যে

ত্রিপুরার সাধারণ লোকের মধ্যে একটা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই দিক থেকে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, মানুষ যাতে খেতে পায়, বেকার সমস্যার যাতে সমাধান হয়। সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। আমি জানিনা ত্রিপুরা সরকার কেন যে ত্রিপুরার যুবকদিগকে ভয় করে? তাদের যদি পুলিশ বিভাগে নিয়োগ করা হয় তাহলে বেকার সমস্যার অনেক সমাধান হত। আমরা জানি পার্লিয়ামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল যে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান ত্রিপুরা সরকারকেই করতে হবে। আর যদি সরকার বাহির থেকে পুলিশ আমদানী করতে থাকেন তাহলে তেলেঙ্গানায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এখানেও সেই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই যেন পুলিশকে ব্যবহার না করা হয় এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার Cut Motion এর স্বপক্ষে বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker— Now I call on Hon'ble member Sri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী demand No, 12 এর যে অর্থ মঞ্জুরী চেয়েছেন ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা সেটা আমি সমর্থন করি। এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাই এইজন্য যে আমাদের বহুদিনের আকাঙ্খিত দাবী সরকার মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ ত্রিপুরার বেকার যুবকদেরে পুলিশ ফোর্স'এ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন raising of an arm force. Raising of an arm force হতে রাখা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কথা হচ্ছে পুলিশের দরকার কেন? মাননীয় অঘোর বাবু তার বক্তৃতায় বলেছেন পারসেচ অব আর্মস এণ্ড এম্যুনিশানস্ এর জন্য টাকার দরকার নাই। আর এক জায়গায় বলেছেন disapproval of Policy for raising of an arms for police Battelion. এখানে বলেছেন আর এক কথা। গতকাল General discussion এর সময় বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ত্রিপুরার যুবকদিগকে পুলিশে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, তারপর উল্টা কথা বলছেন কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে এই যখনই আমরা কোন কিছু করতে যাই তখনই তারা পাল্টা চীৎকার করেন এইসব চলবেনা। কেন তারা পাল্টা চিৎকার করেন তার বহু কারণ আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। পুলিশ তাদের কাছে একটা আতঙ্ক স্বরূপ। কারণ তাদের কথাবার্তায় কাজকর্মে বুঝা যায় তারা ব্যক্তিগত আক্রমন করেন যেমন উদাহরণ স্বরূপ একজনের নাম বলছি ধনঞ্জয় সিং, কল্যাণপুর, ধনঞ্জয় সিং এর সঙ্গে পুলিশের কি সম্পর্ক আছে আমাদের জানা নাই তবু নাম উল্লেখ করা হয়। কিছু কিছু সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয়। এবং আমরা যতটুকু জানি খোয়াই কল্যাণপুরে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুটতরাজ ইত্যাদি করছিলেন তখন একনিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীধনঞ্জয় সিং এই সমস্ত অত্যাচার কাহিনী পুলিশের গোচরে আনেন। তারজন্যই পুলিশ সেখানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। অংশ গ্রহণ করে সমাজ দ্রোহীদের যে আন্দোলন

দেশের মানুষের প্রতি যে অত্যাচার ইত্যাদি করে করেছিল। তারইজন্য তারা বার বার ধনঞ্জয় সিংহের নাম উল্লেখ করে থাকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা গিয়েছি খোয়াইয়ের একটা জায়গা আনখোয়ায়। সেখানে আমরা গিয়েছিলাম একটা সভা করতে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে যারা আজকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য পুলিশের ব্যবহারে এই কথা বলে cut motion এনেছে। তারা তখন দেখিয়ে দিয়েছে তাদের রুদ্র মূর্তি। এবং নানারকম বিভৎস স্লোগান দিয়ে তারা আমাদের সভা করতে দিতে চায় না। সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যখন আমরা মিটিং আরম্ভ করলাম মানুষকে বুঝালাম আমাদের কংগ্রেসের আদর্শ। জনসাধারনকে রক্ষার কংগ্রেসের কি দায়িত্ব, তা যখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করলাম, তখন তারা যাতে শুনতে না পায় সেজন্য তাদের শান্তি সেনা মুক্তি ফৌজ এমনকি সংক্রাক, দলের লোকও সেখানে ছিল। তারা সব একযোগে এক সুরে ব্যাণ্ড বাজায়, হাল্লা করে, চীৎকার করে, আমাদের সভা করতে দেয় না। কাজেই তখন প্রশ্ন আসে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য পুলিশ, সেই পুলিশ যদি সেখানে আসে, তাহলে কি বলতে হবে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ? কাজেই তারা কি স্যাংক্রাককে গণতান্ত্রিক ভুক্ত করতে চান? যে পুলিশ কিছুদিন আগ থেকেই বিশেষ নজর দিয়েছে সেটাকে দমন করার জন্য, প্রচেষ্টা নেওয়ায় আজকে তারা প্রায় দমন হয়ে এসেছে। কাজেই আজ তারা চিৎকার করছেন স্যাংক্রাক, স্যাংক্রাক। স্যাংক্রাক তাদের নয়। তাদের গঠিত যে স্যাংক্রাক, সেই স্যাংক্রককে পুলিশ দমন করে, তারজন্য পুলিশের নামে তাদের আতঙ্ক। তারা যখন এই সমস্ত লুন্ঠন ইত্যাদি করেন, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় নাম বলতে পারি, জিরানীয়া এলাকায় মঙ্গল দেববর্মা কংগ্রেস কর্মী, সরল, নিরীহ আদিবাসী তাকে খুন করা হয়। সেই কমিউনিষ্টপার্টি খুন করেছে। তাই পুলিশ যদি সেখানে আসামী ধরতে যায়, সেখানেও আমরা দেখেছি তারা দলবদ্ধভাবে নতুন পদ্ধতি নিয়েছে, সেট হল প্রমিলা বাহিনী। প্রমিলা বাহিনী থাকে অগ্রে এবং তারা থাকেন পিছনে।

তাই আজকে আমি এখানে বলতে চাই যে তাদের কাট মোশান সম্পর্কে তারা কোন যুক্তি দিতে পারেন নাই। যেটা বলা দরকার সেটা তারা বলতে পারেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে পুলিশকে সায়েন্টিফক মেথডে কাজ করবার জন্য তাদের ট্রেইন আপ করতে হবে। হাতের লেখা ধরবার জন্য যে প্রক্রিয়া, যে মেথড সেটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেই দিক দিয়ে পুলিশকে আমাদের ডেভেলাপ করতে হবে। আর খুন খারাবি প্রভৃতি অপরাধ যাতে তাড়াতাড়ি ডিটেকটেড হয় এবং দোষীকে যাতে তাড়াতাড়ি সাব্যস্ত করা যায় তার সুন্দর পদ্ধতি কি আছে, সায়েন্টিফিক পদ্ধতি কি আছে সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এইসব কথা তারা বলবেন না। তারা শুধু বলবেন অমুক রিয়াং ইত্যাদির কথা। আজকে তাদের মুখ থেকে এইসব কথা আসছে। আমি বুঝতে পারছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে, যখন ত্রিপুরাবাসী জানবে যে কম্যুনিষ্ট পার্টিই স্যাংক্রাকের নামে লুটপাট করছে, ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব অংশ বিপর্যস্ত করছে, খুন খারাবি করছে তখন

তাদেরে আর গ্রহণ করবে না, সেটা বুঝতে পেরেই তারা এখন প্রমাণ করতে চাইছে যে তাংক্রাক তাদের নয়। তা না হলে পুলিশকে তাদের অভিনন্দন জানানো উচিত ছিল। কারণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের প্রয়োজন আছে। পুলিশ শুধু ত্রিপুরায় নয় সমস্ত দেশেই পুলিশ আছে। কেরালায় কি পুলিশ নাই? সেখানে কি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন নেই? যদি না থাকত তাহলে পুলিশ উঠিয়ে দেওয়া হল না কেন? সেজন্য আমি বলব মাননীয় অর্থমন্ত্রী পুলিশ খাতে যে মঞ্জুরী চেয়েছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং সেই বাজেটকে অভিনন্দন জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর বোধ হয় আমার বেশী সময় নেই। এখনি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

আমাকে আর একটা কথা বলতে হবে যে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে জোতদারদের রক্ষার জন্য পুলিশ রাখা হয়েছে। জোতদার কেন, বাঙ্গালী, আদিবাসী, ভূমিহীন সকলের জন্যই পুলিশ রাখা হয়েছে। সবাইকে রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের, সকলের ধন সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু তিনি জেনারেল ডিসকাসন যখন করলেন তখন বলেছিলেন যে জোতদারদের রক্ষার জন্য পুলিশ পাঠানো হয় না। তাদের এই সমস্ত কথার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তাই তাদের কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে পুলিশ বাজেটে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার— শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১২— পুলিশ বাজেট যে আজকে বিধান সভায় পেশ করা হয়েছে সেটা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি আর বিরোধী পক্ষের কাট মোশানগুলির আমি বিরোধিতা করছি। বিশেষ করে তাংক্রাক সম্বন্ধে তারা যেভাবে নিজেদের সংযোগের কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন সেই সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। গত আগষ্ট মাসে কাঞ্চনপুরে আমি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল মহাশয় গিয়েছিলাম। সেখানে যে কয়জন তাংক্রাক ধরা পড়েছে তারা স্বীকার করেছে যে তারা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য। তাদের জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ট্রেনিং ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। কাঞ্চনপুরের জাদরেল কম্যুনিষ্ট পরাকিঙ্কর মন্দিরা তারা তাংক্রাক দলভুক্ত হয়েছে। ইদানিং পত্রিকায় উঠেছে যে পরাকিঙ্কর ধরা পড়েছে। তারা কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য। তাই তারা এখন চুপচাপ। এবারের বাজেট বক্তৃতায় পঞ্চ তরুণীদের কথা যেমন তাদের মুখে শুনছি না তেমনি তাংক্রাক দলের দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর চাপাবার চেষ্টাও তারা করছেন। সেজন্যই তারা অমুব্রত রিয়াং প্রভৃতির নাম বলছেন। আর সত্যি-কারের দোষটাকে ঢাকতে গিয়ে সরকার পক্ষের উপর দোষারোপ করছেন। লেভির বিরুদ্ধে 'ধান দেব না, জান দেব' যখন বলা হয় তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। সেখানে তারা দোষ স্বীকার করছে এখন জনসাধারণকে ব্লাফ দিয়ে তারা পারছে না এটা তারা বুঝেছে। তাদের কৃত গোলমালের জন্য তারা পুলিশের উপর দোষ দিচ্ছে। কেরালায় যে নাম্বুদ্রিপাদ সরকার আছে তাদেরও পুলিশ আছে

এবং কয়েকদিন আগেও পত্রিকাতে দেখেছি যে নাম্বুদ্রিপাদের পুলিশ, গুলি করে কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করেছে। পুলিশ শান্তি রক্ষার কাজ করে আসছে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় যতীন্দ্র বাবু বলেছেন যে পুলিশের জন্য সায়েন্টিফিক ট্রেনিং থাকা উচিত। সেটা আমি সমর্থন করি। অনেক রাজ্যের তুলনায়ই আমরা এই ব্যাপারে পিছিয়ে আছি। এই জন্য যাতে ব্যবস্থা করা হয় এই আশা রেখেই আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে পুলিশের বাজেট রেখেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী দল থেকে যেসব কাট মোশন রাখা হয়েছে সেগুলির আমি বিরোধিতা করছি। আমার মতে পুলিশের আরও দরকার। কারণ পুলিশ ছাড়া দেশ রক্ষা করা যায় না। পুলিশ শান্তি রক্ষক, দেশ রক্ষক। এই পুলিশের বাজেট দেখে মাননীয় অঘোর দেববর্মা যে কাট মোশন রেখেছেন তা অবান্তর। কেন না এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে তারা নানারকম কথা বলেছেন যেগুলির কোন মানে হয় না। পুলিশ শান্তি রক্ষা করছে না বলে তারা প্রচার করছেন। তবে পুলিশ কি করছে না করছে সেটা তারা জেনেও না জানার ভাণ করছেন। ত্রিপুরায় যখন প্রথম ইলেক্‌শান হয় তখন পুলিশ যেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, সেজন্য পুলিশের উপর তাদের ভীষণ রাগ। সেই ব্যবস্থা পুলিশ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না সেটা তারা জানেন। পুলিশ হচ্ছে শান্তি রক্ষক, দেশ রক্ষক এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর্তা। পুলিশ সমাজদ্রোহীদের, দেশদ্রোহীদের দমন করে। তারপর তারা বলছেন যে পাকিস্তান বর্ডারে গরু চুরি হয় পুলিশ কিছুই করে না। বিরোধী সদস্যদের অবশ্য এই ব্যাপারে বেশী কিছু জানা সম্ভবও নয়। কারণ তাদের বাড়ীঘর বর্ডার থেকে অনেক দূরে। সেজন্যই তারা এই সমস্ত কথা বলতে পারছেন। যেহেতু বিরোধিতা করতে হবে সেজন্যই তারা এই সমস্ত কথা বলেন। খোয়াই সম্বন্ধে আমি জানি যে বি, এস, পি, কি রকম জিনিষপত্র রক্ষা করছে। সেটা খোয়াইয়ের লোকেরা ভাল করেই জানেন আর জানেন গভর্ণমেণ্ট। তারা মনে করছেন যে যদি পুলিশ সংখ্যা কম করা যায় তাহলে প্রথম ইলেকশনের সময় যেরকম অরাজকতার সৃষ্টি তারা করেছিলেন ঠিক সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি তারা আবার করতে পারবেন। সে সময়ে তারা নিরীহ উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচার, তাদের সম্পত্তি লুঠতরাজ প্রভৃতি করেছিলেন। এখনও তারা করতে চায়। রবীন্দ্র মালাকারের কথা তারা বারবার বলছে। এই সম্বন্ধে আমি নিজেও তথ্য সংগ্রহ করেছি। এর জন্য তারাই একমাত্র দায়ী। তারা যদি উস্কানি না দিত, তাদের পার্টি যদি স্যাংক্রাক আর শান্তি সেনা নিয়ে, এই বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা উস্কানি না দিত তাহলে ঐ জায়গাতে রবীন্দ্র মালাকার বাধা দিত না। বর্তমানেও তারা এই কাজ করছে। সারা অমরপুর, খোয়াই, কমলপুরে, কৈলাসহরে, ধর্মনগরে প্রত্যেক জায়গায় আমি ঘুরেছি এবং দেখেছি যে তারা এইরকম করতে চেয়েছে। যেমন

তেলিয়ামুড়ার তিসড়াবাড়ীতে করছে। কিন্তু ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনীর জন্য তারা সেটা করতে পারছে না। পুলিশের নাম শুনলেই তারা ঘাবড়ে যায়। যেমন হাতীর ডাক শুনলে ঘাবড়ে যায় ঘোড়া। তেমনি পুলিশের নাম শুনলেই ঘাবড়ে যায় শান্তি সেনা, স্যাংক্রাক, মুক্তি ফৌজ। তাদের আগের মত আর সাহস নাই। এখন তারা পুলিশের নাম শুনলেই ভয় পায়। তারা অনন্ত রিয়াং এর কথা বলেছেন। সে নাকি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বন্ধু। সে এক সময়ে কংগ্রেসে ছিল। তবে রেকর্ডে সে কংগ্রেস কর্মী বলে নাই। তারাই তাকে ভুলিয়ে, নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিয়েছে এবং স্যাংক্রাক দলভুক্ত করেছে। অনন্ত রিয়াং আর মন্দীরাকে তারা এইভাবেই নিয়েছে। মন্দীরা তো গত ইলেক্শানে আমাদের আদিবাসী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তারা কল্যাণপুরে ধনঞ্জয় সিংএর কথা প্রায়ই বলেন। সেটা তারা বলবেনই। না বললে হয় না। কারণ কল্যাণপুর, খোয়াই, অম্বুরা এইসমস্ত হল ত্রিপুরার বামপন্থী কম্যুনিষ্ট, চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টের জন্মস্থান। বিগত কয়েক বছর যাবত ধনঞ্জয় সিংএর জন্য তারা বড় বিব্রত বোধ করছেন। ধনঞ্জয় সিংএর জন্য তারা তাদের ঘাঁটিগুলি শক্ত করতে পারছে না। সেই কারণে প্রায় সময়েই তারা ধনঞ্জয় সিংএর নাম বলেন। আমি আর বিশেষ কিছুই বলতে চাই না। এই বলেই আমি এই পুলিশ ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের কাটমোশনগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় বর্তমান বছরের বাজেটের যে ডিমাণ্ড নাম্বার ১২তে বায় বরাদ্দ চেয়েছেন আমি সেটাকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যেসব কাটমোশান এনেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করি। কারণ আমরা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর তাদের বক্তৃতা শুনেছি এবং এই বর্তমান বাজেটের উপরও তাদের বক্তৃতা শুনছি। তারা সব জায়গাতে বলতে শুরু করেছেন যে স্থানীয় লোকদের নিয়ে আর্মড পুলিশ বেটিলিয়ান করার পরিবর্তে বাহির থেকে লোক নিয়োগের বিরোধীতা করছেন। আমি বলব এটা ওনাদের একটা কল্পনা প্রসূত প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার মধ্যে যেসব নূতন নূতন পুলিশ বেটিলিয়ান তৈরী হচ্ছে সেখানে আমাদের ত্রিপুরাতে যেসব উপযুক্ত যুবক আছে তাদেরকেও নেওয়া হচ্ছে, তাছাড়া অন্য জায়গা থেকেও এইরূপ উপযুক্ত লোক নেওয়া হচ্ছে। তার কারণ হল ভারতবর্ষ এমন একটা রাষ্ট্র যেখানে প্রভিন্সিয়ালিজম বা আঞ্চলিকতা বলতে কিছুই নেই, কাজেই আমাদের সর্বভারতীয় ভিত্তিক অন্যান্য জায়গা থেকেও লোক নিয়োগ করতে হবে। তবে তাদের একটা আপশোষ যে ইদানিংকালে পাকিস্তান থেকে যেসব যুবক পুলিশ ট্রেনিং এবং আর্মড ট্রেনিং নিয়ে আসছে তাদেরকে ঐ বিশেষ একটা দল তাদের কাজে লাগিয়ে দেশের মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি করার, লুটপাট করার উস্কানি দিয়ে তাদের পার্টির ফাণ্ডে টাকা দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে তাদের সেই কুকর্মে বাধা পড়ার দরুনই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আজ তাদেরকে

যদি আর্মড পুলিশে নেওয়া যেত তাহলে ওনাদের যে কার্যক্রম সেটা সমাধান হত এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল হত, আর এটা সামনে রেখে ওনারা তাদের এই প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, তাতে দেশের মধ্যে সত্যিকারের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। তারপরে আমি আর একটা কথা এখানে বলতে চাইছি, সেটা হল আমাদের ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষ একটা বিরাট গণতান্ত্রিক দেশ, এবং সেটা ক্রমশঃ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে, এই দেশের মানুষ আজকে যেভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তাদের কর্মধারায় ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে একটা স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে আস্তে আস্তে আমরা আমাদের সমৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্র সেটাতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে উপনীত হব তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তাই আজকে আমাদের দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমাজের মধ্যে যে সব ক্রাইম হচ্ছে সেগুলিকে রোধ করার জন্য আমাদের পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে উন্নত করে তুলতে হবে। সেজন্য আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের যারা পার্সোন্যাল তাদেরকে যাতে আরও ইমপ্রুভড ট্রেনিংএর ফেসিলিটিস দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের এই ত্রিপুরা আর আগের মত নাই, এখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীপে করে আসা যাওয়া যায় এবং সেই অনুপাতে আমাদের পুলিশ ফাঁড়িগুলি তৈরী করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই রকম খবরও পেয়ে থাকি যে ক্ষেত্রে নাকি দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কৃতির খবর আসা সত্ত্বেও আমরা কনভেন্সের অভাব আমাদের পুলিশ বাহিনী সেখানে সময়মত না যেতে পারার দরুণ তারা সেই দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করতে পারছে না। তার জন্য আমার একটা প্রস্তাব আছে, সেটা হল প্রত্যেকটি পুলিশ আউটপোষ্ট বা থানা যেখানে আছে সেখানে যাতে ২/১টি পুলিশ কনভেন্স ঐসব পুলিশ পার্সোন্যাল এর সংগে থাকা উচিত যাতে করে তারা সময়মত ষ্টেপ নিতে পারেন। ইদানিং কালে আমি আর একটা কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি যে বর্ডার রক্ষার জন্য আমাদের হোমগার্ড বাহিনী আছে, যারা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা আমাদের পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করে তাদেরকে যে ড্রেস দেওয়া হয় সারা বছরে একটা প্যান্ট আর একটা সার্ট, ডুপ্লিকেট দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সার্ভিসের বেলায় তারা প্রত্যেকেই আমাদের দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকরে যাচ্ছে। এই হোমগার্ড বাহিনীতে আমাদের যেসব গরীব ছেলেরা আছে, তার জন্য তারা নিজেরাও ভালভাবে ইকুউপড হতে পারছে না। সম সামগ্রিকভাবে তাদের মত অন্য যারা কাজ করছে তারা যেসব ফেসিলিটীজ পাচ্ছে তাদেরও সেই ফেসিলিটীজ দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। তারপরে আর একটা জিনিষ সম্পর্কে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এটা সম্পর্কে আমি গতকালও বলেছি সেটা হল আমাদের বর্ডার সিকিউরিটীর জন্য যেসব পুলিশ যেমন বি. এম. পি বা অন্য যেকোন প্রভিন্সিয়াল পুলিশই বলুন না কেন যারা বর্ডার রক্ষার জন্য বাহির থেকে এসেছেন তাদের এন্টাইয়ার এ্যাক্সপেণ্ডিচার যেটা আমরা গতবারের সাপ্লীমেণ্টারী বাজেটও দেখেছি আবার এই বারের বাজেটে দেখি যে ৪৪ লক্ষ টাকা কম ধরা হয়েছিল, এবার সেটা বাড়িয়ে আরও বেশী ধরা হয়েছে। এভাবে প্রতি বছরই এই বাহিরের পুলিশের জন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা

বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়ে থাকে। আমার মনে সেটার সমস্ত এ্যাক্সপেণ্ডিচার কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করা দরকার। আর আমরা আমাদের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ ধরে সেটা আমাদের এখানে যেসব আর্মড পুলিশ বাহিনী গঠন করব তাদের জন্য এ্যাক্সপেণ্ডিচার যেটা সেটা আমরা করতে পারব। এভাবে আমাদের এখানকার যে সমস্ত লোক্যাল ছেলেরা আছে তারা এবং তাদের পরিবার বর্গ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। তারপর এই পুলিশদের জন্য যে হাসপাতাল আছে, তার যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে সেটা পুলিশ পার্সোনালদের সংখ্যানুপাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা একেবারে কম বলে আমার কাছে মনে হয়। এই বলে আমি বিরোধী পক্ষ থেকে আনীত কাট মোশানের বিরোধীতা করে এবং মূল ডিমাণ্ডের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— আই উড কল অন দি অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীএস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা একটা কাট মোশান এনেছেন। সেটা হল ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার পুলিশ যে বরাদ্দ সেই কাট মোশান এনে তারা সেটার বিরোধীতা করছেন, আমি সেটা এই হাউসের সামনে তুলে ধরব। তার একটা হল পার্সেজ অব আর্মস এ্যাণ্ড এমুনেশানস ফর পুলিশ। উনি বলেছেন যে আর্মড পুলিশ গঠন করা উচিত। অর্থাৎ আর্মড পুলিশ গঠনের যুক্তিটা উনি মেনে নিয়েছেন, আবার তাদের জন্য পার্সেজ অব আর্মস এ্যাণ্ড এ্যামুনেশান এর বিরোধীতা করছেন। আর্মড পুলিশ রাখব, তাদেরকে কোন আর্মস দেব না, এ্যামুনেশানস দেব না; তার কারণ হল তাদের সেঙ্ক্রাকের আর্মস আছে, শান্তি সেনার আর্মস আছে আর গণমুক্তি ফৌজের আর্মস আছে, অতএব ডিস আর্মড পুলিশ তাদের পিছনে পিছনে চলবে। আমার মনে হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বলছে যে পুলিশ বাহিনী রাখব অথচ তাদেরকে আর্মস এ্যাণ্ড এ্যামুনেশান দেব না। তবে বর্তমান জগতে এই পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে কুত্রাপি ইহা দৃষ্ট হয় না। তবে অঘোর বাবুর কাট মোশানের মধ্য দিয়ে যারা তাকে সমর্থন করেছেন, তাদের রাজত্ব চাইছে আর্মেনাইজড ফোর্স হউক। অতএব সেই দেশের চিন্তা রেখেও যদি তারা বলতেন তাহলে আমি বুঝতাম। তবে বলা হয়েছে এইজন্য যে বর্ডার থাকবে আর্মড ফোর্স থাকবে কিন্তু আর্মস থাকবে না, এ্যামুনিশানস থাকবে না। তাতে আমাদের মনে একটা সন্দেহ জাগতে পারে যে হয়তো তাদের সাথে পাকিস্থানের আয়ুব শাহের যারা আছেন তাদের একটা সংযোগ আছে, কাজেই তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে নিশ্চয় আমাদের বড় অসুবিধা হচ্ছে, তোমরা এটা প্রকাশ করতে থাক, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেসব আর্মড বাহিনী আছে, তাকে যেন ডিস-আর্মড করা হয় সেজন্য অনবরত বলতে থাক। এখন তারা যদি সেই রকম কিছু নির্দেশ পেয়ে বলতে থাকেন তাহলে আমরাও নাচার। কারণ আমাদের বর্ডারকে রক্ষা করতে হবে এবং সেজন্য আমাদের মেকানাইজড্ আর্মড ফোর্স দরকার। তাছাড়া এখানে সাংক্রাক ট্রাইবেল্ আছে, মিজো ট্রাইবেল্স আছে, তারাও সেটা জানেন। জানা সত্ত্বেও

আর্মস এ্যাণ্ড এ্যামুনেশান্স পার্সেজ না করার জন্য এবং বাহিনীকে ডিস আর্মড করার জন্য তারা এখানে কাট মোশান এনেছেন। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে দেশের অভ্যন্তরে এবং তারা শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন করতে এবং পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আর সেজন্যই কাট মোশান রেখেছেন ডিস-এপ্রুভাল পলিসি অব রেইজিং আর্মড পুলিশ বেটেলিয়ান। আবার এখানে বলা হয়েছে মাত্র ৫৭০ মাইল নাকি আমাদের বর্ডার, নাগা ট্রাইবেল্স, স্যাংক্রাক ট্রাইবেল্স এবং ইন্টারিয়রে আছে তাদের শান্তি সেনা এবং গণমুক্তি ফৌজ প্রভৃতি যারা এ্যান্টি সোস্যাল এলিমেন্টস তারা অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছে আর তারই জন্য আমাদের আর্মড বেটেলিয়ান অত্যাবশ্যক বিধায় আমাদের এখানে আর্মড বেটেলিয়ান গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, তাকে যে কি বেসিসে সমর্থন জানানো হল সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। তাই তারা তাদের বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছেন যে হ্যাঁ ব্যাটেলিয়ান হওয়া দরকার। আবার তার সাথে সাথে কাট মোশান রেখেছেন যে ডিস-এপ্রুভাল পলিসি অব রেইজিং আর্মড বেটেলিয়ান এবং আর্মস এণ্ড এ্যামুনেশানস পার্সেজ করতে পারবে না। এই যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য হাউসের কাছে রেখেছেন তার কারণ আছে। কারণ যারা মুষ্টিমেয় দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং লুটতরাজে সিদ্ধহস্ত তাদেরকে যেমন স্যাংক্রাক, গণমুক্তি ফৌজ, শান্তি সেনা প্রভৃতি তাদের যে সেনা আছে তাদেরকে অভিনন্দন করছেন এবং তারা তাদের দলভুক্ত বলে মেনে নিয়েছেন। এখন পুলিশী তৎপরতার ফলে যেহেতু তারা এই জাতীয় দুষ্কৃতিকারীদের গুঁতো দিচ্ছে, ঠেলা দিচ্ছে, অতএব আজকে বলতে হবে যে আমাদের পুলিশ বাহিনীর অস্ত্র থাকবে না, আর্মস এ্যাণ্ড এ্যামুনেশান থাকবে না, তাহলে পরে বেটেলিয়ান গঠন করা যেতে পারে। কারণ তাদের তো সেনা আছে, কাজেই সেই সেনা দিয়ে জনসাধারণ যারা তাদেরকে ঠাণ্ডা করার যে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের সেই পরিকল্পনা আজকে বানচাল হয়ে গেছে। তাই আবার বলছেন যে পুলিশ গো-সম্পদ রক্ষার কাজে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আমি বলব যে এই পুলিশ রাখা হয়েছে জনসাধারণের স্বার্থের জন্য, আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি রক্ষার জন্য এবং অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এই পুলিশী ব্যবস্থাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং সেই অনুসারে আর্মড বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। বর্ডারে আজকে যেসব কার্যকলাপ চলছে, সেই সব কার্যকলাপ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে পুলিশের দায়িত্ব রয়ে গেছে। অথচ তারা আজকে বলছেন যে পুলিশ গো-সম্পদ কোথায় রাখছেন বা পাচার করছেন, তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে তারা সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সেজন্য সেই জায়গাতে তাদের যে কার্যকলাপ সেটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তার জন্যই পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের এত বড় একটা গোঁসা। কারণ তারা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রকে আঘাত করার জন্য, যে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন, সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্যই এই পুলিশ বাহিনী দরকার, সেই অনুসারে সেটা রাখা হয়েছে। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজকর্ম করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, যারা সরকারকে এবং জনসাধারণকে এবং রাষ্ট্রকে আঘাত করতে চায় তাদেরকে দমন করার জন্যই এই পুলিশ বাহিনীর

প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্য স্বীকার্য্য এবং সেই অনুসারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই পুলিশকে এখানে রাখা হয়েছে এবং সেই পুলিশ হল জনসাধারণের সেবার জন্য, যেখানে আগুন লাগবে, যেখানে ফ্লাড হবে, ড্রট হবে এবং রাস্তাঘাটে চলাচল প্রত্যেকটি জায়গাতে জনসাধারণের সেবা করার জন্য তারা তাদের কর্তব্যে নিয়োজিত আছেন। তারা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন যে পুলিশের রেড কেপ আর তাদের যে পুলিশ আছে তাদের রেড কেপ আছে, আমাদের পুলিশের কোন রেড কেপ নেই, আমাদের যে পুলিশ (আর্মড) তাদের কোন রেড কেপ নেই। তবে তাদের যে সেংক্রাক, তাদের যে শান্তি সেনা এবং গণমুক্তি ফৌজ আছে তাদের সবারই রেড কেপ আছে। অতএব তারা তাদের নিজেদের কথা বলছেন যে তেলিয়ামুড়ার দিকে গেলে দেখা যাবে যে সেখানে রেড কেপ পরিহিত পুলিশ রাস্তা ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। 'রাজনৈতিক বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলির কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে পুলিশ বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে।' পুলিশ বিভাগ আছে দলমতের উর্ধ্বে জনসাধারণের সেবার জন্য। অতএব যদি কোন রাজনৈতিক দল গুণ্ডামি করে, লুন্ঠন করে, হত্যা করে, মানুষের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, তাদের দমনের জন্য অবশ্যই পুলিশ বাহিনী সেখানে যাবে। যদি না যায় তাহলে তাদের কর্তব্য কাজে অবহেলা করা হবে এবং তার জন্য তারা আজকে এই কথা বলছেন। কারণ তারাই এই সমস্ত দল সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর এইসব কাজ করেছেন এবং হতাশ হয়েছেন এবং সেখানে যারা ছিল তারা আজ জিজ্ঞাসা করছে তোমরা না বলেছিলে আমরা সশস্ত্র বিপ্লব করব এবং এইভাবে ক্ষমতা হস্তগত করব, সরকারের সাথে কোন সহযোগিতা করব না। ১৯৫০ সাল থেকে তারা এই রকম হাংগামাকারী দলের সৃষ্টি করছিলেন ভাঙ্গা রাইফেল দিয়ে ক্ষমতা দখল করবেন এবং সেজন্য টেরুবিজয়ের চরম বিকাশ খোয়াইয়ে হয়েছিল এবং সদর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে হয়েছিল যেটাকে তারা বলতেন লেলিনগ্রাড, ষ্টালিনগ্রাড এবং সেই জায়গাতে কংগ্রেস কর্মী যারা ছিল তারা সেই জায়গাতে জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, ননভায়লেন্ট মুভমেন্ট করে তাদিগকে সেই সমস্ত জায়গা থেকে বিতাড়িত করেছে। তাই আজকে ধনঞ্জয় সিং তাদের পরম শত্রু। সেখানে ধনঞ্জয় সিং তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করছে। কারণ সে ভূমিহীনদের, জুমিয়াদের সজ্ঞবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করে, মুষ্টিমেয় জোতদার এবং গুণ্ডাবাহিনীর স্বার্থে যারা কাজ করত সেই জায়গা থেকে তাদের বিতাড়িত করছে। তারি ফলে আজকে তাদের আক্রোশ পুঞ্জিভূত হয়েছে তার উপর তাই আজকে লুঠতরাজের পরিবর্ত্তে তারা গ্রহণ করছে বঞ্চিত করার পথ, বঞ্চিতের আন্দোলন সমাজকে তারা বঞ্চিত করতে গিয়ে নিজেরাই আজ সমাজ বঞ্চিত হয়েছে। তারি ফলে আজ ধনঞ্জয় সিং তাদের চোখের নিদ্রার ব্যাঘাত করেছে, তাদের আতঙ্কস্বরূপ হয়েছে, গুণ্ডা হাঙ্গামীদের আতঙ্কস্বরূপ হয়েছে

তারপর বলা হয়েছে 'বর্ডার পুলিশ গরুচোর এবং ডাকাত দমনে ব্যবহার না করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে ব্যবহার করা সম্পর্কে'। আমি আগেও বাজেট ডিস্কাশন করতে গিয়ে তাদের এই কথার উত্তর দিয়েছি। আবার আমি বলব গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্যই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ভারতবর্ষে গণতন্ত্র আমরা চালু করেছি। সেজন্য আমরা গর্বিত। ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে আমরা জয়যুক্ত করেছি। তাই ত্রিপুরার জনসাধারণ মুষ্টিমেয় গুণ্ডাবাজদের দূরে নিক্ষেপ করে দিয়ে ত্রিপুরার বুকে সত্যিকারের গণতন্ত্র স্থাপন করেছে। তাদিগকে কুষ্ঠরোগীর মত পরিত্যাগ করেছে। তাই তারা আজ বড় গলায় এই কথা বলছেন। তারা কোন গণতন্ত্রের কথা বলছেন? কোথায় ছিল তাদের এই গণতন্ত্র? মানুষকে টেররাইজ করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ত্রিপুরায় যখন উদ্বাস্তুরা আসে তখন তারা বলেছিলেন যে তাদিগকে জায়গা দিব না, তাদিগকে হত্যা কর, তাদের জমি দখল করেছিল কারা? এই দাঙ্গাবাজ লুণ্ঠনকারীরা। তারাই একে গণতন্ত্রের আখ্যায় আখ্যায়িত করে নিজেরা আনন্দ লাভ করতে পারেন। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের উত্তর দিয়েছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তারা চলবেন। তাহলে লাল টুপিকে, লাল পাগড়ীকে ভয় করার কোন কারণ নাই। তবে একটা কথা আছে। শুনেছি মহিষ নাকি লাল কাপড়ে ভয় পায়। তারা যদি মহিষ দলভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে তাদের অবশ্যই পুলিশে আতঙ্ক হয়েছে। শুনেছি জলেও মানুষের আতঙ্ক হয়। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্থ লোকদের তা হয়ে থাকে। তারাও ঠিক তেমনি জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত লোক। সেজন্যই পুলিশ সম্বন্ধে আতঙ্ক হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে 'স্থানীয় লোকদ্বারা আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান গড়ার পরিবর্তে বাহির হইতে নিয়োগের 'বরুদ্ধে'। স্থানীয় লোক দ্বারা আমাদের পুলিশ বাহিনী গঠন করা হচ্ছে এবং সেইভাবে আমরা তা করছি। স্থানীয় লোক বলতে কি বলছেন তা আমি জানিনা। যে কোন লোক আমাদের পুলিশ বাহিনীতে আসতে পারেন এবং আমাদের ত্রিপুরার লোকও ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় যেতে পারে। সুতরাং তাদের কথার অর্থ আমি বুঝলাম না। তবে আমি আগেও বলেছি জলাতঙ্ক রোগ এবং মহিষ দলভুক্ত যারা তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের জলে ভয়, পুলিশে ভয়। সেজন্যই তারা আতংকগ্রস্থ হয়েছে। তাই আমি আশা করি যে সকলেই এই ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করবেন।

আর একটি কথা বলব, তারা বলছেন যে এটা পুলিশী বাজেট। আমি বাজেট খুলে মাননীয় সদস্যকে বলব যে এটা পুলিশী বাজেট নয়। এটা হল এডুকেশন বাজেট, পি, ডবলিউ, ডি, এর বাজেট, যোগাযোগের বাজেট, অ্যাগ্রিকালচারের বাজেট। পাঁচ কোটি টাকা এডুকেশনে ধরা হয়েছে। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এইসমস্ত কথা হাঙ্গামাকারীদের কাছে, লুঠতরাজকারীদের কাছে গিয়ে বলতে পারেন কিন্তু ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এইকথা বললে তারা হাস্যাস্পদ হবেন। সেজন্য আমি বলব যে অযৌক্তিক কথা যেন তারা না বলেন এবং ভেবে চিন্তে যেন বলেন। তাহলে দেশের ও দশের মঙ্গল হবে। তাই আমি কাটমোশানের বিরোধীতা করছি এবং এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং আশা করি সকলেই সমর্থন করবেন।

Mr. Deputy Speaker— The debate on Demand No. 12 is over. Now I am putting the Demand to vote. Of course I shall first put to vote the cut motions relating to the aforesaid demand. Now the question before the house is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 1,97,900/-

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(Voice—NOES)

I think NOES have it.

NOES have it NOES have it.

The Cut motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Deb Barma to discuss on— 'রাজনৈতিক বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে পুলিশ বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে।'

As many as are of that opinion will please say AYES

(Voice— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES

(Voice— NOES)

I think NOES have it.

NOES have it. NOES have it.

The Motion is lost.

The question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on— "বর্তমান পুলিশ গরুচোর এবং ডাকাত দমনে ব্যবহার না করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে ব্যবহার করা সম্পর্কে।"

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(Voice— NOES)

I think NOES have it

NOES have it. NOES have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to represent 'Disapproval of Policy for raising of an Armed Police Battalion.'

As many as are of that opinion will please say AYES

(Voice— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES

(Voice— NOES)

I think NOES have it.

NOES have it. NOES have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discussion on "পুলিশের গো-সম্পদ রক্ষার কাজে ব্যর্থতা, জনবিরোধী কার্যকলাপ।"

As many as are of that opinion will please say AYES

(Voice— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(Voice— NOES)

I think NOES have it.

NOES have it. NOES have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Burma to discuss on— দুর্নীতি দমন, চোরাকারবারীদের ও সমাজ বিরোধীদের দমনে ব্যর্থতা সম্পর্কে।

The Motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to Discuss on— স্থানীয় লোক দ্বারা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গড়ার পরিবর্তে বাহির হইতে নিয়োগের বিরুদ্ধে।

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES

(Voice— NOES)

I think NOES have it.

NOES have it. NOES have it.

The motion is lost

Now I am putting the main demand to vote.

Now the question before the house is that the Demand for Grant No. 12, Major Head-23 Police, that a sum not exceeding Rs 1,30,58,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No 12—Police.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES

(No voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The demand is passed.

Now I Call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 15—Medical, Demand No. 16 -Public Health and Demand No. 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

Shri Krishnadas Bhattacharjee— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 78,64,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1969], be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 15-Medical.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 23,27,000/- [inclusive of the sums specified in Colmn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March. 1970 in respect of Demand No. 16—Public Health.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,50,000/ [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1969]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিক্যাল বাজেটে ১৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে, প্লেনের মধ্যে মেডিক্যালের যে বিশেষ বিশেষ কাজগুলি ধরা হয়েছে সেগুলি এক্সপ্লেনেটরী মেমরেণ্ডামে উল্লেখ আছে। বিশেষ করে ম্যাডিক্যালের যে সমস্ত কাজ করা হয়েছিল যেমন জি, বি হাসপাতালের সম্প্রসারণ, উদয়পুর এবং মেলাঘর হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, গন্ডিতে একটা ডিসপেন্সারী এবং একটা আয়ুর্বেদিক ডিসপেন্সারী প্রভৃতির জন্যও টাকা এই বাজেটে ধরা হয়েছে। তাছাড়া শিলাছড়ি (সাব্রুম) প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, বিলোনীয়ার ঋষ্যমুখ এবং নিহারনগর অঞ্চলে দুইটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, এবং উদয়পুরের মহারাণীতে আরও একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হবে। তাছাড়া শান্তির বাজার এবং মনুবাজারে একটি করে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হবে। তারপরে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ৮১ হাজার ১ শত টাকা ধরা হয়েছে যাতে সাব ডিভিশনগুলিতে আমাদের যে হাসপাতাল রয়েছে সেগুলিতে যথা সময়ে এই এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া যায় তার জন্য এই টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তারপরে ফেমিলী প্লেনিং এর উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, তারজন্য প্রায় ৩॥ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীমে ধরা হয়েছে আর পাবলিক হেলথের ন্যাশান্যাল ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশান প্রোগ্রাম, স্মল পক্স ইরাডিকেশান প্রোগ্রাম এ্যাণ্ড ন্যাশান্যাল লেপরসী ইরাডিকেশান প্রোগ্রাম ইত্যাদির জন্যও ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আর সেগুলিতে যে সমস্ত কাজ এখনও চলছে সেগুলিকে চালিয়ে যাওয়া হবে। পাবলিক হেলথ ক্যাপিটেল আউটলেতে আছে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তার মধ্যে ৪॥ লক্ষ টাকা আগরতলার ওয়াটার সাপ্লাইর বার্নিং কষ্ট বাবত ধরা হয়েছে আর ৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে আগরতলা শহরের সেনিটারী সীস্টেমকে কার্য্যকরীভাবে রূপ দেওয়ার জন্য। এতে আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে ১৫ লক্ষ টাকা। এই আগরতলা শহরে যে সমস্ত কাচ্চা লেট্রিন আছে সেগুলিকে যাতে আস্তে আস্তে সেনিটারী সীস্টেমে কনভার্ট করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ শহরের মধ্যে যেসব গৃহস্থ আছে তাদের পক্ষে এতটাকা খরচ করে সেগুলিকে সেনিটারী লেট্রিনে কনভার্ট করা সম্ভব নয়, সেজন্য তাদেরকে যাতে লোন দিয়ে এইগুলি করানো হয় তারজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ ১৫ লক্ষ টাকা থেকে আগামী বছরের জন্য আমরা ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি। আমি আশা করব এইসব গ্রেন্টসকে হাউস সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার— আই উড নাউ কল অন শ্রীঅঘোর দেববর্মা টু মুভ হিজ কাট মোশান অনারেবল মেম্বার হউ আর রিকুয়েশটেড টু কনক্লুড ইউর স্পীচ উইদিন ফিফটিন মিনিটস্।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে আমার বক্তব্য কাট মোশানগুলির উপর রাখতে চেষ্টা করব এবং পরে অন্যান্য যেসব ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে তার

উপরে আমি সামগ্রিকভাবে আমার বক্তব্য রাখব। ইনএ্যাডুকোয়েন্সী অব প্রভিশান ফর ফাইনানসিয়াল এ্যাসিসটেন্স টু দি ডিসপ্রেসড পারসন্স অব টি, বি পেসান্টস। অর্থাৎ বর্ত্তমানে বা গত আর্থিক বছরেও আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে সামগ্রিকভাবে দিনের পর দিন যক্ষা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ডিসপ্রেসড পারসন্সদের কথা মাননীয় মন্ত্রীরাও বলে থাকেন এবং এখানে তাদের যে স্টেটমেন্ট আছে তার মধ্যেও কিছু কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলি দিনের পর দিন যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কারো বিমত করার কোন কারণ আমি দেখি না। কাজেই সেদিক দিয়ে আজকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক আর আমরা চাই আর না চাই এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং সংগে সংগে বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে যক্ষার প্রসার আরও বাড়ছে, তাকে যদি সরকারীভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে বর্ত্তমানে এই বাজেটের মধ্যে যে প্রভিশান রাখা হয়েছে সেটা অত্যন্ত কম বলে আমি মনে করি। সেজন্য আজকে সামগ্রিকভাবে যদি ত্রিপুরার জনসাধারনকে বাঁচাতে হয়, তাহলে এই যক্ষারোগের আর যাতে প্রসার না হয় বা তাকে প্রতিরোধ করার একটা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। এবং যারা ডিসপ্রেসড পার্সন্স তাদেরকে এই ব্যাপারে যদি যথাযথভাবে সাহায্য দেওয়া হয় এবং যারা আমরা ভাল লোক আছি তাদের মধ্যে যাতে এই বিশেষ রোগটি না ছড়াতে পারে বা প্রসার না করতে পারে তারজন্যই একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। তারপরে নম্বরটু ডিমাণ্ডে আছে ইন এ্যাডিকোয়েসী প্রভিশান ফর স্পেশাল মেডিসিন্স ফর টি, বি, পেসান্ট। এটা আমি কেন বলছি, বলছি এই কারণে যে বর্ত্তমানে আমাদের এখানে কোন টি, বি, হাসপাতাল নাই। তবে একটি মাত্র ওয়ার্ড আছে। সেই ওয়ার্ডের মধ্যে সেই যক্ষা আক্রান্ত রোগীকে কিছু দিনের জন্য রেখে চিকিৎসা করা হয়। তারপরে তাকে কিছু টেবলেট দিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন কথা হল এই যে যক্ষা রোগী তাকে ভালভাবে চিকিৎসা না করে যেভাবে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাতে করে ঐসব রোগী মফঃস্বলে গিয়ে অন্য যারা ভাল লোক আছে তাদের ভিতরে সেই যক্ষা রোগীর যে বীজাণু আছে, সেগুলি যে কোন মুহূর্ত্তে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই বীজাণু অন্যের শরীরের ভিতরে প্রসার করাটা কোন মতেই অসম্ভব নয় কাজেই একটা হাসপাতালে রেখে এই রোগীকে—ভালভাবে চিকিৎসা করার কোন ব্যবস্থাই নাই। আর এই সাহায্য সহায়তার দিক দিয়ে শুধুমাত্র ঔষধ দিলেই হয় না তার সঙ্গে আরও কিছু দিতে হয়—যেমন খাদ্য বা ভাল খাওয়ার। সেজন্য আমি বলছিলাম যে এই বাজেটের মধ্যে তাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা এই রোগের প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং এই খাতে আরও বেশী টাকার প্রভিশান রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আর সেজন্যই আমি এই কাট মোশানটি এখানে রেখেছি। তারপরে তাতে আছে এ্যাবসেন্স অব প্রভিশান টু ষ্টার্ট এ ফুল ফ্লেজেড আউট ডোর ডিসপেনসারী এ্যাট ভি, এম, হসপিটাল। এখন যেরকম একটা অবস্থা দেখছে আমাদের জি, বি, হাসপাতালে, সেখানে অবশ্য ইণ্ডোর এবং আউট ডোর ডিসপেন্সারী দুইটিই আছে। কিন্তু এত ভীড়

যে সেখানে ডাক্তারেরা রোগীর রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেক সময়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর ভি. এম, হাসপাতালে যে সমস্ত রোগী আসেন সেখানে সাধারণতঃ কোন স্পেশালিষ্টই থাকেন না, সবাই জি, বি-তে থাকেন, কাজেই এখানে মামুলী চিকিৎসা ছাড়া আর কিছুই হয় না কিন্তু আমাদের লোক সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, সেই অনুপাতের দিকে দৃষ্টি রেখে এই ভি, এম, হাসপাতালের মধ্যে একটা ফুল ফ্লেজেড ডিসপেন্সারী যাতে খোলা যায় এবং তার দ্বারা যে অসংখ্য মানুষের উপকার হবে সেদিকে সরকারের তেমন কোন নজরই নেই। অথচ এটা করা একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ জি, বি, হাসপাতালের যে একটা অবস্থা সেখানে যদি বেলা ৮টার সময়ে যাওয়া যায় তাহলে বেলা ১১—১২টা পর্য্যন্ত লাইন দিয়ে ডাক্তারকে রোগীর রোগ দেখানো সম্ভব হয়ে উঠে না। সেখানে আই স্পেশালিষ্ট, চর্মরোগ স্পেশালিষ্ট গাইনোকোলজিষ্ট ইত্যাদি বিষয়ে একটি একটি করে বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে রোগীদের বিরাট লাইন। গেটের উপর সব সময়ে একটা ভীড় লেগে আছে। এমন কি অনেকে তাদের রোগ না দেখাতে পারায় দীর্ঘ ৫—৬ ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। সেই কারণে আমি বলছি যে এই ভি, এম, হাসপাতালের মধ্যে একটা ফুল ফ্লেজেড আউটডোর খোলা উচিত, আর সেজন্যই আমি আমার এই কাট মোশান হাউসের সামনে রাখছি। তারপরে আছে এ্যাবসেন্স অব প্রভিশান টু ওপেন এ টি, বি, হস্‌পিটাল এট আগরতলা। এই টি, বি, পেসান্টদের সাহায্য সহায়তার ব্যাপারেও আমি এই কথা বলেছি। অবশ্য এই ব্যাপারে আমরা অনেকদিন ধরে শুনে আসছি এবং কাগজে ও সিনামাতে স্লাইড দিয়ে জনসাধারণের কাছে আবেদন করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর যক্ষ্মা তহবিলে দান করার জন্য কিন্তু আমি জানতে চাই যে এটা কি আবহমান কাল ধরে চলতে থাকবে? সেই ফাণ্ডে কত টাকা আজ পর্য্যন্ত উঠেছে, তার হিসাব নিকাশ আমরা কিছুই জানি না। সেজন্য আমি বলছি যে শুধুমাত্র জনসাধারণের দান দিয়ে একটা হাসপাতাল করা সম্ভব নয়। আমার কথা হল টি, বি, ওয়ার্ডটা জি, বি, হাসপাতালের মধ্যে না রেখে অন্য একটা জায়গা সিলেক্‌শান করে যেমন সিনেটারিয়াম ইত্যাদি করা হয় ঠিক সেইভাবে এটাকে আলাদা একটা জায়গাতে শহর থেকে দূরে কোথাও একটা সুন্দর জায়গা দেখে ইমিডিয়েটলী একটা টি, বি, হাসপাতাল ষ্টার্ট করা দরকার। আমরা যদি এই বাজেটকে দেখি তাহলে তার মধ্যে সরকারের তেমন কোন পলিসি আমরা দেখতে পাই না বা মন্ত্রীরাও সেই সব বিষয়ে কোন চিন্তা করেন বলে আমার মনে হয় না। শুধু মামুলি ধরণের চিকিৎসা আর কয়েকটা টেবলেট দিয়ে কিছু সাহায্য করে রোগীর রোগ ভাল না করে যদি বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই যে রোগের প্রসার সেটা কোন দিনই প্রতিরোধ করা যাবে না এবং তার জন্য যে উদ্দেশ্য সেটাও সফল হবে না। ফলে দেখা যায় যে বাড়ীতে গিয়ে নানা অনাচার অত্যাচার এবং আর্থিক দুর্গতির জন্য যে সমস্ত জিনিষ খাওয়ার দরকার সেগুলি না খেতে পেয়ে সেইসব রোগীর মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। তাছাড়া বর্তমানে যেসব সাহায্য দেওয়া হয়, সেগুলি ঠিক ঠিক মত দেওয়া হয় না বলে আমি মনে করি। আর মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু নিজেও অনেক সময়ে ইমার্জেন্সীতে বসে দেখেছি

যে সেখানে মাত্র দুইটি এ্যাম্বুলেন্স আছে, সেগুলি জি, বি, থেকে ভি, এম সারাদিন ধরে দৌড়াদৌড়ি করছে, আর এদিকে যে ইমার্জেন্ট কল আসছে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য সেদিকে রোগী আনার মত আর কোন গাড়ী বা এ্যাম্বুলেন্স নেই। তাছাড়া আরও অনেকগুলি গাড়ী আছে যেগুলি ভেঙ্গে চুড়ে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। সেজন্য আমি বলছিলাম যে আমাদের বর্তমানে এ্যাম্বুলেন্সের যে ষ্ট্রেংথ আছে, সেটা আরও বাড়ানো দরকার। আর বর্তমানে যে দুইটি এ্যাম্বুলেন্স আছে, তার মধ্যে একটি তো ডাক্তার, নার্স এবং হাসপাতালের ষ্টাফ নিয়ে একবার এই জি, বি, আর একবার ভি, এম, হাসপাতালে আসা যাওয়া করছে। কাজেই এখানে একটা ষ্টাফকারের দরকার যাতে করে ষ্টাফদের নিয়ে এই হাসপাতাল ঐ হাসপাতালে আসা যাওয়া করতে পারে এবং এটার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না। আমরা প্রায় লক্ষ্য করে থাকি যে যদি কোন জায়গা থেকে ফোন বা ট্রাংকল আসে এ্যাকসিডেন্ট বা কোন প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য তখন হাসপাতালের ইমার্জেন্সী থেকে কোন এ্যাম্বুলেন্স সেই রোগীকে আনার জন্য পাঠানো সম্ভব হয়ে উঠে না। সেখানে এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ইমার্জেন্সীতে যে ডাক্তার থাকেন তাকে প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার মত উপক্রম হয়। এই এ্যাম্বুলেন্সে যে গাড়ী, সেগুলি হল একটা যন্ত্রের ব্যাপার, কখন যে কোনটা খারাপ হয়ে যাবে তার স্থিরতা নেই, সেই জন্যই এই ইমার্জেন্সীকে মিট আপ করার জন্য আমাদের এ্যাম্বুলেন্সের আরও ষ্ট্রেংথ বাড়ানো দরকার। আজকে শুধু আমি এই আগরতলা শহরের কথাই বলছি না, প্রত্যেকটি মফঃস্বল সাব-ডিভিশনের যে সব হাসপাতাল আছে সেগুলিরও এই একই অবস্থা, কাজেই সেগুলিতে যাতে এই এ্যাম্বুলেন্সের সুবিধা রাখা যায় এবং তারও যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটাও আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে এই কাট মোশান রেখে এই সব ব্যাপারে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর ইমার্জেন্সী ব্লক সম্পর্কেও আমরা ইতিপূর্বেও অনেক আলাপ আলোচনা করেছি। এটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল জি, বিতে যে একটা ইমার্জেন্সী ব্লক আছে, সেটা অনেকটা ব্লকের মত না হলেও ঐ ব্লকের মত করে রাখা হয়েছে। সাধারণতঃ এই ধরণের ব্লক রাখার অর্থ হল — যে রোগী অসময়ে ইমার্জেন্সীতে মফঃস্বল থেকে আসে তাদের সঙ্গে অন্য যারা আসবে তাদের আশে পাশে কোন আত্মীয় স্বজন না থাকার দরুন, সেই সকল লোকেরা যাতে কিছুক্ষণের জন্য ঐ ইমার্জেন্সী ব্লকের বিশেষ কোন একটি রুমের মধ্যে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এবং পরে যখন ডাক্তার বা স্পেশালিষ্টরা এসে রোগীকে পরীক্ষা করবে এবং যদি তারা প্রয়োজন মনে করে তাহলে ঐ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে ফেলবে, আর তা না হলে পরে রোগীকে অবজার্ভেশনে রেখে ছেড়ে দিবে, তখন রোগীর সাথে যারা এলো তারা তাদেরকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। এই সব কারণেই প্রত্যেকটি বড় বড় হাসপাতালের মধ্যে একটি করে ইমার্জেন্সী ব্লক আছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এখানে যেটা আছে তাকে ইমার্জেন্সী ব্লক বলা যায় না। এটা শুধুমাত্র একটা অবজার্ভেশন রুম সেই হিসাবে এটাকে এখানে রাখা হয়েছে, সেখানে সেই রকম কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেখানে খাওয়া দাওয়া করার মত কোন ব্যবস্থা নেই, শুধু তাই নয় সেখানে

ঔষধ দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে শুধু থাকা খেতে পারে এবং ঘুমানো যেতে পারে মাত্র। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যদি বলেন যে সেখানে এখন কিছু আছে, তাহলে আমাদের আর কিছুই বলার থাকে না। সেজন্য এটার আমি গুরুত্ব সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিয়ে বলব—সেটা হল যদি কোন একটী এ্যাকসিডেন্ট কেস ইমার্জেন্সীতে আসল, তখন তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অপারেশন করতে হলে সে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি থাকা দরকার, সেটা সেখানে নেই। অথচ রোগীকে যখন তখন আনা মাত্রই অপারেশন করতে হবে, তা না হলে পরে সেই রোগীর প্রাণান্তর ঘটে যাবে কাজেই তার যথাশীঘ্র চিকিৎসা করা দরকার। কাজেই মাননীয় মিনিষ্টার যদি বলে থাকেন তাহলে আমার বলার কিছু নেই। যদি বলে থাকেন যে এটা Emergency Block তবে আমার বলার কিছু নেই। Emergency Block যদি হয় তবে within 24 hrs. এর মধ্যে যদি কোন একটি accident ঘটে থাকে তাহলে operation করার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা না করলে প্রাণহানী ঘটতে পারে। কাজেই এরকম কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। এই সকল দিক দিয়ে যারা Expert এবং Supdt. নিজেও। আমরা যখন Estimate Committee থেকে Examine করতে গিয়েছিলাম তখন তিনি এই Suggestion দিয়ে ছিলেন। এতে যে কোন বাড়তি খরচ লাগবে একথা তিনি মনে করেন না। যার ফলে সময়মত operation না করার দরুণ অনেক রোগী মারা যায়। এই সমস্ত খবর আমরা পত্র পত্রিকায়ও দেখে থাকি। সেই সঙ্গে আমাদের আরেকটি বিষয়েও নজর রাখা দরকার অর্থাৎ যে সমস্ত রোগী মফঃস্বল থেকে আগরতলা G. B. Hospital এ আসে—কেবল যে শুধু আগরতলা সহরের লোকই সেখানে যায় এমন কোন কথা নয়। সেই রোগী যদি ৮টার মধ্যে না আসতে পারে তাহলে প্যাথোলজিতে সেদিন আর কোন কিছু করা যায় না কাজেই সারাদিন বসে থাকতে হয়। যদি তখন আগরতলা সহরে তার আত্মীয় স্বজন থাকে তো ভালই আর না থাকলে তাকে হাসপাতালের বারেন্দায় পড়ে থাকতে হয়। এই ভাবে অনেক রোগী অসুবিধা ভোগ করে। সেই জন্য duty hours যদি ৯টা থেকে ৪টা পর্যান্ত হয় তবে মফঃস্বলের অনেক লোকের এবং ডাক্তারদেরও অনেক সুবিধা হবে। কাজেই এই সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। আর জি, বি, হাসপাতালের জলের সংকট একটা chronic disease এর মত। প্রায়ই এই সমস্ত ঘটনা ঘটে থাকে। এই প্রয়োজনটি meet করার জন্য গত কয়েক মাস আগে Medical Fund থেকে ৫২ হাজার টাকা P W D র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। Electric generator কেনার জন্য কিন্তু আজ পর্যান্ত তার কোন হদিসই নেই। কাজেই যে উদ্দেশ্যে টাকা দেওয়া হয়েছে আজ পর্যান্ত তার কোন কিছু করা হচ্ছে না। Shortage of Medicine, oxezen, saline, Enteroquinol ইত্যাদি প্রায় সময়ই দেখা যায়। একটা ঘটনার কথা বলছি, অনিচ্ছা সত্বেও বলতে হচ্ছে, যে কেন এই অবস্থাগুলি ঘটে। কারণ বৎসরে Medical Deptt.এর যে requirments তারজন্য Central Medical Storeএ Tender পাঠানো হয়। কিন্তু সরকারীভাবে কোন ঔষধপত্র কিনতে

হলে Tender invite করা দরকার। এখানে যেসমস্ত বিভিন্ন কোম্পানীর representativeগণ আসেন। এই সমস্ত কোম্পানী, যারা Medicine তৈরী করেন সেটা খারাপ বলার কোন কারণ নেই যেহেতু তারা Govt. Rule মেনে চলেন। সুতরাং সেই সমস্ত কোম্পানীতে Tender call করে -তাদের ঔষধের দাম কত ও কত তাড়াতাড়ি Supply দিতে পারবে সেগুলি জেনে নেওয়া দরকার। কিন্তু এখানে Tender Call করা হয় না, সরাসরি Central Medical Storesএ লিখে দেওয়া হয়। ফলে তারা যেগুলা পাঠাতে পারলো পাঠালো আর যা পাঠাতে পারলো না সেগুলি বাকী রয়ে গেল বা দিলই না। কাজেই এইগুলি Shortage পড়ে। এই সমস্ত ঔষধের Chargeএ যিনি আছেন তিনির দায়িত্ব হল সকল ঔষধ ঠিকমত আছে কিনা তা দেখা এবং সময়মত কর্তৃপক্ষকে জানানো কিন্তু তিনি তা করেন না। সব ঠিক আছে এমন একটা ভাব তিনি দেখান, ফলে যখন দরকার তখন ঔষধ পাওয়া যায় না। গাফিলতির দরুনই এরূপ হয় এবং এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে –সব ডাক্তারই খারাপ একথা আমি বলবো না এর মধ্যে অনেক Specialist idealist আছেন যারা সত্যিই চিকিৎসা করতে জানেন আর অনেক আছেন যারা Vagavandএর মত এই কোঠায় সেই কোঠায় যাওয়া আসা করেন। তবে আমি নাম বলতে চাই না। কিছু সংখ্যক আছেন যারা এই মন্ত্রী সেই মন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে খোসামোদি করে উপরে উঠতে পারেন কিনা তার চেষ্টা করেন। কিন্তু যারা Specialist তারা তো ভাল ডাক্তার তাদের কাছে তো লোক যাবেই তারা নাম করবে, লোকে তাদের শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু একটা Chaotic position সৃষ্টি করে বলবে এই ঔষধ নেই, এটা নেই, সেটা নেই। সেখানে "যত দোষ নন্দ ঘোষ"। এই ভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে তাদেরে condemn করার policy নিয়ে কিভাবে আরও দশজনকে টপকিয়ে রাতারাতি বড় পদ পাওয়া যায়—যেমন ডা: মদন চক্রবর্তী ২৪ জন Seniorকে ডিঙিয়ে Dy. Directorএর পদে বসলেন। এই সমস্ত অবস্থা বন্ধ হওয়া উচিত। যাতে সামগ্রিক ভাবে হাসপাতালের সকলের মধ্যে একটা peaceful ভাব এবং সহযোগিতা থাকে তার প্রতি মন্ত্রী মহোদয় গণের দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু তা না করে সেখানে কতকগুলি Interestর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। যেমন বর্ত্তমানে যিনি Director আছেন তিনি মাদ্রাজী কোম্পানী না হলে ঔষধের কোন Order দেন না। তিনি খুব চালাক লোক। যা হউক আমাদের Minister-in-charge তা ধরে ফেলেন। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে Diet, এই সম্পর্কে অনেকবার বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে কাপড় চোপড় কম্বল এসব আরো বাড়ানো দরকার। আর গত Sessionএ আমি একটা Motionএ Maternity ward সম্পর্কে বলেছিলাম যে সেখানে সাধারণতঃ ডাক্তার থাকে না। Maternity wardএর যিনি Chargeএ থাকবেন তাকে Maternity wardএর সঙ্গে quaterএ থাকতে হবে। কিন্তু যিনি Maternity Chargeএ থাকে তিনি থাকেন কাঁকড়িয়াটিলায় কাজেই বর্ত্তমানে যিনি charge এ আছেন তাকে Maternity ward এর সঙ্গে quater এ দিতে কি আপত্তি আছে। সেখানেও দলাদলি কোন্দল। কাজেই এই অবস্থাটা ঘটছে। কোন্দলটা কি জন্যে? Expert ডাক্তার আছেন তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজ প্রশ্ন হচ্ছে উনারা সরকার থেকে বেতন

পাচ্ছেন। কাজেই চিকিৎসাও সরকারী ভাবে করা উচিত। কিন্তু অনেক ডাক্তার আছেন হাসপাতালে গেলে বলেন বাড়ীতে যেও। বাড়ীতে না গেলে চিকিৎসা হয় না। হাসপাতালেও যদি চিকিৎসা করাতে হয় তবে দেড়শত টাকার কম হয় না। কাজেই আমি অনুরোধ করবো এই সকল ডাক্তারদের, তারা যেন private practice করেন। তাতে কোন বাঁধা নেই। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ম মাফিক ভাবে যাতে যথাযথো চিকিৎসা হয় সেই দিকে যেন তারা দৃষ্টি রাখেন।

তারপর Nurse দের pay seale revision হওয়ার পর পূর্ব্বে তারা যে বেতন পেত তার চেয়ে এখন কম পায়। কাজেই সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। Family planing সম্পর্কে বলা দরকার। Family planingএর খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতে আমি একমত নই। কারণ Family planing করে আমাদের দেশের যে খাদ্য সমস্যার সমাধান করবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত অন্যায়। তাছাড়া Family planing করাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সামগ্রীক ভাবে করা উচিত। কোন অংশে বেশী দেব, কোন অংশে কম দেব এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নয়। এক্ষেত্রে আর একটা কথা বলতে হয়। মানুষকে লোভ দেখিয়ে অনেক সময় এটা করা হয়। কারণ আমাদের দেশের অনেক লোকই অজ্ঞ, অভাবগ্রস্থ। আমরা সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের অগ্রগতি উন্নতি এখনো করতে পারি নাই। কাজেই টাকার লোভ দেখিয়ে এই সমস্ত অজ্ঞ, অভাবগ্রস্থ লোকদের এই সমস্ত কাজে প্রবৃত্ত করানো মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। স্বেচ্ছায় যারা এগুলি করে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কাজেই স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে যাতে লোকেরা এই সকল কাজে এগিয়ে আসে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। আর জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। আবার capital outlay এর মধ্যে ও কিছু অংশ আছে। V. M. Hospitalএর পূর্ব্বদিকে একটা গলি রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়াই যায় না। আর খাদি বোর্ড দোকানের পাশে যে একটা খাল আছে তার কাছে দিয়ে যাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। হকার্স কর্ণারের সিনেমা হলের সংলগ্ন জায়গার যে অবস্থা ভুক্তভোগি ছাড়া কেউ এ সম্পর্কে বলা কঠিন। কাজেই public Senitation অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য রক্ষার নামে বাজেটে যে সমস্ত টাকা রাখা হয় সেগুলি যদি ঠিক ঠিক মত ব্যয় করা না হয় এবং সেই অসুবিধাগুলি যদি দূর করা না হয় – শুধু বাজেটে টাকা রাখলাম আর জলের মত খরচ করলাম তাহলে সেটা লুটের বাজার হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের প্রয়োজনে যদি না আসে তাহলে এই বাজেট বরাদ্দের কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। আর Adminitration policyতে মনে হয় যে ম্যালেরিয়া একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। আগে যে intensive way তে কাজ করা হয়েছিল এখন সেটা ভাটা পড়েছে। একথা ruling party ও স্বীকার করবেন যে সন্ধ্যা হলে মশার উৎপাতে কোথাও বসে থাকার উপায় নেই। তার কারণ হল sanitation নামেই একটা দপ্তর আছে। কিন্তু তার কোন কাজ কর্ম্ম নেই। তারপর পানীয় জল সম্পর্কে জনসাধারণকে বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে যে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু কার্য্যতঃ যেখানে হওয়া দরকার সেখানে কিছুই করা হচ্ছেনা। capital

outlay র মধ্যে, অনেক টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু জনসাধারণের প্রয়োজনে এটা কোন কাজে আসে না। যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে আমরা জনসাধারণকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেব, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করব— যেমন কলেরা, বসন্ত, আমাশয়, বা বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি যেগুলোতে গত বৎসর অনেক লোক মারা গেছে সে সম্পর্কে proper step নেওয়া বা প্রতিরোধ করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া সে সব ব্যাপারে খুবই অবহেলা করা হয়েছে। কাজেই এই সংক্রামক ব্যাধিগুলি যেগুলি প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল সেগুলির আবার নুতনভাবে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। মাংস খাওয়া ভাল। কিন্তু বাজারে যে সমস্ত মাংস বিক্রয় হয় সেগুলি দূষিত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একজন পরীক্ষক থাকা দরকার, তার কোন ব্যবস্থা নেই। খাদ্যে যদি ভেজাল থাকে তার থেকেও অনেক সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই এদিক দিয়ে সমস্ত দোকানগুলির প্রতি ও দৃষ্টি রাখা দরকার জন স্বাস্থ্য মতে। এই বলেই আমি আমার cut motion এর উপর বক্তব্য রেখে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker— Now I would call on Hon'ble Member Shri U. K. Roy.

Shri Upendra Kr. Roy— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন আমি তা সমর্থন করি এবং বিরোধীপক্ষের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আমাদের medical deptt. যে প্রতিষ্ঠানগুলি manage করছেন সেইগুলির ইতিমধ্যে বেশ improvement হয়েছে। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে বা এই প্রস্তাবটা যখন উপস্থাপিত করা হয় তখন তিনি বিশেষ ভাবে কয়েকটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ম্যালেরিয়া, বসন্ত, লেপ্রোসী প্রভৃতি control করার programme গুলি আগের মত চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া কাজটা যাতে সম্পূর্ণ নির্মূল হতে পারে তার জন্য National Small Pox Eradication programme টা take up করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য একটা কথা বলেছেন যে আবার ম্যালেরিয়া দেখা যাচ্ছে। এ কথা কিছুটা সত্য। spraying ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে পারে। আমাদের spraying সেটারও একটা টাইম টেবল আছে সেটা যদি ঠিক সময়মত যথাযথ ভাবে না করা হয় তবে সম্পূর্ণ successful হয় না সেই জন্যই আমার সার্ভিলেন্স ওয়ার্কার appoint করে এবং time-table modify করে আবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগরতলায় যে মশার উপদ্রব বেড়েছে একথা ঠিক। তবে আগরতলা টাউনের জন্য আলাদা ভাবে একটা mosquito control scheme আছে। সেটার মধ্যে কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা কর্তৃপক্ষ তা দেখতে পারেন, আমি সেই দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় শ্রী দেববর্মা বলেছেন যে V. M. Hospital এ একটা fullfledged outdoor চালু করা উচিৎ। করতে পারলে ত ভালই। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে টাকা যা পাব তার মধ্যে এখানকার সব ডিম'ও make up করতে হবে। এটা করতে গেলে ভাবল টাক্ ত লাগবেই তাছাড়া building construction এর প্রশ্নও আছে। আমার মনে হয় বর্তমানে যেভাবে চলছে এতে একটা আর একটা supplement, এটাতে কিছু ওটাতে কিছু যেমন maternity section, children

section এখানে। বিশেষ করে V. M. Hospitalএ নূতন করে যে Children Clinic খোলা হয়েছে। এটা একটা চমৎকার প্রতিষ্ঠান। up to date যন্ত্রপাতি নিয়ে ওটা খোলা হয়েছে। এর ফলে আমাদের ভাবী বংশধরদের ডিফ্‌থেরিয়া, হুপিং কাস ইত্যাদি চিকিৎসা করা সহজ হবে। টি, বি, সেনেটারিএ্যাম করার জন্য তিনি বলেছে। এটা ভাল কথা। টি, বি, সেনেটারিএ্যাম এর প্রয়োজন আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই একই কথা যে একটা জিনিষের প্রয়োজন তাহল টাকা। তাছাড়া সেনেটারিএ্যাম করতে অনেক জায়গার এবং বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন। তার চাইতে আমাদের এখন যে system চলছে—প্রথম hospitalএর direct supervision এ রেখে minimum যত দিন চিকিৎসা করা যেতে পারে ততদিন তাকে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারপর chest clinic এর মাধ্যমে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করা হয়। এই ভাবেই এযাবৎ চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং এতে যথেষ্ট কাজও হচ্ছে। যদি সেনেটারিএ্যাম করে scientific treatment এ দীর্ঘদিন রাখা যায় তা হলে চিকিৎসা খুব ভাল হয়, সত্য কথা। কিন্তু ত্রিপুরার গরীব রোগীদের মধ্যে কয়জন যে এভাবে দীর্ঘদিন থাকতে পারবে সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর তাছাড়া G. B. Hospital কে এখনও আমরা পুরোপুরি করতে পারিনি। ক্রমশই শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হচ্ছে। সুতরাং বাস্তবটাকে ভুলে গেলে চলবে না। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে গড়ে তুলতে হবে। G. B. hospitalএ জলের অভাব ছিল ঠিকই, তবে আমার মনে হয় ইতিমধ্যে তার অনেক improve হয়েছে। আর মেডিসিন সম্পর্কে যে কথা তিনি বলেছেন যে সব কোম্পানীই সমান একথায় তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। টেণ্ডার দিয়ে মেডিসিন ক্রয় করাটা খুব scientific হয় না। ষ্টেণ্ডার্ড ফার্ম থেকে ষ্টেণ্ডার্ড মেডিসিন ক্রয় করা উচিৎ। আর একটি কথা তিনি বলেছেন যে maternity ward এর charge এ যিনি আছেন তার কোয়ার্টার হল কাঙ্গরিয়া টিলাতে। সুতরাং তিনি এখানে না থাকলে অসুবিধা হয়। কিন্তু কি অসুবিধা হয় তা আমি জানি না। আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব এই বিষয়টি দেখতে। যদি সম্ভবপর হয় তবে সত্বর সেই অসুবিধা দূর করা উচিত।

আমি অবাক হলাম যে আজকালকার দিনেও তিনি familly planing এর বিরোধীতা করছেন। আমরা Eradication control scheme করে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, লেপ্রোসী প্রভৃতি control করলাম। নূতন নূতন চিকিৎসার ব্যবস্থায় আমার death control ও করছি। কিন্তু আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করব না তাহলে কি করে চলবে। যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করি খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। এমনি খাদ্যে আমাদের ঘাটতি এবং সমস্ত সভ্য দেশে এই family planning গ্রহণ করেছে। তিনি বলেছেন স্বেচ্ছায় নিলে আপত্তি নেই। কিন্তু পয়সা দিয়ে দিলে আপত্তি। কথা হল আমাদের দেশের জনসাধারণ কি রকম তা আমরা সকলেই জানি। বহুলোক আছে এর নামই শুনেনি। এটার প্রয়োজনীয়তা কি করে তারা উপলব্ধি করবেন? বেশী কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। অর্ডিনারি প্রগ্রাম যা ছিল সবগুলিই চলছে। অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধের যে সকল ব্যবস্থা ছিল সেই সকল ব্যবস্থা আগের চাইতে অনেক improve করেছে। T. B. Control করা খুব শক্ত, প্রত্যেকটা

case ধরে ধরে চেষ্টা করে যেতে হবে। ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশান, small pox Eradication scheme নেওয়া হচ্ছে। Laprocy Control Scheme নেওয়া হচ্ছে। Control Scheme Successful হলে পরবর্তী ষ্টেজে Eradication Scheme নেওয়া হবে। যে সকল রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেইগুলি প্রতিরোধের সব রকম ব্যবস্থা আমাদের নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী, প্রাইমারী হেলথ সেন্টার প্রভৃতি বাড়ান হচ্ছে এবং নূতনও কিছু হচ্ছে। আমার আর সময়ও নেই। আমি আর শুধু একটি কথাই বলব এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ দেব যে নিহারনগর কলোনী আমার কেন্দ্রে বিলোনীয়ার পশ্চিম পাহাড়ে সর্ব্ব প্রকারে উপেক্ষিত। আজ থেকে ৪ বৎসর আগে সেখানে Primary health centre এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল, তদানিন্তন যিনি Health Minister ছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। অনেক জিনিষপত্রও সেখানে গিয়েছিল কিন্তু অনেক জিনিষ নষ্টও হয়ে গিয়েছে, সেখানে কোন কাজ হয় নাই। এখন আমি শুনে খুব খুশি হলাম যে এতদিন পর সেখানে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারটি হবে। এরজন্য পশ্চিম পাহাড়ের অধিবাসীর পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker—Shri Suresh Ch Choudhury. Hon'ble member will speak only for 10 minutes.

Shri Suresh Ch. Choudhury— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, development of Medical Public Health, Demand No. 15, 16 and 36এ অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন আমি মনে করি ত্রিপুরার প্রয়োজনের সাথে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই তা করা হয়েছে এবং এই বাজেট ত্রিপুরার প্রয়োজন মেটাতে পারবে বলে আমি মনে করি। কাজেই এই বাজেট আমি সমর্থন করি। কথা হচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায় যে বাজেটে বরাদ্দ করা হয় কিন্তু কাজে তা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা হয় না। একটা জিনিষের উপর আমি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে চাই যে বাজেটের টাকা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা যায় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া। বাজেটে টাকা রহিল কিন্তু কাজও হল না, বৎসরের শেষে টাকা ফিরে যায়, এতে আমাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব কমে যায় এবং সমস্যা থেকেই যায় বরং আরও বৃদ্ধি পায়। সেই জন্যই আমি বলব যাতে বাজেটের টাকা ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য।

আগরতলা সহরে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার যেভাবে ব্যবস্থা হয়েছে সেটা খুবই প্রশংসনীয়। এখনও দেখা যায় যে অস্ত্রোপচারের জন্য ত্রিপুরার সহর থেকেও লোকেরা এসে অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসিত হয়ে যায়। বিরোধীপক্ষ আমাদের চিকিৎসার ব্যাপারে যত কথাই বলুন না কেন, এটা সত্যিকথা যে আগরতলা সহরে হাসপাতালে যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা এবং মেডিসিনের ব্যাপারেও ডাক্তারদের যে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখা যায় তা উল্লেখযোগ্য। আমি মনে করি এতে ত্রিপুরা অনেক

উন্নতি লাভ করছে। যদিও গ্রামগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি এখনও পড়েনি কিন্তু সহরে আসার পর অন্ততঃ এটা আসা করা যায় যে হাসপাতালের ডাক্তারদের হাতে চিকিৎসিত হলে বাঁচবো, বাঁচার একটা চেষ্টা তারা করবেন। তবে আমি বলবো যে, গ্রামের দিকেও নজর দেওয়ার জন্যে। এক একটা Sub-divissionএ পাঁচ সাতটা করে যদি ডিস্‌পেন্সারী থাকে তাহলে ২।৩টাতে হয়ত ডাক্তার থাকে আর বাকীগুলো কম্পাউণ্ডার দিয়ে চলছে। সেদিক দিয়ে আমি বলবো, প্রয়োজনের তুলনায় যখন আমাদের কমসংখ্যক ডাক্তার রয়েছে, তখন আরও বেশী ডাক্তার যাতে পাওয়া যায় সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনবোধে মেডিকেল কলেজ করে ডাক্তারের অভাব পূরণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। যেভাবে আজকে বেকার সমস্যা চলেছে, ডাক্তারী শিক্ষা করে এলে পর সরকারী চাকুরী না পেলেও তারা Private practice করে নিজেদের জীবিকানির্বাহ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। এদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সহরগুলিতেই ভালো চিকিৎসা কেন্দ্রীভূত করলেই চলবে না, মফঃস্বল সহর ও গ্রামগুলির দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

মহকুমা হাসপাতালগুলোতে কিছুটা অব্যবস্থা রয়েছে, গলদ রয়েছে। ডাক্তার আছে ঔষধও যায়, তবুও অনেক গলদ আছে। সে সব গলদও অব্যবস্থা যাতে দূর করা যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয় যে, সেগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সেগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটাও চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি। T. B. চিকিৎসা সম্বন্ধে মাননীয় অঘোর বাবু বলেছেন। দিন দিন রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে বলে মনে করি। গত বৎসরেও ধর্মনগরে T. B. Clinic করার জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল, কিন্তু এবার উদয়পুর এবং ধর্মনগর দুই জায়গায় T. B. Clinic করার ব্যবস্থা রয়েছে। আমি মনে করি অতিসত্বর T. B. Clinic এর ব্যবস্থা করা দরকার এবং তার ব্যবস্থা করে যাতে এক্স-রে করে রোগ নিরূপণ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গ্রাম্য যেসব প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার আছে সেগুলো সুষ্ঠু পরিচালনা করার বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। জোলাইবাড়ী প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারের নির্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু জলের অভাবে সেখানে রোগীর ভর্ত্তির ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব হয়নি। যদিও তিন বৎসর পূর্বে এই Primary Health Centre open করা হয়েছিল এবং রোগীও ভর্ত্তি করা হত, কিন্তু ইদানিং নানা অসুবিধার জন্য এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে গৃহ নির্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে ওখানে রোগী ভর্ত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেদিকে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ঋষ্যমুখ Primary Health Centreএর কাজ এখনো আরম্ভ হয়নি। স্থানের অভাবে তা হতে পারেনি। এখন জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং যাতে তাড়াতাড়ি তথায় গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করি। সাব্রুমের শিলাছড়াতেও একই অবস্থা। এটা একটি দুর্গম জায়গা, যেখানে একজন মুমূর্ষু অবস্থায় পড়লেও তার চিকিৎসার জন্য আগরতলা বা মহকুমা হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই দুর্গম জায়গাতে এখনো চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য

সেখানে Primary Health Centre করার পরিকল্পনা আছে। সেখানে যাতে গৃহ নির্মাণ কার্য্য তাড়াতাড়ি করে যতশীঘ্র সেটা open করে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

আর একটি বিষয়ে আমি বলছি। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের যে অব্যবস্থা তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রায় গ্রামেই পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতিপূর্বে যেসব tube-well বসানো হয়েছে সেগুলোর প্রায়টি অকেজো অবস্থায় আছে। আমি জানি না কি কারণে আজ হয়ত যে Tube-well বসানো হল ২।১ মাস পরে কেন সেই tube-well অকেজো হয়ে যায়। বসানোর কোন গলদ আছে নাকি অন্য কোন ব্যাপার আছে সেটা একটু লক্ষ্য করে দেখা দরকার। বৎসর বৎসর সরকারী এত টাকা খরচ হয়, এতগুলো tube-well বসানো হয় কিন্তু এগুলোর মধ্যে খুব কম সংখ্যকই চালু থাকে। এক একটা গ্রামে ৫টি tube-well থাকলে দেখা যায় ৪টি অকেজো অবস্থায় আছে, ১টি হয়ত চালু আছে। আমি বলব এসব tubewell গুলোর মেরামত করে অনতিবিলম্বে গ্রামের মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হউক অথবা এগুলো ঠিক করে দেওয়া হউক। রাস্তার মোড়ে ১টি tubewell যদি বৎসরের পর বৎসর খারাপ হয়ে যাবে তখন স্বভাবতই মানুষের মনে ক্ষোপ আসে যে সরকারের এত টাকা খরচ করে একটা tube-well বসানো হল কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কাজেই এটাকে হয় মানুষের দৃষ্টির বাহিরে নিয়ে যাওয়া হউক অথবা মেরামত করে পুনরায় চালু করা হউক। গ্রামের মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন হল পানীয় জল। এখনো গ্রামের মানুষ নিজস্ব ব্যবস্থায় পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। তাই আমি মনে করি গ্রামের ঐসব গরীব মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। হয় tube-well না হয় ring well যে কোন ভাবেই ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি। সর্বশেষ আমি মনে করি গত বারের চেয়েও এবার বাজেটে বেশী টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এতে সব দিকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা হবে বলে মনে করি। অনেক সময় দেখা যায় একটা কঠিন রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। কিন্তু Ambulance এর অভাবে পাঠানো যায় না, তাই আমি মনে করি প্রত্যেক মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ১টি করে অন্ততঃ Ambulance রাখা দরকার। এরপর এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now I would request the Hon'ble Minister in-charge of Medical Deptt. to give his reply. Hon'ble Minister is allowed to speake for 15 minutes.

Shri T. M. Dasgupta— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে চেষ্টা করব। Medical Deptt. এর activities সম্বন্ধে আমার বক্তব্য রাখব। উনারা যেসব প্রশ্ন তুলেছেন আমাকে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন। আমি ইচ্ছা করেছিলাম Medical Deptt. সম্বন্ধে একটা General Review Houseএর কাছে রাখব, যেহেতু

আমার সময় কম, কাজেই ঠিক সেভাবে review টা রাখতে পারব না। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট discusion এ অধিক সময় ব্যয়িত হয়েছে। আমি জানিনা কোন রসিক ব্যক্তি পুলিশ বাজেটের পর আমার মেডিকেল বাজেট এনেছে কিনা। পুলিশ Demand সম্বন্ধে আলোচনার পর একটু ঔষধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। যা হউক যে সমস্ত Cut motion এসেছে আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। মাননীয় সদস্য Cut motion রেখেছেন যে T. B. patientsদের জন্য যে অর্থ রাখা হয়েছে সেটার বরাদ্দ নাকি কম। এখানে এ বৎসরের ৩১০ জনকে financial assistance দেওয়া হয়েছে। আগরতলাতে আমাদের T. B. Hospital আছে। তাছাড়া কোন রোগীর যদি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন থাকে তাহলে তাদের চিকিৎসার জন্য কলকাতা এবং যাদবপুরে যে হাসপাতাল তাতে ৫টি সিট রাখা হয়েছে। তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কোন রোগী যদি পাঠানোর প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। তাই T. B. রোগীর চিকিৎসার জন্য যতটুকু করা দরকার তা করা হচ্ছে এবং আর্থিক সাহায্য যদি দিতে হয় তার কোন শেষ নেই, সবাইকে যদি চিকিৎসার সাথে আনুষঙ্গিক আর্থিক সাহায্য দিতে হয় তাহলে Medical Budgatএ যে বরাদ্দ তা যথেষ্ট। T. B. patient এর ও ঔষধের বেলায় তাই। এ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন আগরতলাতে শুধু G. B Hospital, T. B.এর জন্য কোনো আলাদা Hospital নেই। এখানে T. B. চিকিৎসার যে ধারা সেটার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা পরিবর্তন এসেছে। আজকে ভারতের তথা ত্রিপুরার যে লোকসংখ্যা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এত দ্রুত সব হাসপাতাল তৈরী করা সম্ভবপর নয়। কাজেই চিকিৎসার দিক দিয়েও T. B. রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা রয়েছে, যে সমস্ত ঔষধ বেরিয়েছে, তাতে প্রত্যেকটি রোগীকে বাড়ীতে রেখে, যদি তার অবস্থা গুরুতর না হয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। সাধারণ নিয়মগুলো পালন করে যদি তারা চিকিৎসা করে, T. B. রোগের প্রসার তার বাড়ীর মধ্যে ঘটবেনা এব্যাপারে ডাক্তারেরা যে suggestion দেন সেগুলো যদি ঠিকভাবে পালন করা হয়। কাজেই যেহেতু আমাদের দেশে যক্ষা রোগীর সংখ্যা কম নয় তাই একমাত্র হাসপাতালে চিকিৎসার দ্বারা সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, কাজেই সব দেশেই Domestic যে treatment তার improvement করা হচ্ছে এবং সেইভাবে ত্রিপুরায় ও improve করা হচ্ছে। কারো অবস্থা যদি খারাপ হয় তাহলে তাকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা হয়। তারপর যখন Convulsion stage আসে তখন তাকে বাড়ীতে রেখে তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ঔষধ দরকার হয় সেগুলো দেওয়া হয় এবং যারা খুবই গরীব তাদের চিকিৎসা ছাড়া খাওয়ার জন্য রোগীকে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয় এবং তার Provision এ Budget এ আছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন, যে T B. Fund এর জন্য যে সমস্ত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো কি করা হয়েছে। একটা কথা হচ্ছে বছর বছর যে টাকা উঠে তা একটা Huge amount হয়। যদি আমার কাছে প্রশ্ন আসে তাহলে আমি সেটার figure দিতে পারবো, অবশ্য এখন আমার কাছে সেই figuse নেই। সংগৃহীত টাকাটা Bankএ জমা হচ্ছে।

এবং তার থেকে সামান্য অংশ তা দেওয়া হয় যারা উদ্বাস্তু নন অথচ যাদের financial assistance এর দরকার, তাদের case গুলো যদি justify করে। কাজেই এই দিকে সরকার সচেষ্ট এবং তারই জন্য আজকে এখানে chest clinic করা হয়েছে। T. B-র. যে সব case আসে তাদের এক্স-রে কর হয়, তার মধ্যে যদি কোন Positive case পাওয়া যায় তাহলে তাদের হাসপাতালে এবং বাড়ীতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রোগীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য T. B. রোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি Dispensary এবং হাসপাতালে তাদের ঔষধ দেওয়া হয়। ১৫ দিনে বা ১ মাস পর Mobile Dispensaryর একদল ডাক্তার এসে সেই সমস্ত case গুলো দেখেন। ডাক্তার যে সময় আসবেন পূর্ব্বেই সেই সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কাজেই রোগ দূর করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যা করার তা করা হচ্ছে এবং ঔষধ পত্র যে পরিমাণ দেওয়ার তা দেওয়া হচ্ছে। Ambulance service এর কথা একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Ambulance service improve হওয়া উচিত। তাতে আমার কোন দ্বিমত নেই; তারজন্য গতবছর দুটি গাড়ী কেনা হয়েছে। এবারও একটি গাড়ী কেনার ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী বৎসর ও যাতে আরও দুটি গাড়ী ক্রয় করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। Interrior এর যে সব জায়গা আছে সেখানে থেকে যাতে রোগী আনা যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকাল এইসব সুযোগ সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদেরও ইচ্ছা বেড়ে গেছে। সব রোগীকে Ambulance দিয়ে হাসপাতালে আনা সম্ভব নয়। আসল যে জিনিষটা বিবেচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে চিকিৎসার সুযোগ এবং সুবিধা। এর মধ্যে যারা উদ্বাস্তু তার জন্য Medical বিভাগ চিন্তা করেছেন এবং যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা সেই পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে, তার কিছুটা এ বৎসরও করা হচ্ছে। তার জন্য ভ্রাম্যমান দল করা হচ্ছে। সেজন্য surgeryর Team এক একটি জায়গাতে যান এবং তার সাথে সাথে case গুলো করেন, যাতে আগরতলাতে ঐ দূরবর্ত্তী স্থান থেকে রোগীদের না আসতে হয়। Specialist আজকের দিনে বেশী পাওয়া খুব কঠিন, সেজন্য এখানকার Team মফঃস্বলে পাঠানো হয়। আরও অতিরিক্ত একটা Specialistএর Team করা হয়েছে। তারা ঘুরে ঘুরে রোগী দেখবেন। ফলে আজকের দিনে Medical system টাকে improve করা যাবে। প্রথমে আমাদের পরিকল্পনা ছিল Zone এলাকায় হাসপাতাল করা, যেমন উদয়পুর ধর্মনগর কৈলাসহরে যে কোন জায়গায়—কিন্তু নানা কারণে হয়নি। যদিও হাসপাতাল হয় তাহলে উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ডাক্তার হয়ত দেওয়া যাবে কিন্তু পরিপূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া কঠিন। তার জন্য specialist যারা, বিভিন্ন বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে তাদেরকে দিয়ে একটা ভ্রাম্যমান দল করা হয়েছে এবং তারজন্য বাজেটে provisionও আছে। এ ছাড়াও অর্থের দিকটাও দেখতে হবে। একজন রোগীকে Ambulance দিয়ে ধর্মনগর থেকে যদি আগরতলা আনতে হয় তাহলে ১২৬ টাকার মত খরচ হয়। ঘন ঘন এভাবে একটা গাড়ী যদি এই বিরাট দূরত্ব run করে তাহলে সেই গাড়ীও নষ্ট হবে। কাজেই

এই সমস্যা দূর করার জন্য ভ্রাম্যমান দল করা হয়েছে। তারা ঘুরে ঘুরে রোগী দেখবেন। যেহেতু সে রকম staff আমরা পাচ্ছি না তার জন্য আমাদের present staff থেকে Surgery, Eye Team পাঠানো হচ্ছে। ফলে মফঃস্বল টাউনের যে অসুবিধাগুলো আছে তার কিছুটা বিদূরীত হবে। কাজেই Inadequacy of provisionএর কথা যেটা বলা হয়েছে তার মধ্যে কোন সারবত্তা নেই। তারপর বলা হয়েছে যে আর একটা Out-door dispensary at V. M. Hospital. সেখানে Out-door dispensary আছে এবং তার মধ্যে মহিলাদের ব্যবস্থা ও আছে। Special treatmentএর যাদের দরকার তার জন্য G. B. Hospitalএ arrangement আছে।

আবার Gyno. কিছু কিছু case V. M. হাসপাতালে দেখা হয়। এছাড়া Medical বা Surgery র বড় case হলে G. B. Hospitalএ যেতে হয়। অতিরিক্ত ডাক্তার বা Specialist না পাওয়া পর্যান্ত সেটা সম্ভবপর নয়। চিকিৎসার দিক দিয়ে সব সময় একটা centralised, সেটাতে আজকে যদি improved চিকিৎসা দিতে হয় কোন রোগীকে আলাদা করে বলা যায় না যে এটা এই case প্রথম অবস্থায় যেটা Medical case মনে হচ্ছে, after certain treatment সেটা হয়ত surgical case বলে দেখা যাচ্ছে। একজন মহিলার একটা case এ প্রথম অবস্থায় হয়ত মনে করা যাবে এটা gyno case, কিছুদিন চিকিৎসার পর হয়ত দেখা যাবে যে এটা Medical case, অথবা ঠিক gyno নয়, surgical case কাজেই হাসপাতাল যদি ভাল করে improve করতে হয় তাহলে একটা জায়গায় যদি হাসপাতালের activities হয় তাহলে রোগী একসঙ্গে তার সুযোগ সুবিধা পাবে। সে দিক দিয়ে এক জায়গাতে specialist থাকলে রোগীকে আর দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। কাজেই সেদিকে সরকার যথেষ্ট সজাগ আছেন। G. B. Hospital এর সে ছবিটা সেখানে পুরোপুরি আছে, তার পর যদি কোন রোগীর special treatment এর প্রয়োজন হয় তখন তার G. B. তে থাকার প্রয়োজন হবে। কাজেই তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন absence of provision তার কোন যৌক্তিকতা নেই। T. B. Hospital সম্বন্ধে যেটা বলেছেন যে আলাদা Hospital নেই। কিন্তু আমাদের 50 beded T. B. Hospital আছে এবং আরও কিছু seat বাড়ানো যায় কিনা তার জন্য আমরা লিখেছি এবং তার জন্য Provision রাখা হয়েছে। Sanitarium হচ্ছে একটা আলাদা জিনিষ। সেটা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে করতে হয়। T. B. রোগের আগে কোন ঔষধ ছিল না। কিন্তু আজকাল T. B. র যথেষ্ট ঔষধ বের হয়েছে। তারপরেও sanitariumএ যেতে হয় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য, তবে সেটা আলাদা জিনিষ। নিজের খরচায় যেতে পারেন আর্থিক সঙ্গতি থাকলে। সেটি অন্য পরিকল্পনা। কাজেই এদিক দিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন সেটার কোন সারবত্তা নাই। Emergency Block এর সমালোচনা করেছেন যে Emergency Blockএর কোন সুযোগ নাই। আমি যতটুকু জানি Emergency Block এ যখন কোন রোগী আসে, Emergencyতে যিনি থাকেন সব রোগ diagnose করা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে

Medical অথবা surjicalএ পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন যখন ডাক্তার আসেন তখন রোগীকে দেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তাতে একটা নাড়াচাড়া করা হয়। কাজেই এরকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যে Emergency Block এ রোগীকে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে রোগীকে অন্য ward এ যেতে না হয়। তাছাড়াও যদি কোন Emergency case থাকে যার জন্য specialist এর Consultation দরকার হয় তখন Emergencyর ডাক্তার specialist কে Call দেন এবং সেই Case কে তার হেপাজতে দিয়ে দেন উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা বলছি। কাল রাত্রি ১১ টার সময় ফোন করে আমাকে জানানো হয় যে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছেনা। আমি ডাক্তারের নিকট যখন ফোন করলাম তখন ডাক্তার জানালেন যে এই রোগী হাসপাতালে রাখার মত নয়, একটা সাধারণ ব্যাপার। সকালেই মনে করে হাসপাতালে নিলেই রোগীকে ভর্তি করা যাবে। আপনারা সকলেই জানেন bed এর অভাবে রোগীকে মাটিতে বিছানা দিতে হচ্ছে; কাজেই যাদের হাসপাতালে ভর্তি করবার প্রয়োজন তাদেরই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। Emergency Block আমাদের এখানে আছে। Accident এ হাত-ভাঙ্গা, পা-ভাঙ্গা, ইত্যাদি এজাতীয় Case যদি আসে তাহলে ঐ সব Case ফেলে রাখা হয়না, immediately হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কাজেই এই সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে আমি তা সমর্থন করতে পারিনা। water supply সম্বন্ধে উনি যা বলছেন সেটা আমরা বিবেচনা করব। এক্সরে plate সম্বন্ধে উনি যা বলেছেন সেই সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে সারা ভারতে এক্সরে প্লেটের অভাব, যে সব ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে এক্সরে করা হচ্ছে। ডাক্তাররা যেখানে প্রয়োজন বোধ করেন সে ক্ষেত্রে এক্সরে করেন। কিন্তু কোন কোন রোগীরা চান যে তার caseটা এক্সরে করা হউক, কিন্তু এক্সরে প্লেটের অভাবে করানো হয়না। কোন ডাক্তার যদি মনে করে যে এটা Appendicitisএর case এবং এটা immediately operation করা দরকার, সে ক্ষেত্রে আর এক্সরে করার প্রয়োজন নেই। ডাক্তারের আজকাল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি হাত দিয়ে দেখেই ধরতে পারেন যে এক্ষেত্রে operation এর প্রয়োজন আছে এবং এই ক্ষেত্রে এক্সরের প্রয়োজন নেই, সেই ক্ষেত্রে ডাক্তাররা নিজেদের discretion করে থাকেন। আর একটি কথা বলেছেন যে ২৪ জনকে ডিঙ্গিয়ে ডাঃ মদন চক্রবর্তীকে প্রমোশন দেওয় হয়েছে আসলে যে চাকুরীটা দেওয়া হয়েছে সেটা কাজে এবং বেতনের দিক দিয়ে কোন প্রমোশন নয়। সেটা হচ্ছে S.D.O. grade 1(4) মদনবাবু আগেও যে বেতন পাচ্ছিলেন এখনো সেই বেতন পাচ্ছেন, বেতনের কোন তারতম্য হয়নি। কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যে যাদের কাজের অভিজ্ঞতা ও ডিগ্রী আছে তাদের মধ্যে আছে মদন বাবুর, D. P. H ডিগ্রী। মদন বাবু ছাড়া তার seniorদের মধ্যে তার কারো D. P. H. ডিগ্রী নাই। এছাড়া Administrative যে ট্রেনিং সেটা মদন বাবুর আছে। এর আগে তিনি V. M. হসপিটালের supdt. ছিলেন। এ সমস্ত জিনিষের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নেওয়া হয়েছে। ঐ চাকুরীতে নেওয়াতে তার আর্থিক লাভ

হয়নি। বরং তার ক্ষতিই হয়েছে। Supdt. হিসাবে থাকা কালীন তিনি ১০০ টাকা বেশী পেতেন, সে টাকা এখন তিনি পাচ্ছেন না। কাজেই উনারা যা বলছেন তা সরকার পক্ষকে ঘায়েল করতে কালো চশমা দিয়ে দেখলে সব কিছুকেই কালো দেখা যায়। কাজেই আজকে যে চোখ দিয়ে দেখবেন সেটা দিয়েই বিচার হবে। তারপর তিনি বেতন ইত্যাদির কথা বলেছেন। এই অভিযোগ ঠিক নয়। Nurseএর যে বেতন সেটা fixed করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে সেগুলোকে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর মধ্যে individual কোন case camplicated থাকতে পারে। কিন্তু Deptt. এর এমন কোন ইচ্ছা নেই যে কেউ এখন যে বেতন পাচ্ছেন তার থেকে কম পান, এমন কোন ঘটনা তিনি দেখাতে পারবেন না যে বেতন কারো কমে গেছে। কিন্তু বলতে হবে যে চিলে কান নিয়ে গেছে তার জন্যই কিছু বলেছেন। মাননীয় সদস্য যদি কোন specific point দেন তাহলে প্রতিটি pointএ আমি আলোচনা করতে রাজি আছি। আমি বলব কারো কোন caseএ ক্ষতি করা হয়নি। Family Planning সম্বন্ধে বলেছেন যে সরকার একটা লোভ দেখাচ্ছেন। এ রকম একটা উক্তি মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে পাব আশা করিনি। কাউকে লোভ দেখানোর কোন পরিকল্পনা কারো নেই। সরকার কোন একটা কাজ করলে সেটা খারাপ দৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত নয়। দেশের পক্ষে, জাতি এবং সমাজের পক্ষে কোনটা মঙ্গল সেটা দেখতে হবে। আমাদের দেশে Family Planning সম্বন্ধে কাজ হচ্ছে। রাশিয়ার মত দেশেও আজকাল Abortionকে Legalise করা হয়েছে। সেখানে আইন করতে হয় না এইজন্য তাদের দেশের লোকের যে Consiousness সেটা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের দেশেও family planning আছে এবং সেটা সময় অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। যখন তাদের লোকসংখ্যা abnormally কমে যায় তখন তাদের পরিকল্পনা করা হয় যে আমাদের লোকসংখ্যা বাড়াতে হবে। কাজেই সেটাকে তখন বাড়িয়ে নেয় এবং প্রয়োজন হলে আবার কমিয়ে নেয়। just after the war লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্য তারা Prize দিত। আজকে যখন লোকসংখ্যা আবার বেড়েছে তখন তারা family planning করেছে। এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যেমন আমেরিকা, ইংলণ্ডে family planningএর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ক্যাথেলিকরা মনে করে যে প্রাণ আসার আগে family planning সম্বন্ধে যা করার করতে পারা যায়, কিন্তু প্রাণ আসার পরে সেটা করা উচিত নয়। এমন কি তাদের মধ্যে যে বড় বড় ধর্মগুরু তারাও তার পক্ষে। অবশ্য দু একজন বিপক্ষে আছেন। কাজেই তারাও আজকে সমাজের এই পরিবর্তিত অবস্থায় Abortionকে Leglised করেছে। আমেরিকার মত দেশেও তারা তা করছেন।

Sri T. M. Dasgupta — আমেরিকাতেও যারা ক্যাথেলিক আছে তারাও আজকে family plaining কে সমর্থন করছেন। সেখানেও তারা মনে করে যে একটা সুষ্ঠু সবল সমাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট লোক সংখ্যা থাকবে, এবং সেটা পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তারই জন্য আজ ভারতবর্ষে এই পরিকল্পনা। মাননীয় সদস্যকে আমি দেখতে বলব, এখানে direction দেওয়া আছে, আজ পর্যান্ত যে সমস্ত operation এর case হয়েছে সেখানে কোন ক্ষেত্রেই ৩।৪ টি সন্তানের কম কোন ক্ষেত্রেই

হয়নি। যারা educated যারা Conseius সেখানে ৩টি সন্তানের ক্ষেত্রে করা হয় আর গ্রামাঞ্চলে যারা আছে বা যারা অল্প শিক্ষিত সেইক্ষেত্রে ৪টি সন্তানের ক্ষেত্রে করা হয়। Family planning এর advice এর জন্য যারা হাসপাতালে আসেন তাদেরকে family planning এর যে সমস্ত matters আছে তাদেরকে সেটার ব্যবহার করবার জন্য দেওয়া হয়। আদিবাসীদের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ আছে। যদি স্বাভাবিক ভাবে কেউ এধরনের প্রচার করে থাকে সেটা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু মাননীয় সদস্যের মত দায়িত্বশীল লোক যারা তাদেরকে আমি বলব এই পরিকল্পনার সাথে সহযোগীতা করার জন্য। যদি কোথাও দোষত্রুটি থাকে সেটা যদি আমার নিকট আনেন আমি ব্যাক্তিগত ভাবে সেটা দেখবার চেষ্টা করব। কিন্তু হাউসের মধ্যে এধরণের একটা পরিকল্পনা, যেটা আজ জাতি এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাকে এভাবে বিভ্রান্ত না করার জন্য আমি সবিনয় ভাবে অনুরোধ করব। মাননীয় একজন সদস্য খয়ামুখে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ৫।৬ বার tender ডাকা হয়েছিল, জায়গাও ঠিক ছিলনা এবার মোটামুটি ভাবে জায়গা পাওয়া গিয়েছে। আমরা দেখছি সেটা তাড়াতাড়ি করা যায় কিনা। শিলাছড়িতেও ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চলছে। যদি সম্ভবপর হয় তাহলে আগামী বৎসরে দালান ইত্যাদির কাজ করা শুরু হবে। এছাড়াও অন্য সেন্টের ব্যাপারে তিনি যে দৃষ্টি দিতে বলেছেন সেটা আমি দেখব। আমার সময় কম। তাই আমি যে সমস্ত cut motion এসেছে তার বিরোধীতা করে মূল বাজেটের সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker;— Now I am putting to vote the cut Motions on this Demand; The question before the House is the cut Motion moved by Sri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/-. Now as many as are on that opinion will please say 'Ayes.' As many as are of contray opinion will please say 'Noes'. I think, 'Noes' have it, 'Noes" have it. The motion is lost.

There is another cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma that Demand be reduced by Rs. 100/- In adequary of provision for special medicine for T. B. patients. The cut motion was put to vote and lost.

Another cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma is that the Demand be reduced by Rs. 100/- Advance of proivsion is start a full fleged out-door Despensary at the Hospital. The cut motion was put to vote and lost.

Another cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- Absence of provision for a T. B. Hospital at Agartala. The cut motion was put to vote and lost.

Another cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma. The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- In adequary of provision for purchase of Ambulance vehicle. The cut motion was put to vote and lost.

Now I putting to vote the Demand for grant No. 15- Medical. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 78,64,00/- inclusive of the

sums specified in column 3 or the Scheduled to the Appropriation vote on Account Bill, 1969, be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 1st day of March, 1970, in respect of Demand No. 15 Medical.

The Demand was put to vote and passed.

There is no cut motion on the Demand for grant No. 16 Public Health. I am now putting it to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 23,27.000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1969 be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year, ending in the 31st day of March, 1970, in respect of Demand No. 16— Public Health.

The Demand was put to vote and passed.

I am now putting the Demand for grant No. 36 to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 950, 000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule of the Appropriation (vote on Account) Bill 1969, be granted to defry the charges which will come in Course of payment during the year ending on the 31st day of march, 1970 in respect of Demand No. 36— Capital outlay on Improvement of Public Health.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 1— Taxes on Income. other then Corporation taxes. Agricultural Income Tax.

Sri Krishnadas Bhattacharjee --Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Scheduled to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1969 be granted to defray the Charges which will come in Course of payment during of Demand the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect Demand No.1—Taxes, on Income. other than Corporation Texes, Agricultural Income Tax. Major Head.— 4. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Agriculture Income Taxes Deptt. এর যে খরচ তার সামান্য টাকা চাওয়া হয়েছে, আমি আশা করব House এটাকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker— Hon'ble Minister, please move all the Demands at a-time.

Krishnadas Bhattacharjee— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,77,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on

account) Bill 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970, the respect of Demand No. 3, State Excise Duties, Major Head—10

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 53,000/- [inclusive of sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 196"] be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March 1970 in report of Demand No. 4 Major Head II –Taxes on Vehicles.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in (course of payment during the year ending on the 31st day of March 1970 in respect of Demand No. 5 of the Taxes and duties Major Head "13".

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of march, 1970, in respect of Damand. No 6— Stamps, Major Head— '14'.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1, 98, 000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 7—Registration fees Major Head - "15"

Mr. Speaker— Now I request Sri Aghore Deb Barma to discuss his cut Motion.

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় স্পীকার স্যার, সবগুলো Demand আলোচনা করা একসঙ্গে সম্ভব নয়, তাই মোটামুটি ভাবে এগুলোর উপর আমার বক্তব্য রাখব। State Excise সম্পর্কে

আমার কিছু বলবার ছিল, কংগ্রেসের যিনি Treasurer তাকে C. I. Sheet এর permit লোহা সিমেন্ট এর লাইসেন্স দিতে হবে। মদের এর ব্যাপারেও তাই। আগে মদের আড়ৎদারী দেওয়ার আগে auction করা হত, কিন্তু এখন auction না করে ১৯৭০ সন পর্যান্ত তাকে দিয়ে দেওয়া হল।

আর একটি ঘটনার কথা আমি বলব নীরেশ কবিরাজ একজন সাংবাদিক, "ত্রিপুরা" পত্রিকার মালিক। উনার নামে একটা রেশন সপও আছে। কবিরাজ হিসাবে কোন duty না থাকাতে প্রতিমাসে সরকার থেকে তাকে ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়। আজকে বাজেটে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হচ্ছে তা অপব্যয়িত হচ্ছে। Stamp সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি একটা কথা হাউসকে জানাচ্ছি। তা হল অনেক সময় মফঃস্বলে Stamp পাওয়া যায় না, উদয়পুর কৈলাশহরে, ধর্মনগরে অনেকদিন যাবৎ Stamp এর অভাব। এমন কি সদরেও অনেক সময় এ অবস্থা হয়। বেশী দাম দিলে আবার পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। কাজেই এটার যাতে অভাব না হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। Registration fee অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। এটা যাতে কমানো হয় সেদিক দিয়ে যেন বিবেচনা করা হয়। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker— Now I would request the Hon'ble Chief Minister.

Sri S. L. Singh— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসে যে কয়টি Demand রেখেছেন তার সমালোচনা করতে গিয়ে দুইটি specific কথা বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বলেছেন। আমি আগেও বলেছি যাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে Character assacination, এটা হল তাদের C. P. I এর Rule. প্রথম কথা হল কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট যে Partyর লোক হউক না কেন সে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে, জায়গা জমি রাখতে পারবে। অতএব আমি বলব মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা তার ignorance of law, কারণ Bengal Excise duty অনুসারে auctionও দিতে পারা যায়, আর requstionও দেওয়া যায় by selection. অতএব সেই অনুসারে আইনানুগ ভিত্তিতে তা করা হয়েছে।

কারণ যে কোন লোকে Negociationএ তা দিতে পারে। তবে এটা বলা হয়েছে এই কারণে তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল, কংগ্রেসের তিনি কোষাধ্যক্ষ, কংগ্রেসকে attack করতে হবে, তাই একথা বলা। অতএব তারা আইনের ধার ধারেন না। আবার বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা পত্রিকার Editor রেশন সপের ডিলার হয়েছেন। কোন পত্রিকার Editor বা লোক ডিলার হতে পারবেন না এমন কোন আইন ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। তবে গাত্রদাহ হওয়ার কারণ আছে, হয়তো মাঝে মাঝে কাগজে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা ছাপা হয়। কাজেই তখন তাদের সেই কাগজের উপর গাত্রদাহ হয় এবং তার জন্য তাকে attack করে কথা বলা, এই হ'ল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য পত্রিকার অবাধ স্বাধীনতা আছে তারা লিখতে পারে। কাজেই তারা যাচ্ছেন আইনানুগ ভিত্তিতে। তারপরও যদি তাকে attack করে কথা বলা হয়, যদি অযৌক্তিক হয় তবে তারা privilege motionও আনতে পারেন। কিন্তু এই সকল কোন কিছুর ধার ধারবো না যা ইচ্ছা হয় তাই বলবো। তাহলে আমি অনুরোধ

করবো যে আমরা বিধান সভার সদস্য, আমরা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে চলি কাজেই আমরা যেন আইনানুগভাবে আমাদের বক্তৃতাকে সীমিত করি। তবে আমি মনে করতে পারি যে বাল ভাষিত শিশু আবোল তাবোল অনেক কিছুই বলে থাকে। আর একটি কথা হ'ল "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি" মক্ষিকা যেখানে পঁচা গন্ধ থাকে সেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাদের উৎপত্তি আবার সেখানেই তাদের লয় হয়। অতএব তাদের উৎপত্তিই হ'ল পুঞ্জিভূত নর্দ্দমা থেকে এবং সেই অনুসারে তারা তাদের বক্তব্য পরিবেশিত করেন। আরেকটি কথা হল যে চুলার মুখ থেকে ছাই বের হয়। কাজেই তাদের মুখ থেকেও অনবরত ছাই বের হয়। অতএব ভাল মানুষ যারা তারা ছাইকে আবর্জ্জনায় নিক্ষেপ করেন। কাজেই ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক জনসাধারণ ভাঙ্গা কুলায় এইচুলার ছাইকে আবর্জ্জনায় নিক্ষেপ করেছেন। অতএব পত্রিকার বিরুদ্ধে গাত্রদাহ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব আমি অনুরোধ করবো যে তারা যেন পত্রিকার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন। কারণ তাদেরও একটা অধিকার আছে, সেই অধিকারের ভিত্তিতেই তারা কাজ করে থাকেন। কাজেই গাত্রদাহ করে নিজেদের মর্যাদাকে যেন তারা ক্ষুন্ন না করেন তার জন্য আমি অনুরোধ করবো। অতএব Demandকে Support করে, বিরোধী পক্ষের বক্তৃতার বিরোধীতা করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker —Hon'ble Chief Minister, time is over but I am prolonging the sitting if the house agree.

There is no motion for reduction of grant on the Demand for grant No. 1.

The question before the House is that the sum not exceeding Rs. 11, 000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 1— Taxes in income other than Corporation Agricultural Income Tax.

The Demand is passed.

There is no motion for reduction of grants on Demand for grant No. 3— State Excise duties.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1, 77, 000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 3— State Excise duties.

The demand is passed.

There is no motion for reduction of grants on Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 53,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

The Demand is passed.

There is no motion for reduction of grants on Demand No. 5—other Taxes and duties.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 5—other Taxes and duties.

The Demand is passed.

There is one cut motion on Demand for grant No— 6.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- Mismanagement in supplying stamps to various Sub Divisions.

The Motion is lost.

Now I am putting to the vote the Demand for grant No. 6,

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 40, 000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Approprotion (vote on account) Bill, 1969] be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 6— Stamps.

The Demand is passed.

There is no motion for reduction of grants on Demand No. 7.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1, 98 000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Sehedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 7—Registration Fees.

The Demand is passed.

Now I would request Hon'ble Member Sri Aghore Deb Barma to move his Resolution.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা উপজাতীয়দের এই রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার পিছনে সঠিক তথ্য এবং প্রকৃত কারণগুলো অনুসন্ধানের জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হউক। এ হচ্ছে আমার প্রস্তাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর কতক্ষন চলবে ?

Mr Speaker—10 minutes.

Shri Aghore Deb Barma – প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উপজাতীয়দের কল্যাণের নামে T. D. Block এর মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে, রাস্তাঘাটের নামে বা বিভিন্ন item এর নামে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। এ টাকা পয়সা খরচ করার পর এ রাজ্যের যারা অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয়েছে কিনা এসম্পর্কে আজকে একটা সমীক্ষা করা দরকার হয়ে পড়েছে। এ টাকা খরচ করার পর উন্নতি অগ্রগতির দিকে তারা কতটুকু পৌঁছেছে এটা সমীক্ষা করে দেখা দরকার। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার জাগরন পত্রিকা সাধারণতঃ সরকারী খবরাখবরই প্রকাশ করেন এবং এটা কংগ্রেসী পত্রিকা। এটা সকলেই অবগত আছেন। এই পত্রিকায় যে সংবাদ ছাপানো হয়েছে তা যে ভীত্তিহীন সংবাদ নয় এটা সকলেই স্বীকার করবেন। জাগরন পত্রিকায় ১৬ই মার্চ, ১৯৬৯ সন, বৃহস্পতিবার একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে উত্তর পূর্ব ত্রিপুরা হইতে উপজাতীয়দের দলে দলে স্থান ত্যাগ। এটা হল খবরটার Heading, পত্রিকাতে লিখেছে "আগরতলা, ২৯শে জানুয়ারী, মনুঘাট, কাঞ্চনপুর হইতে আমাদের প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে মনুভ্যালির ছামনু, মানিকপুর হইতে বিপুল সংখ্যক ত্রিপুরার উপজাতি স্থান ত্যাগ করিয়া আসামে চলিয়া গিয়াছে। কাঞ্চনপুর হইতে অনেক উপজাতি পরিবার আসামের উত্তর কাছাড় মিকির পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট রিয়াং পরিবারও রয়েছে।" এই চলিয়া যাওয়ার কারণ হিসাবে দুষ্কৃতকারীর আক্রমণে নিরাপত্তার অভাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর একটা জায়গার মধ্যে আছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রশাসনিক দুর্নীতিতে উপজাতীয় অসন্তোষ সম্পর্কে C. B. I. এর তদন্ত দাবী মুখ্যপ্রশাসনের নিকট জাম্পুইবাসীর স্মারকলিপি Central Bureau of Investigation যাতে এটার তদন্ত করে, তার জন্য একটা স্মারকলিপি নাকি জাম্পুইবাসী উপজাতীয়রা কেন এই রাজ্য ছেড়ে চলে যান তার তদন্ত করবার জন্য এই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। ৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার এটা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটা হল ২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার "লংথরাই পাহাড়ের ২ হাজার পরিবার আদিবাসী পরিবারের মরনোন্মুখ অবস্থা" এই সমস্ত সব জাগরণ পত্রিকার। 'বন জরীপ ও স্বস্তি সমিতি' এটা হল ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার ইংরাজী ১১ই. ডিসেম্বর ১৯৬৮ সন বন জরীপ ও স্বস্তি সমিতি, কাঞ্চনপুরে অশান্তির কারণ। উপজাতি উন্নয়ন ডেপুটি ডাইরেক্টারের নিকট তপশিলী জাতি ও উপজাতীয়দের স্বাক্ষর। এ রকম বহু ঘটনা আছে।

আমরা ঠিক ঠিক point দিয়ে যে সব ঘটনা এই House এ তুলে ধরি মন্ত্রীমণ্ডলীরা আমাদের সে সব point এর যথাযথ উত্তর না দিয়ে আবল তাবল উত্তর দিয়ে যান, গালিগালাজ এবং নানা রকম মন্তব্য করেন এবং সে সমস্ত Un-Parliamentary কথা বলেন।

Sri S. L. Singh— Hon'ble Speaker Sir, The word "আবল তাবল" is Un-Parliamentary.

Mr. Speaker— Hon'ble Member this expression "আবল তাবল" is un-parliamentary, You please withdraw the word.

Shri Aghore Deb Barma— এটা with-draw র প্রশ্ন নয়। আমি বলেছি, আপনি যদি মনে করেন un-parliamentary তাহলে এটা proceedings থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন।

Mr. Speaker— মাননীয় সদস্য un-parliamentary expressions অথবা শব্দ ব্যবহার করা যায় না। You will go on using un-parliamentary words and expressions being a member. There are some words and expressions which would not be used by the Hon'ble Members as these expressions are considered to be un-parliamentary

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এভাবে পীড়াপীড়ি না করাটাই ভাল মনে করি আপনি ইচ্ছা করলে সেটা expunge করতে পারেন মাননীয় চীফ মিনিষ্টার এর চেয়ে অনেক খারাপ মন্তব্যও করে থাকেন। উনার বলার অধিকার আছে উনি বলতে পারেন।

Mr. Speaker— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনি ঠিক কি বলতে চান তার অর্থ আমি বুঝলাম না।

Sri Aghore Deb Barma— আমি আমার প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে চাই। আমরা points raise করি সেই সমস্ত point এর উত্তর তিনি না দিয়ে কতগুলো অবান্তর কথা বলতে থাকেন যে সমস্ত কথা আমরা এই Assembly র মধ্যে উচ্চারণ করিনা। এমন কি গুণ্ডা বাহিনীও বলেছেন। কিন্তু আমরা চুপ করে থাকি। উনার বলার ক্ষমতা আছে উনি বলতে পারেন।

Shri Kamaljit Singh— 'আবল তাবল' un-parliamentary word, উনি যে এটা use করেছেন তার জন্য আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sri Aghore Deb Barma— What's of that, তাতে কি হয়েছে ?

Sri Kamaljit Singh— Un-parliamentary word use করা যায়না।

Mr. Speaker— I request the Hon'ble Member to withdraw this expression.

Sri Aghore Deb Barma— I also request you. আমি এখন আমার বক্তব্যের মধ্যে আজকে সাময়িক ভাবে Expunged as ordered by the Chair on 27. 3. 69.

Mr Speaker.— I am giving order for expunging this from the proceedings.

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে উপজাতীয়রা একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। আমি এই স্যাংক্রাক সম্পর্কে আগেও বলেছি, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা ও বলেছেন যে কংগ্রেসের factory থেকে এগুলো তৈয়ার হয়। তার প্রমান আমাদের কাছে আছে। আমাদের কথা নয়, এটা জাগরণ পত্রিকার কথা, এটা আমাদের বানানো উক্তি নয়; কাজেই আমি বলতে চাই এই উপজাতিদের এই রাজ্য থেকে সরাবার এটা একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থা। তার জন্যই ইচ্ছাকৃত ভাবে আজ তাদেরকে দমন করা হচ্ছেনা, তাদেরকে বাড়তে দিয়েছে। স্যাংক্রাকের দমনের নাম করে সেখানে আজকে নিরাপত্তা পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। আমরাও দাবী করেছি পাঠাও pleace maintain কর। হাউসের মধ্যে বলেছি। পুলিশ সেখানে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে।

Mr. Speaker— Hon'ble Member your time is over. I will fix up the day for discussion of the Resolution and you will have the floor.

The House stands adjourned till 11 A M on Friday' the 28th March 1969.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

28TH MRACH, 1969.

The House met in be Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 28th March, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Deputy Speaker, Deputy Minister, four Ministers, & twenty two Members.

QUESTIONS :

MR. SPEAKER : To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Manoranjan Nath.

SHRI MONORANJAN NATH :— Question No. 17.

SHRI S. L. Singh :— Question No. 17, Sir.

প্রশ্ন

ক) কাঞ্চনপুর থানা এলাকায় ধনীছড়া ও মাছমারা মৌজায় নূতন ভূমি বন্দোবস্তের কতগুলি Case pending আছে, তন্মধ্যে Scheduled Tribes কত এবং Landless refugeeদের কত ;

খ) ভূমিহীন রিফিউজি কৃষকদিগকে বিনা নজরে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি ?

উত্তর

ক। ধনীছড়া এবং মাছমারার নূতন ভূমি বন্দোবস্তের কোন মুলতবী প্রস্তাব নাই।

খ) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বন্টন) নিয়মাবলী ১৯৬২ ইংতে ভূমিহীন কৃষি মজুরদের বেলায় বিনা নজরে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, খবর নিয়ে জানাবেন কি, কাঞ্চনপুর ধনাছড়া এবং মাছমারা মৌজায় টি. এল. আর. এ্যাকটের ১৫ ধারা অনুযায়ী —মাছমারা—৩৮০ জন এবং ধনীছড়া—৩৫০ জন' এর উপর নোটিশ দেওয়া হয়। তারপর টি. এল. আর. এ্যাকটএর ১৪ ধারা অনুযায়ী বন্দোবস্ত করার প্রার্থণা নথিভুক্ত করা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল সিংহ :—There are some pending unauthorised occupation in the Mouza Dhanichhara and Machmara in Kanchanpur P. S. Tribals—260 and non-tribals—567, total—827. These are not fresh settlement. Such unauthorised occupation cases will be disposed of by the Settlement Officer according to provision of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act and the rules made there under.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সংখ্যার কথা বললেন তাদের নামে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি না ?

SHRI S. L. SINGH :—Their cases will be dealt according to Tripura Land Revenue and Land Reforms Act and rules made there under.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—তাদের এই কেসগুলি কনসিডার করার জন্য কতটুকু এনকোয়েরী বা ইনভেসটিগেশন করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস এস. সিংহ :— যেখানে পাটিকুলারলি প্রত্যেকের এ্যাগেনসটে দেওয়া হয়েছে,

তখন মনে করা উচিত, জানা উচিত, উইদাউট এনকোয়েরী সেটা দেওয়া হয় নাই।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যতটুকু জানি সেটেলমেনট ডিপার্ট-মেনট থেকে এ্যাসেসমেনট করে, এনকোয়েরী করে সেটা ঠিক করে রেখেছে, কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেনট থেকে release না দেওয়ার দরুণ সেটা আটক হয়ে রয়েছে, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে, আনঅথরাইজড অকুপেশন আছে সেখানে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অঘোর দেববর্মা।

শ্রী অঘোর দেব বর্মা :— কোয়েশচান নাম্বার ৫০।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— কোয়েশচান নাম্বার ৫০ স্যার।

Question	Answer
1) Whether it is a fact that the huge number of non-tribal families have been settled inside the Tribal Reserve Area as declared by the late Maharaja of Tripura by the Survey Settlement Authority? 2) If it is a fact, the total no of non-tribal families Settled inside the Tribal Reserve area upto 30th December 1968 and the reasons thereof?	Materials are under collection.

Mr. Speaker :— Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 107

SHRI S. L. SINGH :— Question No. 107, Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ১৯৬৯—৭০ সালে আর্থিক বৎসরে উন্নয়নমূলক কার্যে তহবিল গঠন করিবার জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য করিবেন কি ?	হাঁ, বিষয়টি বিবেচনাধীন

মিঃ স্পীকার :— শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :— কোয়েশচান নাম্বার ১২২ স্যার।

শ্রীএস এস সিংহ :— কোয়েশচান নাম্বার ১২২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) অমরপুর, খোয়াই ও কমলপুর বিভাগে গত ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সনে কতজন উপজাতি তাহাদের জমি অ-উপজাতির নিকট রেজেষ্ট্রিমূলে হস্তান্তরিত করিয়াছে, তাহাদের নাম ; ২) উক্ত রেজেষ্ট্রীকৃত ভূমির পরিমাণ (বিভাগ ভিত্তিক) কত ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অভিরাম দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— কোয়েশচান নাম্বার ১৩৪।

শ্রী এস. এস. সিংহ :— কোয়েশচান নাম্বার ১৩৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) Settlement Officer গত তিনমাসে কতজন কর্ম্মচারীকে বদলী করিয়াছেন, তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) Settlement Officer কি তাহার দপ্তরের বাড়তি কর্ম্মচারীদের একটি তালিকা তৈরী করিয়াছেন, যদি করিয়া থাকেন ঐ ধরনের বাড়তি কর্মচারীর সংখ্যা ;

৩) এই কর্ম্মচারীদের ছাটাই বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) সদর— ১৩২
খোয়াই— ১০
কমলপুর— ৬
কৈলাসহর— ৯
ধর্ম্মনগর— ১১

উদয়পুর—	১১
বিলোনীয়া—	১
সাবরুম—	৪
	১৮৪

২) এখনও না।

৩) আপাততঃ প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরার কোন্ কোন্ মহকুমায় কতটি সরকারী রেশনের দোকান হইতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে কত লোককে কত পরিমান খাদ্য বিক্রয় করা হয় তাহার বিবরণ?

২) ইহা কি সত্য যে অমরপুরে চাউলের দর অন্যান্য এলাকা অপেক্ষা বেশী?

৩) যদি সত্য হয় তাহার কারণ?

৪) যে সকল এলাকায় চাউলের দর বাড়িতেছে সেখানে রেশনের দোকান খোলা হইবে কি?

উত্তর

১)

বিভাগের নাম	ফেয়ার প্রাইস সপের সংখ্যা	লোকের সংখ্যা	খাদ্য বিক্রয়ের পরিমাণ	
			চাউল	গম আটা
				কেজী হিসাবে
সদর	১২১	৪,৫৫,৮৪৪	১০,০৩,২৯০	৮,৩৮,১৭০
সোনামুড়া—	৭	৩৬,৫০০	—	৬১,৬১৭
উদয়পুর—	১৩	৪০,০০০	—	১,১৫,০০০
বিলোনীয়া—	১৫	১৭,৫৩৩	—	৪,৮৪০
সাব্রুম—	২	১০,৮২৮	—	৫,৭৭০

অমরপুর—	১	১১,০০০	—	২১,০০০
খোয়াই—	৮	২২,৬২৬	—	৪৮,১৬৫
কমলপুর—	১৩	৪২,৬৯০	—	৬৭,০০০
কৈলাসহর—	১০	৩৬,৫৮০	৪,৭২০	৩৯,৩৫০
ধর্মনগর—	৮	৪৮,৩৩১	৬,৯০০	৪৪,৩৪০

২) না।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

৪) যেখানে খোলা বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে সেখানে সরকারের চাউলের ষ্টকের ভিত্তিতে ফেয়ার প্রাইস সপ খোলা হইতে পারে।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে সেখানে খোলা বাজারে চালের দর কত ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মার্কেট প্রাইস ১·৭৫ পঃ পার কে, জি, অমরপুরে। রাইমাতে হল ১·৭৫ পঃ পার কে, জি, গণ্ডাছড়াতে ১·৫০ পঃ পার কে, জি, আর অ্যাম্পিতে ১·৫০ পঃ পার কে, জি।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন অমরপুরে বর্তমানে রেশন দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এখানে বলা হয়েছে অমরপুরে ১১,০০০ লোককে ২১,০০০ কে, জি, দেওয়া হয়েছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন নূতনবাজারে কোন রেশন দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ — আমি অমরপুরের হিসাব দিলাম ১১,০০০ লোককে দেওয়া হচ্ছে ২১,০০০ কে, জি,।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে হিসাব তিনি এখানে দাখিল করলেন সেই হিসাব কোন্ মাসের, কোন্ সনের ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই অনুসারে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন নূতন বাজারে যে পরিমাণ ধান এবং আটা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ রেশন দোকান আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— একটা দোকানেই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন অমরপুরে নূতন বাজারে

কোন রেশন সপ আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— অমরপুরে আছে। অতএব বিশদভাবে জানতে হলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— Shri Promode Rn. Dasgupta

Shri. Promode Rn. Dasgupta—Question No. 324.

Shri. S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 324.

QUESTION

i) Total amount incurred against the advertisement in the local newspapers daily and weekly (with the names of the papers showing the payment made to each paper seperately in 1968-69.)

ii) Whether any advertisment in any paper has been discontinued ?

iii) If so reasons thereof ?

ANSWER

1. Name of the papers showing the payment made against each for the cost of advertisement for the year 1968-69 (i. e. 1st April, 1968 to 28th February 1969) are as follows :—

S. L. No.	Name of papers.	Total amount incurrd.	REMARKS.
1.	Jagaran (Daily)	Rs. 17,267·70P.	Some classifi-
2.	Bhabi Bharat (Daily)	Rs. 9,248·00	ed advertise-
3,	Dainik Gana-Abhijan.	Rs. 11,945·72p.	ment bills
4.	Ganaraj (Daily)	Rs. 590·90p.	are yet to be
5.	Manush (Bi-weekly)	Rs. 5,614·60p.	paid & rece-
6.	Samacher (Weekly)	Rs. 6,210·91p.	ived.
7.	Sevak (Weekly)	Rs. 530·00p.	
8.	Tripura (Weekly)	Rs. 6,040·66p.	
9.	Tripura Times (Weekly)	Rs. 5,499·25p.	
10.	Rudrabina (Weekly)	Rs. 4,647·75p,	

11.	Nayyadanda (Weekly)	Rs.	4,197·70p.
12.	Gana Abhijan (Weekly)	Rs.	3,860·40p.
13.	Bharathkalyan (Weekly)	Rs.	4,186·00
14.	*Tripurar Katha* (Weekly)	Rs.	3,071·15p.
15.	Yapri (Weekly)	Rs.	4,639·65p.
16.	Aryashakti (Weekly)	Rs.	2,733·40p.
17.	Navajyoti (Weekly)	Rs.	2,305·75p.
18.	Samabaybarta (Weekly)	Rs.	3,296·50p.
19.	Agragati (Weekly)	Rs.	3,481·07p.
20,	Amaderkatha (Forthnightly)	Rs.	1,575·15p.
21.	Simanta (Weekly)	Rs.	1,951·05p.
22.	Sandhani (Weekly) Dharmanagar	Rs.	779·10p.
23.	Vivek (Weekly)	Rs.	4,777·80p.

2. Yes.

3. The Policy followed by the Government regarding distribution of Government advertisements to the local papers is based on the following con sideration :—

a) STATUS :— This is determined by the number of years a paper has been established, its standing with the public and its adherence to accepted standards of journalistic ethics.

b) Class of readership ;

c) Effective circulation ;

d) Regularity in publication ; and

e) Production standard.

There are newspapers which persist in virulent propaganda continually inciting communal trouble. The Government policy is not to issue Government advertisment to such papers (The same policy is followed by the Government of India).

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন পেপারটাতে ডিস্কণ্টিনিউ করা হয়েছে?

শ্রীএস, এল সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গণঅভিযানকে করা হয়েছে, কিন্তু গণ অভিযানকেও দেওয়া হয় আমি একটা লিষ্ট পড়ে শুনিয়েছিলাম যে তাকে দেওয়া হয়েছে ১১, ৯৪৫, ৭২ পয়সা ১৯৬৮-৬৯ সালে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই গণ অভিযানকে কয় মাস যাবত এ্যাডভারটাইজমেন্ট দেওয়া কবে থেকে ডিস্কণ্টিনিউ করা হয়েছে?

শ্রীএল, এল, সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই গণ অভিযানকে এ্যাডভারটাইজমেন্ট না দেওয়ার কারণ কি? কমিউন্যাল না অন্য কোন কারণ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ফার্ষ্ট এ্যাণ্ড ফরমোষ্ট কারণ হ'ল এই যে তাদের সেণ্ট্রাল রেজিষ্ট্রেশান নেই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যতগুলি পেপারকে এ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তাদের সবগুলিরই সেণ্ট্রাল রেজিষ্ট্রেশান আছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যাদের কণ্টিনিউশান আছে, তারাই পাচ্ছেন। অর্থাৎ যাদের কণ্টিনিউ হয়ে আসছে, তাদেরকে আমরা ডিস্‌কণ্টিনিউ করিনি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সীমান্ত পত্রিকা আগে প্রকাশিত হয়েছে, না তার পূর্বে গণঅভিযান প্রকাশিত হয়েছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই দৈনিক গণঅভিযান কয় বছর যাবত প্রকাশিত হয়ে আসছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি যে যদি দৈনিক গণঅভিযান অন্য পত্রিকাগুলির যে কণ্টিনিউশান আছে তার থেকে আগে প্রকাশিত হয়ে আসছে, তাহলে তাকে এ্যাড্‌ভাটাইজমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মালিকানার বিষয়টিও চিন্তা করতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তার মালিকানা সম্পর্কে কোন ডিস্পুট আছে কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ডিস্পুট আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— নেচার অব ডিসপুটটা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ডিসপুট হল..................

মিঃ স্পীকার :— দ্যাট ইজ ইরেলিভেন্ট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কথাটা হচ্ছে যে মালিকানার ডিসপুটের জন্যই কি এ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না ? এই কোয়েশ্চানটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এখানে গণ অভিযানের পক্ষ থেকে টু দি চেয়ারম্যান, প্রেস কাউন্সিল, মিনিষ্টার ফর ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং, নিউ দিল্লী, চেয়ারম্যান প্রেস এ্যাডভাইসরী বোর্ড, শ্রী এস, কে, শাহ. মিনিষ্টার ইন চার্জ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছিল এ্যাডভার্টাইজমেন্টের ব্যাপারে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই পত্রিকাতে ফরেষ্ট কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে তথ্য উদঘাটন করার ফলেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভারবেল অর্ডার দিয়ে তার এ্যাডভার্টাজমেন্ট বন্ধ করে রেখেছেন ?

শ্রীএস এল সিংহ :— ইহা দুরাভিসন্ধিমূলক।

MR. SPEAKER :— Shri Suresh Ch Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :— Starred question No. 187

Shri S. L. Singh :—Starred questionNo. 187

প্রশ্ন

১) বিলোণীয়া বিভাগের মুহুরীপুর তহশীলের পশ্চিম পিলাক মৌজার পূর্ব্ব জরিপের ৬৩ নং জোতের চৌহদ্দী ভুক্ত স্থানে কত একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান জরিপে কত পরিমান জমি হইয়াছে ? ইহাতে যে জমি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা কি করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) পশ্চিম পিলাক মৌজায় ৬৩ নং জোতের বন্দোবস্তীয় ভূমির পরিমাণ ১৯·২১ একর। বর্ত্তমান জরীপে ১৯·৬৯ একর জমি হইয়াছে। অতিরিক্ত ভূমি জোতের চৌহদ্দি ভূক্ত বিধায় ইহা জোতভূমি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে অতিরিক্ত ভূমি যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার নজরানা আদায় করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—I demand notice.

MR SPEAKER :—Shri Ershad Ali Choudhury.

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :—Starred Question No. 359

SHRI S. L. SINGH :—Question No. 359.

প্রশ্ন

১) ১৯৬৭-৬৮ ইং সনে Flood Loan কত সংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারীকে দেওয়া হইয়াছে ? ইহার মধ্যে কত টাকা আদায় হইয়াছে ?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

MR SPEAKER :—Shri Monoranjan Nath.

SHRI MONORANJAN NATH :—Starred Question No. 176

SHRI S. I.. SINGH :—Starred Question No 176

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় যে সমস্ত এলাকায় বর্ত্তমান সেটেলমেন্টের কাজ final publication হয়েছে তৎপর Land Record এ যে সমস্ত error বা ommission আছে তাহা যাতে কালেক্টর সেটেলমেন্ট অফিসার Revision বা সংশোধন করতে পারেন সে জন্য T. L. R. Act amend করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) Final Publication এর পর Land Record এ যে সমস্ত error বা ommission আছে তাহা rivision বা সংশোধনের জন্য ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ ও ল্যাণ্ড রিফর্মস এক্ট ১৯৬০ ইং এ সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। তথাপি আইনের বিধানের বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধার বিষয় গোচরি ভূত করা হইতেছে। বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ল্যাণ্ড রি-ফর্মস এ্যাক্টে ফাইন্যাল পাবলিকেশন হওয়ার পর একমাত্র সিভিল কোর্টে যাওয়ার মত কোন অবস্থাই তাদের নেই। সেজন্য আমি বলছি যে সেটেলমেন্ট অফিসার কালেক্টরদের তা রিভিশন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে আমি সেই সেক্সানটা পড়ে শুনাচ্ছি—Section 45 of the Act provides that the survey officer may, on application made to him in his behalf or on his own motion, within one year from the date of final publication of the record of rights, correct any entry in such record which he is satisfied has been made owing to a bonafide mistake within one year from the date of final publication of the record-of-rights. Section 92 of the Act provides that any Revenue officer by whom an order was passed in a case or proceeding may, either on his own motion or on the application of the party, correct any error or omission not effecting a material part of the case or proceeding, after such notice to the parties as he may consider necessary. Section 95 of the Act provides that the Administrator or the Collector, may at any time, either on his own motion or on the application of any party, call for records of my proceeding before any revenue officer sub-ordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or the propriety of any order passed by such revenue officer, and may pass such order in reference thereto as he thinks fit.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে ৪৫তে আছে যে পেণ্ডিং প্রসিডিংস থাকলে তাহলে সেটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার করতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ফাইন্যাল পাবলিক্যাশন হয়েছে

সে জায়গাতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কোন ক্ষমতা নাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— না, তাতো নয়, আমি আবার পড়ে শুনাচ্ছি Section 95 of the Act provides that the Administrator or the Collector may at any time, either on his own motion or on the application of any party, call for records of any proceedings before any revenue officer sub-ordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or the propriety of any order passed by such revenue officer, and may pass such order in reference there to as he thinks fit.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সেক্সান ৯৫'এর কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে যদি কোন পেণ্ডিং প্রসীডিংস থাকে, তাহলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর কারেক্সান করতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত কেস্ ফাইন্যাল পাবলিকেশন হয়ে গেছে, সেই জায়গাতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কোন কারেক্সানের ক্ষমতা নেই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আবার পড়ে শুনাচ্ছি Section 95 provides that the Administrator or the Collector may, at any time, either on his own motion or on the application of any party, call for the records of any proceedings before any revenue officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or the propriety of any order passed by such revenue officer, and may pass such order in reference there to as he thinks fit.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি এখানে আরও একটু ক্লাসিফাই করে বলছি—এখানে বলা হয়েছে যে any proceedings before any revenue officer যখন কোন প্রসীডিংস রেভিন্যু অফিসারের সামনে থাকবে, তখনই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বা কালেক্টার তার রেকর্ড কারেক্ট করতে পারবে।

শ্রীএস এল সিংহ :— সেক্সান ৯৫ সেকথা বলেনা, এখানে পরিস্কার বলা হয়েছে যে at any time, either on his own motion or on the application of any party call for the records of any proceedings before any revenue officer subordinate to him etc, etc.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই দরিদ্র জনসাধারণ যাতে এই সমস্ত কারেক্সান করতে পারে. এই জন্য ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টকে এ্যামেণ্ড করা যুক্তি সংগত মনে করেন কি না ?

শ্রীএস এল সিংহ :—আইনের ভিতর বিভিন্ন রকম যেসব অসুবিধাগুলি গোচরীভূত করা হয়, সেগুলি বিবেচনা করে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২।

শ্রীএস এল সিংহ :—কোয়শ্চান নাম্বার ৫২ স্যার।

প্রশ্ন

১) জরীপ ও বন্দোবস্ত বিভাগে ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে কোন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে কি ?

২) যদি হয়ে থাকে কোন পদে কত জন নিয়োগ হয়েছে ? (১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সনের পৃথক পৃথক ভাবে নাম ওয়ারী)

৩) ঐ সকল পদে প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য কর্ম্মচারী জরীপ বিভাগে ছিল কিনা ?

৪) যদি প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য কর্ম্মচারী থেকে থাকেন তবে তাদের প্রমোশন না দিয়ে বাহির থেকে নূতন লোক নিয়োগ করার কারণ কি ?

৫) যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের উপযুক্ত Qualification আছে কি না ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২)

১৯৬৭		১৯৬৮	
কানুন গো—	১	কানুন গো—	২
জাঞ্চমোহরার—	১	টাইপিষ্ট—	১
হেড্ ড্রেইনার—	১	পেস্কার—	১
পিয়ন—	২	বেঞ্চক্লার্ক—	৬
প্রছেছ--সার্ভার—	৫	প্রছেছ সারভার—	১
	————	পিয়ন—	৯
	১০		

৩) ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ ইং সনে জরীপ বিভাগের কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া বিভাগীয় প্রমোশনও দেওয়া হইয়াছে।

৪) প্রশ্ন উঠেনা।

৫) হঁ্যা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এখানে যে কানুনগো এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে, সে কি ত্রিপুরার লোক না বাইরের লোককে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যখন এই কানুনগো এ্যাপেয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, তখন ডিপার্টমেন্টে এই পদের উপযুক্ত প্রার্থী ছিল কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে যে শতকরা ৫০ জন বাই ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট নেওয়া হয়েছে এবং শতকরা ৫০ ভাগ বাই প্রমোশান নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য মিটে গেছে। সুতরাং আমার প্রশ্নের আর প্রয়োজন নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—কোয়েশচান নাম্বার ৩৭০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশচান নাম্বার ৩৭০, স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গোমতী পরিকল্পনার ফলে যে সমস্ত কৃষকের ক্ষতি হইবে তাদের জন্য কৃষির উপযুক্ত ভূমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে ;

২। যদি হইয়া থাকে তবে কোন মহকুমায় ভূমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) ও ২) ডুম্বুর প্রজেক্টের দরুণ যে সমস্ত কৃষক স্থানচ্যুত হইবে তাহাদের পুনর্বসতির

জন্য একটি স্কীম এখনও সরকারের বিবচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৮।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) কৈলাসহর ছৈলেংটার হেমেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য, মদন কারবারী এবং তাহার স্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে জাল কবলা করিয়া ময়না-রমা মৌজায় জোত সৃষ্টির কোন অভিযোগ সরকার পাইয়াছে কি ? ২) যদি পাইয়া থাকেন, এ' অভিযোগের সংশ্লিষ্ট বিবরণ। ৩) এ' অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার এ পর্য্যন্ত কত ধান চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহা কোন কোন সংগঠন বা ব্যক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ ?

২) লেভীর নোটিশের বিরুদ্ধে কৃষকদের নিকট হইতে প্রতিবাদ আসিয়া থাকিলে তাহার মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা ?

৩) এই সকল প্রতিবাদ সম্পর্কে সরকার তদন্ত করিয়া থাকিলে কিভাবে তদন্ত করিয়াছেন ?

উত্তর

১)

বিভাগের নাম	ফসল ও সংগ্রহের হিসাব		যাহাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইয়াছে-তাহাদের নাম
	চাউল	ধান	
উদয়পুর	২,০০০ কেজি	২,১১৯০০০ কেজি	১) শ্রীএন, আর সাহা ২) শ্রীবি, বি, কর ৩) শ্রীআর, চক্রবর্ত্তী ৪) শ্রীএম, সাহা ৫) শ্রীএ, সাহা ৬) শ্রীআর, ঘোষ
কমলপুর	—	৯৮,০০০ কেজি	১) কে, আর, ঘোষ
বিলোনীয়া	৫৫,০০০ কেজি	৩,১৫,০০০ কেজি	১) শ্রীবি, এল, সাহা ২) শ্রীএ. বি, সাহা ৩) শ্রীডি, কে, ঘোষ ৪) শ্রীআর, কে, বৈদ্য ৫) শ্রীজে, পাটওয়ারী ৬) শ্রীএম. সেন ৭) মনুবাজার সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি ৮) বীরচন্দ্র সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি
সোনামুড়া	৮০০ কেজি	৯৫,০০০ কেজি	১) মেলাঘর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ২) মেলাঘর কো-অপারেটিভ কন্জিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ ৩) শ্রীএম, আর, সাহা ৪) শ্রীবি, সি, সাহা ৫) শ্রীপি, বর্দ্ধন ৭) শ্রীডি, সাহা

কৈলাসহর	—	১,২০,০০০ কেজি	১) শ্রীকে, রায়
			২) কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
ধর্ম্মনগর	—	১,১৫,০০০ কেজি	১) গোবিন্দপুর লার্জ সাইজড্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
			২) কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ
			৩) হিতসাধনী প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ
			৪) শ্রীপি, সি, দেব
			৫) শ্রীআর, সি, দে
সদর	—	৪০,৩২৬ কেজি	১) শ্রীএস, আর, দাস
			২) শ্রীবি, সি, সাহা
			৩) শ্রীএম, সি, দেবনাথ
খোয়াই	—	২,১৫,০০০ কেজি	১) শ্রীএন, কে, বিশ্বাস
			২) শ্রীকে, সি, নাথ
			৩) শ্রীকে, সি, দাস
			৪) শ্রীএন, কে, বিশ্বাস
			৫) শ্রীইউ, সি, দেবনাথ
			৬) শ্রীবি, কে, রায়
			৭) শ্রীবি, সি, পাল
			৮) শ্রীএম, সি, দে সরকার
সাবরুম	—	২,৩৭,৮৭০ কেজি	১) সাবরুম প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি
			২) শ্রীআর, কে, পাটওয়ারী
			৩) শ্রীএন, দেবনাথ
			৪) শ্রীবি, দাস চৌধুরী
			৫) শ্রীএইচ, দে
			৬) শ্রীএস, কে, পাল

অমরপুর	—	৬১,০০০ কেজি	১) শ্রীজে, এম, সাহা ২) শ্রীবি, বণিক ৩) শ্রীবি, এল, সাহা ৪) শ্রীএইচ, কে, সাহা ৫) অমরপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি। ৬) শ্রীডি, সি, সাহা ৭) শ্রীএইচ সাহা।
	৫৭,৮০০ কেজি	১৪ ৮২.১৯৬ কেজি	

২) বিভাগের নাম — প্রতিবাদ পত্রের সংখ্যা

বিভাগের নাম	প্রতিবাদ পত্রের সংখ্যা
উদয়পুর—	৩৯৮
কমলপুর—	৫৪
বিলোনীয়া—	১৭১
সোনামুড়া—	৬১
কৈলাসহর—	৪০০
ধর্মনগর—	৩১৫
খোয়াই—	১৬১
সদর—	৯২
সাব্রুম—	৪৯
অমরপুর—	১৪২
	১৮৪৩

৩) প্রতিবাদ পত্রগুলি দায়িত্বশীল অফিসার দ্বারা জমির অবস্থা, ফসলের অবস্থা ও পরিবারের সংখ্যা সরে জমিনে অনুসন্ধানক্রমে তদন্ত করান হইতেছে।

Mr. Speaker :— Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Pramode Rn. Dasaupta :— Question No. 184.

Sri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 184.

QUESTION

1. Whether it is fact that the people all over Tripura specially in rural

area passed through great hardship due to the scarcity of the kerosene oil from November. 1968 to January, 1969.

2. If so, the reason thereof.

ANSWER

1. Yes.

2. Partly due to drastic cut in production of superior kerosene oil at Digboi and Noonmati Refineries for accelarating production arising out of the devastating floods in North Bengal and partly due to short supply of tankwagons by Railways at the disposal of the Assam Oil Company, Digboi, for despatch of kerosene oil to Tripura.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অক্টোবর মাসের শেষে ত্রিপুরার প্রয়োজনের মত ষ্টক ছিল কিনা দু মাসের ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— দু মাসের মত কোন সময়েই ষ্টক থাকে না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কয়টা স্পেশ্যাল ওয়াগণ দেওয়া হয় ?

শ্রীএস এল সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাধারণভাবে যে ওয়াগণ প্রেস করা হয় ত্রিপুরার জন্য সেই পরিমাণ ওয়াগণ অক্টোবর নভেম্বরে প্রেস করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস এল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—যে সমস্ত ডিভিশনে একটা এজেন্সী আছে সেই সমস্ত জায়গায় তারা মনোপলি বিজনেস করছে এবং এতে পাবলিকের অসুবিধা হচ্ছে। সে অসুবিধা দূর করবার জন্য অন্য কোন এজেন্সী দেওয়ার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করছেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—এইখানে দুইটা কোম্পানী আছে। আসাম ওয়েল কোম্পানী এবং আই, ও, সি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই দুইটা কোম্পানী একই এজেন্টের মারফত ফাংশান করছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ। তবে আই, ও, সি, গভর্ণমেন্ট কনসার্ণ আ এ, ও, সি প্রাইভেট কনসার্ণ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরায় কেরোসিন যা আসে সেটা কি একই এজেন্সী মারফ' ডিস্ট্রীবিউট করা হয়?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরায় এ, ও, সি, এবং আই, ও, সি এর এজেন্ট কে কে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—ত্রিপুরায় একটা এজেন্সী আছে। আর একটা এজেন্সীর জ' পাবলিক দরখাস্ত করেছে কিনা?

MR. SPEAKER :—Shri Naresh Roy.

SHRI NARESH ROY :— 204.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir 204.

প্রশ্ন

১) ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত করার নির্দ্দিষ্ট তারিখ কখন ছিল? নির্দ্ধারিত তারিখ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে কি?

২) পরিবর্ত্তন করা হইলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১) ১৯৭০ ইং সনের শেষের দিকে প্রকল্পের কাজ শেশ হওয়ার প্রস্তাব ছিল। ইহা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

২) সময়মত যন্ত্রপাতি না আনায় এবং ডিজাইন পরিবর্ত্তিত হওয়ায়।

শ্রীনরেশ রায় :—ডুম্বুর পরিকল্পণার কাজ শেষ হতে আর কতদিন লাগবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আশা করা যায় ৭১ সালে।

শ্রীনরেশ রায় :—যন্ত্রপাতি আনার যে সব ডিফিকালটি ছিল সেগুলি কি এখন দূরীভূত হয়েছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কেবল যন্ত্রপাতি নয়, ডিজাইন একটা মোষ্ট ইমপোর্টেন্ট থিং। যে পরিমানে অর্থ বাড়বে সেই পরিমানে যন্ত্রপাতি আনতে পারব এবং ডিজাইন ঠিক হলে পরে আমরা বলতে পারব।

MR. SPEAKER :—Shri Monoranjan Nath.

SHRI MONORANJAN NATH :—Question No. 18.

SHRI S, L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, question No. 18.

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য ধর্মনগর তিলথৈ পুরাতন রোড উপ্তাখালী পর্যায় প্রস্তুত করার পরিকল্পে জায়গা acquisition করার জন্য D. M. অফিসের আমিন সার্ভে করিয়াছেন এবং ধর্মনগর S. D. O. অফিস হইতে সার্ভে রিপোর্ট বিগত ১৯৬৭ ইং নভেম্বর মাসে D. M. & Collector অফিসে পাঠানো হইয়াছে ;

খ) ইহা যদি সত্য হয় দীর্ঘদিন মধ্যে উক্ত জায়গা Acquisition না করার কারণ কি ?

উত্তর

ক) হাঁ।

খ) পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে এবং তাহা মঞ্জুরীকৃত হইয়া উপযুক্ত পরিমান অর্থের ব্যবস্থা হইলেই জায়গা acquisition করিবার প্রশ্ন উঠিবে।

MR SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No. 41.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, question No. 41.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কমলপুর বিভাগের কাইমাইছড়াতে একটি ভূমিহীন কলোনী গড়ে তোলার যে স্কীম করা হইয়াছে তা এ পর্যান্ত কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?	১) কমলপুর বিভাগের কাইমাইছড়াতে ভূমিহীন কলোনী করার জন্য বর্ত্তমানে কোন প্রস্তাব নাই।
২) ইহাতে পরিবার প্রতি কত জমির ব্যবস্থা হয়েছে ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) এ বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ হবে কি ?

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম। :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কমলপুর বিভাগে কোন জায়গার মধ্যে ভূমিহীন কলোনী করার কোন স্কীম আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER :—Shri Abhiram Deb Barma.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—Question No 220.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker Sir, question No. 220.

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর ছৈলেংটা ব্লক এলাকায় কোথায় কোথায় Ration Shop খোলা হইয়াছে এবং উহার মাধ্যমে সপ্তাহে মাথা পিছু কত চাউল দেওয়া হইতেছে ;
২) মনুঘাটে ও ধুমাছড়ায় Ration shop না খোলার কারণ ;
৩) এই সকল এলাকায় সত্বর রেশন সপ খোলার ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১) মানিকপুর, ছামনু, ছৈলেংটা ও মছলীতে রেশন সপ খোলা হইয়াছে। উহাদের মাধ্যমে সপ্তাহে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ককে ৫০০ গ্রাম চাউল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ককে তার অর্দ্ধেক দেওয়া হইতেছে।
২) মনুঘাটে ফেয়ার প্রাইস সপ চালু হইয়াছে। কিন্তু ধুমাছড়ার বর্ত্তমান ডিলার খাদ্য শস্যের ডেলিভারি অর্ডার নেওয়ার জন্য টাকা জমা দিতে না পারায় ধুমাছড়ার ফেয়ার প্রাইস সপ আবার চালু করা সম্ভব হয় নাই।
৩) ধুমাছড়ায় ফেয়ার প্রাইস সপ চালু করার জন্য অতি সত্বর নূতন ডিলার নিযুক্ত করার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হইবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কৈলাসহর ছৈলেংটা ব্লক এলাকার রেশন সপগুলিতে রেশনের চাল বা আটা বাড়াইয়া দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যা পাচ্ছে তাই দেওয়া হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মনুঘাটে এবং তেলিয়ামুড়ায় বর্তমানে খোলা বাজারে চালের দাম কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :—Question No. 156.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Seaker, Sir, question No. 156.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় প্রতিমাসে গড়ে কত পরিমাণ কেরোসিন প্রয়োজন হয় এবং উহার কত পরিমাণ কোন এজেন্ট মারফত আমদানী হয় তাহার অনুমানিক হিসাব ?

২) এই এজেন্টগণ কয় মাসের কেরোসিন ষ্টক করেন এবং ষ্টক করার জন্য তাহাদের কাহার কি ব্যবস্থা আছে ?

৩) কেরোসিন সর্বত্র যাহাতে সমান ভাবে বণ্টন হয় তাহা দেখিবার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কি ব্যবস্থা আছে ?

৪) কেরোসিন বণ্টনের জন্য সরকার রেশন সপ এবং পঞ্চায়েত সমূহকে ব্যবহার করিবেন কি ?

উত্তর

১) প্রতিমাসে গড়ে ১২,০০,০০০ লিটার কেরোসিন প্রয়োজন হয়। উহার কত পরিমাণ কোন এজেন্ট মারফত আমদানী হয় তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এজেন্টের নাম (এ, ও, সি)

মেসার্স সাহা ব্রাদার্স, আগরতলা—	৪,৭৩,০০০ লিটার
,, এ কে রায় চৌধুরী ,,	৯৩,০০০ ,,
,, জি সি রায় এবং জে সি চৌধুরী, ধর্মনগর	৫০,০০০ ,,
,, কে, সি, বি পোদ্দার, মনুবাজার, সাব্রুম	২৩,৫০০ ,,
,, পোদ্দার এণ্ড কোং, শান্তির বাজার, বিলোনীয়া	১৯,১০০ ,,
,, এ, সি, ঘোষ, কৈলাসহর এবং কুমারঘাট	৮৬,৫০০ ,,
,, এস্ পোদ্দার, বিলোনীয়,	১৯,৯০০ ,,
,, এস্ পাল, খোয়াই	২০,০০০ ,,
,, এস দত্ত, খোয়াই	২০,০০০ ,,

,,	এস্ চৌধুরী, খোয়াই	২০,০০০ ,,
,,	সরলা ষ্টোর্স, আগরতলা (আই, ও, সি এজেন্ট)	৬০,০০০ ,,
		৮,৮৫,০০০ ,,

২) উপরিউক্ত এজেন্টগণের বর্তমান ডিপোর মজুত ক্ষমতা ৬/৭ দিনের প্রয়োজনীয়তার বেশী নাই! তাহাদের ডিপোর মজুত ক্ষমতার পরিমান নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মেসার্স	সাহা ব্রাদার্স—	২,৫০,০০০ লিটার
,,	এ কে রায় চৌধুরী—	১,৪৪,০০০ ,,
,,	জি সি রায় ও জে সি চৌধুরী	৩০,০০০ ,,
,,	কে সি কে পোদ্দার—	২২,৭০০ ,,
,,	পোদ্দার এণ্ড কোং—	২২,৫০০ ,,
,,	এস পোদ্দার—	২২,৭০০ ,,
,,	এ সি ঘোষ—	৫০,০০০ ,,
,,	এস পাল—	২২,৭০০ ,,
,,	এস দত্ত—	২২,৮০০ ,,
,,	এস চৌধুরী—	২২,৭০০ ,,
,,	সরলা ষ্টোর্স (আই ও সি এজেন্ট)	৮০,০০০ ,,
		৬,৯০,০০০ ,,

৩) কেরোসিন বন্টনের উপর কোন সরকারী তদারকী ব্যবস্থা নাই। ভারত সরকারের নীতি অনুযায়ী আসাম অয়েল কোম্পানী নিজেই নিয়মিত ত্রিপুরায় কেরোসিন সরবরাহের জন্য দায়ী। ইহা সত্বেও যে এলাকায় কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হয় তাহার উপর সরকার নজর রাখেন ও অবস্থা আসাম অয়েল কোম্পানী ও তাহার এজেন্টের গোচরে আনেন যাহাতে ঐ এলাকায় অতিসত্বর সরবরাহ পাঠান হয়।

৪) যেহেতু ত্রিপুরায় কেরোসিন সরবরাহ ও বন্টনের উপর কোন ষ্টেটুইটরী কন্ট্রোল নাই, সেই হেতু বর্ত্তমানে বন্টনের এই রূপ কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে কেরোসিন সংকট আছে কিনা ?

শ্রীএস এল সিংহ :—আমি বলেছি যে স্কারসিটি এ্যাকজিষ্ট ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই স্কারসিটি হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি তো এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে কাকড়াবনে বর্তমানে প্রতি লিটার কেরোসীনের দাম ১ টাকা থেকে ১.২৫ পয়সা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ইহা সরকার অবগত নহে ।

Mr. Speaker :— Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— Starred Question No. 183

Shri S. L. Singh Starred Question No. 183

QUESTION

1. Total budget provision made for Mohanpur Block in 1967-68 :
2. Total expenditure incurred on recurring establishment and contingency in 1967—68 for this Block ;
3. Total expenditure incurred on purchase of petrol for jeep in 1967-68 for this Block.

ANSWER

1. Rs. 2, 63, 400/—
2. Recurring Establishment :— Rs. 98 004/—
   Contingency :— Rs. 21, 241/—
3. Rs. 6,428/—

MR. SPEAKER :—To-day there are three unstarred questions. The Ministers may lay on the table of the house the reply of the unstarred questions.

CALLING ATTENTION

I have received calling attention notices from the following members namely Shri Aghore Deb Barma and Shri Abhiram Deb Barma. I have given consent to the motion of Shri Abhiram Deb Barma to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Deparment to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the calling attention notice will be shown on the order paper for a statement.

SHRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker Sir, I shall make a statement on this on the 4th April, 1969.

MR. SPEAKER :—Hon'ble Minister has agreed to make a statement on this on the 4th April, 1969.

DEMAND FOR GRANTS

To-day in the List of Business there are 6 Demands viz. Demand Nos-8-Parliament, State/Union Territory Legislatures, 9—General Administration, 10—Administration of Justice, 11—Jails, 13—Miscellaneous Departments and 23—Miscellaneous, Social and Developmental organisation are to be disposed of.

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমাকে একটা এটেনশান নোটিশের রিপ্লাই দেওয়ার কথা ছিল।

MR. SPEAKER :—On the 28th March, 1969 i. e. to-day. সাবজেক্ট যেটাবটা বলুন তো ?

SHRI KRISHNADAS BHATTACAERJEE :—Calling Attention Notice given by Shri Aghore Deb Barma regarding retrenchment of two teachers of Katlamara Higher Secondary School and ultimatum submitted by the non government teachers association of Tripura.

MR. SPEAKER :—This is not in my programme. Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing demands to be

moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 8, 9 and 10 together and Demand Nos—13 and 23 together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos—8—Parliament, State/Union Territory Legislature, 9—General Administration and 10—Administration of Justice together.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5, 29, 000/—exclusive of charged expenditure of Rs. 27, 000/—[inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 8, Major Head 18—Parliament, State /Union Territory Legislature.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 64, 27, 000/— exclusive of charged Expenditure of Rs. 1, 33, 000/—[inclusive of the sums specsfied in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 9—Major

Head—19—General Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6, 22, 000/— exclusive of Charged Expenditure of Rs 19, 000/—[inclusive the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1970 in respect of Demand No. 10 Major Head 21 Administration of Justice.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৮'এ চাওয়া হয়েছে ৫,২৯,০০০ টাকা তার মধ্যে আছে এ্যাসেম্বলীর খরচ পত্র, তাছাড়া ইলেকশান ডিপার্টমেন্টের জন্য আছে ১,৪৪,০০০ টাকা, জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এর মধ্যে চাওয়া হয়েছে ৬৪,২৭,০০০ টাকা, তার মধ্যে আছে সেক্রেটারিয়েট সেট আপ, ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, সি, ডি, এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস, সেখানে চাওয়া হয়েছে ৬,২২,০০০ টাকা। এখানে বিচার বিভাগের খরচ পত্রের জন্য সেটা চাওয়া হয়েছে, আমি আশা করি এই ডিমাণ্ডগুলি হাউস সমর্থন করবেন।

MR. SPEAKER :—There are two Cut Motions on the Demand for Grant No. 10—Administration of Justice.

I would request Shri Abhiram Deb Barma. first to move his motion that the demand be reduced to Rs. 1/—to discuss on—

'বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও দ্রুত সুবিচার দানে ব্যর্থতা, পূর্ণ হাইকোর্ট বেঞ্চের অভাব সম্পর্কে।'

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস-এ রাখা হয়েছে ৬,২২,০০০ টাকা। আমার এই সম্পর্কে কাট মোশন হল, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও দ্রুত সুবিচার দানে ব্যর্থতা, পূর্ণ হাইকোর্ট বেঞ্চের অভাব সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দীর্ঘদিন পর্যান্ত ত্রিপুরার কোর্টগুলি, বিশেষ করে আগরতলার যে কোর্ট আছে, এই কোর্টগুলির অবস্থা কি দেখে আসছি? এখানকার কোর্টগুলিতে অনেকগুলি বিচারের case জমে থাকে, বিচারের case গুলি ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না, বছরের পর বছর এই বিচারের case গুলি ঝুলে আছে—যার ফলে জনসাধারণ সেখান থেকে সুবিচার পাচ্ছেন না এবং অনেকদিন পর্যান্ত বিচারের case গুলি পেণ্ডিং থাকার ফলে মানুষকে অনেক সময় সর্বস্বান্ত হতে হচ্ছে। তিন-চার বছর পেণ্ডিং থাকার ফলে,

তাদেরকে তিন-চার বছর ধরেই হাজিরা দিতে হচ্ছে, যার ফলে তার উপর অর্থনৈতিক চাপ আসছে। আরও আমরা কি দেখি—যারা বিচারক-ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন, উনারা বেলা তিনটার আগে বিচারালয়ে আসেন না এবং তাঁর না আসার দরুণ যারা বিচারপ্রার্থী তারা কাছারীতে অনেকক্ষণ বসে থাকে এবং থাকার ফলে তাদের অসহ্য হয়ে উঠে। আবার অনেক সময় দেখা যায় তারা আদৌ বিচারালয়ে আসেন না, তাদেরকে বসে থেকে থেকে শেষ পর্যান্ত ফিরে যেতে হয়। যারা এস-ডি-এম আছেন, তারা নিজেদের ফাংশান অর্থাৎ একজিকিউটিভ ফাংশানে তাদেরকে চলে যেতে হয়। চলে গেলে দেখা যায় যে বিচারালয় খালি থাকে, বিচার প্রার্থী যারা কোর্টে আসে, তাদের হয়রানি ভোগ করতে হয়। আমরা আরও দেখেছি যে অনেক সময় এইসব বিচারকরা ৩টা ৫০ মিঃ পরেও কোর্টে উঠেন না, যার ফলে জনসাধারণকে দুর্গতি ভোগ করতে হয়। যারা এডভোকেট আছেন, তারা তিনটা পর্যান্ত চুপচাপ বসে থাকেন, তিনটা বাজলে পরে হাকিম যখন এজলাসে উঠলেন, তাড়াহুড়া করে বিচারালয় চলতে থাকে। এই যে অবস্থা সেখানে চলতে থাকে, এই অবস্থায় জনসাধারণের যেটা পাওয়া দরকার সেটা তারা পাচ্ছেন না। আজকে যদি বিচারকদের একজিকিউটিভ ফাংশান থেকে বাদ দেওয়া না যায়, তাহলে তারা সুষ্ঠুভাবে বিচার চালাতে সক্ষম হবেন না। কাজেই জুডিশিয়ারীকে একজি-কিউটিভ থেকে পৃথক করা দরকার। এই পৃথকীকরণের জন্য যা যা করণীয় তার ব্যবস্থা করা হউক এই দাবী আমি এই কাট মোশানের মাধ্যমে হাউসে রাখছি। অনেক বিচারক আছেন যারা তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশিমত কাজ চালান। আমরা ব্রিটিশ আমলেও দেখেছি বিচারকরা যদি তাদের অন্য কোন ফাংশানে যেত, তাহলে তার পরিবর্ত্তে আরেকজনকে সেখানে বিচারকের আসনে দিয়ে যেতে হত, কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে বিচারকরা যখন চলে যান তখন বিচারকের আসন খালি থাকে এবং যারা বিচারপ্রার্থী তারা সারাদিন বসে থেকে পরে চলে যান এবং তাতে তাদের অনেক অর্থদণ্ড দিতে হয়। ঠিক ঠিক সময় বিচার না হওয়ার ফলে ক্রিমিন্যাল কেসে যারা দোষী তাদের দোষ সাব্যস্ত করা হচ্ছে না এবং যারা নির্দোষী তাদের অযথা হয়রাণি, অর্থদণ্ড এবং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে।

আমরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেখেছি এই ক্রিমিন্যাল কেসগুলি, যেগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব জটিল সেগুলি তারা এক বছরের মধ্যে ডিসপোজ করে দেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ৪।৫ বৎসর পরেও এই ক্রিমিন্যাল কেসগুলি ঝুলছে, তার কোন মীমাংসা হচ্ছে না। আর এখানে আমরা দেখছি যে এ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট যারা আছেন তাদেরও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা খুব কম। ৪/৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা অ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ হিসাবে আসেন। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে ১০।১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা দরকার। কিন্তু এখানে কম অভিজ্ঞতা থাকায় ঠিক ঠিক বিচার হচ্ছে না। আর আমাদের জুডিশিয়ারী

কমিশনার এখানে মাত্র মাসে ১৫ দিন থাকেন যার ফলে জরুরী মামলাগুলিও হতে পারছে না। এইজন্য একজন জুডিসিয়াল কমিশনার এখানে সব সময়ের জন্য রাখা দরকার। তা না হলে সর্বোচ্চ আদালতের জরুরী কাজগুলি হবে না। আর মফঃস্বলের কোর্টগুলির অবস্থা আরও চমৎকার। সেগুলি যেন আড্ডাখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে দুর্নীতি চলছে। বিচারগুলি বৎসরের পর বৎসর ঝুলছে। তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের এই বিচার বিভাগকে যদি প্রশাসনিক বিভাগ থেকে পৃথক করা না হয় তাহলে সুবিচার পাওয়া যাবে না। আর আমাদের সরকার জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার জন্য কোন রকম নজর দিচ্ছেন না, যার ফলে প্রশাসনের সঙ্গে বিচার বিভাগকে যুক্ত রেখে দুর্নীতি চলছে। কাজেই আমি বলব যে এই বিচার বিভাগকে যাতে পৃথক করা হয় এবং সমস্ত রকম ব্যবস্থা করার জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই বলেই এই কাট মোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার এইটের মধ্যে কোন কাট মোশন নাই তথাপি প্রত্যেক মেম্বারের ডিমাণ্ড-ওয়াইজ আলোচনার অধিকার আছে। সেজন্য সংক্ষিপ্তভাবে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথায় কথায় গণতন্ত্রের কথা আমরা সব সময়েই শুনে আসছি। আমাদের বিধানসভা একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে বিধানসভা আছে বা পার্লামেন্ট আছে সেখানে যে সমস্ত আলোচনা হয় সেই আলোচনাগুলির রিপোর্ট ঐদিনই মেম্বারদের নিকট দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের এখানে বিধানসভার অধিবেশন শেষ হলে পরে দেবে। অ্যাসেম্বলী সম্পর্কে বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর যে এদিকে কোন নজর নেই সেটা এর একটা প্রমাণ। কারণ বর্ত্তমান যে ষ্টেনো বা রিপোর্টার ষ্টাফ এত অল্প যে তাদের পক্ষে মেম্বারদের কাছে ঐদিনই debate-এর একটা কপি পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা পেতে পেতে আমরা দেখেছি কোন কোন সময় এক মাসের বেশী সময় যায়। তখন অ্যাসেম্বলীর মধ্যে কি কথা বলা হয়েছে, আমার নিজের কথাই বলি, এতদিন পরে আমার কাছে যে কারেকশনের জন্য পাঠান সেই কারেকশন করে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা। কাজেই এই সমস্ত ষ্টেনো ষ্টাফকে ট্রেনিং দেন করা দরকার। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমাদের বর্ত্তমান কেবিনেটের কিছুই কার্য-কলাপ দেখতে পাচ্ছিনা। গতবার একটা সেসনে আমি অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন মুভ করে-ছিলাম গভর্ণমেন্ট বিজনেস নাই বলে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অ্যাসেম্বলীগুলিতে সর-কারী বিজনেস এত থাকে যে যার জন্য অনেক সময় প্রাইভেট মেম্বারস বিজনেস হেল্ডআপ

হয়ে থাকে। কিন্তু এইগুলি হয়তো প্রাইভেট মেম্বারদের সুযোগ দেওয়া হয় বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিধান সভায় কোন্ কোন্ বিল আনা হবে কোন্ কোন্ সরকারী এজেণ্ডা দেওয়া হবে এই সম্পর্কে যেন সরকারের কোন গরজই নাই। যে মিনিষ্টার পার্লামেন্টের চার্জে থাকবেন সেটা উনারই দায়িত্ব। সেই মিনিষ্টারের দায়িত্ব কোন সময়ে কোন্ কোন্ বিল বিধানসভায় আসবে। সেটা স্পীকারের দায়িত্ব নয়। লাষ্ট সেসনে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যে আমরা মেম্বাররাই জানি না যে আগামীদিন কোন কোন বিজনেস আছে। তার জন্য আমরা স্পীকারকে দোষ দিতে পারি না। যদি গভর্ণমেন্টের বিজনেসগুলি যথাসময়ে না দেওয়া হয় তাহলে স্পীকার কি করে সেটা জানাবেন। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অনেক সময়েই বলা হয়ে থাকে যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হবে। তাই যদি করতে হয় তাহলে একটা ফুলপ্লেজেড অ্যাসেম্বলীর দরকার। আমরা আন্দোলনের মাধ্যমেই বিধানসভা পেয়েছি এবং আমরা আশা করি আজকে না হোক, দুদিন পরে হলেও আমরা তা পাব। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে কাজকর্ম চলছে তাতে রুলিং পার্টির বর্তমান মিনিষ্টারগণই এই সম্পর্কে দায়ী বলে আমি মনে করি। কাজেই এই সম্পর্কে হাউসের মধ্যে আলোচনা করা দরকার। তাছাড়া আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যাই, বিশেষ করে আমরা পশ্চিম বঙ্গকে ফলো করে থাকি। কিন্তু অ্যাসেম্বলীর দিক দিয়ে মেম্বারদের কথা যদি বলতে হয়, যেমন আসামে যারা মেম্বার আছে তারা একটা ভ্রমণ ভাতা পায়। বর্তমান এই অর্থ নৈতিক সংকটের মধ্যে আমরা যারা ওয়ার্কার কাজ করে যাব, আমাদের জন্য কিছু টাকা পয়সা বাড়ানোর যে কথা সেটা আমি বলছি না। কিন্তু প্রশ্নটা হল অধিকারের প্রশ্ন, যেমন পশ্চিম বঙ্গে মেম্বার্সদের ভ্রমণ করার জন্য একটা করে রেল-ওয়ে কুপন দেওয়া হয়, তার দ্বারা সেখানে ২ হাজার মাইল পর্যান্ত ঘুরে বেড়াতে পারেন। সেখানে ফার্ষ্ট ক্লাশ জারনির যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেটা তারা পেয়ে থাকেন। অবশ্য এখানে যারা রুলিং পার্টির মেম্বার্স আছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে না। আর আমরা যারা বিরোধী দলের সদস্যরা আছি তাদের তো এম, এল, এর যে অধিকার পাওয়ার কথা সেগুলির কোন কথাই উঠে না। মোট কথায় এই এ্যাসেম্বলী সম্পর্কে এবং তার মেম্বার্সদের সম্পর্কে, তাদের যে অধিকার পাওয়ার কথা সেই সম্পর্কে মিনিষ্টার্সদের কোন চিন্তাই নেই। অবশ্য তারা তো হামেশাই দিল্লী বোম্বে মাদ্রাজ, কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গায় এরোপ্লেন করে যাচ্ছেন আর আসছেন। কিন্তু এই হাউসের মেম্বার্সদের যে মিনিমাম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আছে—যেমন মেডিক্যাল রি-ইম্বার্সমেন্ট, তাদের ফেমিলী মেম্বার্স যারা আছেন তারা যাতে এই সুযোগ পেতে পারে, যা অন্যান্য ষ্টেট এ্যাসেম্বলীর মেম্বারেরাও পাচ্ছেন সেজন্য এখানকার আমাদের যে কেবিনেট মিনিষ্টার আছেন তাদের এই সম্পর্কে কোন রকম ভাবনা নেই। অথচ তারা শুধু গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র এই রকম অনেক বুলি আওড়াচ্ছেন। আর

এখানে আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে যে সব কণ্টিনজেন্ট ষ্টাফ আছে, তারা গত ৭/৮ বছর চাকুরী করে রেগুলারাইজড হচ্ছে না। কিন্তু এই বিষয়ে ভারত সরকারের সার্কুলার আছে যে যদি কেউ ভারত সরকার বা অন্য কোন ষ্টেট গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে ৩ বছর একাধিক্রমে কাজ করেন, তাহলে তাদেরকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে কোয়াসী পারমেন্ট করতে হবে। কিন্তু এই সব করা তো দূরে থাকুক তারা যে এত বছর ধরে এক জায়গাতে কাজ করছে, সেখানে তাদের যে অন্ততঃ রেগুলারাইজড করা দরকার সেটা হয়ে উঠছে না। এটা শুধু আজকে এই এ্যাসেম্বলীতে নয়, সরকারের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে এই ধরনের অনেক কণ্টিনজেন্ট ষ্টাফ আছে, তাদের কেউ কেউ ৯ থেকে ১০ বছর পর্য্যন্ত চাকুরী করছে কিন্তু তাদেরকে তাদের কাজে রেগুলেয়াইজড করা হচ্ছে না। এই ভাবে সরকার তার প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে প্রয়োজনে বেশ কিছু সংখ্যক কনণ্টিজেন্ট এমপ্লয়ি রেখেছে, তারা নো ওয়ার্ক নো পে এই রকম ভাবেই কাজ করে চলছে গত ৯/১০ বছর থেকে। অর্থাৎ সরকার যখন মনে করবেন তখনই তাদেরকে টারমিনেট করে দিতে পারবে, এবং এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের কিছু লোককে চাকুরী দেওয়ার মত একটা ব্যবস্থা বেশ ভাল ভাবে তারা কবজা করে নিয়েছে। এভাবে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়, অথচ তাদের সম্পর্কে কোন দায় দায়িত্ব যেন সরকারের নেই। তাদেরকে খাটাবে অথচ তাদের যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা, সেগুলি তাদেরকে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকারের নেই। কাজেই আমি মনে করি যে সরকারের এই ধরনের মনোভাব পরিত্যাগ করা উচিত। আজকে এ্যাসেম্বলীতে যারা এই ধরনের আছে, তাদের চাকুরীতে রেগুলারাইজড না হওয়ার দরুন, অন্য যে সুযোগ সুবিধা যেমন আধা স্থায়ী বা স্থায়ী তার কোন লক্ষণ তারা দেখতে পাচ্ছে না। যেহেতু তারা কনণ্টিজেন্ট সেহেতু তারা আজকে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে একেবারে বঞ্চিত। সেজন্য অবশ্য আমি এ্যাসেম্বলী কর্তৃপক্ষের দোষ দিচ্ছি না, এটা এজ এ হোল যে মিনিষ্টার ইন চার্জ আছেন তার দায়িত্ব। কিন্তু সেই দিকে তাদের কোন দায় দায়িত্ব বা চেতনা আছে বলে আমি মনে করি না। আর নির্বাচন সম্পর্কে তো অনেক কথাই বলা হয়েছে। যেমন নির্বাচনের মধ্যে যে কত করাপ্সান বা নেপুটিজম হচ্ছে, তার কথা বলে শেষ করা যাবে না। আর এই এ্যাসেম্বলী সম্পর্কে তো এখানে অনেক কথাই শুনা যায়। এখানে মাননীয় স্পীকার মহোদয় রয়েছেন, তিনি সংবিধানের দিক দিয়ে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি, কাজেই তাঁর প্রয়োজনে তাঁর যে পি. এ. আছেন তার জন্য একটা টেলিফোনের বিশেষ দরকার। এইজন্য আমাদের সরকারের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দিলে কি হবে, তিনি তো আর একজন মাতব্বর মানুষ, তিনি মনে করলেন যে এটার কোন দরকার নেই। কাজেই উনার কথার উপর বেসিস করে সব কিছুর শেষ হয়ে গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই এ্যাসেম্বলী সম্পর্কে তাদের যে কি ধারনা,

আমি অন্তত: সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। শুধু তাই নয়, আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে অনেকগুলি কমিটি আছে, সেই সব কমিটিতে আমরা যেমন বিরোধী দলের সদস্যরা থাকি, তেমনি রুলিং পার্টির বহু সদস্য থাকেন। এই কমিটিগুলির পক্ষ থেকে ডিপার্টমেন্টের যারা হেড, তাদের কাছে অনেক সময়ে বিষয়ে কতগুলি কোয়েরী করা হয়, কিন্তু সেগুলি তারা যথাসময়ে এই সব কমিটিকে পাঠানোর দরকার আছে বলে মনে করেন না। আবার এমনও দেখা যায় যে তারা সময় মত এই সব কমিটির মিটিং গুলিতে উপস্থিত হন না। কিন্তু কমিটির সেই সব রিপ্লাই বা অফিসারদের মিটিংএ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন সত্বেও তারা সেগুলিকে এভাবে এভয়েড করে যাচ্ছে। কাজেই এই যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এ্যাসেম্বলী, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অত্যধিক, যার তথ্য দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে তাকে আমাদের যারা মিনিষ্টার বা ডিপার্টমেন্টাল হেড আছেন, তারা তাদের দায় দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদের যারা টপ অফিসিয়ালস আছেন, তারা যেন দিনের পর দিন আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এই এসেম্বলীকে একটা প্রহসনে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করে চলছেন। তাই আমি মনে করি যে এই ভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে এই বিধান সভা খেলো হয়ে যাবে। কাজেই এই বিধান সভার ক্ষমতা যাতে আরও বাড়ে, তার বিষয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার। সেজন্য আমি বলব যে আজকে যারা কেবিনেট মিনিষ্টার আছেন, তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে দায় দায়িত্ব পালন করবার ভার দেওয়া উচিত, যাতে করে তিনি সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথভাবে এই বিধান সভা পরিচালনা করার দিক দিয়ে সব সময়ে খোঁজখবর নিতে পারেন বা দায় দায়িত্ব নিয়ে কাজকর্ম করতে পারেন। আর জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সম্পর্কে বলতে গেলে এটাতো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। যদিও আমরা ইতিপূর্বে অনেক তথ্য এখানে পরিবেশন করেছি। তবে তার দুই একটা মাত্র নমুনা আমি এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করব, মাননীয় স্পীকার স্যার। যেমন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন রিপ্লাই দিতে উঠেন তখন তিনি আসল বিষয় বস্তুর মধ্যে থাকেন না। আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন বা তথ্য এখানে জানতে চাই, সেগুলির প্রকৃত উত্তর না দিয়ে তিনি এমন সব অবান্তর কথা বলে বা তথ্য দিয়ে সেগুলিকে এড়িয়ে যান। কথা প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই, সেটা হল এক সময়ে তিনি কাউকে বলেন হনুমান, কাউকে বলেন গরু মহিষ, কাউকে বলেন গুণ্ডাবাজ, দাঙ্গাবাজ ইত্যাদি। অর্থাৎ উনার খেয়াল খুসী মত যা ইচ্ছা তাই এখানে বলেন। আমরা শুনতে থাকি, কেননা, উনার

বলার অধিকার আছে, উনি বলতে পারেন। কিন্তু আমরা যেসব প্রশ্ন বা তথ্য দেই সেগুলির উত্তর দেওয়ার মত ক্ষমতা উনার নেই। সেজন্য আমি বলতে চাই যে আজকে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসনের মধ্যে যে ডিটারিয়রেশন হচ্ছে তার কারণটা কি? কেন আজকে দিনের পর দিন আমাদের দেশের মধ্যে ল এ্যাণ্ড অর্ডার ডিটারিয়রেট হচ্ছে? আজকে যদি ব্যক্তিগত ভাবে এই ব্যাপারে চীফ মিনিষ্টারের সংগে বসে আলাপ আলোচনা করি, তাহলে তিনি এটা স্বীকার করবেন যে হ্যাঁ ল এ্যাণ্ড অর্ডার ডিটেরিয়রেশনটা আরো বাড়ছে। কিন্তু এই হাউসের মধ্যে সেকথা তিনি স্বীকার করতে পারেন না। তাই তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চান। আর সেজন্যই প্রশ্নগুলির যা উত্তর দেওয়ার দরকার সেগুলি না করে শুধু কতগুলি অবান্তর কথা তিনি রাখেন। এভাবে তাঁর যে দায় দায়িত্ব সেগুলি তিনি একটার পর একটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। আমি যে প্রশ্ন এখানে রেখেছি, সেটা হল যে এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্যে ডিটেরিয়রেশন আসার কারণ কি? তার বেসিসটা বা কি? আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে এই প্রশাসনের দিকে তাকাই তাহলে কি দেখব? দেখব যে সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আস্তে আস্তে ডিটেরিয়শন হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই প্রশাসনকে পরিচালনা করার জন্য যে নীতি, নিয়ম এবং শৃঙ্খলা আছে সেটা উনারা ঠিক ঠিক মত পালন করছেন না। হোমিওজিক্যালী যখন তারা যেটা মনে করেন সেটাই করেন, তার সংগে আইন, নিয়ম বা নীতির কোন সম্পর্কই নাই। এই ক্ষেত্রে আমি এপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে কিছু বলতে পারি। যেমন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের চাকুরীর ক্ষেত্রে একর্ডিং টু পার্সেন্টেজ একটা কনষ্টিটিউশান্যাল রাইট তাদের আছে এবং সেই পার্সেন্টেজ অনুসারে তাদেরকে চাকুরী দিতে হবে। কিন্তু কার্যাতঃ সেটা হচ্ছে কি? হচ্ছে না। কারণ এই ২/৩ দিন হল মাত্র আমার এক প্রশ্ন ছিল যে সার্কেল অফিসার পদের কতজন সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইবস আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে সেই রকম পদে সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইবস কেউ নেই। অথচ চাকুরীর ক্ষেত্রে যে পার্সেন্টেজের কথা আমি একটু পূর্বে বললাম এই ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। তবে ইদানিং কালে এই পদে তাদের কয়েকজন বা একজনকে দেওয়া হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে তাদেরকে চাকুরীর ক্ষেত্রে গত ১০ বছর যাবত ডিপ্রাইভড করে রাখা হয়েছে। এটা শুধু সার্কেল অফিসারের পদের ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অন্যান্য যেসব পোষ্ট আছে, তাদের ক্ষেত্রেও তাদের এই সুযোগ সুবিধা পার্সেন্টেজ হিসাবে পাওয়ার কথা, কিন্তু এই সরকার তাদেরকে এইভাবে ডিপ্রাইভড করে আসছে। আর একটা কথা হল রিক্রুটমেন্ট রুলস। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত পদের জন্য লোক নেওয়া হয় বা ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সব প্রমোশন দেওয়া হয়, তার জন্য এই রুলসটা

দরকার। এবং এর দ্বারা সরকার গাইডেড হবে। কিন্তু সেটা আদৌ নেই, যার ফলে তারা তাদের খেয়ালখুশী মত লোক নিয়োগ করে। আর এই সুযোগে তাদের যারা পেয়ারের লোক তাদের কি চাকুরী কি প্রমোশন সব ক্ষেত্রেই পোয়াবারো। অথচ এই রিক্রুটমেন্ট রুলসটা থাকা একান্ত প্রয়োজন। জানিনা তারা কেন সেটা করছে না, তবে যতটুকু মনে হয় এটা করলে পরে তারা বর্ত্তমানে যে সুযোগের পোয়াবা পেয়েছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে বলেই করছে না। আর এমপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সেঞ্জে যারা নাম রেজিষ্ট্রি করবেন, তাদের সঙ্গে যদি এ অফিসার কন্সার্নডের পরিচয় বা তাকে খুসী না করতে পারেন, তা হলে বছরের পর বছর তাদেরকে চাকুরীর ইন্টারভিউর জন্য বসে থাকতে হবে। আর যদি তার সংগে কোন-ক্রমে পরিচয় বা খুসী করতে পারেন তো তাহলে নূতন কার্ড করেও দিন দশেকের মধ্যে অনেকগুলি ইন্টারভিউ কার্ড পাবার সুযোগ পাবেন। ইন্টারভিউ কল করার পর যদি সে ইন্টারভিউ দিতে যায় তখন ঘটনাটা কি রকম হয় দেখা যায়। লোক আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা সমস্ত কিছু ফর্মালিটি মেন্টেন করছি। ইন্টারভিউর সময় শুধু জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নাম কি, তোমার বাবার নাম কি? এই পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেই বিদায় তার কি এক্সপারিয়েন্স আছে, সিনিয়রিটি, বা সিডিউলড কাষ্ট/ট্রাইব এই সমস্ত ভিত্তি করে চাকরী হয় না। যদি কেউ দোতলায় গিয়ে তৈল মর্দন করতে পারেন তাহলে তার চাকরী হবে। আর পার্সোন্যাল যদি খাতিরের লোক থাকে তাহলে তাকে সদরে রাখা হবে। সিনেমা হলের কাছে যে একটা ছেলে নিহত হয়েছিল সে নাকি বিশালগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী। ঐ'খানকার হেডক্লার্ক এখানে তাকে বেতন দিতে আসতো। সে সেখানে যেতই না। এই সমস্ত চলছে। এই সমস্ত করার জন্য আমাদের চীফ মিনিষ্টার দায়ী। আমি ক্যাটাগরিকেলী বলেছি উনারি এক ভগ্নীপতি সাধারণ একটা কেরানী থেকে প্রমোশন পেতে পেতে এখন সাবডেপুটি কালেক্টর হয়েছেন এবং একটা গোদামের চার্জে আছে। তার উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার একটা নীতি থাকা চাই। আজকে যেহেতু শচীন্দ্রলাল সিংহ মুখ্যমন্ত্রী সুতরাং সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তার ভগ্নীপতিকে সাব-ডেপুটি কালেক্টার করতে হবে। আর একটি কথা বলছি যেমন মানিক গাংগুলি, সি, এম. এর পেটে পেটে ভাব। সে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করে। ফুড, সিভিল সাপ্লাইর, যতকিছু তার মারফতে আসছে। সে এ,ডি,এম, ফুড। নিজের খাতিরের লোক সেজন্য দরকার তা না হলে কি করে হবে? আর একজন সাম টিপু সুলতান না টিপু সেন আছেন। বাসের পারমিট পেতে হলে নাকি তাকে ৫০০ টাকা দিতে হয়, তারপর ফ্লাওয়ার মিলের জন্য ২,০০০ টাকা দিতে হয়। এইগুলি হল ডাইরেক্ট। আর কতগুলি আছে ইন ডাইরেক্ট। স্বাস্থ্য মন্ত্রী তড়িৎ বাবুর দোষ কি? টেণ্ডার না দিয়েই কিছু সাপ্লাই এর কন্ট্রাক্ট পাওয়া এইভাবেই কিছু রোজগার হচ্ছে। তাই

তিনি মদনবাবুকে প্রমোশন দিয়ে ঠিক জায়গায় বসিয়ে রেখেছেন। এইভাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয় একষ্টেনশান যেখানে চাকুরীতে এক বছরের জন্য দুই বছরের জন্য দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একেবারে জবরদাব অবস্থায় ৭০ বছরের ভদ্রলোককে ও একষ্টেনশান দেওয়া হয়। যখন ২৯শে আগষ্টে ফায়ার হয়েছিল তখন আমাদের যে প্রাক্তন ডি, এম, ছিলেন তিনি খুব খাতিরের লোক ছিলেন। কাজেই তাকে রাখতেই হবে, কেন্দ্রীয় সরকারও এখন একষ্টেনশেনের পাওয়ারটা নিয়ে নিয়েছেন। কারণ এখানে যে যা খুশী তাই করছে সেটা তারাও বুঝতে পেরেছেন। আমরা অনেক কষ্টে আন্দোলনের পর টি, টি, সি, পেয়েছিলাম। তারপর পেয়েছি বিধান সভা। কিন্তু আজকে আমাদের যে পাওয়ার ছিল সেগুলি এক এক করে সীজ করে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে নিচ্ছেন। যেখানে ক্ষমতা বাড়ার কথা সেখানে কমে যাচ্ছে। আবার ভিজিলেন্স কমিটি আছে। আমাদের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী দুবে তার চেয়ারম্যান ছিলেন। কথায় আছে চোরে চোরে মাসতুত ভাই। কাজেই কে কাকে ধরবে? কার দোষ কে চাপা দিতে পারে তার কমপিটিশন চলে। আজকে অফিসগুলির কাজের যে অবস্থা তাতেও হতাশ হতে হয়। সেটা ডি, এম, অফিসে গেলেই টের পাওয়া যায়। চড়িলামে একটা বাড়ীতে রাত দুপুরে আগুন লাগে এবং তাদের কিছুই রইলনা। শুধু বাড়ীর মেয়েদের পরনের কাপড় কয়টা ছিল। সেখানে কংগ্রেসের এক হোমড়া চোমরা আছেন, তিনি বললেন ঠিক আছে আমি ডি, এম, এর কাছে তোমাদের সাহায্যের জন্য একটা পিটিশান পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমারও একটা দায়িত্ব আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্যাপারটা কতদূর হল? তিনি বললেন যে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি ডি, এম, এর কাছে। ডি, এম, অফিসে যখন জিজ্ঞাসা করলাম তারা তখন বলে যে দরখাস্ত এখনও এসে পৌছায় নি। এটা যে কবে আসবে তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। এই যে একটা প্রসিডিউর অফিসের সেই এস, ডি, ও, এর থ্রুতে আসতে হবে সেটা বদলানো দরকার। তাদের কাপড় চোপর পর্য্যন্ত নাই। সরকার আর্থিক সাহায্য দিলেই বা কত দেবে। বড়জোর ১০০ টাকা দিবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে ১০০ টাকাই হাজার টাকার সমান। জুমিয়াদের দরখাস্তেরও এই অবস্থা। আমি শ্রীবাস্তবের কাছে গিয়েছিলাম একটা পেনসনের কেইসে। তিনি একটা ক্লার্ককে বললেন। সে এসে বলল যে স্যার অনেকক্ষণ তো খুঁজেছি, পাইনি। অনেক বছরের একটা কাগজ আজকে তার পক্ষে বের করা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ সবাই মিলে ডি, এ, সি, এ, মিলিয়ে যদি কিছু কামাই করা যায় সেই তালে আছেন। এখন মন্ত্রীরাই করছেন আর অফিসাররা করলে কি হবে। কতটুকুকে নিতে পারবে তার একটা কম্পিটিশন চলছে।

যদিও সমস্ত কিছুই এখানে আছে, যেমন ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট আছে, অমুক আছে,

তমুক আছে, কিন্তু আসলে তাদের যা করার, তা তারা কিছুই করছে না। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কয়েকদিন আগে আমি আমাদের চীফ সেক্রেটারী দুবে সাহেবের সঙ্গে কোন এক ব্যাপারে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তারই মধ্যে তিনি আমায় বললেন যে, দেখুন অঘোরবাবু আমরা আছি বলেই কিছু কাজ হচ্ছে, কিন্তু আপনারা যদি আসেন তাহলে আরও অনেক খারাপ হবে। তখন আমি বললাম যে, দেখুন এসব আবোলতাবোল কথা বলবেন না। তাই বলছিলাম যে ফাইলগুলি এইভাবে পড়ে থাকে, সেখানে যদি যান তো ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোন কাগজপত্রের খোঁজই পাবেন না, শত চেষ্টা করে কোন কূলকিনারা করতে পারা যাবে না। এইভাবেই আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চলছে। সেখানে শুধুমাত্র একটার পর একটা পরিকল্পনা বা স্কীমই হচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৭ সালে আমাদের যে ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী বোর্ড হয়েছিল, তাতে কতগুলি প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৭ সাল পার হয়ে ১৯৬৯ সাল আরম্ভ হয়ে গেছে, সেগুলির ইমপ্লিমেন্টশনের কোন কিছুই করা হয়নি। কাজেই সব ক্ষেত্রেই একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি যে কেবলমাত্র প্রস্তাবই পাশ করা হয় কিন্তু সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার মত কোন কিছুই করা হচ্ছে না। এজন্যই আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্যে সাঙ্ঘাতিকভাবে একটা ডিটারিয়রেশন দেখা যাচ্ছে, তারজন্য মূলতঃ অফিসারেরাই দায়ী নয়, আমাদের যারা মিনিষ্টার তারাই তারজন্য দায়ী।

তারপর দেখা যায় যে কোন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোন কোন কর্ম্মচারী একই পদে একই কাজ করছে, কিন্তু তাদের বেতনের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। যেখানে এই ধরণের বহু এনামলীজ রয়ে গেছে, সেগুলির সংশোধন করা দরকার। তারা ইচ্ছা করলেই এই যে এনামলীজ আছে, সেগুলির সংশোধন করতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছা করেই তারা সেটা করবেন না। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার এই ব্যাপারে সার্কুলার থাকা সত্বেও তারা সেগুলি করছে না। যেমন পার্মানেন্ট করার ব্যাপারে, কোয়াসী-পার্মানেন্ট করার ব্যাপারে এবং রেগুলারাইজ করার ইত্যাদি ব্যাপারে। এসব কারণেও এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ভিতরে সর্ব্বত্র ডিটারিয়রেশন আসার আর একটা কারণ। এইজন্য মিনিষ্টারেরাই দায়ী। আর একটা হল আমাদের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর অনেক কর্মী রয়েছেন, তারা খুবই গরীব, তারা বেতনও পান খুব কম। তাদের যে সময় ওয়াসীং এ্যালাউন্স ফিক্সড হয়েছিল তখন সাবানের দাম খুব কম ছিল, কিন্তু এখন সেই সাবানের দাম অনেক বেড়ে গেছে। এখন আর ঐ আগের একটাকায় তাদের আর কুলিয়ে উঠে না। কাজেই তাদের ওয়াসিং-এর বেলাতে যদি ১ টাকার জায়গায় ৩ টাকা হয়, আর ৩ টাকার জায়গায় ৫ টাকা হয় তাহলে বাজেটের মধ্যে খুব একটা এদিক-সেদিক হয়ে যাবে না, তাদের জন্য বাজেটের মধ্যে কিছু বেশী বরাদ্দ করা হলে পরে সরকারের খুব বেশী

একটা কিছু আসে যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান সরকারের তাদের এই সুখ-দুঃখের সম্বন্ধে কিছু করার বা তাদের অভিযোগগুলির বা তাদের দাবী-দাওয়া পরিপূরণের দিক দিয়ে কিছু করবেন, অন্তত: আমার মনে হয় না। তারা যদি রিপ্রেজেনটেশন দেয়, তাহলে তাদেরকে শুধু আশ্বাসের পর আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন যে সব হবে, দেখা যাবে ইত্যাদি। এ যেমন তাদের জন্য শুকনা আদর দেখাচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলব যে সেই সব ঘটনা কেমন করে হচ্ছে। এই ১৯৬৫ সনে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয় তখন আগরতলার এয়ারপোর্টে পাকিস্তানীরা যে এয়ার রেইড করেছিল তার ফলে সেখানে একজন রেডিও অপারেটর মারা যান, এটা আপনারা সবাই জানেন। তারপর ঐ ভদ্রলোকের মারা যাওয়ার পর তার বিধবা স্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তার অভাব-অভিযোগের কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবিস্তারে বলেছেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী তাকে বলেছিলেন যে আপনি দরখাস্ত করুন আপনার একটা ব্যবস্থা আমরা করব। সেই অনুসারে ভদ্রমহিলা দরখাস্ত করেছেন। তারপর সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন ডেপুটি মন্ত্রী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখার জন্য তিনি গিয়েছিলেন এবং তার সাথে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঐ মন্ত্রীর সামনেই ভদ্রমহিলাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তাকে জায়গা দেওয়া হবে, হাউস কনষ্ট্রাকশানের ব্যাপারে টাকা দেওয়া হবে এবং তার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করার জন্য সাহায্য দেওয়া হবে। এসব কথা আনন্দবাজার পত্রিকার মধ্যেও উঠেছিল। তাই ঐ পত্রিকা নিয়েই ভদ্রমহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বললেন যে, দেখুন আপনি তো আমার স্বামী মারা যাঁওয়ার পর আমাকে এই এই সাহায্য দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কাজেই আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন এবং আমাকে সাহায্য করুন, তা না হলে আমাকে এইসব ছেলেমেয়ে নিযে না খেয়ে মরতে হবে। তখন মুখ্যমন্ত্রী কি বললেন? বললেন যে সহানুভূতি দেখানোটাই যেন একটা অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছেন, করছেন না এমন তো নয়, কিন্তু উনার স্বামী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তো দশজনে যে সুযোগ-সুবিধা পায় তিনিও সেইগুলি পেতেন। কিন্তু আসল কথা হল যেহেতু উনার স্বামী মারা গেছেন সেজন্যই এই সাহায্যটা একটু বেশী করে দিতে হয়। আমার মতে অন্তত: এইরূপ ক্ষেত্রেই আমাদের সাহায্য করা উচিত। তাকে অবশ্য বাড়ী করার জন্য একটা জায়গা দেখানো হয়, সেটা হল ঐ পাকিস্তান বর্ডারের কাছে মাত্র ১০ হাত দূরে। এখন চিন্তা করে দেখুন যে এই রকম একটা বিধবা মহিলার পক্ষে সেখানে বাড়ীঘর করে থাকা সম্ভব কিনা। আর সেখানে এই রকম জায়গাতে বাড়ী করার জন্য জায়গা দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে, আমি কিছু বুঝি না। তারপর আর একটা জায়গা দেখানো হয়েছে রাজবাড়ীর শ্মশানের কাছে, ঠিক বীরবিক্রমের শ্মশানের পাশেই। এই শ্মশানের পাশেই বা কি করে একটা বিধবা মহিলা তার ছেলেমেয়ে

নিয়ে থাকতে পারে, এটা কি কেউ ভাবতে পারে? তারপর নিজের থেকে সেই ভদ্রমহিলা সেটেলমেণ্ট অফিসের কাছে একটা খাস জায়গা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো, কিন্তু তাকে বলা হল যে এঠা অসম্ভব, এটা দেওয়া যেতে পারে না। এইভাবে আর একদিন ভদ্রমহিলা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখা করতে আসলেন। তাকে দেখামাত্রই তিনি বলে উঠলেন— কি চাই (রাগতস্বরে)? তখন আমি অবশ্য উনার সঙ্গে ছিলাম, আমি বললাম যে আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী, এই রকম ব্যবহার করছেন কেন? একজন ভদ্রমহিলা আসছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে, একটু সংযতভাবে কথা বলছেন না কেন) (এ ভয়েস ফ্রম দি রুলিং পার্টি—কি শুনে বলছেন নাকি?)

না, আমি কোন শুনা কথা বলছিনা, আই ওয়াজ প্রেজেণ্ট দেয়ার এট ত্থাট টাইম। তারপরে আমাদের যারা এ্যক্স পলিটিক্যাল সাফারার, তাদের মধ্যে অবশ্য সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসরা মধ্যে কিছু কিছু পাচ্ছেন। আর সরকারের যারা আছেন, তাদের কথা তো উঠেই না। আর ক্লাশ ফোর কর্মীদের ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি যে সরকার তাদেরকে শুধু শুকনো আদর দেখিয়ে আসছেন, কিন্তু তাদের অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা আমার অন্ততঃ জানা নেই। এদের জন্য আমাদের কিছু কন্‌শ্যট্রাকটিভ কাজ করার আছে, মাননীয় স্পীকার স্যার। এই জি, বির কাছে যে কাংকরিয়া টিলা আছে, সেখানে অনেকগুলি কোয়ার্টার আছে। সেখান থেকে আজ-কাল অনেক লোক এখানে ঐখানে অফিস করতে আসছে, বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। আর যারা বড় বড় অফিসার তাদের তো গাড়ীর অভাব নেই, সরকারী পেট্রোল খরচে এক-বার আসছে আবার যাচ্ছে। তারপর অফিস ছুটির দিনে বা অন্য যে কোন দিনই সরকারী গাড়ী হাকিয়ে এই দিক সেদিক ঘুরাফেরা করতে তাদের কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। কিন্তু আর যারা বাকী আছেন, তারা তো নিজের খরচে গাড়ীর মধ্যে যে ভিড় তাতে কোনক্রমে ঠেলা-ঠেলি করে ডেলী আসছেন আর যাচ্ছেন। তাদের জন্য অন্ততঃ অফিসের সময়ে ২/১ টা বাস বেশী করে দিলে টাইমলী অফিসে আসতে সুবিধা হত, সেটা সরকার জেনে শুনে কিছুই করবেন না। সে সব ব্যাপারেই খামখেয়ালী চলছে। তারপর যে কথা বলছিলাম যে সেই কাংকরিয়া টিলার আশে পাশে বহু খাস টিলা বা জায়গা আছে, সেগুলিতে যদি প্লেন ওয়েতে বা কয়েকটা স্কীম করে এই স্বল্প বেতন ভোগী গরীব কর্মচারীদের অন্ততঃ প্রত্যেককে ১কানি করে জমি দেওয়া হয়, যাতে করে তারা ঐ জমিতে কৃষির কাজ, গাই গরু ইত্যাদি পালতে পারে এবং তাতে তাদের আর্থিক সংগতিও কিছুটা বাড়তে পারে এবং যদি তাদের হাউসিং কন্সট্রাকশন করার মত সাহায্য দেওয়া যায়, তাহলে তাদের অনেক উপকার হত। সেগুলি এক একটা কলোনীর মত হত এবং তার প্রয়োজনে সেখানে অনেক স্কুল বাজার ইত্যাদি

ক্রমশঃ গড়ে উঠত। ফলে সেখানে ফেলে রাখা জায়গাগুলির একটা সৎব্যবহার হত এবং সমাজের মধ্যে যারা অতি দরিদ্র তাদের ও জীবন ধারনের মান একটা উন্নত পর্য্যায়ে পৌঁছত। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে দিকে সরকারের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, তাদেরকে সারা দিন রাত খাটাবে অথচ তাদের যে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া দরকার সেদিক দিয়ে কিছুই করা হচ্ছেনা। শুধু একটা শুকনা আদর দেখিয়ে রাখা হচ্ছে। আমাদের এই কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে তারাও মানুষ, তারাও মানুষের মত হয়ে বাঁচতে চায়। আজকাল এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরও অনেক ছেলে মেয়ে আছে, যারা বি, এ, বি, এস, সি, পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখেছে। অর্থাৎ তারা যদি সুযোগ সুবিধা পায়, তাহলে তারাও আজকের দিনে আমাদের মত মানুষ হতে পারে। আজকে রুলিং পার্টির অনেক সদস্যও সমাজবাদের কথা বলেন। কাজেই সেই সমাজবাদের যে বাস্তব দিক সেদিকে আমাদের যেতে হবে এবং এইদিকে চিন্তা ভাবনা রেখেই আমাদের যে পরিকল্পনা বা স্কীম আছে সেগুলিকে ঠিক ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার। কাজেই আমি মনে করি হাতের মধ্যে যখন ক্ষমতা আছে তখন আস্তে আস্তে সেদিকে আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। কিন্তু আমার কথা হল এই সরকার সেটাকে রূপায়িত করতে পারছে না। পারছেনা এই কারণে যে আজকে তারা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত এবং তাদের যারা গদিতে বসিয়েছে সেই মুনাফাখোরদের পকেট ভরে দিতেই যেন তারা তৎপর হয়ে আছে, অন্য যারা আছে তাদের কথা তাদের মনে আর পড়ছে না। এই কারণেই বর্তমান যে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তার জন্য মন্ত্রীপরিষদই দায়ী। তাই মন্ত্রী পরিষদের অতি সত্বর পদত্যাগ করা উচিত। একদিনও তাদের থাকার অধিকার নেই। তারা খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেনা, দেশের কোন উন্নতি করতে পারেনা, কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আর এক দিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ যাতে লাভবান হতে পারে সে জন্য তাদের ক্ষমতার গদীতে বসানো হয়েছে। তাই আমি মনে করি তাদের পদত্যাগ করা উচিত। তা যদি না করেন তাহলে আয়ুবশাহীর মত কানে ধরে টেনে নামাবে জনসাধারণ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন কাট মোশন সম্পর্কে বলব। এই কাটমোশন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা যা বলেছেন আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবু ও কিছু বলতেই হয়। যেমন পি, দেব চৌধুরী ফার্ষ্ট ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেট, তাকে সদরে ট্রান্সফার করে আনা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিয়ম আছে যে যখন কোন ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হয় তখন মিনিষ্টার ইন-চার্জ্জ হাউসে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি উপস্থিত নাই। এই সম্পর্কে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পি, দেব

চৌধুরী বদলী হয়ে আসার পর, আমি জানতে চাই তিনি কয়বার বা কতদিন এজলাসে উঠেছেন। তিনি এসেছেন ৩/৪ মাস হয়ে গেল, কিন্তু একদিনও তিনি কোর্টে উঠেন নাই। তিনি কি করেন তা তিনিই জানেন। আর এস, ডি, এম সম্পর্কে রুলিং পার্টির মেম্বাররা যদি পত্রিকা পড়েন তাহলে নিশ্চয়ই জানতে পারবেন যে তাকে জুতা মারা হয়েছিল কোর্টে। কিরকম একটা অবস্থা। কিরকম পরিস্থিতিতে তাকে জুতা মারা হয়েছিল সে সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত।

তারপর চার্জশীট সম্পর্কে বলছি। একটা মামলা যদি দায়ের করা হয় তাহলে আসামীকে চার্জশীটের একটা কপি দেওয়া হয়। কিন্তু মামলা দায়ের করার এক বছর পরে তাকে চার্জশীট দেওয়া হয়। ফলে আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। ধরে নিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট সময় কম পান। তাহলে অন্যান্য ম্যজিষ্ট্রেট আছে, ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটও আছে তাদের তিনি পাওয়ার ডেলিগেট করে দিতে পারেন। তাও তিনি করবেন না। সমস্ত নিজের কাছে জমিয়ে রাখবেন। আসামীরা প্রত্যেক তারিখে তারিখে হাজিরা দেয়। সারাটা দিন তাদের বসে থেকে তারপর ফিরে যেতে হয়। তাছাড়া তাদের খরচান্ত হতে হয়। অমুককে কিছু দাও, তমুককে কিছু দাও। দিতে দিতেই তারা শেষ। একজনের বাড়ীতে ডাকাতি হল, তাকে কোর্টে আসতেই হয়। কিন্তু অনেকে বিরক্ত হয়ে আর কোর্টে আসতে চায় না। তারপর কেসগুলি ডিসমিস্ হয়ে যায়। বিচারও ঠিক ঠিক হচ্ছে এই কথা বলা যায় না।

আর একটা কথা হল অ্যাডিশন্যাল জাজ বা সাব-জাজ নিয়োগ সম্পর্কে একটা ফর্মা-লিটি আছে যে তাদের ১৪ বছর চাকরী না হলে এইসব পদে নিয়োগ করা যায় না। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার এই সমস্ত খবর রাখেন না। যাকে মনে ধরে তাকেই চাকরী দিয়ে দাও। আর জুডিসিয়াল কমিশনারের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে তিনি খুব কম সময় পান। সেজন্য অনেক কেস্ দীর্ঘদিন পেণ্ডিং পড়ে থাকে। এই ব্যাপারে আমার কনক্রিট প্রস্তাব হচ্ছে যে অন্ততঃ তিনজন লোক নিয়ে একটা বেঞ্চ গঠন করা দরকার। জুডিসিয়াল কমিশনারকে কেন্দ্র করে তিনজনের একটা বেঞ্চ যেন করা হয় এবং একজন হোল টাইম জাজও থাকা দরকার। আগে হয়তো লোক সংখ্যা কম থাকায় মনিপুর এবং ত্রিপুরাতে একজন জাজ আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু এখন লোকসংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে মামলার সংখ্যাও বেড়েছে। আগের মত অবস্থা এখন আর নাই। অনেক ফাইল জমা হয়ে পড়ে থাকে। কাজেই আগের দৃষ্টিভংগীর এখন পরিবর্তন করা দরকার। আর Absence of provision to construct a building for the witnesses at the Court Premises. যারা সাক্ষী দিতে আসে এবং এবং যারা মামলা মোকদ্দমা করে তাদের জন্য একটা বিল্ডিং করা দরকার। রুলিং পার্টি হয়তো বলতে পারেন যে যদি ভাল লোক হয় তাহলে মামলা মোকদ্দমা কেন করবে। কিন্তু

সরকারী সাক্ষীও তো আছে। বারে যে লাইব্রেরী আছে সেখানেও এইরকম অবস্থা। ঠেলে ঢোকা যায় না। কাজেই সেই দিকে দিয়ে আগের সংগে তুলনা করা যায় না। কারণ লোকসংখ্যা এখন বাড়ছে। কাজেই সেই দিকে সঙ্গতি রেখে তাদের বিশ্রাম করবার জন্য তাদের থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক মেয়েছেলেও আসে। তাদেরও কাঁঠাল গাছের তলায় বৃষ্টিতে ভিজে থাকতে হয়। এই সমস্ত অসুবিধাগুলি সরকারের দেখা উচিত। কিন্তু এইদিকে মন্ত্রীদের যে কোন দায়িত্ব নাই সেটাই যেন বোঝাতে চান। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথায় আছে, "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।" আর বেহায়াদের কোন লজ্জা নাই। কোন সময়ে বলবে হয়তো গুণ্ডাবাজ, কোন সময়ে বলবে দাংগাবাজ। কিন্তু আমি যে পয়েন্ট-গুলি রেখেছি তাতে একটারও উত্তর দিতে পারবে না। তার ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়া দরকার, কেন এইরকম ভাবে তিনি বিধানসভাকে প্রহসনে পরিণত করছেন? কোন কোন সময়ে দেখা যায় ভেংচানীর স্বভাব। সেই স্বভাব এখানেও তিনি ছাড়তে পারেন না। অনেক সময়ে কংগ্রেসী মেম্বারগণ যদি উনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন করেন তাহলেও তিনি ভেংচান। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইসমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার।

Mr. SPEAKER :—The House stands adjourned till 2 P. M. to day.

2 P. M.

Mr. SPEAKER :— Wil! you continue your speech? আপনি অনেক সময় নিয়েছেন তো।

Shri Aghore Deb Barma—কি করা যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর জন্য তো আমি দায়ী নই। আমাদের Assembly তে বাজেট session মাত্র এক মাসের session. বরাবরই। এবার একমাসও না। তার মধ্যে আবার Supplementaiy, সব কিছুই এই অল্প সময়ের মধ্যে করতে হবে। সময়ের অভাবে আমি Supplementary Budget এর উপর কিছুই বলতে পারিনি। এই main বাজেটেও যদি কিছু বক্তব্য না রাখতে পারি তাহলে এই বিধানসভা ডেকেই বা লাভ কি? কাজেই এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

Mr. SPEAKER :— আপনাকে তো অন্য অনেকের চেয়ে সময় বেশী দিচ্ছি।

Shri Aghore Deb Barma :— তা দিচ্ছেন আমি স্বীকার করি। কিন্তু বক্তব্যটাও সম্পূর্ণ করা দরকার।

Mr. SPEAKER :— আর কতক্ষন সময় নিবেন আপনি? আপনাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি যে ভেহিকেল রেজিষ্ট্রেশান করে সেই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন এখানে উঠেছে। প্রশ্নটা হল State Transport

Authority বাসের যে ভাড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা যথাযথ ভাবে মানা হয় না। Transport authority র order No. 252/FDA/62/9299, dt. 7-12-62 অনুসারে ঠিক হয়েছিল যে আগরতলা হইতে ধর্মনগর পর্য্যন্ত বাস ভাড়া ৭-৫২ পঃ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা আছে কি ? বর্তমানে এই ভাড়া অনেক বেশী। এই আদেশ বলে সরকার আগরতলা থেকে সাব্রুম, কমলপুর, বিলোনীয়া প্রভৃতি সমস্ত জায়গার ভাড়া নির্দিষ্ট করে দেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তা মানা হয়না। সব স্থানেরই বাস ভাড়া, সরকার নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশী। আমার প্রশ্ন হল তারা কোন অধিকার বলে বাস ভাড়া বাড়াল ? কেন বাস ভাডা বাড়ালো, সরকারের তো উচিৎ ছিল তার খোজ নেওয়া। Administration যে অর্ডার দিয়ে ভাড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে তদারকী করা ও Administration এর কর্ত্তব্য।

আর একটা বক্তব্য আমি রাখতে চাই। সেটা হল Law and order রক্ষার ভার পুলিশের উপর ; কিন্তু পুলিশ তো order জীবনেও carry out করেনা। Magistrate যদি কিছু না করেন তবে পুলিশ কি করবে, পুলিশ তো শুধু হুকুম তামিল করার মালিক। এটা Administration এর ব্যাপার। কাজেই সে দিক দিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি বলতে চাই যারা গারো, তারা Tribal ; তারা গারো পাহাড়ে চলে যায়। Non-Tribal দের ভিতরে যারা মনিপুরী তারা সংখ্যা লঘিষ্ট, বামুটিয়া কামালঘাট এলাকা থেকে বহু মনিপুরী ইম্ফলের দিকে চলে যাচ্ছে। যারা মন্ত্রীমণ্ডলী আছেন তারা আমার এইসব যুক্তি অস্বীকার করবেন, তারা সব সময় আমাদের যুক্তি অস্বীকার করে থাকেন, এটা তাদের প্রচলিত নিয়ম। Minority সম্প্রদায়ের আরও কিছু লোক এখানে বাস করে। যেমন মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। গত পুজার সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোক একটা গোলমাল সৃষ্টি করে, এবং মারোড়ারী হটাও এ রকম শ্লোগান দেয়। অমর টেক্সটাইলের কাছে "ইলোরা" টেক্সটাইলে এ রকম একটা গোলমাল হয়েছিল। শহরের জনসাধারণ, দোকান কর্ম্মচারী, মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের লোকদের সেই ব্যাপারে অনেকটা face করতে হয়েছিল। সেই সময় আমরা লক্ষ্য করেছি সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু করা হয়নি। দোকানটা খোলার কোন ব্যবস্থা তারা করেন নি। আজকে প্রশ্ন হল Administration এর কর্ত্তব্য হল প্রত্যেকটা সংখ্যালঘু লোকের ধর্মীয়, সামাজিক সব দিক দিয়ে 'যেন safe guard থাকে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আজকে প্রশাসন যেন সেই ক্ষেত্রে অনেকটা অকেজো, এবং অসহায়। আমি একটা দোকানে ছিলাম। তখন দেখলাম বেশ কয়েকটা দল এসে বলল দোকানের মালিককে যে তোমাকে একশত টাকা চাঁদা দিতে হবে। কেউ যদি বলে যে আমি ১০/১২ টাকার বেশী

দিতে পারবনা, তখন তারা চোখ রাঙিয়ে চাঁদা আদায়ের ভয় দেখায়, না তোমাকে ১০০৲ টাকা দিতে হবে। আমরা কি ভিক্ষা করতে এসেছি তোমার নিকট? কাজেই এভাবে দলে দলে এসে যদি দোকানে হামলা করে তাহলে তারা কি ভাবে ব্যবসা বানিজ্য করবে? এই দল গুলো কার সৃষ্টি? গত নির্বাচনে কংগ্রেস factory তে যে সব ক্লাব ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছিল এবং কংগ্রেসের শ্লোগান দিবার জন্য যাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছিল সরকারী ফাণ্ড থেকে, এ দল তাদেরই সৃষ্টি। ইলেকসানের পরবর্ত্তী সময়ে আর ঐ সব দলকে টাকা দেওয়া হয়নি, কাজেই তাদের টাকার দরকার তো হবেই। একটা দল যখন করবে তখন অর্থের প্রয়োজন। কাজেই তারা বিভিন্ন ভাবে pressure দিয়ে চাঁদা আদায় করে। এটা যে শুধু পূজার সময়ে হয়েছিল তা নয়, কিছুদিন আগেও এ রকম দল দেখা গিয়েছিল। আজকে যারা ব্যবসা বানিজ্য করেন তারাও Indian, এমন কোন আইন নাই যে অন্য রাজ্য থেকে এসে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবেনা। ভারতবর্ষে যে কোন লোক যে কোন স্থানে বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে। এদিক দিয়ে তাদের safe guard দেওয়া দরকার। এভাবে আতঙ্কের মধ্যে বাস করে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করবে কি? যাতে এসব corruption বন্ধ হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। Assembly চলাকালীন অনেক সময় চিফ মিনিষ্টার বা অন্য মিনিষ্টার হাউসে আসেন না এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। নিয়ম হচ্ছে কোন বিষয়ে আলোচনা চলাকালীন Concerned Minister কে House এ উপস্থিত থাকতে হয়। কিন্তু সেটা উনাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে, কোন সময় আসেন আর কোন সময় আসেন না। আজকে Administration এর যে অবস্থা তা অত্যন্ত শোচনীয়। এজন্য কেরানী বা অফিসারদের আমরা দোষ দিচ্ছিনা। যারা Administration এর পরিচালক তারাই এর জন্য দায়ী। যারা Cabinet Minister তাদের জন্যই এ অবস্থাগুলো আজকে হচ্ছে। জনসাধারণের দাবী, যেমন শিক্ষা স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, রাস্তাঘাট, চাকুরী, দ্রব্যমূল্য কোনটাই আজকে বর্ত্তমান সরকার সমাধান করতে পারেন নি। শুধু নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করছেন এবং বড় বড় কথা বলছেন। কাজেই এই মুহূর্ত্তে তাদের গদী থেকে পদত্যাগ করা উচিত। এ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would call on Sri Promode Ranjan Das Gupta. Hon'ble Member will speak for 15 minutes only.

SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থাপিত Demand for Grant No. 8, Demand No. 9 এবং 10-এর সমর্থনে এবং Demand No. 10-এর যে cut motion এসেছে তার বিরোধীতা করে আমার

বক্তব্য রাখছি। প্রথমত: আমি Demand for Grant No. 8 সম্বন্ধে বলব। State and Legislature-এর Secretary সম্বন্ধে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি বলব। এটা বলার কারণ হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার State Legislative Secretariat, সেটা controlled by the Government. এটা একটা convention যে State Legislature Secretariat Speaker-এর control-এ থাকে এবং এর যে বাজেট সেটা Speaker in consultation with the Finance Minister and subject to the scrutiny by the Finance Minister সেই বাজেটটা তৈয়ার করা হয়। সেখানে আমাদের মেম্বারদের বলার কিছু থাকে না। কিন্তু যেহেতু ত্রিপুরা এসেম্বলী, যেখানে convention হচ্ছে মাননীয় স্পীকারের cantrol-এ সমস্ত কিছু থাকবে, সেখানে যে কোন মেম্বার স্পীকারের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারে, সেসব সম্বন্ধে কিন্তু এসেম্বলীতে তার বক্তব্য রাখতে পারে না। কিন্তু যেহেতু সেটার Administrative control হচ্ছে Govt. এর তাই এটার উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। আমাদের বর্ত্তমান Assembly-র যে কাঠামো তাতে একজন Secretary আছেন এবং other staff আছেন। উনার যে work তাতে Assembly meeting এবং other committee meeting attend করবার জন্য গড়পড়তা প্রায় শতকরা ৪৭ ভাগ সময় চলে যায়। তাহলে দেখা যায় অন্যান্য কাজ করবার তিনি সময় পান না। এই জায়গায় আমি যতটুকু জানি, মাননীয় স্পীকার মহোদয় additional hand-এর জন্য বলেছিলেন। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের এই Assemblyতে একজন Committee Officer প্রয়োজন। যেখানে মণিপুরেও Committee Officer আছেন সেখানে আমাদের Assemblyতেও Committee Officer-এর জন্য একটা post create করা হউক। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়া হউক এবং তার sanction আনা হউক। এই post creation করে Assembly Secretary-র কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তারজন্য আমি অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয় কথা হল, আমাদের বিধানসভার security guard যারা আছেন তারা contingent staff. মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের যারা security guard, যারা উনাকে reception করে নিয়ে আসেন, নিয়ে যান, এরা হচ্ছে সাধারণ contingent staff. Decorum of the House এবং Decorum of the Chair of the Speaker সামান্য contingent security guard দিয়ে কতদূর maintain হয় সেটা হল আমার প্রশ্ন। তাই আমি আবেদন করব এইসব contingent security guard যারা ৫।৬ বৎসর ধরে এভাবে কাজ করে আসছে তাদেরকে regular করা হউক। তাদের regular service-এ absorb করে quasi-permanent করা হউক। Parliamentary Affairs সম্বন্ধে এই দাবীটুকু করছি। তারপর Parliamentary Affair খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি।

Demand No. 9 সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল এটা একটা General Administration. কাজেই সেখানে District Magistrate-এর set up আমাদের রাখতে হবে। Sub-Divisional Magistrate রাখতে হবে। কারণ Executive Authority যদি না থাকে তাহলে peace and tranqulity রক্ষা হয় না। জনসাধারণের সুখশান্তির জন্য এবং তার জীবনযাপন করবার সমস্ত সুখ, তার আর্থিক সমস্যা সমাধান সমস্ত কিছু দেখবার জন্য, বিশেষতঃ ত্রিপুরার মত একটা অনুন্নত জায়গায় যেখানে উপজাতীয়রা সবচেয়ে অনুন্নত তারজন্য এ Head-এ টাকা রাখা হয়েছে। সেখানে expenditure for tribal welfare—6,15,000/-. Administration-এর সাথে connected যে সব অফিসার বা staff আছেন, তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক কোন বক্তব্য না রেখে বা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ না করে আমাদের বলা উচিত Administration-এ কোথায় গলদ আছে, কোথায় কার্য্যকলাপের মধ্যে দেরী হচ্ছে, কোথায় injustice হচ্ছে সেগুলির speculation House-এর সামনে তুলে ধরলে ভাল হত। আমাদের ত্রিপুরাকে ২টি অথবা ৩টি District করার জন্য আগেও এই House-এ আলোচনা করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে সচেষ্ট এবং তিনিও এই House-এ বলেছেন যে ত্রিপুরাকে ২টি District করা উচিত। কৈলাসহর, কমলপুর- ধর্ম্মনগর ইত্যাদি স্থানের জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে এই ত্রিপুরাকে ২টি District-এ পরিণত করা উচিত। যদিও আমাদের ত্রিপুরাতে ১৩ লক্ষ অধিবাসী, ত্রিপুরার যে ভৌগোলিক অবস্থা এবং তার যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সে সব দিক চিন্তা করে আমাদের ত্রিপুরাকে ২টি District-এ পরিণত করা দরকার। Reorganisation of the Administration, সেদিকে কোন বক্তব্য আমি পাইনি। আমি এটুকু জানতে চাই যে District-এর যে পরিকল্পনা, সেটা আমরা সবাই পাব কিনা বা সেটা বাস্তবে রূপায়িত ৪র্থ পরিকল্পনার মধ্যে কিনা সেটা আমাদের জানা দরকার। কারণ ২টি District যদি না হয় তাহলে জনসাধারণের অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়, Land Settlement Dispute সম্বন্ধে একটা মামলার ব্যাপারে কৈলাসহর বা ধর্ম্মনগর থেকে লোক এসে এখানে দিনের পর দিন বসে থাকতে হয়। অনেক সময় তার কোন কিছু সুরাহা না হয়ে আবার তাকে ফিরে যেতে হয়। এই যে একটা অবস্থা, এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবেদন রাখব যে আমাদের ত্রিপুরাকে ২টি District-এ পরিণত করার যে পরিকল্পনা যারজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সচেষ্ট আছেন, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারজন্য একটু দৃষ্টি রাখবেন।

Tribal Welfare সম্বন্ধে বলতে হলে আমাকে একথা বলতে হয় যে, আমাদের সরকার অনুন্নত Tribalদের সাহায্য করবার জন্য প্রতি বৎসরই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ মঞ্জুর করিয়ে তাদের সাহায্য করেন। এবারও Tribalদের জন্য টাকা মঞ্জুর করে এনেছেন, সেটার পরিমাণ হল ৬,১৫,০০০। আমরা জানি এই উপজাতি যার বর্ত্তমান সংখ্যা ৪ লক্ষেরও উপর, তাদের

যদি আমরা সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে না পারি, তাদের শিক্ষাদীক্ষার যদি উন্নতি করতে না পারি তাহলে ত্রিপুরার উন্নতির কথা যেটা বলে থাকি, সেই উন্নতি সম্ভবপর হবে না। তাই যে টাকাটা বরাদ্দ রাখা হয় সেই টাকা যদি প্রতি পয়সা পর্য্যন্ত যথাযথভাবে উপজাতীয়দের হাতে ঠিক ঠিক মত যায় এবং তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য ব্যয়িত হয় তারজন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের Tribal Advisory Council যেটা আছে সেটাকে আরও সক্রিয় করে আমাদের দেখতে হবে T. D. Block-এর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তা যেন অন্য কোনভাবে খরচ না হয়। কারণ যেখানে Debar Commission বলেছেন যে, ট্রাইবেলের জন্য বরাদ্দকৃত যে টাকা কেন্দ্র থেকে আসবে সেই টাকা তো তাদের জন্য খরচ হবেই, তার উপরও general খাতে যে টাকা আসবে তারও কিছু অংশ Tribalদের জন্য ব্যয় করতে হবে। সেইদিক দিয়ে আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এই Tribal Welfare খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটা যথেষ্ট টাকা। তার সাথে সাথে General Administration-এর ব্যাপারে আর একটা কথা বলছি। মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু একজন Addl. S. D. O'র সম্বন্ধে নাম করে অভিযোগ করেছেন, আমি সেটার পক্ষপাতি নই। সত্যি যদি বিচারাসনে না উঠেন সেটা দুঃখের বিষয়। সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে সেটাকে আমাদের দূর করতে হবে। কারণ বাদী এবং বিবাদী উভয়পক্ষ সুদূর গ্রাম থেকে আসে। তারা এসে যদি বিচার না পায়—আবার তারিখ পড়ে অযথা তারা হয়রাণী হয়। সেটা থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমি অঘোরবাবুর ব্যক্তিগত আক্রমণকে সমর্থন করতে পারি না। সেখানে উনার একটা constructive suggestion রাখা উচিত ছিল যে কিভাবে S. D. O'দের সক্রিয় করা যায় এবং বিচার যাতে Delay না হয়।

সেখানে আমি আর একটি কথা বলব এই যে, Class IV employce, যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করে তার জন্য তারা কোন D. A or T. A পায়না। DA এবং TA না পাওয়ার দরুন তারা একটা সমন পেলেও যায়না। ১০/২০ টা পেলে একত্র করে নিয়ে যায়, তার ফলে দেখা যায় যখন সমণ পাওয়া যায় তখন তারিখ পার হয়ে গিয়েছে। তাই আমি একটা suggestion রাখব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট যাতে এই Class IV দের DA এবং TA দেওয়া হয়; সেই দিকে যেন উনি দৃষ্টি রাখেন। মাননীয় অঘোর বাবু অবশ্য এই সম্পর্কে কোন Constructive suggestion রাখতে পারেন নি। বকাবকি করে গালিগালাজ করে তাদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করলে তো চলবেনা। কি করে তাদের আমরা সুখ সুবিধা দিতে পারব সেটাই আমাদের ভাবতে হবে।

তারপর Demand No 10 এ আমার বক্তব্য রাখছি। Demond No 9 এ আমার আরও বক্তব্য ছিল। কিন্তু সময় নেই বলে সে সম্বন্ধে আমার আর বলা সম্ভব হল না।

এই Demand No 10 এ Anti-Corruption and Enforcement সরকার রেখেছেন এবং এই Anti-Corruption সম্পর্কে আমাদের আরো বেশী করে সতর্ক হতে হবে এবং এটা সম্পর্কে আরো সক্রিয় অংশ গ্রহন করতে হবে যাতে সমাজ থেকে করাপশন দূরীভূত করা যায়। Anti-Corruption সম্পর্কে যে সমস্ত Case যায় সেগুলি যেন ত্বরান্বিত করা হয়। File যেন দিনের পর দিন পড়ে না থাকে। আমার অনুরোধ এই report গুলি File বন্দী হয়ে আতুরঘরে যাতে মারা না যায় সে দিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। তারপর Judicial সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের Trying Magistrate ই হউক, Munsiff ই হ'ক তারা যেন Lawyer এবং Experienced হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ Lawyer এবং Experienced যদি না হন তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে একজন B. A পাশ লোককে Trying Magistrate করে দিলাম কিন্তু তিনি Judgement কি করে লিখবেন? যেহেতু তাঁর আইনের সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই সে জন্য অনেক সময় তাঁর Judgement ঠিক ঠিক মত হয় না। সেইজন্যই আমি এই আবেদন রাখব, যে সব মুন্সেফ এবং অফিসারদের appointment দেওয়া হয় তারা যেন Lawyer হ'ন। এখানে আর একটি কথা হ'ল আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম বাবু যে Cut-Motion রেখেছেন Separation of Judiciary from Executive" সম্পর্কে সেটার প্রস্তাব আমরা নিয়েছি। সেটা আমরা সুষ্ঠুভাবে গ্রহন করেছি। কিন্তু implementation এর ব্যাপারে কতগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সে কথা আমরা বার বার বলেছি যে আমাদের সব কিছুই কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয় এবং সমস্ত কিছুই কেন্দ্রের Sanction এর উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রের Priciple আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেটা গ্রহণ করাতে এটুকু আমরা বলতে পারি— আমরাও দাবী করি যে Judiciary should bc separated from Executive কারণ Prosecutor কখনো কোন অবস্থাতেই বিচারকের আসনে বসে Judgement দিতে পারেনা। কারণ সেই Prosecutor এর মনটা Pre-occupied থাকে একটা ধারনা নিয়ে। সেই জন্যই আমরা কংগ্রেস থেকে প্রস্তাব নিয়েছি এবং Principle হিসাবে সেটা গ্রহণ করেছি। কিন্তু implementation এর সময় মনিটারি implecation ও অন্যান্য implecation আছে যার জন্য দেরী হচ্ছে। তবে আমি আবেদন রাখব যে প্রস্তাব আমরা House রেখেছি সে সম্বন্ধে অভিরাম বাবু নূতন কিছু বলেন নাই। কারণ আজ সমস্ত ভারতবর্ষই চাচ্ছে যে Judiciary কে Executive থেকে আলাদা করা হউক। কাজেই উনি নূতন কিছুই বলেন নাই। অতএব এটাকে আমরাই implement করব। তবে সময়ের প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় ভাল Lawyer পাওয়া যাচ্ছেনা। Lawyer এর অভাব হচ্ছে, যার দরুণ Judiciary কে Separate করলে পরে অনেক প্রশ্ন উঠে। তবে বর্তমানে অনেক Graduate Lawyer আসছে এবং তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। কাজেই এখন এই ব্যাপারে যাতে চিন্তা করা

হয় এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি :

MR. SPEAKER :—I would now call on Hon'ble Chief Minister.

SHRI S. L. SINGH :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 8, 9, 10 Demand গুলির উপর বিরোধী পক্ষের cut motion আছে এবং সেই cut motion এর বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথম হল "বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও দ্রুত সুবিচারদানে ব্যর্থতা, পূর্ণ হাইকোর্ট বেঞ্চের অভাব সম্পর্কে।" আমরা এই সম্বন্ধে আমাদের অনেক difficulty র কথা বলেছি। অতএব তাদের এই cut motion আনার কি সার্থকতা ছিল। এখানে তারা অবগত আছেন যে লোক সভার দ্বারা এই আইন পাশ করা হয়। তবু তারা একথাটি House এ আনলেন। আনার কারণ কি? হয় তাদের ignorance about the LokSabha তারজন্যই তারা এটি এনেছেন। তা না হলে আমার মনে হয় আগেই এটি বলা স্বত্বেও যদি তারা এসব কথা উত্থাপন করে থাকে তাহলে তাদের এই সম্পর্কে ignorance ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আর একটি হ'ল "দ্রুত সুবিচারদানে ব্যর্থতা"। আমার মনে হয় এটাই হ'ল main কথা। এইজন্যই তারা এটা এখানে এনেছেন। আর একটি কথা হ'ল "পূর্ণ হাইকোর্ট বেঞ্চের অভাব সম্পর্কে।" যেখানে এই সম্পর্কে Bill আছে সেখানে আমাদের বিচার করতে হবে যে কিভাবে আমরা অগ্রসর হব। তারা জানেন তবু একথা বলছেন। কারণ সরকারের ব্যর্থতার দেখানো দরকার। দেখাতে হবে, তার প্রচার করতে হবে। প্রচার করে বলতে হবে দেখ তোমাদের বিচারের জন্য আমরা কত কাঁদি। আমাদের চোখের জল কত পড়ছে, আমরা বিচার চাই। এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমার মনে হয় না। আর একটি Cut Motion রেখেছেন "Absence of Provision to oppoint whole time judicial Commissioner for Tripura" আমরা যদি Judiciary কে Executive থেকে separate করা সম্পর্কে আমরা প্রস্তাবও নিয়েছি, Lok Sabha র সেই Bill আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করতে হবে। কিন্তু সেই জায়গাতে এই জিনিসটি উঠানোর মানেই হ'ল এই যে আমরা Judiciary সম্পর্কে চিন্তা করছি। কারণ আমরা Judicial minded People আমরা Law abiding People এটা মানুষের কাছে সোচ্চারে বলে illegal activities কে জোরদার করা। এই মতলব হিসাবে তারা এই cut motion এখানে এনেছেন। এছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। তারপর বলেছেন Absence of Provision to construct a building for the witnesses at the Court Premise তারা জানেন যে একটা building তৈরী হচ্ছে। এবং জানা সত্বেও যে এনেছেন তার কারণ হ'ল এই যে witnesses এর সুবিধার জন্য আমরা কত চিৎকার করছি। তারপরে এটা হয়ে গেলেই বলবেন যে আমরা বলেছিলাম বলেই এটা হয়ে গেল। তারা কোন দিনই সোজা

পথে চলেন না। তবে একটা কথা আছে কানা গরুর নানা বাঁধা। অর্থ্যাৎ কানা গরু যদি হয় তার আলাদা পন্থা। অতএব সেই পন্থা অবলম্বন করেই তারা এই প্রস্তাবগুলি, cut motion গুলি উত্থাপন করেছেন। এই কথা বলতে গিয়ে আবার বলেছেন যে Assembly Session যখন চলতে থাকে তখন মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন না। আমি বলব এটা সত্যের অপলাপ করা। অতএব এই Session এ মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন না এমন নজীর যদি তারা দেখাতে পারেন তাহলে আমি সন্তুষ্ট হব। তা না হলে আমি বলব সত্যের অপলাপ তারা করছে। অর্থাৎ সত্যের অপলাপ করাই তারা ধর্ম্ম বলে গ্রহন করেছেন। তাদের নিজের বক্তব্যর মধ্য দিয়েই তা প্রকাশ পাচ্ছে এবং Assembly Proceedings এর নজীরের মধ্য দিয়েই তাদের সত্যতা প্রমাণিত হবে যে Assembly তে মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন। অনুপস্থিত নন। তারপর আরো কয়েকটি অভিযোগও করা হয়েছে যে General Administration এর উপর জনগনের আস্থা নেই। আমি আগেই বলেছি যে তারা জনগন বলতে কি বুঝে। জনগন বলতে তারা বুঝে, তাদের গোষ্ঠিভুক্ত যারা। যারা দাঙ্গাহাঙ্গামায় পারদর্শী তাদের confidence ফার্ম্ম থাকার কথাই। কারণ confidence থাকলে দাঙ্গা হাঙ্গামা, হিংস্র আসতে পারবে। তার প্রমান স্বরূপ বলছেন যে এখানে এক মাড়োয়ারীর দোকানে ২৫ জন ছেলে গেলেন। উনি সেখানে উপস্থিত ছিালন। অর্থ চেয়েছেন। উনি কি কোন পত্রিকার মাধ্যমে গুণ্ডামীর প্রতিবাদ করেছেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে কি উনি উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঐ ছেলেদিগকে লেলিয়ে দিয়ে অর্থ আদায়ের পথ সুগম করে এবং কিছু অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে উনি এখানে বললেন দেখ আমি তোমাদের জন্য কিছু বলব আর ওখানে দাঁড়িয়ে বলছেন যে যেভাবে পার তোমরা টাকা আদায় করে আমাদের পকেট ভর্ত্তি কর। এই বিবিধ কার্যাকলাপ তাদেরই বক্তৃতার মধ্য দিযে এখানে প্রমানিত হচ্ছে। অতএব একটা কথা আছে "চোরের মার বড় গলা। ঐ হল তাদের কথা। তারা জোড় গলায় চিৎকার করে বলেন যদি কোন জায়গায় গুণ্ডামী, দাঙ্গাবাজী, হাঙ্গামাবাজী হয়, আইনের প্রতি, শৃঙ্খলার প্রতি এবং গুণ্ডামীর বিরুদ্ধাচরণ করতে হয় তবে সেখানে দাঁড়িয়ে উনি সেটা বন্ধ করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন, পত্রিকাতে বের করেছিলেন? করেন নি। তার কারণ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নির্ম্মূল হয়ে যায়। কারণ তাদেরকে তো পাঠিয়েছি, পাঠিয়ে গোলমাল বাঁধিয়েছি, বলছে টাকা আদায় হবে। আবার তাদের বলছে তোমাদের কথা ঠিক ঠিক স্থানে আমরা গোচরীভূত করব—কিছু প্রাপ্তি আমাদিগকে দাও। হয়ত কিছু পেয়েছেনও। তাই এখানে এসে এই কথা বলেছেন। এইরূপ তাদের কার্য্যকলাপ মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আজকেও আবার এখানে বলছেন যে কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি। নিশ্চয়ই বলতে হবে। যদি কর্ম্মচারী অন্যায়

করে-তবে বলবেন না কেন? অন্যায় করলে অভিযোগ করা উচিত। কিন্তু সেটাতেও আবার মুস্কিল। হয়ত সেই জায়গাতেও তলে তলে মতলব থাকে সেই জন্যই সদা সতর্ক। অতএব সতর্কতা অবলম্বন দুই জায়গাতেই করছেন। এই ভাবে দুর্নীতি করে এবং সেটাকে বড় গলায় বলতে যাওয়াতে আমি বললাম যে কার মার জানি বড় গলা। এবং সেই জন্যই সেটি করা হচ্ছে। তারপর আর একটি অভিযোগ করা হয়েছে, অভিযোগটি কি? কংগ্রেসের একজন সদস্য টীপুসিং নামে পরিচিত, আমার আত্মীয়ের মোটর থেকে টাকা আদায় করে। আমরা টাকা আদায় করি ঠিকইত। আমরা কংগ্রেস থেকে চাঁদা আদায় করে পার্টি চালাই। তারা আর চাঁদা আদায় করেন না। তারা জবরদস্তি করেন। তারা ঐ হামলাদারদের পাঠিয়ে দিয়ে উপস্থিত থাকেন। টাকা আদায় করে পকেটে ভর্ত্তি করেন, কাজেই এভাবে চালাম এবং আমরা চাঁদা আদায় করি। আমাদের কংগ্রেস থেকে চাঁদা আমরা উঠাই এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করি। অতএব সেই দিক দিয়ে তাদের ত চাঁদা আদায় লাগেনা। কেন তাদের লাগবে? রাত্র হলেই তাদের সুবিধা। এখানে লেভির চাউল দিবনা, চাউল আটকিয়ে চোরাকারবারী করব। চাউল বিক্রি করে আমাদের পার্টির ফাণ্ড বাড়াব। ব্যক্তিগত ফাণ্ড বাড়াব, জমি বৃদ্ধি করব। অতএব চাঁদা আমাদের দূর ছাঁই। অতএব তারা অনবরত বলছেন এবং সেই দিক দিয়ে তারা সিদ্ধ হস্ত। তারা আইনের মারফতে কোন কাজ করেন না, আইনের বিরোধী কাজ তারা সব সময় করবেন। তারপর বলেছেন দুবের কাছে তিনি নাকি কখন গিয়েছিলেন। উনি বলেছেন আপনি যদি আমার সীটে বসতেন তাহলে আপনিও এরকম হতেন। এখন দুবে এখানে নেই, তিনি চলে গেছেন। কাজেই কি আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেটি যদি জানতে পারতাম তাহলে বুঝতে পারতাম। কিন্তু সেই সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেননি। যদি কোন গোপন তথ্য দিয়ে থাকেন তাতে দুবে মহাশয় রাজী হন নি, তাই দুবে মহাশয় এ রকম উক্তি করেছিলেন। তারপর বলেছেন মানিক গাঙ্গুলীর কাছে গিয়েছিলেন, বোধ হয় চাউলের পারমিটের জন্য। রেশনের চাউল ও আনব আর বাড়ীর জমিনের চাউলও আনব। জমি আছে কতটুকু? উত্তরে বলবেন, আমি ঠিক বলতে পারিনা, একদ্রোণের মত থাকতে পারে, কমও থাকতে পারে। তবে তাহা আমার ভাইএর নামে আছে। যদি food Inspector বলে থাকেন তা হলে আপনাকে লেভি দিতে হবে। উত্তরে বলবেন, সর্ব্বনাশ, লেভি থেকে আমাকে রেহাই দিন। এ উত্তর যদি দিয়ে থাকেন তবে উপযুক্ত উত্তর। তিনি সেই সব তথ্যাদি উদ্‌ঘাটন করে কিছু বলেননি, তাই আমাকে এগুলো বলতে হল। তারপর বলেছেন Tribal এবং বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের সরকারের প্রতি সমর্থন নাই। আমি বলতে চাই যদি তাদের সমর্থন আমরা না পেতাম তবে আজ আমরা ২৭টি আসন লাভ করতে পারতাম না। সেই ক্ষেত্রে তারা মাত্র

৩টি আসন পেয়েছেন।

INTERRUPTION

আমাকে আমার বক্তব্য থেকে অন্য দিকে পরিচালিত করবার জন্য তারা আমার বক্তৃতার interfere করছেন। আমি বলতে চাই উনারা কিছুতেই আমার বক্তৃতাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবেননা। তারপর তারা যে ৩ জন জয়যুক্ত হলেন তাদের সেই সমর্থনকারী ছিল কারা? যারা দেশে দাঙ্গা হাঙ্গামা' বিঘ্ন সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে তারাই ছিল তাদের সমর্থনে। অতএব তাদের পক্ষেই এটা বলা স্বাভাবিক, তারপর বলা হয়েছে tribal দের উন্নতির জন্য non-tribal দের কোন confidence নেই। কি করে একথা বলতে পারলেন তা আমি ভেবে উঠতে পারিনা। তাদের যে কেন গত নির্বাচনে দেশের লোকেরা পরিত্যাগ করল তার কারণ আমি বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যখন ১৯৫০ সালে শান্তিসেনা করল তখন তাদের একমাত্র কাজ ছিল এই যে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে Revolution করব, এবং তা করে সরকারকে তাড়িয়ে দেব। এই সরকার কার? এই সরকার বাঙ্গালীর। তারা আমাদের কেউ নয়। মহারাজা ছিলেন আমাদের সরকার। মহারাজকে বিতাড়িত করে তারা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন; মহারাজকে ফিরিয়ে আন, তাই তাদের আন্দোলন হল। শিক্ষার নাম দিয়ে গ্রামে গ্রামে তারা তখন সরকারের বিরোধীতা প্রচার করতে লাগল। তাদের জনশিক্ষার প্রধানতম কাজ হল কি? চাউল লুট কর, বড় বড় ধনী মজুতদারের টাকা পয়সা অর্থাদি লুট কর, লোক murder কর। এই হল তাদের প্রধানতম কাজ। তারা এই টাউনেও মিছিল করে শ্লোগান দিয়েছিল, মহারাজকে ফিরিয়ে আন, এই হল Comunist Party র ত্রিপুরা রাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস। এই আন্দোলন করে যারা এখানে কৃষক, শ্রমিক ছিল তারা terrorise করতে শুরু করল। তাহাদিগকে টেনে টেনে আনতে লাগল, প্রতিলোক থেকে ২ সের করে চাউল ও আটা আনা করে চাঁদা আদায় করতে শুরু করল। ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের যারা তাদের আওয়াজ ছিল যে তাদিগকে কৃষি থেকে বঞ্চিত করা হল, লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে গেল। যারা তাদের আদেশ অমান্য করত তাকে হত্যা করা হত, তাদের গৃহাদি লুণ্ঠিত হত। এত বড় অমানুষিক কার্য্য কোন ইতিহাসে আছে কিনা আমার জানা নেই। তাই যারা non-tribal তাদের উঠাইয়ে দিয়া তাদের জায়গাতে tribal দের বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর সেই tribal ভাইয়েরা সর্ব্বহারা হয়ে গেল। তাই তারা সেই পার্টি থেকে সরে এসে কংগ্রেসে যোগদান করল। এই হল তাদেরকে সর্বহারা করার একমাত্র পথ। কিন্তু এখানে বলছেন যে তারাই সে সমস্ত জায়গাতে তাদেরকে বসিয়েছেন। আবার তাদের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আইন করাচ্ছেন, তাদেরকে উচ্ছেদ করাচ্ছেন। তারা বলছেন Tribal দের জমি Magistrate এর হুকুম ব্যাতিরেকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। ১৯৫০ সন

আর ১৯৪৯ সাল। এই সময় এটাই হল তাদের ভূমিকা। তারা আজ কোনদিক রক্ষা করবে তা ভেবে আজ তারা আকুল। একবার বলছেন Tribal Reserve চাই, আর একবার বলেছেন 5th Schedule চাই। আজকে 6th Schedule এর ধ্বনি আসছে। কারণ তারা জানে। একথা আবার তারা প্রকাশ্যে বলছেন না, কারণ তারা চায় যে ত্রিপুরাতে একটা কেয়সের সৃষ্টি হোক, এবং সেই কেয়সও হবে—আমি কালকেও বলছি যে মক্ষিকার জন্ম হয় নর্দমাতে, আর তাদের জন্ম হয় কেয়স থেকে। তাদের ইতিহাসও রচনা হয় কেয়সের মধ্য দিয়ে। তাই তারা সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে Democracy কে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে Non-Democratic activities, legal-illegal activities both side এ চালিয়ে যাচ্ছেন। Democracy যে তার determined way হয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাই ত্রিপুরার জনগণকে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। Law and order সম্বন্ধে ভাবতে হবে। সে তাই মুষ্টিমেয় লোক দিয়ে sisatisfaction create করে জনসাধারণের সামনে প্রতিফলিত করলে এবং Judicialকে বিপন্ন করানো এবং এই Assemblyকে নানা রকমে বিপন্ন করানোই হ'ল তাদের প্রধান চক্রান্ত। সেই চক্রান্তকে জয়যুক্ত করতে হবে। কিন্তু আজকের ভূমিকায় মানুষ সজাগ ও সচেষ্ট democracy কে রক্ষা করার জন্য। ভারতবর্ষের মানুষ সচেষ্ট। তারা সেদিকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছেন। ত্রিপুরার জনগণ আইন ও শৃঙ্খলা এবং General Administration সম্পর্কে সজাগ। তারা democracy কে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবে। তারই জন্য তাকে আঘাত করার ষড়যন্ত্র চলবে, সত্যকে বিকৃত করে, হাউসের সামনে উত্থাপন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে চক্রান্ত তারা করেছেন, সেটা আমি জানি। তাদেরই দলভুক্ত লোক ভয়ে এই বক্তব্য পেশ করেছেন। অতএব আমি তাদের এই Cut motion এর বিরোধীতা করে এবং Demand তিনটির সমর্থনে বক্তৃতা দিয়ে আমার ভাষণ শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—The Discussion on the Demands is over. There is no Cut Motion for Reduction of grants on the demand for grant no. 8 Parliament, state/union Territory Legistatore. I am now putting it to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,29,-000/—exclusive of the Charged Expenbiture of Rs 27,000/— [inclusive of the sums specified in clumn 3 of the schedule to the Appropriation (vote in Account) Bill, 1969], be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 8 Parliament, state/union Territory legistature.

The Demand is passed.

There is no Cnt Motion for reduction of grant on Demand for grant No. 9 Gemeral Administration.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 64,27,000/— exclusive of charged Expenditure of Rs. 1,33,000/— [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 9 General Administration.

The Demand is passed.

Now there are Cut Motion on the Demand for grant No. 10 Administration of justice. I am putting to vote the Cut Motion moved by Sri Abhiram am Deb Barma.—

The question before the Huose is that the Demand be reduced to Re-
"বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও দ্রুত সুবিচার দানে ব্যর্থতা, পূর্ণ হাইকোর্ট বেঞ্চের অভাব সম্পর্কে।"

The Cut Motion is lost.

There is another Cut Motion moved by Sri Aghore Deb Barma.

The quesiion before the House is that the Demand be Reduced Rs. 100/—

"Absence of provision to appoint whole time judicial Commissioner for Tripurn."

The Cut Motion is lost.

Next Cut motion is moved by Sri Aghore Deb Barma.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/—

Absence of provision to construct a building for the witnesses at the Court Premise.

The Cut Motion is lost.

Now I am putting the main motion to vote.

The question before the Hose is that a sum not exceeding Rs. 6,22,000/— exclusive of the charged Expenditure of Rs. 19,000/— [inclusive of

the sums specified in column 3 of the Schedule of the Appropriation (vote on account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970, in respect of Demand No. 10—Administration of Justice.

The Demand is passed.

MR. SPEAKER :—Now, I request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 11.

SRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE .—On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,36,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970, in respect of Demand No. 11—Jails.

MR. SPEAKER :—There are two Cut Motions on this demand. I would request the Hon'ble Member Sri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

"জেইলে একই ব্যক্তি আই, জি, পি ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থাকায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিম্নপদস্থদের উপর অবিচার ও দুর্নীতি সম্পর্কে।"

The mover of the motion is absent.

(The Cut Motion falls through due to absence of Member)

MR. SPEAKER :—আন্তর্জাতিক শ্রম আইন লঙ্ঘন করিয়া Warderগণকে ১২ ঘণ্টা হইতে ১৪ ঘণ্টা খাটায়। বাড়ী ভাড়া ভাতা না দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে...........

SHRI AGHORE DEB BARMA :—আমাকে লিখিত কোন authority দেয় নাই তবে verbally motion move করার জন্য authority দিয়ে গিয়েছে।

MR, SPEAKER :—No, that cannot be allowed without being authorised in writing by the Hon'ble Member.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—ঠিক আছে, আমাদের তো আলোচনা করার অধিকার আছে। আমরা আলোচনা করতে পারি।

MR. SPEAKER :—Then this cut motion moved by the Hon'ble Member falls through.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Demandগুলি কি separately move করা হবে, না একসঙ্গে move করা হবে ?

MR. SPEAKER :—Demand for Grant No. 11 separately move করা হবে। Demand No. 13 & 23 will be taken up together.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কি আলোচনা আরম্ভ করতে পারি ?

MR. SPEAKER :—No, Demand for Grant No. 11 will be put to vote.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—না স্যার, ভোটের আগেই তো আলোচনা হবে।

MR. SPEAKER :—You may discuss it in the main motion.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Jail খাতে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব এবং House-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করব। Jail-এ যে staff আছে তাদের জন্য সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কাজ ভাগ করা নেই, যার ফলে তাদের নিয়মের বাইরে অনেক বেশী duty করতে হয়। এ সম্পর্কে কতকগুলি ঘটনা আমি উল্লেখ করব। কোথায় কোথায় permanent duty থাকতে হবে সেই সম্পর্কে বলছি। যেমন main gate-এ daily ৪ জন করে by rotation duty দিচ্ছে। 2nd gate-এও ৪ জন by rotation duty দিচ্ছে। তারপর অফিসে ২ জন by rotation duty দিচ্ছে। Industry-Cum-Production Centre-এর ৩ জন by rotation কাজ করে ২৪ ঘণ্টার জন্য। ফুলের বাগান, তরকারী বাগান, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য duty দুইজন by rotation duty দিচ্ছে। তারপর Residence of Superintendent—যেখানে যে কয়েদীরা কাজ করে তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য ২ জন Jail Warder by rotation কাজ করে। একজন Jail Warderকে Jail Superintendent-এর বাসায় রান্নার কাজ করতে হয়। আবার যেখানে Female Warder আছে তিনজন তাদের duty fix করা আছে। By rotation তারা কাজ করে।

আবার No. 1, 2 Cell, Hospital সমস্ত কিছু মিলিয়ে সেখানে আছে ৩ জন। সারাদিন তারা by rotation কাজ করে। তারপর No 3, 4, & 5 সেখানে by rotation কাজ করে তিনজন। তারপর No. 6 এ তিনজন, Junior ward এ by rotation কাজ করে তিনজন। আবার ২০ নং ward এ তিনজন থাকে। আবার Animal Husbandry তে আরও একজন থাকে। Extra duty থাকে বাগানের জিনিষ পত্র কেনা বেচার জন্য। অনেক সময় কোন রোগীর blood বা stool পরীক্ষার জন্য যদি Hospital এ পাঠাতে হয় তখন

দেখা যায় shortage of staff এর জন্য তা অনেক সময় পাঠানো সম্ভব হয় না। অথবা যথাসময় পাঠান হয় না। এইভাবে হিসাব করলে দেখা যায় বর্ত্তমানে যে staff আছে তাদের দ্বারা ৮ ঘণ্টা duty দিয়ে সমস্ত কাজ করা সম্ভব হয় না। কাজেই তাদের ১২/১৪ ঘণ্টা constant duty দিতে হয়। আমি duty hours সম্পর্কে আরেকটি কথা বলছি। একজন Jail warder কে রাত্রি ১০টা থেকে সুরু করে পরের দিন বেলা ১০টা পর্য্যন্ত duty দিতে হয়। এরপর আবার constant ৪ ঘণ্টা duty দিতে হয়। এইভাবে তিনদিনে তাদের ৪৮ ঘণ্টা duty দিতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যত ঘণ্টা duty দিতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশী ঘণ্টা তাদের duty দিতে হয়। সারাদিনে তারা বিশ্রামের কোন সুযোগই পায় না। যেমন industry-cum-production এর কথা বলছে। সেখানে তারা সারাদিন instructor এর কাজ তো করেই তদুপরি পাহারাও দিতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ সম্বন্ধে চীফ কমিশনারের কাছেও তারা আবেদন করেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার করা হয়নি।

আর একটি কথা হচ্ছে স্যার। দুটি মামলায় একই সঙ্গে সাজা ভোগ করছেন তাদের wages, পোষ্ট অফিসে জমা রেখে মুক্তি পাওয়ার সময় নিয়ে যায়, তাদের একটা list আছে। এখন একটা নিয়ম হয়েছে যে কয়েদীরা জেলে থাকা অবস্থায় to some extent তাদের wages দেওয়া হয়। সেই ভিত্তিতে একটা list আমি করেছি। তাদের ২টা case এ সাজা হয়েছে এবং তারা wages ও পেয়েছে। নোয়াজ আলী, শ্যামাচরণ দাস, নিকুঞ্জ অধিকারী, মানিক মিয়া ইত্যাদি আছে। যে সুবিধাটুকু তারা পেয়েছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এখন প্রশ্ন হলো যারা কয়েদী হয়ে ৩।। বৎসর wages পেয়ে এসেছে এবং যে সুযোগ সুবিধা গুলো তারা এতদিন পেয়ে এসেছে, হঠাৎ করে সেগুলো বন্ধ করার কারণ কি? এদের সম্পর্কে আশা করি concerning minister উত্তর দিবেন।

আর একটা কথা হচ্ছে, Jail code এর আইন সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি Jailor quarter পান। Superintendent হিসাবে কোন qurter allot করা আছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে Jail Code-এর মধ্যে বা rules-এর মধ্যে এটা না থাকারই কথা। এখন তিনি Superintendent হিসাবে যে quarter পাচ্ছেন সেই quarter-এর দক্ষিণ দিকে আর একটা quarter আছে। তিনিই আবার I. G. P-ও বটে। দক্ষিণ দিকের quarterটিও উনি দখল করে আছেন। প্রশ্ন হলো Jail Code-এর আইনের মধ্যে Superintendent-এর quarter-এর provision আছে কিনা?

যখন কোন অভিযোগ তার কাছে করা হয়, through proper channel করতে হয়। অর্থাৎ Superintendent-এর throughতে I. G. P-র কাছে করতে হয়। তিনিই Superin-

tendent এবং তিনিই I. G. P. যদি Superintendent দিয়েই চলে তাহলে I. G. P-এর post রাখার কি সার্থকতা আছে? যদি ২টা post-এরই দরকার হয়ে থাকে তাহলে ২ জন লোককে রাখলেই হয়। তার কাছে কোন অভিযোগ করলে কোন সুবিচার কয়েদীরা পায় না। যা তা চলছে। Details-এ আমি যাচ্ছি না। অনেক Warder আছে খুশীমত কাউকে suspend করলো, কারো বেতন বন্ধ করে দিল। এর প্রতিকারের জন্য একজন সাধারণ Warder Minister-এর কাছে যেতে পারে না, Superintendent-এর কাছেই যেতে হয়। সেদিক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রীর নজর দেওয়া দরকার। বহুবার এই হাউসে এ সম্বন্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যান্ত তার কোন প্রতিকার হয়নি। কারণ "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।"

আজ জেলের বর্তমান অব্যবস্থার একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। জেলের কয়েদী যাদের wages বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেটা পুনরায় চালু করা দরকার। Jail Warderদের যেন আইন অনুযায়ী কাজ করান হয় তা দেখা দরকার। একই ব্যক্তি Superintendent ও I. G. P-র post-এ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে একটা আজকতার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। বলতে গেলে আরও অনেক বলতে হয়। কয়েদী এবং শান্ত্রী যারা কাজ করেন, বাগান ইত্যাদি করেন তাদের খাওয়ার প্রয়োজনে কোন সব্জী দিতে হলে দাম ধরে দেওয়া হয়। শান্ত্রীরা এসব জিনিস নিতে পারে না। কেউ যদিবা পয়সা দিয়েও নেয় এবং ধরা পড়ে তাহলে তার ৫ টাকা জরিমানা দিতে হয়। মানে Superintendent-এর সামনে পড়লেই তাকে fine দিতে হবে। আর officerদের বেলায় free of cost, দুধ, ডিম, মাংস, সব্জী যত রকমের production হয় জেল compound-এ, সবই officerদের বেলায় free. যারা খাটবে তারা কিছুই পাবে না আর যারা হুকুমদারী করবে তারাই ভোগ করবে এ অবস্থাটা বেশীদিন চলা উচিত নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সমস্ত complain serially 'জাগরণ' পত্রিকায় উঠেছে। যা হোক, Jail-এর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এটার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Hon'ble Minister Shri P. K. Das.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী জেলের যে বাজেট রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এর উপর যে cut motion ছিল mover of the motion উপস্থিত না থাকায় has fall through. আমি বলতে পারি যদি mover থাকতেনও তাহলে তার cut motion-এর পক্ষে উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে পারতে না সেজন্যেই তিনি অনুপস্থিত রয়েছেন। তার কারণ যা বলতে চেয়েছিলেন তা যদি justify না করতে পারেন সেটা লজ্জার কথা। সেজন্যেই তিনি অনুপস্থিত রয়েছেন। তার লজ্জা কাটানোর জন্যে

তার সমর্থনকারী বক্তাও বলতে গিয়ে আটকে গেছেন।

জেলের যে বাজেট, সেই বাজেটে গতবছর যেখানে ছিল ৬ লক্ষ টাকা, revised estimate হলো ৭ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, এবারে সেখানে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। মানে গতবারের তুলনায় এবারের estimate ৫ হাজার টাকা কম। গতবারের তুলনায় ঐ টাকাটা কম হওয়ার কারণ economy in expenditure এটা non-plan. Plan-এ আমাদের বিশেষ কোন expenditure নেই। এখানে আমরা বিশেষ করে pay & allowance of staff, jail manufactures, payment to other government for maintenance of prisoners—এই তিনটা মূল হেডেই আমাদের খরচ।

জেলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু বলেছেন যে Warder যা আছে তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কম বলেই তাদের duty hours ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা।

আমি একথা বলব যে আমাদের prisonersদের সংখ্যানুপাতে Warder এবং অন্যান্য staff recruit করা হয়। সেদিক থেকে prisoners অত্যন্ত কম।

বর্তমানে Central Jail-এর কথাই বলছি—সেখানে Warder আছে 35. যেখানে ১৯৬৬ সালে prisoner-এর সংখ্যা গড়ে ৩৭৫ জন, ১৯৬৭ সালে গড়ে ৪০০ জন, ১৯৬৮ সালে ৫২৪ জন—তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই Warder রাখা হয়েছে। আজকে Warderদের ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা যে কাজ করতে হয় এটা অমূলক, এর কোন ভিত্তি নেই। আমি জানিনা জেলে যখন ওনারা যান, বেআইনী কাজ করেন আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তখন ওখানে গিয়েও সেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে চেষ্টা করেন এবং অফিসার ও staff-এর বিরুদ্ধে অমূলক, মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর অভিযোগ করে থাকেন। আসলে সত্যের সাথে এর কোন যোগাযোগ নেই।

(Noise)

তারপর কখনও কখনও ....(Noise)

উনি যে figure এখানে দিয়েছেন..................এখন আমরা জানি যে Warderদের যে duty hours বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে যে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যারা—যেমন মোটর শ্রমিকেরা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য detenue হয়েছিল তখন তাদের বেশী সময় duty দিতে হয়েছে। প্রায় ৮ ঘন্টার বেশী সময় duty দিতে হয়েছে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

আমাদের Jail Code-এ যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ীই তারা সুযোগ পাচ্ছে এবং duty hoursও সেই Jail Code অনুযায়ীই allot করা হচ্ছে। সুতরাং তারা বেশী করেছে একথা বলা যায় না। তাছাড়া আমরা যতটুকু জানি normal time-এ ৫।৬ ঘন্টা duty করে

থাকে। এর বেশী কোন সময় করতে হয় না। তবে আমি আগেই বলেছি যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের বেশী কাজ করতে হয়। অনেক সময় বিরোধীপক্ষের সদস্যদের উস্কানিতে অবস্থাটা আরো জটিল হয়ে পড়ে। তখন বেশী কাজ করতে হয়............

(Interruption)

কাজেই একথা সত্য নয়। উনি যে বলেছেন একজনের তিনদিনে ৪৮ ঘণ্টা duty করতে হয় একথা সত্য নয়। তার কারণ কিছুদিন আগে prisonersদের একটা representation পেয়েছি—যদিও সেটা unsigned. তথাপি jail থেকে এটা এসেছে। একথা আমি শুনেছি যে কোন signatory সেখানে নেই। সেখানে বলা হয়েছে ১১ থেকে ১৪ ঘণ্টা duty দিতে হয়। যদি ধরেই নেই যে সেটা prisonersরাই দিয়েছে, তাহলেও মাননীয় সদস্যের "দৈনিক ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়" এই বক্তব্য টেঁকে না।

Prisonersরা যা বলেছেন তার চাইতেও বাড়িয়ে তিনি বলেছেন। কাজেই এটা যে প্রকৃত কথা নয় এতেই তা বুঝা যায়............

(Interruption)

আমি আগেও বলেছি যে normal time-এ ৮ ঘণ্টা থেকে ৫।৬ ঘণ্টাও কাজ করে থাকে। তবে abnormal time-এ একটু বেশী সময় থাকতে হয়। যখন জেইলে লোক বেশী থাকে তখন একটু বেশী সময় কাজ করতে হয়। তাও সাময়িকভাবে। কখন তারা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবেন এবং কত লোককে জেলে রাখতে হবে তা তো আমরা পূর্ব্বাহ্নেই বলতে পারি না—কাজেই বেশী করে লোক নিয়োগ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমাদের বাজেট কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এই গরীব দেশে আমরা বেশী টাকা রাখতে পারি না। সুতরাং prisonersদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করেই Warder রাখা হয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আইনানুগভাবে Warder-এর সংখ্যা বাড়ানো হবে।

Superintendent সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, Superintendent এবং I. G. P. একই ব্যক্তি হওয়ায় তারা বিচার পাচ্ছে না। যদি নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসে তাহলে তার উপরে Chief Secretary এবং Chief Commissioner আছেন। যদি Superintendent বা I. G. P. বিচার না করেন তাহলে Chief Secretary যার, নিয়ন্ত্রণাধীনে Superintendent ও I. G. P. চলছেন, তার কাছে বিচার চাইতে কোন বাধা নেই। কাজেই আমার মনে হয় I. G. P. সম্বন্ধে এসব অভিযোগ হাউসে আসার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা হলো তাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা।

আর একটা অভিযোগ এসেছে। সেটা হলো I. G. P. নিজের quarter ছাড়াও Superintendent-এর quarter দখল করে আছেন। তিনি একটা quarterই occupy করে

আছেন। সুতরাং এ অভিযোগটা সত্যের অপলাপ মাত্র।

উনি আরও বলেছেন যে, জেলের ভিতরে একটা অরাজকতা চলছে। কিন্তু উনি এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন তথ্য দিতে পারেন নি। এটা তার একটা কথার কথা মাত্র। অরাজকতা শব্দটা বাইরে বক্তৃতায় বলতে বলতে তাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। সুতরাং এই অরাজকতা কথাটা সব কথাতেই তারা বলে থাকেন। অরাজকতার স্রষ্টা যারা তারা কথায় কথায় এটা বলে থাকেন। যদি সত্যিই কোন অরাজকতা থাকতোই তাহলে তিনি ঘটনা বা তথ্য সরবরাহ করে বলতে পারতেন। কোন্ অফিসার তরিতরকারী, দুধ ইত্যাদি free পাচ্ছেন, তা তিনি বলতে পারেন নি।

আমি শুনেছি কিছুদিন পূর্ব্বে জেলে তাদের সহকর্ম্মীরা জেল administration-এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে slogan দিয়েছিলেন। সেটাকে কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। তাই তাদের এই উষ্মা। আশাকরি তারা officerদের বিরুদ্ধে এই অলীক অভিযোগ করে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। এটা তাদের বিকৃত রুচির পরিচায়কও বটে। জনসাধারণ এ সমস্ত কথা গ্রাহ্য করবেন না।

তারপর আমিদ আলী সহ ২১৩ জনের wage পাওনা আছে—এ তথ্য আমার জানা নেই। সেটা আমি দেখব। নিশ্চয়ই এমন কোন কারণ ঘটেছে যে জন্যে তারা পাচ্ছে না। তবুও আমি এটা দেখবো।

একই ব্যক্তি Superintendent এবং I. G. P. দুটো post হোল্ড করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে আমাদের দিক থেকে কোন অসুবিধা নাই বরং এতে আলাদা করে I. G. P. রাখার খরচ কমেছে। কারণ extra remuneration তিনি পাচ্ছেন না। তাছাড়া I. G. P. হওয়ার মতো requisite qualification উনার আছে। অন্যান্য full fledged state-এ যে সব I. A. S. Officerরা I. G. P.র পোষ্ট হোল্ড করেন, তাদের I. G. P. হওয়ার যে training এবং experience দরকার সেটা উনার পুরাপুরি আছে। যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকেও I. G. P. হওয়ার কোন বাধা তার নেই। তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই Jail Administration পরিচালনা করছেন।

কাজেই আমি আশা করবো, মাননীয় অর্থমন্ত্রী Jail এর যে বাজেট পেশ করেছেন হাউস তা সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গ্রহন করবেন।

MR. SPEAKER :—Now I am putting to vote the demand for grant No. 11 Jail.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs 7,36,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appro-

priation (vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1970 in respect of Demand No. 11—Jails.

The demand was passed.

MR. SPEAKER :—Next I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant no 13 & 23 together.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,55,000/— [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand no 13—Miscellaneous Departments.

Hon'ble Speaker Sir, on the recomendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 44,08,000/— [inclusive of the sums specified in calumn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1970 in respect of Demand No. 23—Miscellaneous, Social & Developmental organisation.

MR. SPEAKER :—There are cut motions on the demand. Now I request the Hon'ble, Member Sri Deb Barma to move his cut motion.

SRI AGHORE DEB BARMA :—13 Miscellaneous Deptt. এখানে ৬,৫৫,০০০ টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমার cut motion টা হচ্ছে inadequate provision in Fire Service. ত্রিপুরা রাজ্যে যে fire service unit আছে এগুলি মোটেই যথেষ্ঠ নয়। সাবডিভিশানের টাউনগুলি ছাড়াও মফঃস্বলের বড় বড় বাজার, লোকালয়, বাগান ও Industrial Estate গুলির কথা আমাদের ভাবতে হবে। বড় বড় বাজার যেমন কুলাই, মনু, কাঞ্চনপুর বাজার! গতবারও কাঞ্চনপুর বাজার পুড়ে গিয়ে প্রভুত ক্ষতি হয়। কুমারঘাট একটা Industrial Centre, তেলিয়ামুড়া একটা বড় সেণ্টার। কাজেই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি রক্ষার কথা আমাদের ভাবতে হবে। প্রতি বৎসরই আগুনে পুড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ধন সম্পতি নষ্ট হয়। জন সাধারণের ধন সম্পতি রক্ষার জন্য ফায়ার সার্ভিসে এডিকোয়েট ব্যবস্থা রাখা দরকার। বিলোনীয়া শহরে একটা fire service

এর unit আছে কিন্তু এটা বিশেষ কাজের নয়। দরকারের সময় এটা কোন উপকারেই আসে না। কাজেই আমি এখানে একটা প্রস্তাব রাখছি যে পোর্টেবল পাম্পিং সেট কিনে বিভিন্ন স্থানে দেওয়া উচিৎ যাতে দরকারে অতি সহজে কাজে লাগানো যায়।

SHRI AGHORE DEB BARMA :—সবজায়গায় ঘুরে ঘুরে Collection করা দরকার নতুবা police force নিয়ে জোর করে আদায় করে আসব এমন মনোভাব নিলে পর উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশী। অবশ্য সরকার প্রায়ই হাউসে বলে থাকেন যে জনসাধারনকে সস্তাদরে খাদ্য দেওয়ার জন্যই এই Procurement policy কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমস্ত খরচ মিলিয়ে যদি দেখি তবে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা যেভাবে করেন সরকার সেইভাবে করেন। আমরা হিসাব করে দেখেছি যে সরকার মনপ্রতি কুড়ি টাকা করে লাভ করেন। তা যদি আমরা সরকারকে প্রশ্ন করি তবে উনারা বলবেন যে আমাদের তো অনেক বেশী খরচ হচ্ছে যেমন Road cost, Carrying cost, Staff cost etc. যদি এগুলি ধরা হয় তো মণ প্রতি একশত টাকাই পরবে। কাজেই বর্তমানে সরকার যে Policy নিয়েছেন যেমন কৈলাসহরে রবীন্দ্র মালাকারের ঘটনা, গতবৎসর টাকারজলায় ইত্যাদি। সুতরাং যারা দিতে পারে না, যাদের দেওয়ার ক্ষমতা নাই, তাদের নিকট থেকে জোর করে আদায় করে আনা অত্যান্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি। যারা দিতে পারে তাদের নিকট থেকে আদায় করার কথা অনেক বার হাউসে বলা হয়েছে। কাজেই একাজ আজ করতে গিয়ে জনসাধারণের কোন উপকার হয় না বরং ধান চালের মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসাধাণের আরো দুর্ভোগ হয়। যখন Procurement এর কাজ চালানো হয় তখন ব্যবসায়ীরা খোলা বাজার থেকে ধান চাল কিনে Stock করে, তাহাতে সমস্ত জায়গাতেই ধান চালের দর বেড়ে যায়। ফলে কোন পক্ষেরই লাভ হয় না। যখন কৃষকদের ঘরে ধান চাল মজুত থাকে তখন উনারা Procure করতে যাবে না। কিন্তু বৎসরান্তে কৃষকগণ তাদের দেনা পাওনা মিটিয়ে কেবল খোরাকি এবং বীজের ধান রাখবে তখন তারা Police force নিয়ে procure করতে যাবে। কাজেই তখন তাতে গোলমালের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যদি procure করার ইচ্ছা থাকে তবে বৎসরের প্রথমে যখন কৃষকদের ঘরে ধান চাল থাকে তখনই সেটা করা উচিত। তবে এটা তারা করবে না। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাতে জনসাধারণ লাভবান না হয়। কাজেই এটাকে কোন নীতিই বলা চলে না।

আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, mismanagement and malpractice for procuning essencial commodities and building up Buffer stock, যে purpose এ Buffer stock করা হয় তার হিসাব যদি মিলিয়ে দেখি তবে দেখা যায় যে তার physical verification হয় না। এখানে নিয়ম আছে যখন কোন essential commodities carrying করে আনা

হয়, তখন তিনমাস অন্তর অন্তর D.M. অথবা উনার নিজের লোক দিয়ে physical verification করানো। কিন্তু এখানে physical vertfication যেভাবে করার নিয়ম সেভাবে করা হয় না যেমন টিনের মধ্যে সরিষার তেল থাকে, টিন গননাকরে তেলের হিসাব করা হয়। কিন্তু টিনের মধ্যে তেল আছে কিনা তা দেখা হয় না। সেইজন্য বৎসরান্তে অনেক লোকসান দেখা যায়। Carrying cost, stock and distribution এর মধ্যেও গোলমাল। আর distribution এর গোলমালটা কিরূপ যেমন বাজারের বড় বড় ব্যবসায়ীরা যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করতে না পারে তারই জন্য এই Buffer stock. কিন্তু এখানে সরকার প্রথমে দিয়ে দিবেন Co-operative Society র হাতে। সেখান থেকে সরকারীভাবে বিতরণ না করে যারা বড় বড় মহাজন আছেন যারা বাইরে থেকে জিনিষ পত্র আনেন তাদের কাছে whole sale dealer এর মত দিয়ে দেওয়া হয় যেমন "বানরের হাতে রুটি বণ্টনের মতো অবস্থা"। কাজেই জনসাধারণকে যদি সস্তাদরে জিনিষ দিতে হয় তবে এভাবে সেটা হয় না। যেমন ডুম্বুর project এ সরকারী কর্ম্মচারী এবং N. P. C. C. মিলে প্রায় দুই হাজারের উপর লোক তাছাড়াও Contractor, Labour ঠিকাদার আছে। সব মিলিয়ে অনেক লোক সেখানে বসবাস করছে। সেখানে যদি সরকারের সেই রকম ইচ্ছা থাকতো তাদেরে সস্তাদরে জিনিষ পত্র দেওয়ার তবে সরকার সেখানে ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলে দিতে পারতেন। নূতন বাজারের দোকান গুলির দ্বারা সেই এলাকার লোকের চাহিদা মিটাতে পারে না। ফলে জনসাধারণের নিকট থেকে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রের দাম অতিমাত্রায় ইচ্ছামত নিতে পারে। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যদি কোন লোক কোন বাড়ীতে অতিথি হন তবে তাহাকে একবেলা খাওয়ানোর উপায় তাদের থাকে না; যদিও তারা বেতন পান।

কাজেই তারা যাতে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র সুবিধা মত পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি বলছি। আবার দেখা যায় কেরোসিনের সঙ্কট প্রায় লেগেই আছে। এই সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে চোরাবাজারীও খুব চলছে। কারণ পয়সা দিলে সব জিনিষই পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে লবণের কেজিও আড়াই টাকা হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আজ যদিও Buffer stock এর উদ্দেশ্য থাকে যে জনসাধারণকে সস্তা দরে জিনিষ পত্র দেওয়ার তবুও বড় বড় মহাজন যারা Election এর সময় টাকা পয়সা দিয়ে তাদের সাহায্য করে যারা তাদের back-bone তাদেরে টাকা পয়সা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সরকার মারফতে একটা channel করে দেওয়াই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কার্য্যতঃ উহা জনসাধারণের কোন উপকারে আসছে না।

আর আরেকটি হচ্ছে inadequacy of provision for training of Tribal girls

as Dhais and financial assistanee to tribal patients and carrying tribal patients.

উপজাতিদের উন্নতি অগ্রগতি সম্পর্কে আজ বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের যে scheme আছে তাতে তাদের জন্য অর্থ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু এটা অনেকটা লোক দেখানো। প্রকৃত পক্ষে যদি তাদের scheme অনুযায়ী কাজ করা হয় তবে এই অর্থ বরাদ্দ কিছুই না। এখানে আরেকটা প্রশ্ন হ'ল carrying of tribal patients. কিন্তু patients carrying এর বেলায় tribal, non tribal কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না কারণ সকলের খরচই বহন করেন সরকার। এই রকম training of tribal girls as Dhais এই গুলি লোক দেখানো যে তোমাদের জন্য আমরা এইগুলি করছি। তা যদি না হয় তবে এই সব ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা কিছু বেশী রাখা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া মনে হয় যে এতে tribal দের কোন উপকারেই আসবে না।

আরেকটি হ'ল "Inadequacy of provision for construction of R. C. C. wells for drinking waeer."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ সম্পর্কে আমি বাজেট discussion এর মধ্যে পূর্বেই বলেছি যে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে প্রথমে tube well বা Ring well দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেগুলি আছে কি নেই বা ঠিক ঠিক ভাবে আছে কিনা তার কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয়না। সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনী আছে সেগুলোতে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব তথায় tube well বা ring well নাই। প্রত্যেকটা উদ্বাস্তু কলোনী-গুলিতে জলের জন্য একটা ত্রাহি ত্রাহি রব। কাজেই সেদিক দিয়ে এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আজকে প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো কম, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে মানুষকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাবার জন্যই উদ্দেশ্য মূলকভাবে এখাতে সামান্য কিছু টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যদি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণকে জল পান করাবার মত সৎ উদ্দেশ্য এই সরকারের থাকত তাহলে উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে এবং tribal কলোনীগুলিতে তথায় জনসাধারণকে জল পান করাবার মত ব্যবস্থা থাকত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে আজ পর্যন্ত এই উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে যে দু চারটা tubel wells বা ring wells unservice able অবস্থায় আছে তার repair করার কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নাই এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। অবশ্য tube well নষ্ট হয়ে গেলে তা repair করে দেওয়ার জন্য B. D র উপর ভার ন্যস্ত থাকে এবং সেই provision এ অর্থ বরাদ্দ থাকে, কিন্তু কার্যতঃ তা করা হচ্ছে না। সাব্রুমের বিভিন্ন জায়গাতে আমি দেখেছি কোন কোন জায়গায় যে দু'একটি tube well ভাল অবস্থায় আছে তা ও উঠায়ে নিয়ে যায়, নূতন করে দেওয়ার বা repair করার তো প্রশ্নই উঠে না, যেটা

existence আছে সেটাও উঠায়ে নিয়ে যায়, এমন ঘটনাও আছে।

চাকুরীর ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় schedule tribes এর যে quota অর্থাৎ যে হারে schedule tribes candidate কে appointment দিবার সরকারী নির্দেশ এবং নীতি সেই হারে তাদের নিয়োগ করা হয় না। 1961 এর census এ আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতীয়দের সংখ্যা ৪ লক্ষ বলে তারা দাবী করছেন, কিন্তু এই অনুযায়ী চাকুরী ক্ষেত্র তারা সংখ্যায় বিরল। কাজেই সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় চীফ মিনিষ্টার প্রায়ই উনার বক্তব্যে বলে থাকেন একটা আতঙ্কের ভাব। আতঙ্কটা কি রকম। Tribal দ্বিগুণ বেড়েছে। আমি জানি 1951 census এ tribal এর যে সংখ্যা দেওয়া আছে তাতে পুরান ত্রিপুরীদের ঐ tribal দের list থেকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে তারা হিন্দু বলে ধরে নিয়ে এ কথা বলেন তা আমি জানি। 1951 যে census হয় সেটা অন্য রকম। তখন বাজারে বসে তহশীল কাচারীতে বসে একজন সর্দারকে ডেকে এনে census করা হত। কাজেই 1951 এ যে census হয় সেটা দুর্গম এলাকাগুলিতে করা হয়নি। অনেক ভুল ত্রুটি সেখানে ছিল। কাজেই উনি কোন কিছু যদি বলতে চান তাহলে বলেন tribal এর সংখ্যা বেড়েছে। এটা আমি ও স্বীকার করি। কিছু যে বাহির থেকে আসছে এটা আমি স্বীকার করি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থ নৈতিক সঙ্কট, আজকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমস্ত plan programm বিপর্যস্ত হওয়ায় উপক্রম হয়েছে। লোক আসার আর শেষ নাই। শুধু যে tribal এর বৃদ্ধির কারনেই এ অর্থ নৈতিক দুরবস্থা একথা বলা ঠিক নয়। উনার বক্তব্যের মধ্যে এমন একটা মনোভাব যে anyway tribal দের শেষ করে দিতে পারলে উনি বাঁচেন। একটা রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যে এ রকম একটা ভাব যদি থাকে তবে সেটা দুঃখের বিষয়। পরবর্তী tribal রা কি সুযোগ সুবিধা পাবে সেটা আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি। আজকে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে tribal welfare scheme এ যে কাজ করা হয়েছে সেটা সন্তোষ জনক নয়। 1967 এ tribal Advisery Comittee তে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও কার্যকরী করা হয়নি। Tribal Advisery Comittee তে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয় তার কোনটাই implement করা হয় না। অথচ তিনি নিজেই সে কমিটির চেয়ার ম্যান। আজকে তাই আমার দাবী হল প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় tribal দের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে তাতে তাদের কতটুকু উন্নতি অগ্রগতি হয়েছে তার একটা পরীক্ষা করা দরকার। এ 1951 census যে দোষ ত্রুটি হয়েছে পরবর্তী census এ রকম যাতে ভুল ত্রুটি না হয় তা আমাদের দেখতে হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এগুলো যাতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয় সেই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would call on Sri Abhiram Deb Barma. আপনি অনুগ্রহ করে ১০ মিনিট বলবেন।

SRI ABHIRAM DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Miscellaneous, Social and Development Organisation—Demand for Grant No. 23তে এখানে 44,08,000/- টাকা রাখা হয়েছে। আমার cut motionটা হচ্ছে তপশীলীভুক্ত, উপজাতি, অনুন্নত সম্প্রদায় জনসংখ্যানুপাতে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ব্যর্থতা, । অবশ্য আমরা বাজেটের general discussion-এও এই ব্যাপারে অনেক আলাপ-আলোচনা করেছি। Tribal এবং Schedule Caste-এর চাকুরী ক্ষেত্রে একটা নির্দ্দিষ্ট quota থাকে। যে কোন চাকুরীতে যখন লোক নেওয়া হয় তখন তাদের প্রথম সুযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের ত্রিপুরাতেও প্রতি বৎসর শিক্ষা বিভাগে ও অন্যান্য বিভাগে অনেক লোক নেওয়া হয়, কিন্তু কোন বৎসরেই তাদের quota পূরণ করে reserved seat দেওয়া হচ্ছে না। আজকে উপজাতীয়দের মধ্যেও শিক্ষিত বেকার অনেক আছে। তাদের quota পূরণ করে যদি শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী থাকে তাহলে বেকার থাকার কথা। কিন্তু যেখানে quota পূরণ করা হচ্ছে না এবং যেখানে অন্য সম্প্রদায় থেকে তাদের স্থানে লোক নেওয়া হচ্ছে, সেখানে আজকে এ অবস্থা কেন? কাজেই আজ ত্রিপুরা সরকার অনুন্নত উপজাতি এবং তপশীলী জাতিদের প্রতি একটা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করছেন। কাজেই আমি হাউসের কাছে এই অনুরোধ রাখব, যে জাতি আজকে শিক্ষায়, চিন্তায় এবং চেতনায় অনগ্রসর, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকুরীতে যেখানে তাদের স্থান কম—তাদেরকে যে সুযোগ-সুবিধা সরকারী স্বীকৃতিমত দেওয়ার কথা সেখানে তাদের এ সুযোগগুলো কেন দেওয়া হচ্ছে না, সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়। কাজেই হাউসের কাছে আমি অনুরোধ রাখব যদি এই অনুন্নত উপজাতিদের উন্নতি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে হয়, তাদের শিক্ষিতদের যদি কাজ দিতে হয় এবং উপজাতিদের মধ্যে যদি শিক্ষার প্রেরণা আনতে হয়, উৎসাহ আনতে হয় তাহলে তাদের যে ন্যায্য দাবী এবং সরকারের স্বীকৃত দাবী সেই দাবীগুলো পূরণ করা উচিত।

আমার আর একটি cut motion হচ্ছে উপজাতি এবং অনুন্নত ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দানে ব্যর্থতা। আজকে উচ্চ শিক্ষার কথা বাদ দিয়ে যদি Class IX থেকে আরম্ভ করি তাহলে কি দেখতে পাব? উপজাতিদের পরিবারের ছাত্রদের ত্রিপুরায় বিভাগীয় শহরগুলিতে তাদের নিজস্ব কোন বাড়ীঘর, নিজস্ব কোন থাকার ব্যবস্থা নাই। যদি শহরে থাকতে হয় তাহলে হয় ঘর ভাড়া করতে হবে, নতুবা সরকারী হোষ্টেলে থাকতে হবে। আজকে কোন ছাত্র Class VIII থেকে পাশ করে উচ্চ শিক্ষা নিতে হলে Class IX এ ভর্ত্তি হতে হয়। কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। আগরতলা শহরে একটা Tribal

Bording বাদ দিলে পরে ত্রিপুরার আর কোন শহরে উপজাতি ছাত্রাবাস নাই। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে উপজাতিদের উচ্চ শিক্ষার যে সুযোগ তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। কাজেই উপজাতিয়দের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বিভাগীয় শহরগুলোতে অন্ততঃ একটি করে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা দরকার। এটা যদি না করা হয় তাহলে তারা উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারবেনা।

এখানে Demand No. 30.-Fire brigade সম্পর্কে অঘোর বাবুর একটা cut motion আছে। আমরা জানি আগরতলা শহরে Fire brigade একটি আছে। সেদিনও একটা ঘটনা হয়ে গেল। Eire Brigade Service থেকে মেলার মাঠ খুব বেশী দূর নয়। এই সামন্য দূরত্বের মধ্যেও আজকে একজন ব্যক্তির ধন সম্পত্তি, প্রান পর্যান্ত নষ্ট হয়ে গেল। দমকল বাহিনী সেখানে গিয়ে তাদের ধন সম্পদ রক্ষা করতে পারল না। আগরতলা শহরের আর একটি কথা আমি বলতে চাই, সেটা হয়েছে হকার্স কর্ণারে যারা ব্যবসায়ী তারা সাধারণতঃ উদ্বাস্তু। তারা দু'বৎসর পূর্ব থেকেই সেখানে দমকল বাহিনীর জন্য দাবী করে আসছে। এমনও শুনা গেছে যে তারা নাকি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছেও এ ব্যপারে এসেছে যাতে সেখানে একটা Fire Service এর ব্যবস্থা করা হয়। তার জন্য তারা জায়গাও রেখেছে। তবে গণতন্ত্রের এমনই মহিমা যেখানে তারা এই যে জায়গাটি রেখেছে সেখানে আগরতলারই একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ব্যবসায়ী ললিত বণিক নামক এক ব্যক্তিকে ঐ জায়গাটি বন্দোবস্ত দিয়ে দেয়। কাজেই যেখানে গরীব উদ্বাস্তুগণ তাদের নিজের চেষ্টায় নিজেদের জীবিকার্জনের জন্য চেষ্টা করছে এবং তাদের ধন সম্পদ রক্ষার জন্য যেখানে তারা জায়গাও রেখেছে সেখানে Fire Service এর কোন ব্যবস্থা না করে ঐ জায়গা অন্যকে বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের গণতন্ত্রের মহিমা, যে মহিমা কীর্ত্তনেয় কোন শেষ নেই। কাজেই এই সমস্ত অবস্থাগুলি লক্ষ্য করে আজকে আমরা কি দেখব? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি সত্যিকারের এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব জনসাধারণের প্রতিনিধি না যারা আজকে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক তাদের এবং চোরাকারবারীদের তিনি মন্ত্রীত্ব করছেন কিনা তা অবশ্য আমরা জানি না। তবে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে আমরা ধন্যবাদও জানাচ্ছি। কারণ তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে কানা গরু একা একা চলতে আরম্ভ করে। আজকে ভারতবর্ষের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি তাহলে দি দেখব? আজকে চক্ষু থেকে সব কিছু খসে খসে পড়ছে, কাজেই একা চলতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অন্ততঃ এই অনুরোধই করব। কারণ সেই দিন আগত।

Mr Speaker—Now I would call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singe— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীঅভিরাম

বাবু যা বললেন তাতে বলতে হয় যে আশায় থাকা ভাল। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি। অতএব আপনারা ঠিক পথে চলেননি বলে— আপনারা পান নাই সেটিই আমি বলেছি। অতএব আশায় থাকা ভাল, আনন্দে থাকাভাল কারণ অনেক সময় চাষার আশ্বাস নিয়ে মানুষ চলে। অতএব বলা হচ্ছে আশা নিয়ে থাকবেন সেটা অস্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক। এখানে Demand No. 13 এবং Demand No. 23 সম্পর্কে বলতে গিয়ে Demand No. 13 এ বলা হয়েছে যে হকার্স কর্ণারে একটি Fire Service তৈরী করা হ'ক। ধন্যবাদ দেই এই জন্য যে, উনি একথা বলেন নি যে আমার মাথার উপরে Fire Service টি দিয়ে দাও। আমি সেটি নিয়ে ঘুরব। সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তারপরে বলা হয়েছে কোন একজন বণিককে হকার্স কর্ণারের পাশে একটি জায়গা ইজারা দেওয়া হয়েছে। Administrator মহোদয় সেখানে ইজারা দিতে পারেন তার সেই ক্ষমতা আছে। সে সেখানে গেঞ্জির দোকান করবে, গেঞ্জি তৈরীর কারখানা করবে। অতএব এখান থেকে চিৎকার করা হচ্ছে কি-কুটির শিল্প করা হউক। আমরা কুটির শিল্প চাই। আবার যখন একজন লোককে জায়গা দেওয়া হবে তখন বলবে সে এক লক্ষ টাকার মালিক। গেঞ্জি ত আর ৫ পয়সা দিয়ে করা চললে না। তবে তাদের পক্ষে ৫ পয়সা দিয়ে করা চলে। কারণ পরের পকেট যখন আছে, আর দোকানে গিয়ে বসে থাকবে গুণ্ডার দল লেলিয়ে দেওয়া হবে, টাকা পয়সা এনে পকেটস্থ করবে, তাদের এক পয়সা বা কানকড়ি না হলেও চলে। কিন্তু যারা বর্ত্তমান সভ্যতার বিধান অনুযায়ী চলেন তাদিগকে টাকা পয়সা নিয়েই শিল্পের কাজে নামতে হয়, Private Sector এ যারা Business করেন কাজেই সেখানে কি যে বলতে চেয়েছিলেন তা আমি নিজেই অনুধাবন করতে পারিনি কারণ তারা নিজেও অনুধাবন করতে পারেন না। তারপর Demand No. 23 তে একটি cut motion এনেছেন Mismanagement, malpractices in Procurement of rices and paddy. কি করে যে হল সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারলাম না। কারণ হ'ল এই যে আমাদের সভ্যরা নিজেরাও দেখলাম এখন আগ্রহশীল হয়েছেন যে Procurement করা উচিত। তার policy কি হওয়া উচিত তা তারা বলেন নি। Procurement করতে গেলে পরে একজন বলেছেন, পূর্বদিন আরেকজন বলেছেন দু'শ জন লোক আছে তাদের থেকে করা হউক। অতএব বিরোধীদলের দু'জনের দু'রকম suggession. তবে ৫ একর জমির ঊর্দ্ধে যাদের আছে তাদেরেই থেকে আমরা করেছি। অতএব ১ দ্রোণ জায়গা যার আছে সেও তার মধ্যে পরবেন এবং ১০ দ্রোণ জায়গার মালিক ও তার মধ্যে আছেন। এবং তাদের সংখ্যাও আমি House এর সামনে বলেছি। অতএব আজকে আবার এই জায়গাতে এই পদ্ধতিই আনা হয়েছে যে Procurement করতে গেলে সৈন্য পাঠাই। কারণ, মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয় Procurement এর কতগুলি centre আছে প্রায় দুশতের মত এবং তারা সেই centre এর চাউল নিয়ে দিতে পারেন, ধান দিয়ে দিতে পারেন। যদি না দেন তাহলে Procurement করার যে Agent সে সেখানে যায় Inspector সহ to Procure rice। তবে তাদের দলের লোকেরা যেখানে হাঙ্গামার সৃষ্টি করে ধান ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং জোর জবরদস্তি করে, তখন যে ধান দেবে সে যদি থানায় এসে বলে যে তারা আমার ধান জোর করে লোটপাট করে নিয়ে গেছে সে জায়গায় পুলিশ যেতে বাধ্য। অতএব অরাজকতা সৃষ্টি করে তারা Procurement কে বানচাল করার চেষ্টা করেন। অতএব mismanagement সেখানে হ'ত যদি আমরা সেই জায়গাতে malpractice যা হয়েছে তা যদি লক্ষ্য না রাখতাম। অতএব cut motion যখন রাখা হয় তখন সেটাকে যুক্তি দিয়ে দেখানো উচিত। Malpractice তাদের দলের লোকেরাই ক'রছেন এবং সেটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা বাঁচতে চাইছেন। তবে আজকে তারা যে Procuremet চাইছেন সেটাও একটা শুভলক্ষণ। কারণ ত্রিপুরার জনগণ Seeds চায়, তার খাওয়ার সংস্থান করতে চায়, চোরাকারবার দমন করতে চায়, Market-টাকে একটা rate-এ আনতে চায়; ফরিয়াদিগকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। তারা তাদের দলে ফরিয়া রেখেছে, চোরাকারবারী রেখেছে। তাদের লেলিয়ে দিয়ে বলেছে যে জোতদার যাতে ধান না দিতে পারে তার চেষ্টা কর। কারণ তা না হলে তোমরা মারা যাবে। তোমাদের রুজী রোজগার সব বন্ধ হয়ে যাবে। কিছু আমাদের পকেটে দাও, আমরা তোমাদের পিছনে আছি। অর্থাৎ Malpractice adopted by them এবং সেটা থেকে বিরত থাকবার জন্য আমি তাদের অনুরোধ করব। তারা তো একথা বলেননি যে Procure যেটা হচ্ছে সেটা avail করছে। Tender দেওয়া হয় কিন্তু সে বিষয়ে তারা কিছুই বলেননি। Tender অনুসারে তা করা হচ্ছে। অতএব Procurement এ কোন malpractice নেই সেটা হ'ল তাদের মাথার ব্যাপার। কতগুলি অসত্যকে প্রচার করাই হ'ল তাদের ধর্ম। সে অনুসারেই একথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে Mastered Oil-এর Physical verification হয় না। Physical verification-এর অর্থ হ'ল তাদের গায়ে মাথায় তৈল দেওয়া।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে চিন্তাধারা নিয়ে বলেছেন সেই রকম চিন্তাধারা নিয়ে কোথাও ফিজিকেল ভেরিফেকে শান হয় না। একটা কিছু বলতে হবে তাই যা মনে আসে তাই বলছেন। বাফার ষ্টক রাখা হয় মার্কেট রেইটকে lower করার জন্য এবং তাতে দুমাসের ষ্টক রাখা হয়। এই ষ্টক দেওয়া হয় Co-operative এর মারফত। যখন যেখানে জিনিষ পত্রের দর বেড়ে যায় তখনই সেই স্থানে Co-opera-

tive এর মারফত economic price এ বাজার ষ্টক থেকে জিনিষ supply করা হয়। একটা কিছু বলতে হবে তাই cut motion এনে অসত্য কথা বলে যাচ্ছেন। অনবরত অসত্য বলতে থাকলে যদি কোন দিন লোকে তা বিশ্বাস করে এই খোয়াব নিয়ে তারা বলতে পারেন। আমার মনে হয় তারা এই খোয়াবে মসগুল। In-adequacy of provisions for training of tribal girls as Dhais and financial assistance to tribal patients and carrying tribal patients. বাজেটের মধ্যে টাকার অঙ্ক নির্দ্ধারিত করা আছে। Training of tribal girls as Dhais এর জন্য আছে ৬ হাজার টাকা, financial assistance to tribal patients এরজন্য ১০ হাজার টাকা আছে। Assistance for carrying of tribal patients to the nearest hospital এর জন্য আছে ৫ হাজার টাকা। সর্ব্বমোট হল ২১ হাজার টাকা। এই সব সুবিধা সুযোগ tribal রা পেয়ে থাকেন। মাননীয় সদস্যও যদি চান তবে patient হয়ে যান tribal areaতে যান আমরা তাকেও assistance দেব।

তারপর বলা হয়েছে inadequacy of provision for welfare of scheduled tribal and castes and orther backward classes এখানে Education এ আছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা Economic Development এ আছে ২২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা Health Housing and other scheme এ আছে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। ২৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা totally বরাদ্দ আছে। এবং T. D. Blocks এ ৬ লক্ষ টাকা Post Matric Scholar Ship এ ১·৫৬ পয়সা করে এবং tribal Co-operative এর জন্য ৭০ হাজার টাকা Girls Hostal এর জন্য ৮০ হাজার টাকা। অতএব প্রত্যেক দিক দিয়ে যারা পিছিয়ে পরে আছে তাদের শিক্ষার মান, স্বাস্থ্যের মান উন্নত করার জন্য General যা আছে সেটা তো পাবেই, উপরন্তু ঐগুলো তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে। কাজেই আমরা মনে করছি যে এই scheme তাদেরে উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তারপর আবার বলা হয়েছে যে inadequacy of provision for construction of R. C. C. wells for drinking water. Local Development warks এ ১ লক্ষ টাকা, Comunity Development programme এ ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, Public Health এ আছে ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মোট ৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকা এগুলোতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বোধ হয় তা লক্ষ্য করেননি। তাই এখানে এই Cut Motion-গুলো এনেছেন, আনতে হবে তাই এনেছেন এবং বলেছেন যে R.C.C. Wells-গুলো মেরামত হচ্ছে না। কিন্তু এখানে Local development programe-এ Community Development programe-এ এবং Public Health programe-এ তারজন্য টাকা বরাদ্দ আছে। হয়তো কাহারও বাড়ীর কাছে বা constitueny এর কোন জায়গায় অকেজো Tube well আছে,

জানালে পর সেটাও মেরামত করা হবে। তারপর বলা হয়েছে যে "তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির অনুন্নত জনসংখ্যানুপাতে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ব্যর্থতা।" এখানে আছে Sch. Caste 7·5% ও Sch. Tribe 30.3% Class I. Class II post for direct recruitment by open conpetition through U. P.S.C. 12·5% আর tribal হ'ল 5% অতএব সেই অনুসারে বিধান আছে, এবং সেই অনুসারে কার্য্যগুলি অনুধাবন করে আসছি। Tripura Govt-এ Sch. Tribe 16·304% Class II post-এ আছে 1·283% 3·254%, Class III
post এ আছে 5·223%, Sch. Caste 6·5087 Class IV এ 16·14%, 17·2139% অতএব আমরা সেই অনুসারে অনুধাবন করছি Triba! এবং Sch. Caste এর যে quota সেটা '68 থেকে introduce করে quota অনুযায়ী পূরণ করে চলছি। অতএব আমরা আশা করছি তাদের ন্যায্য যে দাবী, সেই দাবীকে আমরা উত্তর উত্তর জয়যুক্ত করতে পারবো গণতন্ত্রের মাধ্যমে। তারপর বলা হয়েছে যে "উপজাতি এবং অনুন্নত ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ দানে ব্যর্থতা।"

MR. SPEAKER :—Hon'ble Chief Minister, your time is over.

SRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, I want time. five minutes more For admission of Sch. Castes & Sch. Tribes students at school & college level 20% seats in school, 25% seats in the Govt. Colleges, 20% seats in theNon-Govt. Colleges are kept reserved for students belonging to Sch. Castes & Sch. Tribes. Students of Sch. Caste and Sch-Tribe-Community are exempted from payment of tuition fees at all stages of education in Tripura. They are also exempted from payment of examination fees of Board and University. Their examination fee being re-imbursed by the Govt. Seleeted Sch. Caste and Sch. Tribe students reading in class I and II are given free text books. Students belonging to Sch. Cast and Sch. Tribe are granted book grants at the School stage on passing from one class to another. And students of other backward communities are granted bookgrant on promotion to next higher classes Securing only 40% marks. Free dresses are given to Sch. Caste & Tribes girls students reading in class III to class VIII In general in School Hostal minimum number of 70% seats are reserved for Sch. Caste & Tribes students in Tripura. In practice 99% of the seats are enjoyed by them. Sch. Caste

& Tribes students residing in the Shool-Hostels are granted boarding house stipends for their maintenance at Rs. 1·50 paisa perday. Out of 300 school stipends 50% are reserved for students belonging to Sch. Caste, Tribes and other backward communities. Such students may appear in School stipend examination even securing 40% marks in the Annual examination while for general students the minimum marks are 50%. Students belonging to Scheduled Caste/Tribe and other beckward communities are granted Scholarships for higher studies under the Govt. of India Post Matric Scholar ship scheme for such students. The Scholarships under the above scheme are awarded to the Sch. Tribes students irrespective of the income of the parents or the guardians. They are also entitled to get scholarship under other various approved scheme if they are qualified for the same. Having facilities according to Govt. of India's policy, 30% and $7\frac{1}{2}$% of posts are kept reserved for the Sch. Caste and Sch. Tribes candidates respectively. এবং সেই অনুসারে আমরা যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছি। কাজেই এখানে যে cut motion আনা হয়েছে তা ঠিক নয় কারণ তারা জানেন এটা অসত্য। তবুও সেটা অনবরত প্রচার করে যায়, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে। তার জন্যই এই মতলব করে এখানে এই cut motion গুলো House-এর সামনে আনা হয়েছে। Fire service সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে তারা বলেছেন কেবলমাত্র আগরতলা টাউনেই আছে অনবরত সত্যকে গোপন করা তাদের স্বভাব, উদয়পুরেও ধর্মনগরে একটি করে fire service station আছে তা তারা জানেন অথচ সত্যকে গোপন করাই তাদের ধর্ম। সেই অনুসারে এই fire brigade service যাতে আরো অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপন করতে পারি তার জন্য আমরা India Govt. কে refer করেছি। তাদের একটা council আছে। সেখানে যখন এটা adopt করবে তখন আমরা এটা পেতে পারি। তাদের এই propaganda মূলক বক্তৃতা ও ভাষণগুলোর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নাই। তাই আমি মূল Demand 23 কে support করে এই cut motion-এর ব্যর্থতাকে ঘোষণা করছি।

Mr. Speaker—There is one cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma on Demand for grant No. 13—Miscellaneous Departments.

Now I am putting to vote the cut motion.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Inadequacy of provision in Fire Services.

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,55,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1969], be gr. ed to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

There are 5 cut motions moved by Shri Aghore Deb Barma on Demand For Grant No. 23 Miscellaneous, Social and Developmental Organisation. I am putting to vote the cut motions one by one.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement, malpractices in procuring rice and paddy.

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

Now the question before the House is that the Denand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement and malpractices for procuring essential commodities and building up buffer stock. The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes.

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for training of tribal girls as Dhais and Financial assistance to tribal patients and carrying tribal patients.

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs.

100/- to discuss on inadequacy of provision for construction of R. C. C. wells for drinking water.

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

Two cut motions on the demand by Shri Abhiram Deb Barma. I am putting them to vote.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- for তপশিলী জাতি ও উপজাতির অনুন্নত জনসংখ্যানুপাতে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ব্যর্থতা।

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- for উপজাতি এবং অনুন্নত ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগদানে ব্যর্থতা।

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 44,08000/- [inclusive of the sums specified in colums 3 of the Schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of the Demand No. 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisation.

The Demand was put to vote and passed by voice.

Next item in the list of Business is Private Members' Resolution. Now the discussion on the Resolution moved by Sri Aghore Deb Barma which was not concluded yesterday the 27th March, 1969 shall continue. I call on Sri Deb Barma to continue. He will speak for 10 minutes only.

Sri Aghore DebBarma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি ঘটনাটা উল্লেখ করছি। The Committee authorises the A. D. M. to select one of the following sites to establish a colony at গোরখা জম্পুইজলা, জারুলবাছাই। Tribal Advisory Committee recommendation 1967 এ লেখা আছে Jarulbachhai was finally selected by Addl. District Magistrate and Collector in 1967. এ ব্যাপার এখন পর্য্যন্তও কিছু হয় নাই। Tribal Advisory Board যে সব recommendation করেছেন তার কোনটাই এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হয় নাই। শুধু একটামাত্র ঘটনার কথা আমি বলেছি. মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, সাবরুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত জুমিয়া কলোনীগুলির অবস্থা যদি আমরা দেখি তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি যে, কোন লোকজন নাই। জুমিয়াদের যে সমস্ত জমি দেওয়া হয়েছে সে সমস্ত বিভিন্ন উপায়ে non-tribal-দের দখলে চলে গিয়েছে। কাজেই আমি আজকে বলতে চাই যে গত তিনটি পরিকল্পনায় উপজাতীয় উন্নয়ন নামে যে টাকা খরচ করা হয়েছে তা কতটুকু স্বার্থক হয়েছে সেটা এনকোয়েরী করে দেখা দরকার। কেন তারা এই রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে এই সম্পর্কে এনকোয়েরী করা দরকার। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবটা এখানে রাখছি। ট্রাইবেলদের দাবীদাওয়া এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যখন বলতে যাই তখন অনেক সময় অনেক বিরূপ মন্তব্য করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকারের Tribal Commission গুলি tribalদের সম্পর্কে যে সব recommendation দিয়েছেন তা সকলে জানেন। ডেবর কমিশনের রেকমেণ্ডেশানে কি ভাবে কি করলে পর উপজাতীয়দের উন্নতি হবে সেই সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে শিলুআও কমিশন ও এই সম্পর্কে রেকমেণ্ডেশান করেছেন। কিন্তু এইসব তারা গ্রাহ্যই করেনা। এখন আমি বলতে চাই যে হনুমন্তিয়া কমিশন (Administrative Reforms Commission) ত্রিপুরার উপজাতীদের সম্পর্কে যে সব রেকমেণ্ডেশান করেছে সেটা কার্য্যকরী করা দরকার। আমি শুনেছি যে ডেবর কমিশনের রিপোর্টে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়, তিনি 5th schedule এর কথা শুনে খুব রেগে যান। শুধু তাই নয় A R.C (Administrative Refroms Commission) এ উপজাতীয়দের সম্পর্কে রেকমেণ্ডেশান দেখে ও তিনি রেগে যান। কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত কমিশন যদি উপজাতীর মঙ্গলার্থে কোন recommendation করেন তাতেই তিনি অসন্তুষ্ট। অর্থাৎ তিনি চান এই রাজ্যের উপজাতীরা এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাক। এটা তার কথা এবং কার্য্য থেকে বুঝা যায়। তিনি বাজেট বক্তৃতার সময় বলেছেন, অন্য অনেক সময় ও তিনি এই কথা বলে থাকেন যে tribal-দের মনে আতঙ্ক যেন দিন দিনই বাড়ছে। কারণ উপজাতিরা যাতে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যায় এটাই হ'ল তাঁর অন্তরের কথা। যদিও আজ বাজেটে অনেক টাকা পয়সা বরাদ্দ আছে, তথাপি যদি আজ তাদের প্রকৃত উন্নতি, অগ্রগতি চাওয়া হয়, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে সকল Recommendation করা হয় তা এখানে কার্য্যকরী করা দরকার কিন্তু, সেটা তিনি করবেন না। কাজেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে এ রাজ্যের tribal-দের উন্নতি তিনি চান না এবং তাদের অস্তিত্ব নিয়ে তারা বেঁচে থাকুক সেটা তিনি কামনা করেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ হাউসের মধ্যে আমি দাবী করছি যে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে, তাদের সকলকে নিয়ে tribal-দের দুরাবস্থা তদন্ত করা হউক। এবং তদন্তের মাধ্যমে ১ম, ২য় ও ৩য় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় যে লক্ষ

লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, এই টাকা কোথায় গেল, কেন তাদের উপকারে আসল না, কেনই-বা আজ তারা ত্রিপুরা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়? এই ব্যাপারে তদন্ত করলে তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন এবং বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত grant দেওয়া হয়েছে তাও আজ দেখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Hanomanta Commission এ উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে যে report তার একটা অংশ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের permission নিয়ে পড়ে যেতে চাই। কি বলেছেন উরা এ সম্পর্কে House এর জানা থাকা দরকার "Keeping in mind the overwhelming tribal character of N E.F.A the commission recommended for its distinctive instruction indicated in the 6th schedule of the constitution for the Hill Areas of Assam. NEFA, he says, should be divided into autonomous District & regions and these development works should be entrusted to council at this two level subject-wise. Law and order internal security and revenue should be dealt with by the District Administration. It has suggested similar arrangement for the hill areas of Manipur and trible areas of Tripura. এইগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার এবং catagorically আছে। আমি এই প্রস্তাবের relation এ একথা বলতে চাই যে ত্রিপুরা সরকার উপজাতীয়দের উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের কথা যদি চিন্তা করিয়া থাকেন তা হ'লে এই commissionটা এখানে implement করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই প্রস্তাবটি House এ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Shri Abhiram Deb Barma.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় অঘোর বাবু গত কাল যে প্রস্তাবটি রেখেছিলেন, এই প্রস্তাবের সমর্থনে এখানে আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। ত্রিপুরার উপজাতি বিশেষ করে জুমিয়ারা এ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। এরা কেন যাচ্ছেন তার একটা তদন্ত হউক ত্রিপুরা রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দলকে নিয়ে। আজকে আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়ারা ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন উপজাতীদের পুনর্বাসন, সুযোগ সুবিধা এবং জমিতে প্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা তারা চালাচ্ছেন। ঐকথা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, এটা যদি সরকারের পরিকল্পনাই হয়ে থাকে তাহ'লে আজ আমরা জুমিয়া কলোনীগুলির দিকে তাকালে কি দেখব—আমি খুব বেশী দূরের কথা বলব না, শুধু সদর মহকুমার বিশ্রামগঞ্জের জুমিয়া কলোনীর দিকে যদি আমরা তাকাই তা হ'লে দেখব যে এই জুমিয়া কলোনীর মাধ্যমে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে,

তাদেরকে সত্যিকারের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে কিনা? এটা হল সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। অন্যান্য বিভাগের কথা বাদই দিন। যেমন কমলপুরের শিকারী বাড়ী কলোনীর কথা এবং কৈলাসহরের ময়নারমা গয়নারমা কলোনীর কথা, অমরপুরের বাঙ্কারায় কলোনীর কথা। এই সমস্তকলোনীর জুমিয়ারা আজকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বাঁচার সন্ধানে ও খাওয়ার সন্ধানে। গতকাল আমরা যাদের দেখেছি চম্পকনগর, জিরানিয়ায়, আগামীকাল আবার আমরা তাদের দেখব কাঞ্চনপুর, ময়নার মা. ধুমছড়া প্রভৃতিতে এবং যাদের আমরা দেখেছি বিলোনীয়ার কাঁঠালীছড়ায়, তার পরের দিন আমরা তাদের দেখছি অমরপুরের কালাগাং প্রভৃতি জায়গাতে জুম চাষ করতে। এটা হল আজকের অবস্থা। ত্রিপুরার জুমিয়ারা উদ্বাস্তু হয়ে আছেন। এই উদ্বাস্তু জুমিয়াদের ত্রিপুরার মাটিতে জন্ম। ত্রিপুরার পরিবেশে তাদের গঠন। ত্রিপুরার জলবায়ুতে তারা অভ্যস্ত হয়ে আছে দীর্ঘ কয়েকশত বছর ধরে। কাজেই এই উদ্বাস্তরা মাতৃভূমি, বন্ধু বান্ধব ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বাঁচার তাগিদে। এই যে আজকে জুমিয়াদের অবস্থা, তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার, তার একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। আজকে বিশ বছর ধরে কংগ্রেসের নির্মম শাসনে, অন্যায় অত্যাচারে এই যে জুমিয়ারা আজকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে তাদের মাতৃভূমি, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে। এই জুমিয়া সমাজকে বাঁচাবার জন্য যদি আজকে ত্রিপুরা সরকার—যে সরকার গণতন্ত্রের কথা সমাজ তন্ত্রের কথা, সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলে থাকেন, ত্রিপুরার অধিবাসী যারা আজ ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের এই ত্রিপুরার রাজ্যে রাখার, বাঁচার ব্যবস্থা করার, সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং জমিতে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যদি না করতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উন্নতি, মঙ্গল বা অগ্রগতি আমরা আশা করতে পারি না। Ruling Partyর মাননীয় সদস্যরা ও মন্ত্রীমহোদয়রা যতই চিৎকার করুন না কেন, বৃহত্তর গণতন্ত্রের কথা, সেটার কোন মূল্যই থাকবে না। সে গণতন্ত্র জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারবে না, পারবে লাখপতি, কোটিপতি, টাকার যারা মালিক তাদেরকেই রক্ষা করতে। কিন্তু এই যে শোষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত উপজাতী তাদের রক্ষা করার মত অবস্থার সৃষ্টি হবে না। কাজেই তাদের যে কান্না, তাদের যে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা সেই তীব্র জ্বালা এই সরকারকেও একদিন বুঝতে হবে যদি তাদের বাঁচার মত ব্যবস্থা না করেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি এই কথাই বলতে চাই জুমিয়াদের যদি বাঁচাতেই হয় তাহলে পরে একটা তদন্ত কমিটি হোক। এই কমিটির মাধ্যমে তাদের সত্যিকারের অবস্থাটা কি, তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থাটা কি, কিভাবে তারা মহাজনদের হাতে শোষিত হচ্ছে এই সমস্ত দেখা দরকার। কথা হল এই যে ত্রিপুরার মহাজনদের আজকে টিনের ঘর থেকে যদি দালান হয়ে থাকে, তাহলে তা ত্রিপুরার উপজাতীদের শোষন করে

যে টাকা নিয়েছে তা দিয়েই হয়েছে এবং দ্রোণের পর দ্রোণ জমি করেছে। কেন আজ এটা সম্ভব হল সেটা আজ দেখতে হবে। যে সরকার গণতন্ত্রের কীর্ত্তীগান করে দেশের শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত জনসাধারণকে রক্ষা করার কথা, উন্নত করার কথা, চিকিৎসা করার কথা, শিক্ষা এবং সর্বপ্রকারের উন্নতির কথা সব সময় বলে থাকে এবং মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের বক্তৃতা শুনলে পরে মনে হয় ত্রিপুরার জুমিয়াদের দুঃখ, দরিদ্র ও কষ্ট কিছুই থাকে না, তারা স্বর্গ রাজ্যে বাস করছে এই কথাই বলতে হবে।

কিন্তু যে দুঃখকষ্ট, অনাহার ও অর্দ্ধাহারে আজ তারা দিন কাটাচ্ছে তদুপরি তাদের থেকে যেভাবে লেভীর ধান আদায় করা হচ্ছে সেটা 'জাগরণ' পত্রিকায় উঠেছে। একদিকে অনাহার-অর্দ্ধাহার অন্যদিকে লেভী আদায়ের তৎপরতা বাইমার কৃষক মহলে কান্নার রোল উঠেছে। এই যদি হয়ে থাকে তাহলে জুমিয়া ও গরীব কৃষকদের সরকার কি দরদ দিয়ে দেখছেন সেটাই আজ ভেবে দেখতে বলব। এদের ক্ষুধার্ত্ত রেখে, জুমকাটার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বনের গাছকে যদি তারা বেশী মূল্য দেন, বনকে বেশী মূল্য দিয়ে বন করার পরিকল্পনা যদি গ্রহণ করেন এবং অপরদিকে জুমিয়া পরিবারগুলিকে তাদের পূর্ব্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করেন তাহলে পরে নিশ্চয় এই সরকার গদিতে বেশীদিন থাকতে পারবে না, সে গদি টলতে বাধ্য হবে। তাদের সেই অনাহারের তীব্রতার অভিশাপ লাগবে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসের মধ্যে অনুরোধ করব যাতে করে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়ে ত্রিপুরা হতে চলে যাওয়ার হাত থেকে আটকিয়ে রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক। সেই কমিটি ভেবে দেখুক এই উদ্বাস্তু জুমিয়াদের কথা, তাদের দারিদ্র্যতার কথা, দেখুক তাদের অভাবের কথা। তাদের বাঁচার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক এই কমিটির মাধ্যমে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Shri Rabindra Deb Rankhal.

শ্রীরবীন্দ্র দেব রাংখল :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অঘোরবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কেননা, এই সময়ে প্রস্তাব আনা কিছুতেই সঙ্গত নয়। এখন তারা চাচ্ছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি সংগঠন করেন। এ রাজ্য থেকে উপজাতিরা দলে দলে চলে যাচ্ছেন এটা ঠিক নয়। তারা মোটেই যায়নি। আমরা Ruling Partyর M. L. Aদের পক্ষ থেকে বহুবার গিয়ে দেখেছি। কিছুদিন আগেও আমরা চারজন M. L. A. গিয়ে tour করে এসেছি। কিন্তু চলে যাওয়ার কোন ঘটনা কোথাও আমরা শুনিনি, কেবল বাম কমিউনিষ্টের কাছে আমরা এটা শুনতে পেলাম। যারা বলেছে

তারা ডান বা বাম জানে না : এ রাজ্য থেকে কিছু কিছু যে চলে গেছে তা সত্য যারা গেছে তারা ঐ মুক্তিফৌজ, শান্তিসেনা। সেখানে সেংক্রাক নাম দিয়ে একটা দল গঠন করেছে। সেংক্রাকদের কতক দল মিজোর সঙ্গে মিলে পাকিস্তানে গেছে এটা ঠিকই। আর নিরীহ উপজাতীয়রা তাদের ভয়ে অন্যান্য Sub-Division-এ চলে গেছে।

এরমধ্যে আমরা খুঁজে পেলাম একমাত্র ত্রিপুরার ডান কমিউনিষ্ট 'সেংক্রাক' নামে এক নূতন দল গঠন করেছে। সেংক্রাকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মিজোর সঙ্গে যোগ দিয়েছে আর কিছু সংখ্যক সেংক্রাক পাকিস্থানে চলে গেছে। এছাড়া নিরীহ উপজাতিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সেংক্রাকদের ভয়ে বিভিন্ন সাবডিভিসনে চলে গিয়েছে। কোন্ কোন্ জায়গায় সেংক্রাকদের উপদ্রব এবং কোন্ কোন্ জায়গা থেকে উপজাতীয়রা চলে গেছে তার নাম বলছি। আনন্দবাজার একটা সেংক্রাক area. আমি গত আগষ্ট মাসে ১৩ দিনের জন্য তথায় গিয়েছিলাম। আমার report অনুযায়ী তথায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। সেজন্যই বোধহয় আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা পুলিশ বাজেটের বিরোধীতা করছেন। বর্ত্তমানে পুলিশ ক্যাম্প বেশী হয়েছে তাই তারা নিরাপদ মনে করেন না।

MR. SPEAKER :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday, the 31st March, 1969. The Resolution will be carried over and discussed on the subsequent date to be fixed up later on. The Member speaking will have the floor.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

Unstarred question No. 227 by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Deptt, the pleased to state: —

১) কোন মহকুমায় কাহাকে ১৯৬৮-৬৯ সালে খাদ্য ক্রয়ের পারমিট দেওয়া হইয়াছে তাহার তালিকা;

২) কি কি কারণে এই খাদ্য ক্রয়ের পারমিট মঞ্জুর করা হয় ?

উত্তর

১) বিভাগের নাম	নিম্নলিখিত কো-অপারেটিভ সোসাইটী গুলিকে ১৯৬৮-৬৯ সালে কেবল আউশ খাদ্য ক্রয়ের জন্য পারমিট দেওয়া হইয়াছিল।
সদর	মোহনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটী লিমিটেড্।
ধর্ম্মনগর	কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটী লিমিটেড্।
কৈলাসহর	কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটী লিমিটেড্।
কমলপুর	কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটী লিমিটেড্।
খোয়াই	খোয়াই প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটী লিমিটেড ও তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটী লিমিটেড।
বিলোনীয়া	বিলোনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড।

এ স্থলে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৬৮-৬৯ সনে আউস ফসল ব্যতীত অন্য কোন ধান চাউল ক্রয়ের জন্য কাহাকেও পারমিট দেওয়া নাই।

২) যদি সরকারী খাতে কোন খাদ্য শস্য সংগ্রহ করা না হয় তবে কো-অপারেটিভ সোসাইটীর মারফত খাদ্য শস্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

যে যে এলাকায় সাধারণত খোলা বাজারে চাউলের দাম সরকারী সংগ্রহ মূল্যের নিম্নে চলিয়া যায় সেই এলাকায় কৃষকদের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলিকে তাহাদের নিজের খাতে খাদ্য শস্য ক্রয়ের জন্য পারমিট দেওয়া হয়।

Unstarred question No. 236. by Shri Bidya Deb Barma.

প্রশ্ন

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

১। ফটিক রায়ের অন্তর্গত নিউ রাজনগর কলোনীতে একটি বাঁধ নির্মানের জন্য কি

৪০০'০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল ?

২। ইহা কি সত্য যে, ঐ টাকায় কোন বাঁধ নির্মাণ করা হয় নাই, উহা Test Relief এর অন্য কাজে ব্যয়িত হইয়াছে ?

৩। যদি সত্য হয় তবে বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য নূতন ভাবে অর্থ মঞ্জুর করা হইবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Unstarred question No. 311. by Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

Will the Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

১। ক্ষুদ্র সেচ বাবদ কোন ব্লকে ১৯৬৮-৬৯ ইং সনে কোন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কত টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ঐ প্রকল্পের মাধ্যমে কত পরিমাণ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৩। যদি পাম্পিং সেট বসান হইয়া থাকে তবে তাহার স্থান ও মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ।

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ...ঐ....

৩। ....ঐ....

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

March, 31, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 31st March, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik Speaker, in the Chair. Chief Minister, Four Ministers, Deputy Minister and Twenty Two Members.

Mr. Speaker—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the ministers concerned. Starred Question. Shri Abhiram Deb Barma.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA—Question No. 132.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, question No. 132.

প্রশ্ন

(১) তথাকথিত স্যাংক্রার্কদল গত এক বছরে ত্রিপুরার কোথায় কোথায় আক্রমন করিয়াছে, তাহার নাম,

প্রশ্ন

(২) যদি কোন ব্যক্তির বাড়ী আক্রমন করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা ;

(৩) এই সকল আক্রমন সম্পর্কে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কতজনের আদালতে শাস্তি হইয়াছে, কতজন এখনো জেল হাজতে আছে ;

(৪) ধৃত এবং দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা কম হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

(১)
(২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে
(৩)
(৪)

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma, Shri Bidya Deb Barma and Shri Ershad Ali Choudhury bracketed.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA—Question No. 138.

SHRI S. L. SINGH— Mr. Speaker; Sir, question No. 138.

প্রশ্ন

১। পাকিস্থানে গরু বাছুর পাচার করা বন্ধ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঐ ব্যবস্থা কতটা ফলপ্রসু হইয়াছে ;

২। যে সকল সীমান্ত এলাকায় গরু বাছুর বেশী পাচার করা হইতেছে সেখানে সীমান্ত রক্ষী পুলিশের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ;

৩। যদি কাহাকেও সাসপেণ্ড করা হইয়া থাকে তবে তাহার সংখ্যা ও সেই সীমান্ত এলাকার নাম।

ANSWER

১। সীমান্ত এলাকা হইতে গরু চুরি বন্ধ করার জন্য সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী স্থানীয় পুলিশ ও গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সহযোগীতায় প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গরু পাচারকারী সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণের উপর কড়া

নজর রাখা হইয়াছে। গ্রামবাসীদিগকে দুষ্কৃতিকারীদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কলা কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

২। সীমান্ত বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার জন্য সীমান্তবর্তী এলাকায় গরু বাছুর বেশী পাচার হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ঐ এলাকার কর্মরত পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের নিয়ম কানুন অনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করা হইয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতিত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর লোকজনকে প্রায়ই অদল বদল করা হইতেছে।

৩। একজন হাবিলদার ও দুইজন সিপাহীকে বিভাগীয় তদন্তের পর কার্য্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। এই ঘটনা বিলোণীয়া-সাব্রুম সীমান্তে ঘটিয়াছে।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA—Question No. 172.

SHRI S. L, SINGH—Mr. Speaker, Sir, question No. 172,

প্রশ্ন

১) সীমান্ত পুলিশ ১৯৬৮-৬৯ সনে কোন এলাকায় কতজন গরুচোর গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহার বিবরণ ?

২) এই গরুচোরদের মধ্যে কতজনকে আদালতে হাজির করা হইয়াছে এবং কতজনকে আদালতে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ।

৩) এই গ্রেপ্তার ও শাস্তির সংখ্যা কম হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১৯৬৮-৬৯ ইং (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অর্থাৎ ১১ মাস)

১)	সদর	সাবডিভিশন	—	৩ জন
	সোনামুড়া	,,	—	৫৬ ,,
	বিলোণীয়া	,,	—	৮ ,,
	সাব্রুম	,,	—	১ ,,
	অমরপুর	,,	—	৫ ,,
	খোয়াই	,,	—	৩১ ,,
	কমলপুর	,,	—	৮ ,,
	কৈলাসহর	,,	—	১৫ ,,
				১২৭ জন

২) আদালতে সোপার্দ্দ করা ৬৩ জনের মধ্যে দুইজনকে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। ৬০ জনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে।

৩) তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সনের চেয়ে ১৯৬৮-৬৯ সনে অধিকতর লোক ধৃত হইয়াছে এবং নিষ্পন্ন মোকদ্দমাগুলির শতকরা ৬৬$\frac{1}{3}$ ভাগ শাস্তি বিধান করা হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই সমস্ত গরুচোর কি পাকিস্তানী নাগরিক না ভারতীয় নাগরিক ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—এই সমস্ত গরুচোর কি পুলিশে ধরেছে না জনসাধারণ ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই গরুচোর ধরার ফলে যে সমস্ত হোমগার্ডের চাকরী গিয়েছে তাদের পুনরায় চাকরীতে নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে পুলিশ রেগুলেশন অনুসারে যদি চাকরী যায় তাহলে পুলিশ রেগুলেশন অনুসারেই তাদের নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অতএব এই প্রশ্ন সম্বন্ধে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডেফিনিট কোন কিছু বলতে পারব না।

Mr. Speaker—Shri Promode Rn. Dasgupta.

SHRI P. R. DASGUPTA—Mr. Speaker, Sir, question No. 186.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, question No. 186.

QUESTION

1. No. of Block Development Officers serving in a particular block more then 7 years continuously (showing name of the Block Officer)

ANSWER

1. One i. e. Mohanpur Block.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ব্লকের যে গেজেটেড অফিসার, তাদের ট্রান্সফারের কোন রুল্‌স আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—They are transferred in the interest of public service.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের ট্রান্সফারের কোন রুল্‌স আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—There is no definite rule.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—তাদের ট্রান্সফারের জেনারাল মাপকাঠি কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—জেনারাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রুল্‌স অনুসারে তাদের পাবলিক ইন্টারেষ্টে ট্রান্সফার করা হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—সেই রুল্‌সটা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

Mr. Speaker—Sri Bidya Chandra Deb Barma and Shri Ghanashyam Dewan Brackated.

SHRI GHANASHYAM DEWAN—Question No. 231.

SHRI S. L. SINGH—Question No. 231 Sir.

QUESTION

১) ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, ফটিকরায় এবং ছাওমনু এলাকায় গত দুই বছরে কত লোকের নিকট হইতে বন্দুক সীজ করা হইয়াছে এবং যাহাদের বন্দুক সীজ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উপজাতীর কত এবং অউপজাতির কত ?

২) ইহা কি সত্য যে এই বৎসর মনুভ্যালিতে কমপক্ষে তিনজন উপজাতীর হাতীর আক্রমণে মারা যায়। বহু ফসল হাতীতে নষ্ট করে এবং বন্দুকের অভাবে উহা রক্ষা করা যায় নাই।

৩) যদি সত্য হয় সীজ করা বন্দুক ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে কি ?

ANSWER

১)
২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩)

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা এণ্ড শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ব্রেকেটেড।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশচান নাম্বার ২৮১।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশচান নাম্বার ২৮১ স্যার।

প্রশ্ন—	উত্তর—
১) কেন্দ্রীয় সরকারের ফিনান্স দপ্তর হইতে একজন ডেপুটি সেক্রেটারীর নেতৃত্বে একটি ষ্টাফ ইন্সপেক্শান ইউনিট কি ত্রিপুরায় আসিয়াছিলেন ?	হাঁ।
২) যদি আসিয়া থাকেন, তাহারা ত্রিপুরার দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারদের সংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারে কি কোন সুপারিশ করিয়াছেন ?	হাঁ।
৩) যদি সুপারিশ করিয়া থাকেন, উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?	সমবায় বিভাগের দুইজন, পরিসংখ্যান বিভাগের একজন, কৃষি বিভাগের তিনজন, শিল্প বিভাগের আটজন এবং শিক্ষা বিভাগের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার অতিরিক্ত বলিয়া সুপারিশ করিয়াছেন।
৪) Animal Husbandry, Industry এবং Education Department এর class II Gazetted officerদের সম্পর্কে তাহাদের মন্তব্য।	পশুপালন বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারদের সম্পর্কে ষ্টাফ ইন্সপেক্শান ইউনিট এর মন্তব্য এখনও পাওয়া যায় নাই। শিল্প বিভাগের দুইজন Assistant Director, একজন Development Officer, একজন Accounts Officer, একজন Public Relation Officer, একজন Statistic Officer, একজন Community Project Officer, একজন Marketing Officer এবং শিক্ষা বিভাগের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার অতিরিক্ত বলিয়া সুপারিশ করিয়াছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এদের ছাটাই করা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলিয়াছি যে সুপারিশ করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে কমিশন এসেছিল, কোন মাসে এবং কত তারিখে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সুপারিশ সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের বক্তব্য কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—সুপারিশ করা হয়েছে, সেটা এখন বিচার বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের পজিটিভ কোন পলিসী আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে যে সেটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সুপারিশ মূলে কাহাকেও ছাঁটাই করা হবে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে সেটা বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ রায়—কোয়েশচান নাম্বার ৩৩৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশচান নাম্বার ৩৩৮ স্যার।

প্রশ্ন—

১) বিগত তিন বৎসরের মধ্যে সদর বিভাগের জলিলপুর গ্রামের কোনও ব্যক্তি **খুন** (Murder) হইয়াছে কিনা ?

২) হইয়া থাকিলে সেই সম্পর্কে সন্দেহ ক্রমে পুলিশ কতজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন ?

৩) তন্মধ্যে বর্ত্তমানে কতজন হাজতে আছেন।

উত্তর—

১) হাঁা।

২) দুনজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এব ছয়জন কোর্টে আত্ম সমর্পন করিয়াছে।

৩) কেহই না।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই দুই ব্যক্তির নাম কি, যারা মার্ডার হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—চক্রধর বৈশ্য।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কে বা কারা খুন করেছে, পুলিশ যখন সরজমিনে যায়, তখন প্রকাশ্যে খবর পেয়েছেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কেসটা এখন কোর্টে আছে, অতএব আমার পক্ষে এটা বলা এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, পুলিশ থেকে ফাইনাল চার্জসিট দেওয়া হয়েছে কি না এই মামলার ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—The Chargesheet under 302· 101 I P. C. has been submitted on 21st June, 1968. The case is now under trial.

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY—Question No. 346.

SHRI S. L. SINGH—Question No. 346 Sir.

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই কেসগুলি কোন্ কোন্ ধারায় পুলিশ নিয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—Under 348, 323 I P.C. was registered in the P.S.

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ডাক্তার ইনজুরীর কি রিপোর্ট দিয়েছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কোয়েশচান নাম্বার ৩৭৫ স্যার।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশচান নাম্বার ৩৭৫ স্যার।

QUESTION

1. Whether it is fact that the Govt. of Tripura is unwilling to adopt Press Accreditation Rules in Tripura ?

2. If so, the reasons thereof ?

ANSWER

1. The rules framed in 1962 are under revision and they will be adopted after revision.

2. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরাতে এ্যাক্রেডিটেশান কাউন্সিল আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—কাউন্সিল নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এখানে যারা প্রেস রিপ্রেজেন্টেটিভ বা বিভিন্ন সংবাদিক আছেন, তাদেরকে এ্যাক্রেডাইজেশন কার্ড বাংলা দেশে দেওয়া হয় কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে আমরা এখনও এ্যাক্রেডাইজেশন রুল করি নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের কোন কার্ড দেওয়া হয় কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এখানে এ প্রশ্ন আসেনা। কারণ এটা আণ্ডার রিভিশান। রুলস হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই রুল কবে হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমরা ওয়েষ্ট বেংগল, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ষ্টেট থেকে ইনফরমেশন চেয়েছি, সেটা পেলে পরে, সেগুলিকে কন্সোলিডেট করে আমরা সেটা করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কবে এই করেসপণ্ডেন্স করা হয়েছিল, কোন্ বছর ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশচান নাম্বার ১৩৯।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশচান নাম্বার ১৩৯ স্যার।

QUESTION

১) Zonal হাকিমদের পদ কি লোপ করা হইয়াছে ?

২) এই পদগুলি কি কারণে সৃষ্টি করা হয় এবং কেন উহা লোপ করা হইল, তাহার কারণ ?

৩) Union Public Service Commission এর সামনে উপস্থিত হন নাই এমন কোন হাকিমকে কি মহকুমা হাকিম নিযুক্ত করা হইয়াছে ? যদি নিয়োগ করা হইয়া থাকে তাহাদের নাম ?

৪) এই সকল হাকিমকে মহকুমা হাকিমের পদ হইতে কবে সরানো হইবে ?

ANSWER

১) Zonal হাকিম নামে কোন পদ ছিল না। সুতরাং পদ লোপ করার প্রশ্ন আসে না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) মহকুমা হাকিমদের পক্ষে সর্বক্ষেত্রেই Union Public Service Commission এর সামনে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম নাই। সে সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী Union Public Service Commission এর অনুমোদন প্রয়োজন সেখানে এই অনুমোদন নেওয়া হয়।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY—Starred Question No. 357.

SHRI S. L. SINGH (Minister in-charge of the Home (Police) Department)—Starred Question No. 357.

QUESTION

Total number of dacoities committed in the Border areas in Tripura in the year 1967-68,

What assistance has been given to the people who suffered at the hand of the dacoits ?

ANSWER

Eight,

Necessary security cover has been given, whenever asked for such assistance.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ৮টি জায়গাতে ডাকাতি হয়েছিল, তার মধ্যে কতজন লোক সিরিয়াসলী ইনজুরড হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ডাকাতিগুলি হয়েছে, তাতে ডাকাতেরা মোট কত টাকা হরণ করেছিল ?

SHRI S. L. SINGH (Chief Minister)—A gang about 45 to 50 Pakistani miscreants with guns and other deadly weapons trespassed into the Indian territories and rioted in the House of Shri Sudhir Ch. Pal and looted an amount of Rs. 3,545/- in one case. So, I have given only one case and for others I want notice.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—অন্য কেসগুলি এখন কি অবস্থায় আছে, সেগুলি কি বিচারাধীন পেণ্ডিং অবস্থায় আছে ?

SHRI S. L. SINGH (Chief Minis'er)—Hon'ble Speaker Sir, I am giving below the deta is of the eight incident of dacoities for information of the member concerned.

1. A gang of Pak miscreants armed with guns and other deadly weapons trespassed into Indian territory at village Bar-Ekchari under P/s. Amarpur and committed dacoity in the house of Purnaban Chakma and decamped with cash; clothings ete. on the night of 20.5.67, Amarpur PS case No. 5(5)67 u/s 395/397 IPC was registered. On investigation the case ended in F.R.T. for want of evidence.

2. A gang of Pak miscreats of vill. Badarpur PS Chagalnaiya, trespassed into Indian territory at vill. North Srirampur under PS Belonia and committeed dacoity in the house of Ind. national Nagendra Ch. Das and caused his death by deadly weapons on 5.6.67 night. On this incident P. R. Bari PS case No. 2(6)67 u/s 396/397 IPC was registered. On investigation a prima-facie case being established against 10 Pak miscreants, the case has been sent up in charge sheet against the 10 Pak miscreant showing them absconders.

3. A gang of 25/30 Pak miscreants armed with lathis trespassed into Indian territory at Ranga, PS Dharmanagar, comitted raid in the house of Sudhir Ch. Paul and looted away cash amounting to Rs ?,?45/- after assaulting inmates of the house on 18.6 67 night. On this incident Dharmanagar PS case No. 15(6)/67 u/s 458/380/323 IPC was registered. On investigation the case has finaly been reported as true wanting in evidence

4. A gang of Pak miscreants numbering about 45 armed with guns and other deadly weapons trespassed into Indian territory at village Chanipur under Kotwali PS and looted away cash and valuable from the house of Indian national Bir. Ch. Malakar on 5.8.67 night. On this incident Kotwali PS case No 11(8)67 u\s 395\397 IPC was registered. On investigation a prima-facie case being established against 4 Pak nationals, the case been sent up in charge sheet against the 4 Pak nationals showing them absconders.

5. A gang of Pak nationals numbering 8\10 trespassed into Indian territory at village Bhagalpur PS Kotwali with intention to commit dacoity on 6.6.67 night. On this Kotwali PS case No. 18(8)67 u\s 395\397 IPC was registered. On investigation a prima-facie case being established against 3 Pak nationals the case has been sent up in charge sheet against the 3 Pak nationnals showing them absconders.

6. Pak national Latif along with 5\6 other trespassed into Indian territory at vill. Surendranagar in Sidhai PS and committed dacoity in the house of Prafulla Deb and docamped with 3 head of cattle and other articles after causing injury to the House inmate on 5.10.67 night. Sidhai PS case No. 2(10)67 u\s 395\397 IPC was registered. On investigation a prima-facie case having been established, C\S submitted against 1 Pak national.

7. A gang of Pak nationals armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at vill. Harbatali PS Sabroom lifted away 3 heads of cattle after injuring Indian Natiodals Harendra Bhowmick on 4.12.67 Sabroom PS case No. 4(12)67 u\s 395\397 IPC was registered. On investigation a prima-

facie case being established, C/S has been submitted against 4 Pak nationals showing them absconders.

8. Pak nationals Sajid, Churai, Maddares and 25/26 unknown Pak nationals trespassed into Indian territory at vill. Brajendranagar PS. Dharmanagar and committed dacoities in the house of Mahendra Choudhury, Suresh Das and Deban Tangra decamped with cattle, clothing etc. causing injuries to house inmates on 23.3.68 night. Dharmanagar PS case No. 25(3)\68 u/s 395/397 IPC was registered. On investigation C/S has been submitted against 8 Pak nationals showing them absconders.

Tripura is bounded by Pakistan in three sides.

All steps to check the troubles in border areas have been taken. With a view to check dacoities in border areas by the Pak misceants, patrolling by the BSF/BOPs have been inteified, Village resistence parties in the border villages have been formed. Villagers are being trained to save the life and property from the shand of miscreants.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত জায়গাতে ডাকাতি হয়েছে বলছেন, তার মধ্যে কোন ইন্ডিয়ান নাগরিক জড়িত ছিল কিনা, বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—আমি [illegible] ৮টি ডাকাতির কথা বলেছি, তার মধ্যে সব কিছুই আছে আশা করব মাননীয় সদস্য মহাশয় সেগুলি বুঝতে পারবেন যে সেখানে কোন ইন্ডিয়ান জড়িত ছিল না।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA—Starred Question No. 377.

SHRI S. L. SINGH (Minister in-charge of the Law Department)—Starred Question No. 377.

QUESTION

1. Whether it is fact that the then Chief Secretary H. S. Dubey did not give any chance to the Cabinet Minister to discuss the T. C. S. Rule (Junior),

QUESTION

2. If so, the reason thereof ?

3, What is the present position on this regard ?

ANSWER

1, No,

2. Does not arise.

3. The Tripura Junior Civil Service Rules have been published in the Gazette and have come into force.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রাজ্য সরকারের কেবিনেট মিনিষ্টারেরা এই রুলস নিয়ে কবে আলোচনা করেছিলেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—ইট ইজ এ মেটার পলিসি, সো ইট ইজ পাবলিস্‌ড ইন দি গেজেট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে অন্যান্য ষ্টেটের মধ্যে জুনিয়ার সার্ভিস এর যারা লোক তাদের সেই রাজ্যে যে ভাষা, সেটা জানা বাধ্যতামূলক তাই ত্রিপুরার মধ্যে বাংলা ভাষা জানাটা টি,সি,এস,দের পক্ষে বাধ্যতামূলক কি না।

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—আমার যতটুকু জানা আছে বাধ্যতামূলক কোন খানেই নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে আসাম এবং অন্যান্য ষ্টেটের মধ্যে যে সব ষ্টেটের স্থানীয় ভাষা জানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—সেটা কোন কোন জায়গায় বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে কি না, আমার জানা নেই।

Mr. Speaker—There is no Unstarred Question to-day. So, we are passing on the next item.

QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEARER—

I rcceived a notice from Shri Aghore Deb Barma. M.L.A., alloging that in reply to Question No. 630 Chief Minister did not reply a part of the

question though it was categorically mentioned in the body of the question.

The fact of the case is that in question No. 630 (Postponed) though "কয়টি পরিবার বিপন্ন" was categorically written, Chief Minister did not reply to that part of the question and as the Chief Minister did not mention the number of the families in his reply, Shri Aghore Deb Barma has contended that by such action Chief Minister has deprived the members from their right and has committed a breach of privilege of the house.

My observation on the point raised is that—that members of the Government (Minister) can not be compelled to satisfy by his answer any particular member. A member of the Government (Minister) is at [illegible] give any answer he considers appropriate. In view of the above [illegible] opinion that there is no prima-facie in the point of privilege raised by Shri Aghore Deb Barma and I therefore, ruled out the question.

SHRI AGHORE DEB BARMA—এই সম্পর্কে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ ম[illegible] আকর্ষণ করছি আমাদের রুলস্ অব প্রসিডিউরের রুল ৪১ এর ক্লজ ২ এর প্রতি। [illegible] হয়েছে—A question shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the number is not available, the minister shall state the position accordingly, and the Speaker may allow such further time as he may, under the circumstances, been proper and fix a date for the answer.

MR. SPEAKER—I have already given my ruling on this point.

DEMAND FOR GRANTS FOR 1969-70

MR. SPEAKER—To-day in the List of Business there are 4 Demands viz, Demand Nos.—2—Land Revenue, 33 Forest 34—Miscellaneous & 35—Other Miscellaneous, Compensation and Assignments are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as

Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. There after when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos.-34—Miscellaneous & 35—Other Miscellaneous, Compensation & Assignements together and I shall have on general debate on these Demands as they are of allied nature ; of course, I shall dispose of the demands separately.

MR. SPEAKER—Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 2—Land Revenue.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, I am moving the demands in absence of the Finance Minister.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not execeding Rs. 44,93,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

Mr. SPEAKER—There are two cut motions on this demand for Grant No. 2. I would request Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—অপর্যাপ্ত জুমিয়া পুনর্বাসনের অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে কাটমোশন রেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কতগুলি বক্তব্য রাখছি। রাখছি এই কারণে যে, যে টাকা জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য বাজেটে রাখা হয়েছে সেই টাকায় ত্রিপুরা রাজ্যে যে জুমিয়া আছে তাদের পুনর্বাসন হবে বলে মনে হয় না। সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে যত জায়গায় জুমিয়া কলোনী হয়েছে সেগুলিতে মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। খুব কম সংখ্যক লোক আছে। কোন কোন জায়গায় এরকম ভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে যেখানে জমির নাম গন্ধও নাই। আঠারমুড়া, লংতরাই প্রভৃতি

জায়গাতে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আর সমতলের মধ্যে যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সে সমস্ত জায়গা এখনও জরীপ হয়নি। সুতরাং আমার মতে এই টাকা জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে খুবই অল্প। এই অল্প টাকায় তাদের পুনর্বাসনের কাজ শেষ হবে না।

আমরা দেখছি প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার পর থেকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে আসছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের কোন পুনর্ব্বাসন হয় নি এবং কতদিন পরে যে তাদের পুনর্ব্বাসন শেষ হবে তাও বলা যায় না। সেজন্য যদি পুনর্ব্বাসন ঠিক ঠিক ভাবে করতে হয় তাহলে আমাদের টাকা আরও বেশী বরাদ্দ করা দরকার যাতে জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন হয়। আমরা দেখেছি যে, কোন কোন জুমিয়া কলোনীতে জুমিয়ারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে আছে। যেমন ধরুন সেদিন জুমিয়াদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে ৩৫ মাইল থেকে ৪০ মাইলের মধ্যে যে জায়গাটা আছে সেখানে জুমিয়ারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে আছে। তাদের বাঁচার কোন পথ নাই। কাজেই ফরেস্ট রিজার্ভের ভিতর যে জমিগুলি আছে সেখানেও যাতে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় এবং সেই সমস্ত এলাকা যাতে রিজার্ভভুক্ত করা হয় সেই ব্যবস্থা করা দরকার, না হলে তাদের জন্য জমি পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। সেখানে অবশ্য কিছু টেস্ট রিলিফের কাজ চলছে। কিন্তু সেখানে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন টাকা দেয়; কিন্তু তাদের এমন অভাব দেখা দিয়াছে যে আরও বেশী টাকা দিয়ে তাদের সাহায্য না করলে পরে তাদের বাঁচার আর কোন উপায় নাই। সেটা যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গিয়ে তদন্ত করে আসতেন তাহলে নিশ্চয়ই এই দৃশ্যগুলি দেখতেন। আঠারমুড়া, গংগানারী, চোরাবাড়ী প্রভৃতি এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা উচিত। সেখানে তাদের ঘরে ধান নেই। তারা বীজধান খেয়ে ফেলেছে। সাধারণভাবে যে তারা দুমুঠো অন্ন যোগাবে সেই পয়সা তাদের নেই। কাজেই তারা যাতে জমি রাখতে পারে এবং তারা যাতে জমি পেতে পারে এবং যাতে তারা খেয়ে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং অতি সত্বর সেখানে রেশন সপ খোলা উচিৎ। এছাড়া আমরা দেখছি বহু বৎসর যাবত যাদের জমি অ্যালট করা হয়েছে তাদের আজ পর্য্যন্ত কোন পরচা দেওয়া হয়নি এবং সেই পরচাগুলি যদি দেওয়া হত গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে তাহলে কিছু লোক নিশ্চয়ই তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য যে জমি পেয়েছে সেই জমিগুলি আবাদ করতে পারত। কিন্তু সেই অবস্থা নেই, সরকার থেকে কোন রকম সাহায্য করা হচ্ছে না। প্রত্যেক এলাকায় এই রকম অবস্থা। অমরপুরেও একই অবস্থা, সেখানে সাংঘাতিকভাবে চাউলের দাম বাড়ছে, জুমিয়ারা কিনে খেতে পারছেনা। কাজেই সেদিকে চিন্তা করে যেখানে যেখানে এই অবস্থা, সেখানে খাদ্য সরবরাহ করা দরকার বলে আমি মনে করি নাহলে পরে তারা বেশী দিন আর বাঁচতে পারবে না। অতি সত্বর যাতে সরকার'এর তরফ থেকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

MR. SPEAKER— Any other Member willing to participate in the discussion ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে আমার কাটমোশনের উপর ডিসকাশন করব। আমার কাটমোশান হচ্ছে 'খাজনা বৃদ্ধির ভুল নীতি সম্পর্কে'। এই খাজনা বৃদ্ধি একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের উপর আজকে বকেয়া খাজনা যেভাবে জমেছে এবং সরকারী তরফ থেকে সেই খাজনা আদায়ের জন্য যেভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, গ্রামের সাধারণ কৃষক তা দিয়ে উঠতে পারছে না। খাজনা বৃদ্ধি করতে গিয়ে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের জমির অবস্থা কি এবং তার উৎপাদন শক্তি কি, উৎপাদনের আয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জমির উৎপাদন আয় না বাড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জমির উপর খাজনা বৃদ্ধি করা হতে পারে না। কারণ কৃষককে যদি বর্ধিত হারে খাজনা দিতে হয়, তাহলে তার জমির যে উৎপাদন সেটা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে তাকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমরা দিতে না পারছি, সরকার পক্ষ থেকে দিতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষকদের খাজনা বৃদ্ধি করা যেতে পারেনা। যেমন আমরা দেখেছি ওয়েষ্ট বেংগল এবং আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি যে, যেখানে জলসেচের পুরোপুরি ব্যবস্থা আছে যেমন দামোদর এলাকা, সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে সাত কানির উর্দ্ধে যাদের জমি সেখানে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে, পাঞ্জাবেও তাই। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা যদি দেখি, ত্রিপুরা রাজ্যের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার করে দিতে পারেননি এবং ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে বীজের ধান, সার ইত্যাদি কৃষকের হাতে সময়মত তুলে দিতে পারে না, অপর দিকে তাদের যে কৃষি ঋণ, সেটাও সময়মত বিলি করা হয় না। আজকে ব্লক এলাকাগুলির দিকে যদি তাকিয়ে দেখি, গত ভাদ্র মাসে, যখন কৃষকদের জমি রোপনের শেষ মুহূর্ত্ত, সেই সময় ত্রিপুরা সরকার বীজ ধান বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্য কৃষক জমিতে ফসল উৎপাদনের সুযোগ ঠিক ঠিক মত নিতে পারেনা, তারই জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না, ফলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে। অপরদিকে জমিগুলি এ্যাসেসমেন্ট ঠিক ঠিক মত করা হয়নি। ঠিক ঠিক মত এ্যাসেসমেন্ট না করার দরুন অনেক সময় নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। আমরা দেখি যে সাধারণ জমির চাইতে চা বাগানগুলির আয় বেশী, কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখছি এই সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চা বাগানগুলির খাজনা কম ধরেন এবং চা বাগানের পাশের যে টীলা জমি ইত্যাদি আছে, সেগুলির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তার নজরানাও বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এই খাজনা ও নজরানা বৃদ্ধির ফলে অনেক কৃষক জমি বন্দোবস্ত নিতে পারছে না। এই যে খাজনা বৃদ্ধি এবং তার তিন চার বছরের যে বকেয়া খাজনা, এইসব খাজনা দেওয়ার মত অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের নেই। আমরা

পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি যে সাধারণতঃ যাদের তিন একর জমি আছে তাদের থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে যখন এই ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে এটা সম্ভবপর হবে না কেন? ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের যদি সময়মত বীজ ধানের ব্যবস্থা, সার ইত্যাদি দেওয়া হয়, কৃষিঋণ তাদের সময় মত দেওয়া হয়, তাহলে তাদের জমিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি হলে পরে সরকারকে বর্ধিত হারে খাজনা এবং নজরানা নিশ্চয়ই দিতে পারবে? এই ব্যবস্থাগুলি ঠিক ঠিক সময় মত না করার ফলে আমরা দেখছি যে জমি-গুলির উৎপাদন দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে। কাজেই আজকে আমি আমার কাট মোশানের মাধ্যমে এখানে যে ডিম্যাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার ২—ল্যাণ্ড রেভিন্যুতে ৪৪,৯৩,০০০ টাকা রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি এবং আমার যে কাট মোশান তার সমর্থন করছি। তারপর জুমিয়া পুনর্বাসনের অর্থ বরাদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্যা, এই সম্পর্কে বহুবার এই বিধানসভায় আলো-চনা করেছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়ারা যে কিভাবে চলছে, তাদের যে কি অবস্থা, এই সম্পর্কে এই বিধানসভায় আমরা অনেকবার উত্থাপন করেছি, আলাপ আলোচনা করেছি কিন্তু জুমিয়া পুনর্বাসন আজ পর্যান্ত কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায়নি। জুমিয়ারা আজকে পাকিস্তান থেকে আসেনি, ত্রিপুরা রাজ্যেই তাদের জন্ম, তাদের বাসস্থান। কিন্তু আজকে এই জুমিয়াদের অবস্থা কি? দীর্ঘকাল যাবত ঐ এলাকাতে বসবাস করার পরও আজকে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এবং সেই আগমন অব্যাহত থাকার ফলে আজকে এই জুমিয়ারা দিনের পর দিন জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের যে জুম করা, এতদিন যার উপর নির্ভর করে তারা জীবিকা নির্বাহ করছিল, এই জুম করার অধিকার থেকেও আজকে তারা বঞ্চিত হওয়ার দরুণ, বন বিভাগের সম্প্রসারণের দরুণ আজকে এই জমিয়ারা যাযাবর হতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের আজকে অনাহারে, অর্ধাহারে কাটাতে হচ্ছে। আমরা দেখেছি আঠারমুড়া ৪২টি নোয়াতিয়া পরিবারের মধ্যে এখন থেকেই অনাহার আরম্ভ হয়েছে এবং না খেয়ে লোক মারা গেছে। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এই জুমিয়াদের জমিতে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন দেওয়া বা তাদের জীবিকার পথ করে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক জুমিয়াকে সরকার পক্ষ থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটা পরিবারও আজকে অর্থ নৈতিক ভাবে পুনর্বসতি লাভ করে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। কাজেই আজকে জুমিয়াদের পক্ষে এটা একটা বিরাট সমস্যা। কাজেই আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন রাখব যাতে এই জুমিয়া পুনর্বাসনের সমস্যা সাধন করা যায় এবং তারজন্য যাতে আরও বেশী অর্থের বরাদ্ধ বাজেটে করা হয় এবং এই বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে ন্যায় সংগতভাবে বিলি বন্টন করা হয়, এর মধ্যে যাতে রাজনীতি করা না হয়, দলীয় স্বার্থে যাতে এইগুলি ব্যয়িত না করা হয়। জুমিয়াদের বাঁচার জন্য, তাদের কথা চিন্তা করে যাতে আরও বেশী অর্থ বরাদ্ধ করা হয় এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে যাতে তার বিলি বন্টনএর ব্যবস্থা করা হয়, এই

অনুরোধই আমি হাউসের সামনে রাখছি। কারণ এটা জুমিয়াদের জীবন-মরণ সমস্যা, ভবিষ্যৎ সমস্যা, এই সমস্যাকে অবহেলা করা যায় না, ছোট করে চিন্তা করা যায় না, এটাকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত দল নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে। কাজেই যে অর্থ এখানে রাখা হয়েছে তার দ্বারা জুমিয়াদের জমিতে বসানোর সুযোগ সুবিধা হবে না, ভবিষ্যতে তাদের বাঁচার পক্ষে সহায়ক হবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন রাখব যাতে জুমিয়াদের দুঃখ, দুর্দশা. দুঃখ দারিদ্রতার কথা চিন্তা করে, তাদের অনাহারে তীব্র জ্বালার কথা চিন্তা করে, এই জুমিয়াদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করে, আরও অর্থ এই খাতে রাখা যায় এবং সমস্যা সমাধানের পথে যাতে গভীর চিন্তা নিয়ে যেন এগিয়ে আসেন, একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার টুতে জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে অর্থ বরাদ্দ রেখেছে, আমি তাকে সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান রেখেছেন, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে কাটমোশান রাখা হয়েছে, তাতে দেখতে পারছি যে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে পরিমান অর্থ রাখা সেটা তাদের মতে কম এবং এই অর্থের দ্বারা জুমিয়াদের পুনর্বাসন হবে না। আর যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে নাকি একজন জুমিয়াও নেই। তারপর আর একজন এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সেখানে নাকি খাজনা এবং নজরানা বৃদ্ধি করা হয়েছে ইত্যাদি। তবে আমি বলব যে বিরোধী দলের সদস্যদের এই সব বক্তব্য মোটেই সত্য নয় সেজন্য আমি এখানে আমার দুই একটা কথা রাখব। সত্যতা নেই এই জন্য বলছি যে এই যে ডাইন বাঁ কোম্পানী তাদের মধ্যে একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি বাইন বাঁ কোম্পানী বলছি এইজন্য যে তারা এই হাউসের মধ্যে আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা নাকি একটা ফ্যাক্টরীর মধ্যে আছি। সত্যি কথা বলতে কি এই ফ্যাক্টরী কথাটা খুব বড়।. কিন্তু এই ডাইন বাঁ কোম্পানি জুমিয়াদের পুনর্বাসন কিভাবে করলে তাদের সুস্ট পুনর্বাসন হত সে কথাটা তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে কিছুই বলেনি। তারা আরও বলেছে যে জুমিয়ারা তাদের জায়গা থেকে দলে দলে চলে যাচ্ছে, তাদের সুস্ট পুনর্বাসন হচ্ছে না, তারা না খেয়ে মরে যাচ্ছে ইত্যাদি। আমি বলব এই জুমিয়ারা যদি কলোনীতে না থাকে তাহলে তারজন্য দায়ী এই ডাইন বাঁ কোম্পানী, তারা এই হাউসের মধ্যে বলছে যে তারা দলে দলে চলে যাচ্ছে, কিন্তু কারা তদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে, আমি বলব যে এই ডাইনা বাঁ কোম্পানী তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আরো বলব যে তারা যেমন কলোনীতে যায়, আমিও সেই কলোনীগুলিতে যাই, এটা হয়তো ঠিক যে আমরা তাদের যে অবস্থা এবং পরিবেশ এর প্রয়োজন সেইভাবে তাদেরকে কতকটা দিতে পারছি আর কতকটা পারিনি।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের মধ্যে যত গোলমাল সৃষ্টি করছে, যেমন আমি বলব যে তারা আজকে এই জুমিয়াদের মধ্যে আওয়াজ তুলেছে যে চল লঙ্গথরাই হিল। এটা করা হচ্ছে কেন না সেই লঙ্গথরাই হিল গেলে আরো কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের তো এক জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেখানে তারা ক্ষেতে খামারে খাটছে, তারা সেখানকার বিশেষ একটা পরিবেশের সঙ্গে মাত্র খাপ খাইয়ে উঠছে, এহেন অবস্থায় কেন তাদের মধ্যে এই ডাইন বাঁ কোম্পানী দিয়ে চলছে যে তোমরা তো এখানে ৪।৫ শত করে টাকা পেয়েছে, এখন চল ঐ লঙ্গথরাই হিল যাই, সেখানে গেলে আবার কিছু পাওয়া যাবে ইত্যাদি। তাই সেখানকার সেই সরল এবং সহজ আদিবাসীরা মনে করল মন্দ কি সবাই চল সেখানে গিয়ে তো আবার সরকার থেকে কিছু টাকা পাব। এই রকম ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বত্র এই ডাইন বাঁ কোম্পানী তাদের মধ্যে প্রচার করছে। তারপরে তারা বলছে যে তারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু অভাব সবারই আছে, আজকে তারা যে পরিমাণ বীজধান চায়, সেই পরিমাণ আমরা নানা কারণে হয়তো সময় মত তাদেরকে দিতে পারছি না। কিন্তু যেই মাত্র তারা একটা কিছু করছে অমনিতেই এই ডাইনা বাঁ কোম্পানা দুইটি বাহিনীর সৃষ্টি করল, সেগুলি হল একটা নারী বাহিনী আর একটা হল পুরুষ বাহিনী। এইভাবে তারা গত ২০ বছর ধরে জুমিয়া মেয়ে-ছেলে আর বেটাছেলেদের মধ্যে একটা না একটা বিভেদ সৃষ্টি করে আসছে এবং এই আদিবাসী ভাইদের একটা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু একটার পর একটা বাহিনী সৃষ্টি করতেই পারে, কিন্তু যে সমস্যা আছে তার সমাধান করার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থাই তারা করতে পারছে না। ফলটা দাঁড়িয়েছে কি—না সে ঘরে পেল না শান্তি আর বাহিরে গিয়েও পাচ্ছে না কোন কাজ। এদিকে যাও তার ২।৪ কানি জমি ছিল, সেটা পর্য্যন্ত তার পেটের দায়ে বিক্রী বা খাজনা পোষণে বা দাঁদন দিতে হচ্ছে। আমার এই কথা সম্পর্কে যদি কোন বিরোধী দলের বন্ধু চ্যালেঞ্জ করেন, তাহলে সেই চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করব। গত এক মাস পনের দিন ধরে আমি প্রত্যেকটি এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেছি যে তারা এবার নারী বাহিনী সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। সেখানে তারা বলছে যে সরকার জুমিয়া এবং আদিবাসীদের পুনর্বাসন করতে পারেনি, জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে, জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই সব বলে আর একটা দল সৃষ্টি করতে তারা চাইছে। এখন ধান লাগানোর সময়, এখন পাট লাগানোর সময়, এখন প্রায় সমস্ত কাজ করার সময়, আর এই সময়ে তারা এ' ডাইনা বাঁ কোম্পানীই তাদের সমস্ত কাজকে এলোমেলো করে দিতে চাইছে। অথচ তারা বলছেন যে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হচ্ছে না। কিন্তু আমার কথা হল কি করে সেটা হবে, তারাইতো গোলমালের সৃষ্টি করছে, কাজেই সরকার পক্ষ থেকে এখনই যদি ঝাপিয়ে না পড়া হয়, তাহলে তাদের অনেক অসুবিধা হবে। এই সময়ে তাদের ঘরে খাওয়ার নেই, তারা বিভিন্ন ভাবে কষ্ট করছে। আর আমার কথা হল এই ডাইন বাঁ কোম্পানী যদি বিভেদ সৃষ্টি না করে সরকারের সাথে শলা পরামর্শ করে যে কি

ভাবে তাদেরকে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দিলে পরে তাদের সুবিধা হয় তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু সেই সব যুক্তি তো তাদের নেই। তারা ভিতরে ভিতরে বলবে যে এই সম্প্রদায় বেশী টাকা পাচ্ছে এভাবে একটা গোলমাল তারা সৃষ্টি করবে। আবার কেউ কেউ বলছে যে আমাদের সমতলে জমি কম, অতএব টিলাতে পুনর্বাসন দাও, টিলাতে দিতে গেলেই তাদেরকে কিভাবে দিতে হবে, তাদের জন্য টিলাতে জমির সংস্কার করতে হবে, সেই রকম কোন যুক্তি তারা দিচ্ছে না। আবার বলেছে জমি যখন কম তখন যেখানে লুঙ্গা আছে সেখানে কিছুকে দাও আর যেখানে টিলা আছে সেখানে আরও কিছুকে দাও। আবার কিছুদিন পরে বলবে যে এ' টিলাতে কিছুই হচ্ছে না তোমাদেরকে কেন টিলাতে দিচ্ছে, অার তাদেরকে কেন জমি দিচ্ছে, এইভাবে তারা একটা না একটা গোলমাল লাগিয়েই রাখছে। এসব কারণে টিলা তাদেরকে দিলেও তারা তাতে পরিশ্রম করবে না। আর এক দিকে বলছে যে পরচা না দেওয়ার দরুণ জমি আবাদ হচ্ছে না। আরে পরচা না দেওয়ার দরুন তো আর জমি সরকার তুলে নিচ্ছে না, জমিতো জমির জায়গাতেই আছে। আসলে তারা চাইছে যে তারা যদি পরচা পেয়ে যায় তাহলে সেই জমি তারা বিক্রি করতে পারবে, তাতে তাদের সুবিধা হবে। পরচা পেয়ে জমি বিক্রি করে যদি কয়েক শত টাকা পাওয়া যায় তাহলে কিছু পাবে ঐ ডাইনা বাঁ কোম্পানী আর বাকী যা রইল সেটা নিয়ে তার অন্যত্র চলে যেতে সুবিধা হল। সেই কারণে তারা বলছে যে পরচা না পাওয়ার দরুন নাকি সেই জমি আবাদ হচ্ছে না। তবে তারা বলতে পারেন যে টাকা যখন কিছু পাওয়া গেছে তখন আর এই জমি আবাদ করে লাভ কি হবে? বরং পরচা পেলে পরে জমি বিক্রি করে কিছু পেয়ে অন্যত্র আবার পুনর্বাসন পাওয়ার সুযোগ করে নিতে পারবে। এই হল তাদের আসল উদ্দেশ্য।

আবার বলছে বীজধান নাই। আমি বলব কৃষি ঋণ দিতে গিয়ে আমি যা দেখেছি এই বৎসরে অন্যান্য বছরের তুলনায় এখন থেকে যারা কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছে তারা অনেক আগেই পেয়ে গেছে। বীজ ধান যেটুকু দিয়েছি সেটা ঠিক সময়মতই দিয়েছি। তাই আমি ওদের কথার বেশী উত্তর দিতে চাই না। তারা যে কাটমোশন দিয়েছে সেটা তাদের চুলকানো রোগ আছে। তাদের যখন চর্মরোগ হয় তখন তাদের চুলকানো শুরু হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের কথার উত্তর আমি দিতে পারছি না তার কারণ হচ্ছে তারা কোন রকম যুক্তিই দিতে পারে না। টাকা কত দিলে ভাল হত সেটাই তারা বলতে পারছে না। তারা ফরেষ্টের উৎপাতের কথা বলেছে। কিন্তু উৎপাত তারাই সৃষ্টি করে। যেমন তারা পাহাড়ে গিয়ে বলবে ফরেষ্টের মধ্যে তোমরা কেন থাকবে। এটা তোমাদের এলাকা। তোমরা ঐ গাছ তদারক করবে আর গভর্ণমেন্ট নেবে তার রেভিনিউ। ঐ গাছ তোমরা লাগিয়েছ। এখন ঐ গাছ ফরেষ্টাররা নেবে কেন? এই সমস্ত কথা তারা বলছে। আমি বলব ঐ দিকে যদি গভর্নমেন্ট সজাগ দৃষ্টি না দেন তা হলে নারী বাহিনী আর পুরুষ

বাহিনী যে যুদ্ধ করবে তাতে আদিবাসীদের মঙ্গল হবে না।

জুমিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা হাউসের সামনে রাখছি। জুমিয়া পুনর্বাসন যেভাবে দেওয়া হচ্ছে বেশীর ভাগ ডাইনা বায়া প্রথায় দালাল দিয়ে যেভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে অসুবিধা হচ্ছে। অসংখ্য দরখাস্ত সংগ্রহ করে গভর্ণমেন্টের কাছে তারা দেয় যে অমুক ভূমিহীন, অমুকের ভূমি নাই। সেজন্য আমি বলছি যে প্রকৃত ভূমিহীন কে সেটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসারের মারফতে দেখা উচিত। বৎসরে ১০।১১ বারও একজনকে টাকা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটা মৌজার যেমন ভূমিহীন আছে তেমনি জোতদারও আছে। কোন মৌজা বা কোন গাঁওসভা সম্পূর্ণ ভূমিহীন থাকতে পারে না। আমি কোন কোন কলোনী দেখেছি যে তাদের কোন সীমানা নেই, চৌহদ্দী নেই। মস্তবড় কলোনী হয়ে গেছে। সুতরাং আমি বলব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে সেটা ট্রাইবেল অফিসার বা হাকিমকে দিয়ে পরীক্ষা করে যেন দেওয়া হয়। তা না হলে শান্তিসেনা বা ডাইনা বায়া কোম্পানী দালাল দিয়ে দরখাস্ত দিয়ে টাকা নেবে। তা না হলে অযথা টাকা পয়সা ব্যয় হবে। সেজন্য আমি বলছি যারা অমরপুর থেকে উদয়পুর এসে গেছে তাদের সংখ্যাটাও তদন্ত করে দেখতে হবে। না দেখলে এই সাহায্যের পরিমাণ বছরের পর বছর বাড়বে। যার প্রয়োজন তাকে তো সাহায্য দিতেই হবে। তা না হলে তারা অনাহার থাকবে। বাগান করবার জন্য যে চুক্তি দেওয়া হয়, আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে চারা গাছ লাগিয়েছে, কিছু কিছু গাছ হয়েছে। কিন্তু তার পরিমাণ কম। হয়ত একটা পরিবার এল। তাকে একটা দুইটা চারা দেওয়া হল। অনেক চারাই মরে যায়। সেজন্য আমি বলছি যে বেশী সংখ্যায় চারা দেওয়া উচিত। যদি ২৫ টাকা করে চারা দেওয়া হয় তা হলে প্রায় অর্ধেক নিশ্চয়ই বাঁচবে। তাদের এখন বর্তমান যে অবস্থা হয়েছে তাতে দেখেছি যে তাদের বীজ ধান নাই। বৈশাখের মধ্যে যদি তারা জুম দিতে না পারে তাহলে পরে দিলে তাদের কোন কাজে লাগবে না।

আর একটা বলছি আমি দাদন লোন প্রথার কথা। শুধু টাকা দিলেই চলবে না। কোন কোন লোক একাই ৬০ জনের নামে এমন কি ৩০০ জনের নামে লোন নিয়ে নেয়। এ হেন অবস্থা যদি হয় তা হলে কোটি টাকায়ও কুলোবে না। সেজন্য আমি বলব যে দাদন লোনটা ১০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হোক। ৫০ টাকার দাদন লোনে হয় না। ৫০ টাকার জায়গায় তারা ১০ টাকাও পায় না। কার টাকার প্রয়োজন সেটাও দেখতে হবে। আমার মনে হয় পঞ্চায়েত বা এস, ডি· ওর মারফতে এক্ষুনি দাদন লোন দেওয়া প্রয়োজন। আর তাছাড়া আমরা দেখছি ডাইনা বায়া কোম্পানীগুলি একত্র হয়ে বলে যে তারা লোন পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি যে আদিবাসীরা এখন পরিশ্রম করতে শিখেছে। তারা রাস্তায় ইট ভাংগছে। কিন্তু তারা কনট্রাকটরের মাধ্যমে কাজ করতে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং আমি বলব যে তাদের

এলাকায় যে কাজ করানো হয় সেগুলি যেন আদিবাসীদের দ্বারা করানো হয়। আর ফরেষ্টের যে কাজ হয় সেগুলির মজুরী খুব কম। আজকাল ৪ টাকার নীচে কোথাও মজুর পাওয়া যায় না। তাই ফরেস্টে যারা কাজ করে তাদের ৫ টাকা মজুরী হওয়া দরকার। আমি জানি আদিবাসী বেটা ছেলে যে কাজ করে মেয়েছেলেরা তার ডাবল কাজ করে। অতএব স্ত্রী পুরুষ ভাগ না করে সকলের জন্য যেন ৪ টাকা করে মজুরী করা হয়। এটা আমি জানি। অতএব সেখানে স্ত্রী, পুরুষ যারা ফরেস্ট এলাকায় কাজ করে, তারা অন্তুতঃ যাতে চার টাকা হারে মজুরী পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং এজেন্টটা উইক্‌লি না করে যাতে তারা রোজ সন্ধ্যায় তাদের মজুরী পায় তার বন্দোবস্ত করলে ফরেস্ট কাজ করে তারা বাঁচতে পারবে। বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে ফরেস্ট এলাকায় (রিজার্ভ) যেসব জুমিয়া পুনর্বাসন পাচ্ছে তাদের পরচা দেওয়া হচ্ছে না বা তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে না, এখানে আমি একথা রাখতে চাই, এটা সত্য কথা যে জমির মালিকানাসত্ব যদি না হয়, তাহলে জমিতে তাদের মায়া থাকতে পারে না। অতএব রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় লুংগা জমি যদি থাকে, কিছু রেভিন্যু নিয়ে হলেও যদি সেগুলি তাদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় কোন অসুবিধা হবেনা, এইদিক থেকে সরকারকে বিচার বিবেচনা করে দেখতে বলব। আরেকটা কথা আমি এখানে বলছি, যেটা বিরোধী দলের সদস্যরাও বলেছেন যে জুমিয়াদের যে গ্র্যান্ট দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে ৫০০ টাকা, প্রথম কিস্তিতে ৩০০ টাকা এবং পরে জায়গা আবাদ হলে পরে দ্বিতীয় কিস্তীতে আর ২০০ টাকা দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখানে একথা বলব যে পনের বছর আগে যে অবস্থা ছিল বর্তমানে সেটা নেই। এই টাকা দিয়ে দিন মজুরের যে অবস্থা, দৈনিক পাঁচ-সাত টাকা মজুরী দিয়ে, পনের কানি টীলা জমি আবাদ করা অসম্ভব, তাই আমি বলছি সরকারের তরফ থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই টাকাটা বৃদ্ধি করা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা হয়, তাহলেও তারা কিছুটা উপকৃত হবে, তা-না-হলে আমার মনে হয়না, তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হবে। আরেকটা জিনিষ আমি হাউসের কাছে রাখছি, সেটা হচ্ছে ঋণ সালিশি বোর্ড সম্বন্ধে আমি হাউসের সামনে রেখেছিলাম, সেটা হয়তো কার্যকরী হয়নি। কেন আমি একথা বলছি, কারণ অনেক আদিবাসী আছে যারা তাদের জমির দখল পাচ্ছে না, চাষ হয়তো ঠিকই হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যে দরিদ্র আদিবাসী হয়তো কোন মহাজন থেকে দুইশত টাকা কর্জ নিয়েছিল, সামনের বছর দিয়ে দেবে বলে, কিন্তু সে আর সামনের বছর টাকা দিতে পারেনি, তার ফলে সেই জায়গায় চাষ ঠিকই হচ্ছে কিন্তু ঐ লোক করে খাচ্ছে, যার জমি সে দখল পাচ্ছে না। তাই আমি হাউসের সামনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এটা রাখছি, যে সে লোক হয়তো এই জমির মাধ্যমে ঐ ২০০ টাকার বিনিময়ে তিন বছরে অন্ততঃ চার-পাঁচ শত টাকা আদায় করে ফেলেছে, এইসব বড় বড় জোতদারেরা ঐ জুমিয়া আদিবাসীদের জমি বেশীরভাগ নিয়ে বসে আছে

কাজেই আমি হাউসের সামনে আবেদন রাখব, সাবডিভিশন—ওয়াইজ যাতে এইগুলি এনকো-য়েরী করা হয়, এস, ডি, ও এবং টাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসারদের মাধ্যমে এবং তাদের জায়গা যাতে তারা ফেরত পেতে পারে তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। আমি আরেকটা কথা হউসের সামনে রাখছি, প্রথম আমি যে কথাটা বললাম গত বছর যেটা দেখা গেছে যে কোন কোন সাবডিভিশনে প্রথম কিস্তির টাকা ৩০০ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির টাকা অর্থাৎ বাকী ২০০ টাকা অনেক সাবডিভিশন থেকেই খবর আমি পেয়েছি যে তারা পায়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আমি হাউসের সামনে এই জিনিষটা রাখছি যে কোন সাবডিভিশন হউক না কেন, এখনও দেখা গেছে যে তিন বছর আগে ৩০০ টাকা পেয়েছে, আর যে বাকী ২০০ টাকা তারা পায়নি কাজেই তাদের মনে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং সেই সুযোগ নিয়ে অনেকে হয়তো যাদের চুলকানি স্বভাব, তারা চুলকানি দেন এবং বিভিন্নভাবে তাদের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন এবং তাদের মনে এই ভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, তাদের বলেন তোমরা জুমিয়া গ্র্যান্ট দিয়ে কি করবে, এই অল্প টাকা দ্বারা তোমাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হবেনা। কিন্তু কি করলে সুষ্ঠু হবে তার কিছু বলেননি। তাই আমি তাদের বলব যে সুষ্ঠু হবে না ঠিক, কিন্তু তারা যখন একথা বলবেন, তখন সুষ্ঠু যুক্তি দিতে হবে। আমি বিরোধী দলের এসব যুক্তি [illegible] সমর্থন করতে পারছিনা, তার কারণ হল, তার পেছনে কোন যুক্তি দে[illegible] হিসাবও দেওয়া হয় নাই। যদি হিসাব পত্র দিতেন তাহলে দেখা যেত কতগুলি লোক পুন-র্বাসন পেয়েছে। কাজেই এই যে কাটমোশান এখানে রেখেছেন সেটা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই এটা রেখেছেন, তাই আমি কাটমোশানের বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার— শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান— মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২—জুমিয়া পুনর্বাসন সম্বন্ধে এখানে মাননীয় সদস্য বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় এবং শ্রী অভিরাম দেববর্মা মহাশয় যে কাট-মোশান রেখেছেন, আমি সেই কাটমোশানের মধ্যে কিছু খুজে পাই না। টাকা বেশী বরাদ্দ হলে পরে জুমিয়া পুনর্বাসন সুষ্ঠু হবে, এমন কোন কথা নেই। আর তাছাড়া খাজনা মুকুব করলে পরেও যে জুমিয়া পুনর্বাসন সুষ্ঠুভাবে হবে তার কোন কারণ নেই। কথা হল এই জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, এই টাকাটা যদি ঠিক ঠিক ভাবে সেই উদ্দেশ্যে, যেই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হল, ব্যয়িত করা হয়, তাহলে আমি মনে করি আমাদের জুমিয়া ভাইয়েরা যারা আছেন, আদিবাসী ভাইয়েরা যারা আছেন, যারা পুনর্বাসন পাননি, তাদের উপকার হবে। আমি দেখেছি যে গত সেটেলমেন্টের সময় যারা টাইবেল সুপারভাইজার আছেন, তারা জানেননা কলোনীর সীমা কতটুকু, কারণ সুপারভাইজারের কাছে কলোনীর কোন ম্যাপ থাকে না তাদের কাছে কোন চৌহিদ্দি দেওয়া হয় না যে কোন কোন এরীয়াতে জুমিয়া আছে, এবং গত সেটেলমেন্ট-এর সময় সেটেলমেন্ট অফিসার নাকি লোক্যাল রেভিন্যু

অফিসার যারা ছিলেন, তাদের বলেছেন পুনর্ব্বাসন-এর ম্যাপ বা কলোনীর সীমানা আমি মানি না। তিনি নাকি মনে করেছে উনার কাছে যে সমস্ত কলোনীর পুনর্ব্বাসনের ম্যাপ এবং চৌহিদ্দি দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভুল, কাজেই সেটেলমেণ্টর মধ্যে ঢুকাতে চাননি।

সে জন্য দেখা গেছে যে গত সেটেলমেণ্টের সময়ে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার আমাদের যে ডিপার্টমেণ্ট আছে সেখান থেকে এমন কোন সুষ্ঠু নির্দ্দেশ দেওয়া হয়নি যাতে করে সেখানে সুপারভাইজর সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে তাদের কলোনীতে যে সমস্ত পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত লোক আছেন তাদের প্রত্যেকটি জোতের সীমানা, কলোনীর সীমানা বা চৌহিদ্দি ইত্যাদি ঠিকঠিকভাবে ফলক করা যেতে পারে। এমনকি রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয়নি যে সমস্ত বিধান মতে সেখানকার যে সমস্ত পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের জোতগুলি ঠিকঠিকভাবে বা তাদের চৌহিদ্দি ঠিক করে এবং তারা যাতে তাদের সেই জোতের পরচা ঠিকঠিকভাবে পায়, সেখানে তার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি. এই অভিযোগ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্রই আছে দেখা যায় যে এইগুলি ঠিকঠিকভাবে কার্য্যকরী করা হয়নি। আমার মনে হয় যে এই ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কর্ম্মচারীদের সংখ্যা খুব কম। যারা পুনর্ব্বাসনের জন্য দরখাস্ত করে বা প্রার্থনা করে, সেগুলি সরজমিনে তদন্ত করার তাদের সময় হয়ে উঠে না। আর যাদেরকে সেই কলোনীগুলিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেখানে তারা কিভাবে চলছে, তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না, তারা সময় মত তাদের বীজ ধান পাচ্ছে কিনা বা তারা যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলির সমাধানের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পরে তাদের সুবিধা হবে সেইসব বিষয় তদন্ত করা, আর যাদের সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কতজন সেখানে আছেন, আর কতজন বা সেই কলোনী থেকে ছেড়ে চলে গেছে এইসব দেখাশুনার জন্য সেখানে সুপারভাইজর বা ইন্সপেক্টার আছেন, তাদের পক্ষে সেগুলি করা সম্ভব হয়ে উঠে না। মোট কথা ঐ সুপারভাইজররা সেই সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করেন না। আমরা জানি যে এ ডি এম (ডেভেলাপমেণ্ট) একজন আছেন, তিনি কোন কলোনীতে যান বা কিভাবে তাদের পুনর্ব্বাসন চলছে এবং তাদের ডেভেলাপমেণ্ট কিভাবে হচ্ছে এইগুলি আমার মনে হয় তার সব দেখার সুযোগ হয় না বা তিনি সেগুলি দেখার প্রয়োজন মনে করেন কিনা আমরা জানি না। এখানে বাজেটের মধ্যে এই খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেইগুলি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট ঠিকঠিকভাবে ব্যয় করতে পারেন না এবং প্রত্যেকটি কাজেই যদি এই অর্থ ঠিকঠিকভাবে ব্যয়িত হয় তাহলে পরে সেই কলোনী এবং যারা সেখানে আছেন তাদের জীবন ধারার অনেক উন্নত হত। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছেন, যেমন সুপারভাইজর আছেন, ইন্সপেক্টর আছে, আমিন আছেন এই রকম আরও অনেক কর্ম্মচারী আছেন তারা তাদের যথাযত ভাবে তাদের কাজকর্ম্মগুলি পালন করছেন না বলেই আমার মনে হয়। তারা যদি সেই কলোনীগুলিতে গিয়ে সেখানকার লোকজনদের যে অভাব অভিযোগ আছে সেগুলি শুনেন

এবং দেখেন এবং তার সমাধানের ব্যবস্থা করেন তাহলে সেই সব জুমিয়াদের অনেক সুবিধা হত। যে জুমিয়াদের ঐ সব কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা কি, তারা কিভাবে চলছে, তাদের কোন ল্যাণ্ড ডিস্‌পুট আছে কিনা এই সব দেখা ঐ সব কর্মচারীদের বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে। আমি জানি যে সেখানে তারা গত ৪ বছর ধরে চেষ্টা করেও তাদের জোতের কোন পরচা তারা পাচ্ছে না। কাজেই আমার বক্তব্য এই খাতে শুধু টাকা বাড়ালেই তাদের যে সমস্যা সেগুলির সমাধান হয়ে যাবে না। বিরোধী পক্ষ থেকে বলেছেন যে সেখানে খাজনা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তবে খাজনা বৃদ্ধি করার দরকার আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছে কিনা সেটাও মনে রাখা দরকার। তাদের ডেভেলাপমেন্ট করে সেখানে যদি খাজনা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে তাদের কোন আপত্তিই থাকবে না। আমি বলি তারা সেখানে যে চাষাবাদ করছে, তাতে যদি কোন উন্নতি হয় তাহলে এই খাজনা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। আজকে তাদের কি কি প্রয়োজন? প্রয়োজন অনেক আছে, যেমন তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রাস্তাঘাট ইত্যাদির প্রয়োজন আছে, তাদের উন্নত ধরণের জীবন ধারণের প্রয়োজন আছে এবং সেগুলি যদি আমরা তাদেরকে [illegible]তে পারি তাহলে [illegible] সেখানে খাজনা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে তাতে কারো কোন [illegible]
আমাদের দেখতে হবে তারা কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করছে, যদি জুমিয়ারা সেখানে তাদের বাঁচার মত সংস্থান হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে এই খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে তাদের কোন আপত্তি থাকবে না। সেজন্য আমি মনে করছি এই জুমিয়াদের অদূর ভবিষ্যতে যদি ঠিকঠিকভাবে পুনর্বাসন করতে হয়, তাহলে যারা সুপারভাইজর, ইন্সপেক্টর, এসিষ্টেন্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং ডেভেলাপমেন্ট অফিসার আছেন, তাদের বিশেষভাবে জুমিয়াদের এই কাজগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যাবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। তাই আমি এই হাউসের মধ্যে বারবার বলেছি যে তারজন্য একটা সেপারেট ডাইরেক্টরেট করা উচিত। এবং এই ডাইরেক্টরেট কেবলমাত্র এই জুমিয়াদের পুনর্বাসনের কাজকর্মগুলি দেখাশুনা করবে। এবং জুমিয়াদের পুনর্বাসনের যে সমস্যা তার সমাধানের জন্য রচিত যে পরিকল্পনা বা স্কীম আছে, সেগুলিকে অস্তে আস্তে কার্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করবে। কেননা গত ২০ বৎসর যাবৎ আমি দেখে আসছি, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু ভাইদের জন্য উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে যে সব সুপারভাইজর এবং ইন্সপেক্টরেরা আছেন, তারা কিভাবে খাটছেন এবং পরিশ্রম করছেন। তারা সেই কলোনীগুলিতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভাইরা আছেন, তাদের উন্নত করবার জন্য যোগাযোগ থেকে আরম্ভ করে তাদের সুযোগ সুবিধার প্রয়োজনে প্রত্যেকটি করণীয় কাজের প্রতি যে ভাবে নজর দিয়েছেন আমি মনে করি যে আমাদের সরকারেরও এই জুমিয়া ভাইদের উন্নতি করার জন্য সেইভাবে নজর দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে ডিমাণ্ড এখানে রেখেছেন তার সমর্থনে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে অযৌক্তিক কাট মোশান রেখেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যা'র, আমি ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্ট নাম্বার টুকে সমর্থন করছি আর তার বিরুদ্ধে যে দুইটি কাটমোশন রাখা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি। তবে বাজেটের মধ্যে এই খাতে মোট ৫৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এবং সেটা আমাদের একটা রেভিনিউ হেডের ব্যাপারে—ইন রেস্‌পেক্ট অব সার্ভে এ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট, ইন রেসপেক্ট অব সেটেলমেন্ট অফিস র এ্যাণ্ড এষ্টাবলিষ্টমেন্ট চর্জ ইত্যাদি খাতে। তারপরে আছে ষ্টাফ আণ্ডার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ৬৭ হাজারের উপরে এবং ল্যাণ্ড রেকর্ডস এষ্টাব্লিসমেন্ট আছে ২ হাজার ২শত টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই গ্রেন্টকে সমর্থন করে ২/৪টি কথা বলছি। আমি প্রথমেই আমার বক্তব্য রাখছি ল্যাণ্ড রেভিনিউর উপর, কারণ আজকে যেভাবে ল্যাণ্ড রেভিনিউ ধার্য্য করা হয় এবং তার যে দৃষ্টি ভঙ্গি সেটা মান্ধাতার আমলে রয়ে গেছে, কাজেই সেটার পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন আছে। সেখানে আমরা যদি দেখি যে আমাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ কত হচ্ছে, তাহলে দেখব যে সেটা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকার মত। কিন্তু আমরা সেই ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করতে গিয়ে খরচ করছি প্রায় ২৩ লক্ষ টাকার উপরে। তাছাড়া আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের স্বার্থে যেসব কন্‌সার্ভ আছে এবং তার জন্য যে খরচ হচ্ছে, সেগুলির সব মিলিয়ে ল্যাণ্ড রেভিনিউর খাতে আমাদের যে ইনকমে হচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী আমাদের খরচ করতে হচ্ছে।

কিন্তু সারা ভারতের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আমাদের কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা খুব বেশী। ৫৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১৫ কোটি লোক রোজ ছয় আনা করে খরচ করতে পারে কিনা সন্দেহ। সুতরাং কৃষকদের খাজনার বেলায় আমাদের চিন্তা করতে হবে। জাপানে জমির তুলনায় পপুলেশন অনেক বেশী। কিন্তু সেখানেও তারা সেলফ্ সাফিসিয়েন্ট হয়েছে। তার কারণ কৃষকরা সেখানে উন্নত। তার আর একটা কারণ সেই দেশে যখন ল্যাণ্ড রেভিনিউ ধার্য করা হয় তখন বেসিক হোলডিং এর উপর রেভিনিউ ধার্য করা হয় না। কিন্তু আমাদের এখানে যেনাকি এক বিঘা জমির মালিক তারও কানি প্রতি ২ টাকা করে খাজনা দিতে হয় এবং যে নাকি ৪ বিঘা জমির মালিক তারও কানি প্রতি ২ টাকা হারে খাজনা দিতে হয়। সেই দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তনের যুগ এসেছে এবং সেজন্য আমাদের যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ ধার্য্য করা হবে সেটাকে সায়েন্টিফিক আউটলুক নিয়ে করতে হবে যাতে দুস্থ কৃষক তার কৃষির উৎপাদন বাড়াতে পারে, যাতে সংশিতের নোটিশ এসে ঋণের বোঝা এসে তাকে এমন কোন অবস্থায় যেন না নিয়ে যায় যাতে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং তার সমস্ত ফসল যাতে বছরের পর বাধ্য দিতে না হয় বা বিক্রি করতে না হয় খাজনা পরিশোধের জন্য এবং ঋণ পরিশোধের জন্য। সেই দিক দিয়ে আমি বলব যে বর্তমানে খাজনার যে হার ধার্য করা হয়েছে সেখানে বেসিক হোলডিং কমপক্ষে টু ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত রেহাই দেওয়া যায় কিনা সেটা যেন চিন্তা করা হয়।

তারপর আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে সেটেলমেন্টের ব্যাপার। ১৯৬৪ সনে আমাদের যিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন তিনি যে বক্তব্য হাউসে রেখেছিলেন সেখানে তিনি বলেছেন ৬ লক্ষ একর

জায়গা আমাদের খাস বেরুবে যাতে ল্যাণ্ডলেসদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ৬ লক্ষ একর জায়গায় যদি পুনর্বাসন দেওয়া যায় তা হলে আমার মনে হয় ল্যাণ্ডলেস পুনর্বাসনের প্রবলেম সোলভ হয়ে যাবে। সেই দিক দিয়ে আমাদের ইভ্যালুয়েট করতে হবে কত পরিমাণ জায়গায় ল্যাণ্ডলেসদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৪ সালে এই কথা বলেছিলেন আর আজ ১৯৬৯ সাল। অর্থাৎ পাঁচ বছর হয়েছে। এই পাঁচ বছরে কত উন্নতি হয়েছে সেটা চিন্তা করতে হবে। সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আছে, সেইসব প্রশ্নগুলি আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমরা দেখেছি পূর্বে জোতদারের জোত ছিল, সেই জোতগুলি পর্যন্ত অন্তর্ধান হয়ে গেছে। তার জোত নাই কিন্তু তার খাজনা দিতে হচ্ছে, সংশ্লিষ্টের নোটিশ আসছে। তাতে আমার মনে হয় যে সেটেলমেণ্টের জন্য ২০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে সেই সেটেলমেণ্টের কোথাও কোন একটা ত্রুটি রয়ে গেছে যার জন্য আমাদের থানাপুরীই বলুন বা বুঝারতই বলুন মোট কথা সেটেলমেণ্ট অপারেশনের সময়ে এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে যার জন্য পূর্বে যাদের জোত ছিল, খতিয়ান ছিল, খাজনা দিচ্ছিল তাদের জোতগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে অন্তর্ধান হয়ে গেছে। গরীব কৃষক মামলা করে তার জোত উদ্ধার করতে পারে না, সে দৌড়-দৌড়ি করে সেটা উদ্ধার করতে পারবে না। সরকার থেকে সেই চই ব সেটেলমেণ্টের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তা হলে তার প্রতিকার করতে হবে যাতে গ ... কৃষকরা তাদের জোত ফিরিয়ে পেতে পারে।

তারপর জুমিয়া পুনর্বাসনের কথা বলতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের সরকার ৪০টা কলোনী করেছেন, টি, ডি, ব্লক করেছেন। সেই দিক দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ৫০০ টাকা আর ৩০০ টাকা লোন দিয়ে জুমিয়া পুনর্বাসন হবে না। যদি জুমিয়া পুনর্বাসন করতে হয় তাহলে একটা পলিসি নিতে হবে ধেবর কমিশনের রিকমেনডেশনকে সামনে রেখে। সেই পলিসি হল এই যে জুমিয়াকে তার শিক্ষাগত ডেভেলাপমেণ্ট, তার অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, তার স্বাস্থ্য, জল সমস্ত কিছু বিবেচনা করতে হবে। ৩০০ টাকা দিলাম বা ৫০০ টাকা দিলাম তাতে তাদের পুনর্বাসন হয় না। আপনারা যদি তদন্ত করেন তা হলে দেখবেন যে যেখানে তাদের জায়গা দেওয়া হয়েছে সেই জায়গায় তারা থাকে না। তার কারণ ৩০০ টাকায় এক জোড়া বলদের দাম হয় না। ৩০০ টাকা দিয়ে সরকার বলবে এই দিয়ে তুমি চাষ কর বলদ কেনো, বীজধান কেনো। সেটা এই টাকায় অসম্ভব। অতএব আমি যে কথাটা বলেছি একটা ডেফিনিট পলিসি, সায়েনটিফিক পলিসির উপর ভিত্তি করে একটা জেনারেল লেজিসলেশান করে জমির উপর তাদের নিরাপত্তা, মহাজনদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের এডুকেশন, তাদের ইকনমিক রিহেবিলিটেশন এবং তাদের স্বাস্থ্য, এইগুলিকে সামনে রেখে তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যাপারে উনারা বলতে গিয়ে অনেক গালিগাবাজ সরকারকে করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি একমত নয়। আমার কথা হচ্ছে কনস্টাকটিভ সাজেশন সরকার ওয়েলকাম করেন। সেই দিক দিয়ে আমি বলব যে কনষ্ট্রকেটিভ সাজেশন বিরোধী

সদস্যরা দিতে পারেন নি। তাদের বক্তৃতায় শুধু পাওয়া যায় নেগেশান। নেগেটিভ ক্রিটিসিজম দিয়ে কোন সময় সাফল্য লাভ করা যায় না। যদি কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশন থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটাকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি বলেই তাদের যে কাটমোশন এনেছেন আমরা সদস্য হিসাবে সেগুলিকে গ্রহণ করতে পারি না।

তারপর আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্বন্ধে এবং সেটেলমেন্ট সম্বন্ধে। ল্যাণ্ডলেসদের ল্যাণ্ডের রেভিনিউ কি হবে সে সম্বন্ধে তারা স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। আমাদের ভুবনেশ্বর প্রগ্রামে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কিভাবে ল্যাণ্ডলেসদের সেটেলমেন্ট দেওয়া হবে এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আমি কিছুটা আলোকপাত করেছি যে কি হওয়া উচিত এবং আমি ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসের সামনে যে অর্থের মঞ্জুরী চেয়েছেন, তার আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে এই যে টাকা, এই যে অর্থ চাওয়া হয়েছে, সেটা আমরা যে সমস্ত আলাপ আলোচনা করি, যে সমস্ত কাজ দ্বারা আমরা প্রকৃত ভূমিহীন, জুমিয়া ইত্যাদিকে জমিতে বসাতে চাই, তাদের উন্নতি করতে চাই, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত এস্টাব্লিশমেন্ট কস্ট দরকার, সেইজন্যই এই টাকা চাওয়া হয়েছে। তাই আমি সার্বিক দিক দিয়ে ত্রিপুরার ভূমিহীন মানুষ, ত্রিপুরার দরিদ্র কৃষক, আদিবাসী ভূমিহীন, সিডিউল কাস্ট এবং অন্যান্য ভূমিহীন যারা আছে, তাদের জন্য কাজ করার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেই টাকা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশান এসেছে, তার সম্পর্কে আমাদের রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, আমি বিস্তারিতভাবে আর বলতে চাই না, তাদের যুক্তিগুলির মধ্যে কোন বাস্তবতা বা কনষ্ট্রাক্টিভ সাজেশন নেই, আছে শুধু গালিগালাজ, সমালোচনা ইত্যাদি। আমাদের মাননীয় প্রমোদ বাবু বলেছেন যে, যে কোন জায়গা থেকেই যদি কোন কনষ্ট্রাক্টিভ সাজেশন আসে, সেটা গ্রহণ করে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটা কার্য্যে রূপদান করার জন্য রুলিং পার্টি তৈরী আছেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেখা যায় তাদের কাটমোশান এখানে রাখা হয়েছে যে 'অপর্য্যাপ্ত জুমিয়া পুনর্বাসনের অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে'। আমি মাননীয় সদস্যকে বাজেট বইটা ভাল করে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations, সেখানে দেখা যায় ১৪,২২,৫০০ টাকা রাখা হয়েছে কি না? আমাদের ১৯৬৭-৬৮ সনে সেই অর্থ ছিল ৭,৫২,৯৪৮, টাকা সেটাকে বাড়িয়ে ১৯৬৮-৬৯ সনে আবার করা হয়েছে ১৪, ২২, ৫০০, টাকা কাজেই আমি বলব, তারা যখনই কোন কিছু বলেন বা কোন সমালোচনা রাখেন সেটা যেন ভাল করে দেখাশুনা করে আলোচনা করেন এবং তাদের কাছ থেকে যদি কোন কিছু কনষ্ট্রাক্টিভ সাজেশান আমরা পাই সেটা গ্রহণ না করার কোন কারণ নেই। মূল যে কথাটা সেটা হচ্ছে কি করে জুমিয়া, ভূমিহীন যারা আছে, সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব ভূমিহীন যারা আছেন, বা অন্যান্য যারা আছেন, তাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার

বিবেচনা করে, তাদের যে ভূমিতে বসানো, তাদের সে কাজকে তরান্বিত করা, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই বাজেটে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকারকে দেখতে হবে কি করে তাদেরকে বসানো যায়, কোথায় জমি পাওয়া যায়, সেই সব দিক দেখতে হবে, কাজেই এই মূল সমস্যার কথাটা চিন্তা করতে হবে। আজকে দেখা যায় জিরাতিয়া প্রজা, জিরাতিয়া প্রজা যারা ভূমি ছেড়ে গেছে, সেই সমস্ত জমি পড়ে আছে, সেই সমস্ত জমি ভূমিহীনদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার অকৃপন না করে, খাস করতে হবে, খাস করে সেখানে ভূমিহীনদের বসাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সাজেশন বর্তমানে যে সিলিং লিমিট আছে ২৫ একর, তদূর্দ্ধে জমি যার আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এই প্রস্তাবে নিশ্চয়ই রাজী হবেন না যে এই সিলিং লিমিটকে কমিয়ে ১০ একর করা হউক, এবং তাদের যে তদূর্দ্ধে জমি সেটা দিয়ে ভূমিহীনদের বসানো হউক। এই ধরণের কোন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশন আমরা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছি না। আমাদের মাননীয় সদস্য নিশিবাবু বলেছেন যে ডায়না বাঁয়া কোম্পানী, সেটা ঠিক, তাদের যথেষ্ট এ্যাজেন্ট আছে, যারা বড়বড় জোতদার, ৭৮।১৫ একর জমি আছে, এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট, বর্গাদার বিভিন্ন কৃষক যারা সত্যিকার জমিতে খাটে, কি[illegible] বড় [illegible] [illegible]

দিতে চান না, তাদের সমস্ত, যে ফসল তারা ফলান, সেই সমস্ত [illegible] জমিতে বসাবার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আজকে এই প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে তারই প্রশ্ন এসেছে রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে। কিন্তু তাতে তারা কেন এগিয়ে আসছেন না? বড় জোতদার যারা তাদের যে সিলিং লিমিট সেটা কমিয়ে তাদের যে বাড়ন্ত জমি, আদিবাসী ভাই যারা আছেন, যারা সিড্যুল কাস্ট, সিড্যুল ট্রাইব আছেন, এবং অন্যান্য কাস্টের যারা ভূমিহীন আছেন, সত্যকার তাদের মধ্যে বন্টন করার জন্য, কেন তাতে অপজিশন এগিয়ে আসছেন না। তারা আসবেন না। কারণ তাদের দুর্বলতা আছে। তারা কাজ চান না, তারা সস্তায় নাম কিনতে চান। কারণ এই প্রস্তাব যদি তারা রাখেন, তাহলে তাদের পার্টি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, এখন হয়েছে দুই তিন পার্টি, আবার হয়তো পাঁচ ছয় পার্টি হয়ে যাবে। কাজেই এদিকে তাদের কোন ভাষা নেই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বিধান সভার মধ্যে এইসব কথার যৌক্তিকতা বা সারবত্তা আছে বলে আমি মনে করি না। তাই আমি বলছি আমাদের দেখতে হবে প্রকৃত ভূমিহীন, সে জুমিয়াই হউক, বা অন্যান্য কাস্টেরই হউক, তাদের কি করে জমিতে বসাতে পারি। আজকে আমরা যখন প্রকৃত ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার দিয়ে, জমিতে বসাতে চাই, সেখানে আসে বাধা, বিপত্তি, আসে আন্দোলন। কাজেই আমি অপজিশন পার্টিকে বলছি আসুন আমরা একসঙ্গে মিলে মিশে সমস্ত জনসাধারণের স্বার্থে ভূমিহীনদের স্বার্থে এগিয়ে যাই, আসুন আমরা আজকে একসঙ্গে সুর মিলিয়ে শ্লোগান দেই, ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া দরকার। ভূমিহীন যেই হউক, আদিবাসী হউক সিড্যুল কাস্টই হউক, বা অন্যান্য কাস্টেরই হউক, তাদের মধ্যে জমি তুলতে হবে, এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে পতিত যে জমি আছে, সেখান থেকে জমি বের করে এনে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয়, এক জায়গায় আমরা দেখছি যে প্রকৃত ভূমিহীনদের বসানোর জন্য একটা ল্যাণ্ডলেস কলোনী করা হবে, সেই জায়গাতে আজকে দেখতে পাই বিরোধী পক্ষ থেকে হৈ হৈ রব উঠছে। যখনই কোন কলোনীর কথা উঠে তখনই তাদের কাছ থেকে রব উঠে এবং প্রকৃত ভূমিহীন নয়, তাদেরও বলা হয় ভূমিহীন। বাপের জমি আছে, অথচ ছেলেকে তারা প্রকৃত ভূমিহীন বলে সেই জায়গায় লেলিয়ে দেন, এবং আন্দোলন করে যে কাজ আমরা সুষ্ঠু ভাবে করতে পারি, সেটাকে বানচাল করার একটা প্রচেষ্টা তারা নেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে এই ডান এবং বাম দুইটি পার্টিই যেন উঠে পড়ে লেগেছে যাতে করে সরকারের যে সমস্ত প্রচেষ্টা সেগুলি বানচাল হয়ে যায়। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যদি বাস্তবিকই জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, আজকে তারা যেভাবে বলছেন যে জনসাধারণের জন্যই তাদের প্রাণ, তাহলে তারা যেন আমাদের সঙ্গে এক সুরে কথা বলেন এবং রুলিং পার্টির সঙ্গে সহযোগীতা করেন যাতে করে সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প আছে সেগুলিকে সুষ্টভাবে কার্য্যে রূপায়িত করা যায়, এবং সে জন্য তারা সচেষ্ট হন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা আর একটা কথা বলেছেন যে আজকে নাকি দলে দলে আদিবাসীরা ১৮ মুড়াতে আসছে এবং অন্যান্য যেসব কলোনী আছে, সেগুলি থেকে তারা দলে দলে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন এবং তারা আজকে অনাহারে মারা যাচ্ছে। কেন তারা অনাহারে মারা যাচ্ছে? কে তাদের অনাহারে মারা যাওয়ার জন্য দায়ী? আমি বলব যে এই বিরোধী পক্ষই তার জন্য দায়ী। আজকে তাদের সৃষ্ট যে জিনিষগুলি আছে, তারই জন্য তাদের এই অবস্থা হচ্ছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের নাম আর আমরা বারবার বলতে চাই না। তারা জানে যে সেংক্রাক তাদেরই সৃষ্ট পার্টি, তাদের সেই পার্টির দৌরাত্ম্যে, অত্যাচারে আজকে এই সরল আদিবাসীরা কাঞ্চনপুর, দশদা প্রভৃতি জায়গা থেকে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, তারা সেখানে আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে যে এই সেংক্রাক দলের জন্য তাদের ধন, প্রাণ এবং মান সবই আজকে তাদের জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে, তারা এই সব রক্ষার জন্য আজকে শুধুমাত্র আশ্রয় খোঁজছে এবং কিভাবে আজকে তাদের সেগুলি রক্ষা করা যায় তারই জন্য তারা আজকে ভীষণভাবে উদগ্রীব হয়ে আছে। আর সেই কারণেই তাদের মধ্যে কেউ কেউ আজকে ১৮ মুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ছুটে আসছে। এতে মনে হচ্ছে তারা যেন একটা শাঁকের করাতের মধ্যে পড়ে আছে, এদিকে গেলেও কাটবে ঐদিকে গেলেও কাটবে। সেখানে তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে, জোর করে তাদের ঘর থেকে ধান, টাকা পয়সা ইত্যাদি ঐ দল লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা আজকে বাধ্য হয়ে এই আঠারো মুড়াতে আসছে। অথচ তারাই আজকে বড় গলা করে এখানে বলছেন যে এই কংগ্রেসী সরকার তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং এই সরকার তাদেরকে রক্ষা করতে পারছেন না। তাই আমি বলি এই যে সেংক্রাক, শান্তি সেনা এবং শান্তি ফৌজ যেটা তাদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি আজকে এখানে সেখানে দাঙ্গাবাজি করে সেখানকার যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে সরকারের যে পরিকল্পনা

সেগুলিকে বানচাল করে দিতে চায়। কাজেই তাদের এই কুৎসিৎ এবং সমাজ বিরোধী কাজ,- সেগুলির প্রতি সরকারের নজর দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাম এবং ডানের সৃষ্ট যে সেংক্রাক, শান্তি সেনা, সেগুলির মাধ্যমে তারা দেশের মধ্যে যেভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন, সেটাকে আমরা একটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বরদাস্ত করতে পারি না, সেটাকে আমাদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে, তা নাহলে জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা সরকারীভাবে যে সমস্ত প্রকল্প এবং স্কীম গ্রহণ করেছি, সেগুলিকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারব না। তবে আমি মনে করছি যে আমাদের সরকার এইদিকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসছে এবং আসবে। ভারতবর্ষ যখন ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়, তখন আমরা বা আমাদের যারা তখনকার বড় বড় নেতা ছিলেন তারা এই উদ্বাস্তুদের কথা দিয়েছিলেন যে তোমরা আসলে পরে তোমাদেরকে আমরা জায়গা দেব। অর্থাৎ ভারতের মধ্যে আমরা যারা আছি, তাদেরকে ও আমরা সেইভাবে গ্রহণ করব। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই তারা আজকে এখানে আসছে এবং আরো আসবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই উদ্বাস্তুর নাম শুনলেই আতংকে শিহরিয়া উঠেন। কেন তারা আজকে এই উদ্বাস্তুর নামে আতংকে ফেঠে পড়েন আমি তো সেটা বুঝে উঠতে পারি না। হয়তো তারা দেখছেন যে এই উদ্বাস্তু আসার ফলেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নানাভাবে নানা ধরনের উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উদ্বাস্তুরা এখানে সর্বহারা হয়ে আসছেন, তবু তারা ধীর পদক্ষেপে তাদের সেই হৃত যে জীবন সেটাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করছেন। আজকে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো তাদের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পেরেছেন বলে জানিনা তাদের কোন হিংসা বা বিদ্বেষ আছে কিনা। কিন্তু একটা কথা তাদের তো আর সরল আদিবাসীদের নিয়ে ঐ সেংক্রাক জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ এই সব বলতে তো আর কোন অসুবিধা তাদের হচ্ছে না। তাহলে কেন এই উদ্বাস্তুদের নাম শুনলে তাদের এত গাত্রদাহ হয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখতাম যে তারা গাড়ী ট্রাক ইত্যাদি দিয়ে বহু লোককে তাদের মিটিং শুনার জন্য আনত কিন্তু এখন দেখছি যে তারা আর সেটা করছে না। এই সেদিনও দেখলাম যে গোলবাজারে যখন তাদের পার্টি মিটিং হল তাতে তারা আগের মত গাড়ী ট্রাক ইত্যাদি দিয়ে লোকজন আনে নাই। কেন তারা সেটা আর এখন করছেন না? তারা কি তাহলে বুঝতে পারছেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বাঙ্গালী আসার পর, তাদের যে চাল চলন তাদের যে ব্যবহার, তাদের যে কথাবার্ত্তা, তাদের যে ব্যবসাবাণিজ্য, তাদের যে এগ্রিকালচার করার পদ্ধতি এবং তাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সেগুলি আজকে আদিবাসী বলুন আর জুমিয়াই বলুন তারা আস্তে আস্তে দেখে শুনে দখল করে নিচ্ছেন। আর সেজন্যই দেখা যাচ্ছে যে আজকে আদিবাসী কৃষকেরা কৃষির দিকে বেশী ঝোক দিতে পারছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে তাদের আতংক হওয়ার আর একটা কারণ আছে, সেটা হল তারা দেখছে যে এই বাঙ্গালীরা এখানে আসার

দরুন তাদের দেখে আদিবাসীদের মধ্যে জমিতে কিছু করার, লেখাপড়ায় শিক্ষায় দীক্ষায় এই সব দিক দিয়ে তারা যখন এগিয়ে যাবে, তখন তারা তো আর ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলবে না, তাহলে তাদের উপায় কি হবে সেজন্যই আজকে তারা সরকারের যে প্রকল্প যার দ্বারা জনগনের উপকার হতে পারে সেগুলি বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সেটা আমি জানি এবং তার একটা প্রমাণ আমি হাতে নাতে ধরতে পেরেছি। সেটা কেমন সেটাই আমি এখানে বলছি—আমি যখন ডাক্তারী পড়তাম তখন একটা আদিবাসী লোক আমার কাছে এসে বলল যে ডাক্তার বাবু আমার ছেলের টাইপয়েড তার জন্য একটা ঔষধ দিন। আমি বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তাকে বললাম যে একটু বস আমি হাতের কাজটা সেরে নেই আর তাছাড়া তোমার ছেলের টাইপয়েড হয়েছে বলছ সেজন্য তো একটু চিন্তা ভাবনা করে ঔষধটা দিতে হবে। আর তোমাকে ঔষধ না দিয়ে গেলে তো ছেলেটি মারা যেতে পারে। সে বলল বাবু আজকে আমাদের পার্টি মিটিং আছে, সেখানে আমাকে যেতেই হবে, না গেলে পরে আমার জরিমানা করবে এবং আমাকে সমাজ থেকে বাহির করে দেবে। এতেই আমি বুঝতে পারলাম সেখানে কিভাবে এই সরল আদিবাসীদিগকে ষ্টেরেলাইজ্‌ড করে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজকে তারা যে কিভাবে পার্টি করছেন সেটা আমরা জানি, শুধু আমরা নয় সাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষ সেটা জানে। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন এই আদিবাসী এবং বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে না তুলেন। তারা জানে যে কি আদিবাসী কি উদ্বাস্তু বাঙ্গালী তারা সবাই ভাই ভাই, সেখানে তাদের মধ্যে এই ধরনের বিভেদ সৃষ্টি করার কোন কারণ নেই। তবে আমি এই কথা বলব না যে পাকিস্তান থেকে যারা আসবে, তাদের সবাইকে এই ত্রিপুরার মধ্যেই জায়গা দিতে হবে; আমরা ত্রিপুরার মধ্যে যতটুকু পারি তাদেরকে রাখার ব্যবস্থা করব কিন্তু যারা বেশী হবেন তাদেরকে ত্রিপুরার বাহিরে অন্যত্র কোথাও জায়গা দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করে তার ব্যবস্থা করবেন।

আজকে আমরা এই কথা বলব না যে এখানে যে সব আদিবাসীরা আছেন তারা সবাই এখান থেকে চলে যাক, আর তাদের জায়গাতে যে বাঙ্গালী আসবেন তারা বসুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজকে তাদের মুখ থেকেই এসব কথা শুনা যাচ্ছে। ভারত সরকার আজকে এখানে যারা আছেন বা বসবাস করছেন তাদের সবাইকে এক গোষ্ঠী বলেই মনে করে থাকেন। সেখানে তারা যে উদ্বাস্তুকে আতঙ্ক বলে মনে করছেন সে ভাব থাকার কথা নয়। তারা সেখানে ভাবছেন কি করে এই উদ্বাস্তুকে রক্ষা করা যায়, এই আদিবাসীদিগকে রক্ষা করা যায় এবং ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষকে যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা যায় তার কথাই তারা সমভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু এরা সেখানে কি করছেন, আমি দেখেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে যেমন ধর্মনগরের কাছে একটা জায়গা আছে সেখানেও তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। এইতো আজকেই আমার কাছে লোক এসেছে, এসে বলল যে

আমরা কি করব। আমি বললাম কেন, আবার কি হয়েছে? সে বলল যে বাঙালী উদ্বাস্তুরা এসে আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম যে না নেবে না, এটা তাদের প্রচার, এই সব প্রচারে তোমরা ভুলিও না। তারা হচ্ছে সরল আদিবাসী, তাদেরকে যদি ভণিতা করে কিছু ভালভাবে বুঝানো যায়, তাহলে তারা সেটা বিশ্বাস করে। সেখানে তাদেরকে নানা প্রলোভন দিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন এই রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে ঐ আদিবাসী এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে সুন্দরভাবে বুঝান যে আমরা আদিবাসী উদ্বাস্তু ভাই ভাই, আমরা সবার জন্য সবাই আছি, কেউ কাউকে হিংসা বা দ্বেষ করার কিছু নেই আমরা সবাই মিলে মিশে এই ত্রিপুরাকে গড়ার কাজে সহায়তা করব, আর সেটা করলে পরেই এই ত্রিপুরা বিভিন্ন দিক দিয়ে সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এবং সেই গড়ার পিছনে আজকে যাদের দান আছে, সেটা হচ্ছে এই কংগ্রেস সরকারের, সেই কংগ্রেস সরকারকেও আজকে সমালোচনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানো হয়, সেটা আমি এই হাউসের মধ্যে দেখেছি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এই আক্রমণাত্মক কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে তারাই আমাদের যারা কৃষক তাদেরকে অ.ক্রকে ত । ন ন ঃ করছে, করে আমাদের ধান উৎপাদন সেটাকে ব্যাহত করছে। কিন্তু আমি বলি তারা কেন কনষ্ট্রাকটিভ কিছু না করে ডেষ্ট্রাকটিভ ওয়েতে যাচ্ছে, তাদের এই মনোবৃত্তিকে আমি নিন্দা করি, ঘৃণা করি। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা আর একটি কথা বলেছেন যে খাজনা মকুব করা হউক।

খাজনা আমাদের কমানো দরকার, মুকুব করা দরকার। এই সম্বন্ধে আমাদের রুলিং পার্টির মধ্যেই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা চিন্তা করি সেটাই তারা নাম কেনার জন্য আগে থেকে প্রচার করে যাচ্ছে আর এই সব নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন মানুষদের প্রকৃত অভাব অভিযোগের কথা শুনে সেই দিকে আমরা দৃষ্টি দেওয়া ঠিক বলে মনে করি। সেই মুহূর্তে তারা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন রকমে প্ররোচনা দেয়…

Mr, Speaker- The House stands adjourn till 2 P. M. te-day. Hon'ble member speaking will have the floor.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— অনারেবল মেম্বার শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ২ সম্পর্কে আমি বলছিলাম। আমাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্পর্কে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে কুর্ফা প্রজা সম্পর্কে। কুর্ফা রায়ত ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় আছে। ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্ট অনুসারে তারা জমির মালিক হতে পারে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের

৩০ গুণ খাজনা দিতে হচ্ছে কমপেনসেসান বা ক্ষতিপূরণ বা নজরানা বাবত। সেই সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার। সে জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কুর্ফা রায়তরা জমি কিনে নিয়েছে। জোতদারে কাছ থেকে তারা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তারা জমি প্রথমে কিনে নিয়েছিলেন এবং আমরা দেখেছি যে সেই জমি পর পর কয়েকবার বিক্রি হয়েছে। প্রথম যিনি ছিলেন তিনি হয়তো এখন আর নেই। তার পরিবর্তে যিনি ছিলেন তিনিও নেই। এখন যিনি জমিতে আছেন বাড়ীতে আছেন তার বসবাসের ভবিষ্যত এটার উপর নির্ভর করছে। তাদের এই জমি ছাড়া উপায় নেই। এইজন্য তাদের জমির মালিকানা দেওয়ার কথা আছে ল্যাণ্ড রিফর্ম্স আক্টে। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তারা যে খাজনার ৩০ গুণ দিয়ে যাচ্ছে সেটা যদি মকুব করা যায় তাহলে তারা বাঁচে। আমাদের গ্রামে ৩০ থেকে ৫০টা পরিবার আছে কুর্ফা রায়ত। তাদের আজকে হয়রানি হতে হচ্ছে। যে সামান্য জমি তাদের আছে সেই জমি চাষাবাস করে তাদের খাদ্য নিজের ছেলেমেয়েদের লেখ পড়া, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যোগাড় করতে হয়। কাজেই সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার যাতে কুর্ফা রায়তদের ৩০ গুণ খাজনা দিতে না হয়। এই বলেই আমি ডিমাণ্ড নাম্বার টুতে যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার টুকে আমি সমর্থন করি এবং এর উপর যে বিরোধী দলের সদস্যগণ কাটমোশন এনেছেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করি না। এই ডিমাণ্ডের উপর আমাদের অনেক মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। আমি এর বেশী কিছু বললে শুধু কলেবর বৃদ্ধি হবে। এর বেশী আর কিছু না। যাই হোক তবু আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। নামজারী সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে আজকে আমাদের সার্ভে সেটেলমেন্টের নামজারী প্রায় শেষ। ফাইন্যাল পাবলিকেশন রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একজনের জমি অন্যজনের নামে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে। তাতে মনে হয় ওয়ান টেন্থ অব দি ল্যাণ্ড হয়ত প্রকৃতপক্ষে নামজারী হয় নাই। এই নামজারী না হওয়ার ফলে আমাদের রেভিনিউ অনেক ফল করবে। কারণ এটা হয়ত ত্রিপুরা সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত হয়েছে। খাস খতিয়ানভুক্ত যদি হয় তাহলে এমনও দেখা গেছে যে একটা জমি হয়ত ১১০ বছর যাবত একজন লোকের নামে ছিল। কিন্তু এটা খাস খতিয়ানভুক্ত হওয়ায় এখন তহশীল কাছাড়ীতে খাজনা দিতে গেলে তারা খাজনা নেয় না। সেজন্য আমাদের গভর্ণমেন্টের রেভিনিউ ফল করছে। গতকাল খিলপাড়া থেকে একটা লোক আমার কাছে এসেছিল, তার নাম হল শিশু মিঞা। তার দেখা যাচ্ছে ৮৬ নম্বার একটা জোত আছে। কিন্তু তার যে নকল গিয়েছে সেটাতে দেখা গেল যে এটা খাস খতিয়ানভুক্ত হয়েছে। সেই জায়গাটা

তিন কানি সম্পত্তি। সে তিন হাজার টাকা কানি ক্ষেত বিক্রি করার চেষ্টা করছিল, সে হাঁপানি রোগী। কিন্তু যখন নাকি তার এটা কাওলা হবে তখন পরচাতে গিয়ে দেখল যে খাস খতিয়ানভুক্ত। ঠিক এইরকম আর একটা কেস হয়েছে আমার নিজের বেলাতেও। আমার উত্তরচন্দ্র মৌজাতে একটা ১৪৩ নাম্বার জোত, আর একটা ১৭৮ নাম্বার জোত, দুইটা জোত আছে। আমি দেখলাম ১৪৩ নাম্বার জোতের নামজারা হয়েছে। তারপর ১৭৮ নম্বর জোতটা যখন নাকি নামজারী করেছিল তখন তারা সরেজমিনে গিয়েছে, গিয়ে এটার দখলদার কে সেটাও জেনে এসেছে যে এটা আমার দখলে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে ১৪৩ নাম্বার জোতটা খাস করে ফেলেছে। তারপর আমি তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের ৪৫ ধারা মতে দরখাস্ত দিয়েছি। দরখাস্ত দেওয়ার পরে এটা আজ পর্যন্ত তদন্তাধীন আছে। আমি অনেক চেষ্টা তদ্বির করায় হয়ত এটা সার্ভে সেটেলমেন্ট থেকে দুইটা জোত একত্র করে যাতে নাকি নামজারী হয় এইভাবে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে শুনলাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শত শত লোকের জমি হয়ত জোতে আছে কিন্তু খাস খতিয়ানভুক্ত হয়ে গেছে। সেজন্য আমি বলছি আমাদের ৯৫ ধারা অনুসারে আমি একটা রিজলিউশন এনেছিলাম। যাই হোক আমি আশা করব যেগুলি নাকি পেনডিং কেস আছে সেগুলি যেন ৯৫ ধারা অনুসারে যথাযথভাবে তদন্ত হয়ে কার্যে রূপায়িত হয়। এটা যদি করা হয় তাহলে লিটিগেশনটা কমবে এবং যারা নাকি দরিদ্র জোতদার, যাদের সিভিল স্যুট করার ক্ষমতা নাই তারা হয়ত একটা রিমেডি পাবে। সেজন্য এখন আমি এটাতে স্টিক করছি। তারপর নামজারীর ব্যাপারে আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় হয়ত সিলিঙের উর্দ্ধে জমি আছে। এই সকির জমিটাও তাদের নামে নামজারী হয়ে গেছে। আমাদের প্রমোদ দাশগুপ্ত বাবু বলেছেন যে ত্রিপুরাতে ৬ লক্ষ একর জমি উদ্বৃত্ত আছে। আমার মনে হয় ফাইন্যাল পাবলিকেশন হয়ে গেলে ১ লক্ষ একরও থাকবে না। সুতরাং ভূমিহীন যারা তারা ভূমিহীন অবস্থাতেই থেকে যাবে। তাদের সত্যিকারের পুনর্বাসন হবে না। নামজারী এবং নজরের ব্যাপারে দেখা গেছে যে হয়ত কিস্তিতে নজর দেবার জন্য প্রভিশন আছে। হয়ত এক কিস্তি দেওয়ার পর নামজারী হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় কিস্তি আর দিচ্ছে না। সেজন্য আমাদের রেভিনিউ কম করছে। তার পর ইজারা সম্বন্ধে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্টে কোন বিধান নাই। সুতরাং মহারাজার সময়ে যে আইন ছিল সেটা এখনও চলছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে একজন একটা ইজারা নিল তার নজর হল ৫০ টাকা। কিন্তু তার সুদ দিতে হবে শতকরা তিন টাকা দুই আনা হারে। এক বছর পরে দেখা যায় যে ১০০ টাকা যদি ইজারা হয় তাকে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা দিতে হয়। এটা মাফ করে দেওয়ার কোন ক্ষমতা কালেকটারের নাই। সুতরাং এই ইজারার সুদটা যাতে এনহেন্সড সুদ না হয় সেজন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তারপর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ধোপাছড়ি গোদারা ঘাটের ইজারার টাকাটা এখন নাই। সেটা ফ্রি হয়ে গেছে। কিন্তু ইজারাদারের এখনও হাজার হাজার টাকা বকেয়া পড়ে

রয়েছে। জগন্নাথ দিঘী ইজারা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন সেটা ফিসারী নিয়ে গেছে (গভর্ণমেন্টের)। কিন্তু ইজারার টাকা এখনও বাকী পড়ে রয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইজারাতে একটা গলদ আছে যারজন্য এত রেভিনিউ ফল করছে। হয়ত ইজারার টাকা কিস্তিতে দিতে হবে। এক কিস্তিতে যদি না দেয় তাহলে তার ইজারা ক্যানসেল করে দেওয়ার যদি বিধান থাকত তাহলে আমাদের হাজার হাজার টাকা রেভিনিউ ফল করতো না। তারপর জুমিয়া পুনর্বাসন সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের নিশীবাবু এবং অন্যান্য সদস্যরা কন্সট্রাকটিভ সাজেশন রেখেছেন। তবে আমি বলছি যে যারা জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছেন তাদের আবার জুমিয়া হতে হচ্ছে। আমাদের বাগমা এলাকায় দেখেছি যে অনেক জুমিয়া তাদের ল্যাণ্ডটা হয়ত অন্য আদিবাসীর নিকট বিক্রি করে ফেলেছে নয়ত কোন নন্ ট্রাইবেলের কাছে বিক্রি করে ফেলেছে। কিভাবে যে এটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। এটার একটা তদন্ত করা উচিত যাতে জুমিয়ারা আবার জুমিয়া না হয়। এমনও দেখা যায় যে একজন জুমিয়ার ৫ জন ছেলে আছে। সে এই ৫ ছেলেকে জুমিয়া দেখিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে টাকা নিয়েছে। কিন্তু আবাদ অনুষ্ঠানের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। সেজন্য আমাদের ঘণশ্যাম-বাবুও বলেছেন যে এই টাকাটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নতুবা বছর বছর জুমিয়া বাড়বে। তারপর আড্ডা ট্যাক্সের কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যে মহারাজার আমলে যে আড্ডা ট্যাক্সের একটা বিধান ছিল এটা এখন পর্যন্ত আছে। এই আড্ডা ট্যাক্স হয়তো একজনের নামে পেপারে ছিল। তারপর দেখা গেল সেই ব্যক্তির ৫ ছেলে। তারা পৃথক হয়ে গেছে। কিন্তু সেই ৫ জনের নামে আর সেই ব্যক্তি আড্ডা ট্যাক্স বসাতে পারছে না। সেজন্য আড্ডার দরখাস্ত দিলে তার হয়তো ন্যাশনেলিটি প্রুফ দিতে হবে অথবা ভোটারলিষ্টে নাম আছে কিনা এই সমস্ত নানারকম ঝামেলা দিয়ে পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু সে যে একটা ট্যাক্স দিচ্ছে গভর্ণমেন্টের কাছে সেটা সে প্রুফ করতে পারছে না। হয়ত তারা আড্ডা ট্যাক্স দিতে ইচ্ছুক। সেটা যাতে তারা দিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে আমাদের আয়ও বৃদ্ধি হবে। আজকে দেখা যাচ্ছে যারা নাকি শ্বাপদ সংকুল ত্রিপুরা রাজ্যকে চাষোপযোগী করে গড়ে তুলেছিল তাদের বংশধরগণই আজকে ভূমিহীন। আমাদের এখানে একটা প্রবাদ আছে লাঙল যার জমি তার। কিন্তু সত্যিকারের ল্যাণ্ডলেস যারা তারা এখন বর্গাপত্তনও পাচ্ছে না। জোতদাররা মনে করছে তাদের যদি বর্গাপত্তন দিই তাহলে বোধ হয় জমি আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে যারা নাকি ভাগচাষী ছিল তারা এখন চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন। তারা এক বেলা খেতে পারে আর এক বেলা খেতে পারছে না। হয়তো তাদের কৃষি করবার আগ্রহ আছে, তাদের একজনের ৪/৫টি ছেলে আছে। কিন্তু তারা জমি বর্গাপত্তন পাচ্ছে না। তাদের নিজেদেরও জমি নাই। যারা নাকি বছরের পর বছর ত্রিপুরাকে আবাদ অনুষ্ঠান করে গড়ে তুলেছে তাদের মধ্যে যারা ল্যাণ্ডলেস তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের ছেলেমেয়ের সুখ সুবিধার দিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

তারপরে আমাদের ফরেষ্টের মধ্যেও অনেক জোতের জায়গা আছে, সেগুলি যদি আমাদের সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়, বা তাদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের রেভিনিউ আরও কিছুটা বাড়বে। আর খাজনা আদায়ের বেলায় আমরা দেখেছি যে মহারাজার আমলে যে সমস্ত তহশীল ছিল, সেগুলি এখনও আছে। সেখানে একজন তহশীলদার, একজন নায়েব আর একজন পিয়ন থাকে। যেমন আমাদের রাধাকিশোর পুর এবং শালগড়াতে দুইটি তহশীল আছে, সেখানে প্রতিটি তহশীলের লোকসংখ্যা হবে প্রায় ১ লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ, এই লোকজনদের কাছ থেকে জমির খাজনা আদায় করতে হলে পরে বর্তমানে যে স্টাফ আছে তার দ্বারা সমস্ত খাজনা সম্যক আদায় করা মোটেই সম্ভবপর নয়। ফলে বহু খাজনা অনাদায়ী হয়ে পড়ে থাকে বছরের পর বছর, সেদিকে যে একটা অব্যবস্থা চলছে সেটাও আপনারা সবাই অবশ্য জানেন, কাজেই সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত বলে আর কোন লাভ হবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই সমস্যার সমাধান কল্পে আমার প্রস্তাব হল যে সেখানে ৩টি করে রেভিনিউ ভিলেজকে নিয়ে একটা তহশীল করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর সেই তহশীলে একজন করে তহশীলদার আর ২/৩ জন করে পিয়ণ থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলব যেমন আমাদের শালগড়া তহশীলে প্রায় ৩০টির মত রেভিনিউ ভিলেজ আছে, সেটাকে যদি প্রতি তিনটি রেভিনিউ ভিলেজ করে একটি তহশীল হয়, তাহলে পরে সেখানে আমরা ১০টি তহশীল করতে পারব, তাতে করে আমরা ১০ জন তহশীলদার এবং ৩০ জন পিয়ণ পাব, কাজেই এই স্টাফ দিয়ে আমরা আমাদের জমির জন্য পাওনা যে রেভিনিউ, সেটা বেশ তাড়াতাড়ি আদায় করতে পারব বলে আশা করছি। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব, সরকার যেন আমার এই প্রস্তাবটা বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখেন এবং আমাদের যে রেভিনিউ সেটা যাতে আমরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রপারলি আদায় করতে পারি তার ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। আর এই খাজনা আদায়ের ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায় যে বিনা নোটিশে কৃষকদের কথাকে তাদের যা কিছু আছে এমন কি জমি পর্যন্ত ক্রোক করা হয়ে থাকে। অথচ সেখানে নোটিশ দেওয়ার বিধান আছে যে ৩০ দিনের মধ্যে যদি জমির মালিক সরকারী খাতে পাওনা টাকা সম্যক বুঝিয়ে না দিলে পরেই সেখানে তারা সেটা করতে পারেন। আমি বুঝতে পারি না কেন আমাদের যে সব সরকারী কার্যক্রম আছে, সেগুলি কার্যকরী করা হয় না। কিন্তু আজকের দিনে এটা যদি না করা হয় এবং কৃষকদের বর্তমানে যে অবস্থা, এই অবস্থায় তারা যদি সহজ কিস্তিতে খাজনা না দিতে পারে, তাহলে এক সংগে সব বকেয়া খাজনা তাদের পক্ষে দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। কাজেই কৃষকেরা যাতে সহজ কিস্তিতে খাজনা দিতে পারে সেজন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর তাছাড়া ত্রিপুরা সরকার থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন যে অঞ্চলে বন্যা হওয়ার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাকে বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমি বলব সেইসব ক্ষেত্রে সেখানে যাদের ৫ কানি পর্যন্ত

জমি আছে, তাদের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ২।৩ বছরের খাজনা মুকুব করা হয় তার ব্যবস্থা করলে পরে ঐ সব কৃষকদের বড় উপকার হবে। আমি এই কথা বলছি এই কারণে যে এখানে, আমাদের অনেক সদস্য এই সম্পর্কে একটা প্রস্তাব রেখেছেন। তারপর নামজারী, ইজারা, আড্ডা কর এবং জুমিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে আমি যেসব কথা এখানে বলেছি, সেগুলি যাতে যথাযথ ভাবে কার্য্যকরী হয় সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার আবেদন রাখব। যেখানে আমরা কৃষকদের কাছ থেকে জমির জন্য খাজনা নিচ্ছি, তাদের কাছ থেকে লভীর ধান নিচ্ছি, সেই জায়গাতে তাদের যে অভাব অভিযোগ সেই সম্পর্কে আমাদেরও চিন্তা করা কর্ত্তব্য, যাতে করে এইসব কৃষকেরা তাদের জমি থেকে বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদনের জন্য তাদের জমিতে ব্যবহার করার জন্য সার, বীজধান, পোকার ঔষধ, কৃষিঋণ, এবং জমিতে জল সেচের ভাল ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তারা যাতে সরকার থেকে সাহায্য পেতে পারেন এবং সেটা যাতে তাদের সময় উপযোগী সাহায্য হয় এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ করব। এমন কি ধানে যখন পোকা ধরবে তখন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে হেলিকপ্টার দিয়ে যাতে সেই সব জায়গাতে পোকার ঔষধ দেওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট তার ডিপার্টমেন্টের ষ্টাফের খরচের জন্যই ৪৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার মধ্যে সরকারী আয়ের উৎসগুলির মধ্যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ হল অন্যতম। এই ল্যাণ্ড রেভিনিউ থেকে আমাদের যা আয় হয়, সেটা সরকার এখানে দেখিয়েছেন মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। আর এই ৩০ লক্ষ টাকা আয় করতে গিয়ে সরকারের সেখানে খরচ হচ্ছে কত? শুনলে অবাক হবেন যে তার জন্য খরচ হচ্ছে ৪৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী ডিটেইলসে না গিয়ে মাত্র কয়েকটি রেফারেন্স এখানে রাখতে চাই। কারণ আমাদের জমির খাজনা বাবদে যদি যথেষ্ট পরিমাণ আয় করতে হয়, তাহলে যারা টেনান্টস তাদের মধ্যে জমিগুলি বিলি বন্টন হওয়া দরকার। আর যদি তা না হয়, তাহলে আমাদের খাজনা ঠিক ঠিক ভাবে আদায় হবে না। বছরের পর বছর শুধু কতগুলি কেস পেন্ডিং হবে, আর সেগুলি বাক্স বন্দী অবস্থায় পড়ে থাকবে। এই সম্পর্কে ১৯৬৮ ইং সনের এপ্রিল মাসে জাতীয় জরীপ দিবস উপলক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এস, এল, সিংহ মহাশয় বেঙ্ক হলে ভাষণ দান কালে যে মন্তব্য করেছিলেন আমি এখানে তার উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন যে জমিতে প্রকৃত কৃষকদের সর্ত্ত প্রতিষ্ঠা করাই হল এই দিবসের প্রধান লক্ষ্য, আর তা না হলে পরে ইহা ধরে নিতে হবে যে আমাদের জরিপ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ভূমি জরীপ ও বন্দোবস্তের ফলে যদি ভূমিহীণ, সমাজের মেহনতী মানুষ প্রকৃত জমির মালিকানা না পায়, তাহলে এই

জরীপের মধ্যে যতই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকুক না কেন তা নিষ্ফল হতে বাধ্য। এই কথার উপর ভিত্তি করে আমাদের সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশনের কাজ শুরু হয় এবং সেটা শেষ হবার যে টারগেট পিরিয়ড ছিল সেটাও শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বও সেটাকে এ্যাক্সটেনশানের পর এক্সটেনশান দিয়ে আজ পর্য্যন্ত কাজ কর্মগুলি চালু রাখা হয়েছে। এখন আমরা যদি এই জরীপের উদ্দেশ্যটার সংগে বর্ত্তমানের বাস্তব অবস্থা মিলিয়ে দেখি তাহলে কি দেখব। দুঃখের বিষয় যে আমাদের রুলিং পার্টির সদস্যরা এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক সময়ে ধান ভাঙ্গতে শিবের গান গেয়ে থাকেন। যেমন এই প্রসংগে বলতে পারি তারা বলেছেন যে বিরোধীরা নাকি এই ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষগার এবং গাত্রদাহ প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি করছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি যে এই জরীপ বিভাগের অপারেশনের পর সামগ্রিক ভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে এই রাজ্যে যারা ল্যাণ্ডলেস পেজেন্ট্রি, বিশেষ করে যাদের ল্যাণ্ড পাওয়া দরকার তারা সেটা ঠিক ভাবে পাচ্ছে কিনা। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই ব্যাপারে সরকার পক্ষ শুধু তাদেরকে এখন পর্যান্ত দিচ্ছি এবং দেওয়া হবে ইত্যাদির মধ্যেই তারা আছেন।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে যদি মুখ্য মন্ত্রীর নাম বলা হয় তাহলে পরে অনেক কংগ্রেসী সদস্যই মনে করেন যে এটা বুঝি ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং এইরকম একটা গাত্রদাহ তাদের মধ্যে সব সময়ে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এখানে যদি পলিসি সম্পর্কে কিছু বলতে হয় তাহলে আমাদের এইসব বলতে হয়। তারা যে ভাগচাষীর কথা বলছেন, ভূমিহীনদের কথা বলছেন এবং বর্গাদারদের কথা বলছেন- আজ ১২ বছর এই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে তারা কতগুলি ভূমিহীনদের ভূমি দিয়েছেন, আর কতজন বর্গাদারকে জমি পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এই প্রশ্ন আজকে স্বাভাবিকভাবে উঠবে। তাদের এই সব বড় বড় প্রতিশ্রুতির কথা যদি আমরা তলিয়ে দেখি তাহলে দেখব আজও সেগুলি উল্‌টে পড়ে আছে। এই পলিসি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আমি আজকে এখানে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হল সাবরুমের মধ্যে একজন বেশ বড় জমিদার আছেন, তিনি বর্ত্তমানে একজন সমস্ত বড় কংগ্রেসী, নামটা হল শ্রীঅঞ্জু মগ, তাঁর যে রায়তি প্রজা এবং কুর্ফা প্রজা আছে, তারা ১০ জন নয়, শতে শতে আছেন। ভূমি সংস্কার আইনের বলে তাদের সেই দখলীকৃত জমি তাদের নামে নামজারী হয়ে গেছে। কিন্তু এই কংগ্রেসী সরকার আজকে তাদেরও সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের ত্রিপুরা আজকে বিশেষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিও সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, তার কারণ হল এখানে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি নেই। কাজেই এই কৃষির উপর নির্ভর করে আমাদের বাঁচতে হবে। কিন্তু আর একটা হল আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জমির তুলনায় লোক সংখ্যা যে বাড়ছে সেটা কেউ

অস্বীকার করবে না, আর সেজন্য দিনের পর দিন জমির উপর চাপ বাড়ছে। বড় দুঃখের বিষয় যে আমরা যখন এই সব কথা বলি তখন সরকার পক্ষ থেকে আমাদের উপর অভিযোগ করে বলা হয় যে আমরা নাকি সমাজের একটি অংশের বিরুদ্ধে আর একটি অংশকে লেলিয়ে দেই। কিন্তু আমি বলি এটা কি আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ। তারা আরও বলছে যে আমরা নাকি তাদেরকে এবং যারা রুলিং পার্টির সদস্য আছেন এবং যারা মন্ত্রী আছেন ও সরকার পরিচালনার জন্য যে সমস্ত পরিচালন যন্ত্র আছে সেগুলির হাত পা বেঁধে রেখেছি। তাদের এই সব কথা বা অভিযোগ থেকে আমার মনে হয় যে তারা যেন আমাদের জন্যই কিছু করতে পাচ্ছেন না। তারা এমন সব আজগুবি অভিযোগ করছে যে আমরা যারা নাকি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী আছি, তাদের জন্যই তারা ভাগচাষীকে জমি দিতে পারছেন না এবং বর্গাদারদের জমি দিতে পারছেন না বা ল্যাণ্ডলেস যারা আছে তাদেরকে জমি দিতে পারছেন না। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে মনে হয় তারা এই রকম একটা ভাবই দেখাচ্ছেন।

কিন্তু এখানে যে সমস্ত আইনগুলি করা হয়, তার মধ্যে আমাদের তো কোন ভূমিকাই নাই। আমরা শুধুমাত্র দাবী করি কিন্তু সমস্ত কিছু করার ক্ষমতা তাদের থাকা সত্বেও তাদের ঐদিকে কোন নজর নেই। তাই তো আমরা বলি যে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত বর্গাদার এবং ভূমিহীন আছে, তাদেরকে তারা বছরের পর বছর এইভাবে ডিপ্রাইভ্‌ড করে আসছে. সেজন্য আমি বলছি যে আজকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে ইনটেনসিভ ওয়েতে তার একটা সার্ভে হওয়া দরকার যে কি পরিমাণ ল্যাণ্ডলেস আছে, তারা ট্রাইবেল হউক আর ননট্রাইবেল হউক, যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই হউক না কেন, সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রশ্ন উঠতে পারে না। অর্থাৎ যারা প্রকৃত চাষা তাদেরকে জমি দেওয়া উচিত। সেজন্য। এই ইনটেনসিভ প্রগ্রাম নিয়ে বছরের পর বছর যে সমস্ত টাকাগুলি খরচ করা হয় সেগুলি ঠিকঠিকভাবে করা দরকার। কিন্তু আমরা যদি সব কিছু ভালভাবে তলাইয়ে দেখি, তাহলে দেখব যে এখানে সব কিছু দিয়ে যেন একটা রাজনৈতিক প্রহসনের খেলা চলছে। যেমন ভূমিহীনরা যে একটা গ্রেণ্ট পেত ৩০০ টাকা করে, তার জন্য তারা দরখাস্ত করে প্রতি বছরেই এস, ডি, ও, এর কাছে, কিন্তু সেগুলি ফাইলে বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। আর যারা নাকি রুলিং পার্টির সদস্য, তাদের কোন লোকজন, তখনই মাত্র কেহ কেহ কিছু পেয়ে থাকেন, আর যাদের কোন প্রকার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তাদের ভাগ্যে সেটা কোন দিনই পাওয়া হয় না বা সেটা পাওয়ার মত কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই আমি বলছিলাম যে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা নেই। সেখানে যদি সরকার থেকে বলা হত যে এই বছর এই এই ডিভিশনের ভূমিহীন পরিবারদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা হবে, এবং সেই অনুসারে ঐ নির্দিষ্ট সাব-ডিভিশনের যে সব ভূমিহীন পরিবার আছে, তারাই শুধু ভূমি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করত এবং বেশ একটা

সময়ের মধ্যে তারা ভূমি বা অন্যান্য যেসব সাহায্য পাওয়ার কথা সেগুলি অনায়াসে পেয়ে যেত। কেননা সেখানে তারা অন্য যে সব সাবডিবিশনের ভূমিহীনরা বাকী আছে, তারা দরখাস্ত করত না। তার পরের বছরে আর যারা বাকী রইল তাদেরকে আমরা এই সুবিধা দিতে পারি। এইভাবে কাজটা করলে অল্প সময়ের মধ্যে এবং বিশেষ কোন ঝঞ্জালে না গিয়ে আমাদের যেসব ভূমিহীন পরিবার আছে, তাদেরকে আমরা অনায়াসে ভূমিতে বসাতে পারতম। কিন্তু তা না করার দরুন হাজার হাজার দরখাস্ত বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের মধ্যে থেকে এস, ডি, ও, দের কাছে আসছে এবং সেগুলি যথারীতি জমা হয়ে পড়ে আছে, সেগুলি সম্পর্কে সরকারী পর্য্যায়ে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি এইভাবে জনসাধারণকে একটা বিড়ম্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাজেই বর্ত্তমানে যে ভাবে দরখাস্ত আসছে তাতে শুধু শুধু লোকেরা হয়রাণি হয়, এবং যে কাজ তাদের পাওয়ার কথা সেগুলি মোটেই হচ্ছে না। সেজন্য আমি বলছি যে সরকারের নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত না থাকার দরুন আজকে ল্যাণ্ডলেসরা ভূমি পাওয়ার পরিবর্ত্তে শুধুমাত্র একটা বিড়ম্বনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আর মাইগ্রেণ্টস পিপল সম্পর্কে এখানে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু এখানে একটা প্রশ্ন রাখছি, সেটা হল আজকে যেসব মাইগ্রেণ্টস পিপল পাওয়ার অব এটর্নি নিয়ে এখানে আসছেন, তাদের জমি-গুলি আজ পর্য্যন্ত কেন যে রেগুলারাইজ্‌ড করা হচ্ছে না· তার কারণ কি আমি অন্ততঃ বুঝে উঠতে পারছি না। সেগুলি আজকে বছরের পর বছর ঝুলছে। সত্যি যদি তাদের প্রতি সরকারের তেমন কোন সহানুভূতি থাকত তাহলে সেই সব কাজ যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় সেই ব্যবস্থা ওনারা করতেন। অথচ তাদের সেদিক দিয়ে কোন নজর নেই। তারা আজকে এমন একটা অবস্থায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, সেটা কারো জানা নয়। তারা তাদের জমির উপর এখন পর্য্যন্ত কোন রাইট এষ্টাবলিষ্ট করতে পারছেন না অর্থাৎ তারা যেসব কবলা বা পাওয়ার অব এটর্নি নিয়ে আসছেন সেগুলিকে রেগুলারাইজ্‌ড করা হচ্ছে না। এই হাজার হাজার কেস পেণ্ডিং অবস্থায় পড়ে আছে। মোট কথা এই সম্পর্কে সরকারের কোন বক্তব্যও নেই এবং কোন সহানুভূতিও নেই। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় যখন পাকিস্তান হিন্দুস্থান বলে ভাগ করা হয় তখন ভারত সরকার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেখান থেকে যত আসবে আমরা তাদেরকে জায়গা দেব। এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা এখানে বলা দরকার যে এই উদ্বাস্তু সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকার গাত্রদাহ নেই বা গাত্রদাহের কোন প্রশ্ন উঠে না। তবে একটা জিনিষ সেটা আজকে ট্রাইবেলদের কথা বাদই দিলাম, ট্রাইবেলদের তো আজকে প্রায় শেষ করেই আনছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে আমাদের সবাইকে ত্রিপুরার সামগ্রিক অর্থনীতির কথা চিন্তা করতে হবে। এই

সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই বিচার বিবেচনার মধ্যে থাকা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি বুঝাতে চেষ্টা করব।

সেটা হল আজকে যদি কলসীতে জল ভর্ত্তি থাকে, তাতে যদি আর জল ভর্ত্তি করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই জল আর কলসীতে ধরবে না, সেগুলি বাইরে গড়িয়ে পড়ে যাবে। অর্থাৎ কলসীর জল ধরার যে ক্যাপাসিটি আছে, তার বেশী জল কোন মতেই ধরতে চাইবেনা। আমাদের এখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহাশয় পলিসি ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তাতে এই বিষয়টা স্বীকার করা হয়েছে এবং ১৯৬৫ ইং সনে এই সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত যে মিনিষ্টার ছিলেন, তিনিও এটা স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল আজকে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যেখানে ইংাষ্ট্রি নেই, রেল লাইন নেই, সেখানে মালপত্র আনতে হলে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার দরকার যার ফলে সেগুলি আমাদের এখানে আনা সম্ভব হয়ে উঠে না। সেজন্য আমি বলছিলাম যে এখানে তো আলাউদ্দিনের মেজিকের মত সব কিছু গড়ে উঠবে এমন কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই। তাই ত্রিপুরাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে আমাদের যে ল্যাণ্ড আছে সেগুলি আমাদের যারা ল্যাণ্ডলেস আছে তাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। আর এই কারণে আমাদের ল্যাণ্ডের উপরে প্রেসার দিনের পর দিন ক্রমশঃ বাড়ছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসী সদস্যরা যদি মনে করে থাকেন যে এই সুযোগ এবং এই সুযোগ নিয়ে যদি একটা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর একটা সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং তাতে তাদের বেশ মজা হবে, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। সেটা শুধু ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেলদের মধ্যেই বিরোধ বাড়বে এমন নয়, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ লেগেই থাকবে। এই ভাবে একটা না একটা ডিস্পুট সব সময়ে চলছে এবং সেগুলি কোর্টের মধ্যে দীর্ঘদিনের জন্য পেণ্ডিং অবস্থায় পড়ে আছে! সেজন্য আমি বলছি যে আজকে আমাদের জমির উপর অত্যধিক চাপের ফলেই এই ডিস্পুট হতে বাধ্য। কাজেই আজকে আমাদের একটা জিনিষ চিন্তা করা দরকার, সেটা হল আজকে যেভাবে পাকিস্তান থেকে সীমাহীনভাবে লোক একের পর এক আসছে, অথচ আমাদের ত্রিপুরার যে ডেভেলাপিং ইকনমিক অবস্থা, সেটা যে অদূর ভবিষ্যতে কোথায় দাঁড়াবে সেটা অন্ততঃ আমাদের ভালভাবে চিন্তা করা দরকার, বলে আমি মনে করি। আজকে যেখানে আমাদের ভারত সরকারও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরাতে আর উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেওয়া সম্ভব নয়, আর এটা তো এমন কথা নয় যে ত্রিপুরা একমাত্র ভারতের একটা অংশ যেখানে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এমন অনেক খালি জায়গা পরে আছে। এইতো কিছুদিন আগে আমি একবার অন্ধ্র প্রদেশে গিয়েছিলাম সেখানেও দেখেছি যে অনেক জায়গা পড়ে আছে সেগুলিতে কলোনী করে পাকিস্তান থেকে আসা যে সব উদ্বাস্তু, তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে এই কলোনী করে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার যে ক্ষমতা সেটাও শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আসছে আর আসছে। আজকে ট্রাইবেলদের কথা নয়, ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে, যেহেতু আজকে আমারা একটা অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে এগিয়ে চলছি। এই সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত বা সরকারী পলিসি নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। অবশ্য রুলিং পার্টির মেম্বারেরা এবং মন্ত্রীরা অনেক সময় বলে থাকেন যে আমরা তো তাদের যাতে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া যায় তার কথা বারবার বলে আসছি। কিন্তু সেই রকম যদি বলেও থাকেন তাহলেও প্রশ্ন উঠে যে যেখানে ১৯৬৫ সনে পার্লামেণ্টে মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে ত্রিপুরা একটা সেচুরেশান কণ্ডিশানে এসে পড়েছে, আর সেখানে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দেওয়া যাবে না। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি দেখলাম? দেখলাম যে যখন আরও উদ্বাস্তুরা আসতে লাগল তখন ডি, এস, পি, গাঙ্গুলির নেতৃত্বে তা-দের তাড়িয়ে দেত্তয়া হয়। এটা খুব ভাল কথা। তারপরে ১৯৬১ সনের পরে যখন সেন্সাস হয় তখন দেখা গেল যে ত্রিপুরাতে ১১ লক্ষ ৪২ হাজার ১০ জন উদ্বাস্তু তখন পর্য্যন্ত এসেছিল আর এসেছিল প্রায় ১০ হাজার চাক্‌মা কিন্তু এখন কি করে সেটা ১১ লক্ষতে দাঁড়াল, এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে উনারা বলবেন যে অঘোর বাবু বড় সাম্প্রদায়িক লোক। আমার কথা হল এখানে সম্প্রদায়ের তো কোন কথাই উঠে না কাজেই সাম্প্রদায়িকতা কারা করছেন; না করছেন তারা যারা আজকে রুলিং পার্টির সদস্য এবং যারা মন্ত্রী তারা, তারাই এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী। সেই দিক দিয়ে আমার পরিস্কার বক্তব্য হচ্ছে, আজকে যারা নূতনভাবে আসছে, তাদের তো আর তাড়িয়ে দিতে পারেন না, কেননা এটা একটা হিউম্যানিটির প্রশ্ন, মানবতাবোধ এর মধ্যে জড়িত আছে; তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার কথা আমি বলছি না ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যত্র যেখানে খালি জায়গা আছে, সেখানে যাতে এই সব উদ্বাস্তুদের অর্থনীতিগতভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়া যায় সে চেষ্টা রাজ্য সরকার থেকে করা উচিত। কিন্তু সেই সম্পর্কে তাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। তাদের ভাবটা যেমন আসছে আরও আসুক। তবে আমি বলব যে এই অবস্থা চির দিন চলতে পারে না। আর এই অবস্থা চলতে থাকলে শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাকে একটা অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই বিষয়ে কন্সাস হওয়া দরকার আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু কথায় আছে, চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী, অর্থাৎ চোরে কখনও ধর্ম্মের কাহিনী শুনে না।

আর ফ্লাড্ সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরাকে ফ্লাড এফেক্টেড বলে সরকার ঘোষনাও করেছেন। বর্ত্তমানে ভূমি সংস্কার আইনে আছে যে সমস্ত জমিগুলিতে বছরের মধ্যে ২।৩ বার ফসল নষ্ট হয় বা ফসল হয় না সেগুলির জন্য সরকার খাজনা মুকুব করে দিতে পারে। কিন্তু সেখানে তারা সেটা করবে না। ফ্লাড এফেক্টেড অঞ্চলে যে সমস্ত জমিগুলিতে বছর বছর ফসল লাগানোর পর সেই ফসল নষ্ট হয়ে যায় সেগুলির খাজনা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়। কাজেই যে সমস্ত জমিগুলিতে গত বছরে ফ্লাডে এফেক্টেড হয়েছে বা নদীর বালু উঠে সেই জমিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে যার ফসল বা সেগুলির

কোন ফসল হয় না সেইগুলি আজকে সার্ভে হওয়া দরকার এবং সার্ভে করে তার খাজনা মুকুব হওয়া উচিত। তাছাড়া খাজনা সম্পর্কে বলা হয় যে খাজনা সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের। আগেও বলেছি যে রাজার আমলেও এই রকম একটা ডিপার্টমেণ্ট ছিল, আর আগে যে ভিত্তিতে সার্ভে হয়েছিল সেটা তাদের জানা থাকা সত্বেও তারা মনে করে যে এটা কিছুই নয়। কাজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ত্রিপুরাতে কোন সার্ভে সেটেলমেণ্ট হয়নি, নূতন করে সব করতে হবে। ফলে অবস্থাটা কি হল, যাদের জোত জমি আছে সেগুলির কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এই ধরণের বহু নজীর এই হাউসের মধ্যে আগে দেওয়া হয়েছিল। আর খাজনার যে রেট ফিক্স্ আপ করা হয়েছে এই সম্পর্কে কোন ভিত্তি বা বেসিস নেই, শুধুমাত্র কিছু করতে হবে তাই করা হচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই যে এটা রাজ্যের কৃষকদের যে ইকনমিক অবস্থা, সে দিক দিয়ে দৃষ্টি ভঙ্গি রেখে সেটা করা হয়নি। আর আগরতলা টাউনের মধ্যে যে সব বসত বাড়ী আছে সেইগুলির খাজনা হার যেভাবে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত অধিক বলে মনে হয়। এই সম্পর্কে আগেও একবার করা হয়েছিল, সেটা বা কি হয়েছে তা বলা মুশকিল। তবে এই কথা সর্ব্বত্র শুনা যাচ্ছে যে আগরতলা শহরের বসত বাড়ীর খাজনা হার নাকি অনেক বেশী বেড়েছে। কিন্তু এই কথা মনে রাখা দরকার যে এই আগরতলা টাউনের যে বসত বাড়ী আছে বা এই শহরও তেমন কোন কমার্শিয়াল টাউন নয়, অফিসারদের তুলনায় এখানে কেরাণী বাবুদের দলই বেশী। সেদিক দিয়ে যদি এইভাবে খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ এখানে তেমন কোন বিজনেস সেণ্টার নেই; কাজেই আমি বলছি যে ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থার কথা চিন্তা করে, এখানকার জনসাধারণের যে আয় তার উপর বেসিস করে এই খাজনার হার নির্দ্ধারণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। শুধু বাড়াতে হবে তাই বাড়িয়ে দিলে চলে না সেজন্য আমি এখানে আপত্তি রাখছি। আর সার্ভে অপারেশন যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে খাজনা আদায় বন্ধ রাখা হয়েছে, হাল সন পর্য্যন্ত যেদিন খাজনা আদায়ের আদেশ দেওয়া হবে সেদিন পর্য্যন্ত বকেয়া খাজনা যেটা আছে সেটা মুকুব করতে হবে। কারণ তার জন্য জমির মালিকেরা দায়ী নয় সরকারই এজন্য দায়ী। আজকে যদি এক সঙ্গে এত টাকা খাজনা তাদের দিতে হয় তাহলে সেটা কারো পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। কাজেই সেদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে সরকার যেভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে খাজনা জমিয়ে রেখেছেন, আজকে শুধু আমি আগরতলা টাউনের কথা বলছি না, ত্রিপুরার সর্ব্বত্র সার্ভে সেটেলমেণ্ট শেষ হওয়া সাপেক্ষে, তৌজীগুলি ফাইনালাইজ্ড হওয়া স্বাপেক্ষে যে খাজনা পেণ্ডিং হয়ে পড়ে আছে, সেগুলি মুকুব হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আর একটা কথাও এখানে অনেকে আলোচনা করেছেন, সেটা হল উপজাতি রিজার্ভ ফরেষ্ট সম্পর্কে। সরকার যে কেমন ভাবে আইন মানেন না তার দুই একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই। ১৯৩১ সালে ১১০ বর্গ মাইল একবার রিজার্ভ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল আর ১৯৪৩ সালে আবার ১৯৫০ বর্গ মাইল অর্থাৎ প্রায় ২,০৬০ বর্গ মাইল রিজার্ভ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তার মধ্যে মহারাজার আমলে ৩ শত বর্গ মাইল রিয়েলাইজ করা হয়, বাদ বাকী যে ১৭৬০ বর্গ মাইল ইনএ্যাকৃজিষ্টেন্স আছে, সেটা সম্পর্কে এই হাউসের মধ্যে মন্ত্রীরাও অনেকবার স্বীকার করেছেন যে সেগুলি এখন পর্য্যন্ত

বলবৎ আছে। সেজন্য আমি জানতে চাই যে কোন অধিকার বলে সেই সব রিজার্ভ এলাকাতে ননট্রাইবেলদের বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে ? আর সেই সময়কার ঘোষিত যেসব রিজার্ভ এলাকা আছে, সেইগুলির জন্য এখন পরচার কথা বলার কোন কারণ নেই। সেগুলি আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। তাহলে রাজ্য সরকার আইনগুলি মানছেন না বলে আমি বলব। আজ যদি পার্লামেন্টের মাধ্যমে সে গুলি উঠিয়ে দেওয়া হত তাহলে একটা স্বতন্ত্র কথা ছিল আমার কথা হল যেহেতু আইনগুলি বলবৎ আছে, কাজেই সেইগুলি মানা দরকার। অথচ তারাই মুখে বড় বড় কথা যে আইন আর আইন। আর এই ক্ষেত্রে আর একটা জিনিষ বলা দরকার, সেটা হল এখানে অনেকগুলি দরখাস্ত আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা নজীর আমি রাখছি। অনেক কথা বলা হয় উপ-জাতিদের উন্নতি অগ্রগতির জন্য, পুনর্ব্বাসনের জন্য তাদের ঘুম হচ্ছে না। আমি একটা নজীর রাখছি। এটা হল ১৯৬৭ সাল। ট্রাইবেল অ্যাডভাইজারী কমিটির রিকমেনডেশনের নাম্বার ফোরে বলেছে—It was pointed out that tribals are disposing their lands to non-tribals. If this is going and this is allowed to be continued for long time, the tribals who have been settled will be landless again. It was suggested that Government should examine this and if possible, issue administrative circular to this effect to prevent such transfer. এই সম্পর্কে বলা হয়েছে, the matter is already under active consideration of the Government in the Revenue Department. They have been requested to suitably ammend the Section 167 of T. L. R. ইত্যাদি। এটা হল ১৯৬৭ সাল। আর বাকী কাজটা যে করা দরকার এই সম্পর্কে এই বিধান সভার মেম্বারদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ট্রাইবেলের ল্যাণ্ড ট্রান্সফার করা যাবে এই সম্পর্কে ডি, এম, কে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হল না। হাউসের মধ্যেও মিনিষ্টারগণ এই কথা বলেছিলেন যে বর্ত্তমান জুমিয়া পুনর্ব্বাসন-গ্রাণ্ট ৫০০ টাকায় হয় না এতে ইকনমিক রিহেবিলিটেশন অসম্ভব। এই অবস্থাটা সরকারীভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ১৯৬৭ সালে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে একটা প্রপোজাল ও পাঠিয়েছিলেন যে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারকে ১৮০০ টাকা করে দেওয়া হোক। কিন্তু এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা কেউ কিছু বলেন নি। ইচ্ছাকৃতভাবেই অ্যাভয়েড করে যাওয়া হয়েছে। কাজেই আজকে...

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। ডিসকাশনটা হচ্ছে ল্যাণ্ড-লেসদের সম্পর্কে। তিনি যেটা বলছেন সেটা হল ট্রাইবেলদের অ্যাডভানটেজ সম্পর্কে। কাজেই তিনি যে কথা বলছেন সেটা এখানে আসে না। দিস ইজ মাই পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এখানে কাটমোশন আছে। কাজেই এটা ইরেলেভেন্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তা ছাড়া রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা এই সম্পর্কে অনেক কিছু আলাপ আলোচনা করেছেন। কাজেই এটা

ইয়েলেভেন্ট নয়। কাজেই বিভিন্ন জায়গায় যদি দরখাস্তগুলি দেখা হয় তাহলে দেখা যায় বিলোনীয়ার জোলাইবাড়ীতে অনেক জায়গা আছে সে সমস্ত জায়গা ট্রাইবেলরা দখল করেছিল, আবাদ করেছিল। সার্ভে সেটেলমেন্টেও প্রাথমিক অবস্থায় তাদের নাম রেকর্ড করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের নামগুলি কেটে তাদিগকে উচ্ছেদ করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং চীফ কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করা হয়েছে। এইখানে নামধাম সমস্ত দেওয়া হয়েছে। আর মাননীয় সদস্য মিঃ দেওয়ান বলেছেন যে ট্রাইবেল সুপারভাইজার যারা আছেন তারা নিজেরাই জানেন না কলোনীর এরিয়া কত। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলতে হয় বিলোনীয়ায় যে দেবতাবাড়ী কলোনী আছে সেখানে কালী কুমার চৌধুরী সম্পর্কে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা সকলেরই মনে রাখা উচিৎ। কারণ সেখানে যারা এনক্রোচ করতে গিয়েছিল সেই এনক্রোচমেন্ট বাধা দিতে গিয়েছিল যখন তখন তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে হাউসে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা হয়ে গিয়েছে। কাজেই যাদের দায়িত্ব আছে তারাই ভয় পায়, কোন রকম নমঃ নমঃ করে মাসে বেতন পাওয়াই হল তাদের কাজ। কাজেই যারা এনক্রোচার তাদের যদি কিছু করতে হয় তা হলে তাদের হয়ত ট্র্যান্সফার নয়ত টার্মিনেশান একটা কিছু হয়ে যাবে। কাজেই সদ্ ইচ্ছা থাকলেও তাদের উপকার করবার কোন উপায় নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :--মাননীয় সদস্য আপনার সময় হয়ে গিয়েছে। আই উইল কল অন শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি এবং কাট মোশনের বিরুদ্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরা একটা কৃষি প্রধান রাজ্য। কৃষির উন্নতির জন্যই কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই চিন্তা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ত্রিপুরায় ল্যাণ্ড রিফর্ম এবং ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট চালু করা হয়েছে। অবশ্য ভূমিহীন কৃষক তিনি আদিবাসীই হোন বা যে কোন সম্প্রদায়েরই হোন না কেন তাকে জমি দেওয়ার চিন্তা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই ছিল। আমরা দেখছি ১৯৫৩ সাল থেকে আমাদের জুমিয়া ভায়েরা যারা শত শত বৎসর যাবত জুম করে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন তাদের জমি দিয়ে সরকার তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া শুরু করে ১৯৫৩ সাল থেকে প্রথম কাঠালিয়া ছড়ায়, তারপর ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে। তখন জমির ঠিক সমস্যা আমাদের ছিল না। লুংগা জমি ছিল, অন্যান্য জমিও ছিল। কাজেই তাদের জমি দেওয়ার কাজ শুরু হতে পেরেছিল। কিন্তু দুই এক বছর পর আমরা দেখলাম যে সেই সময়ে যারা জোতদার বিশেষ পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে আমরা জুমিয়াদের উদ্বৃত্ত জমিতে বসাব সেখানে বাধা এল জোতদারদের কাছ থেকে এবং সেই জোতদারদের একটা বিরাট অংশ হল কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থক। ওরা বাধা সৃষ্টি করল; কারণ মহারাজার আমলে যত আইন ছিল সেই আইন অনুযায়ী সেখানে কোন সার্ভে ছিল না। যেখানে একজন লোকের ছিল এক দ্রোণ জমি সেখানে হয়ত ২০ দ্রোণ

জমি ছিল এবং সেই জমিতে অন্য কোন লোক যাতে প্রবেশ না করতে পারে তারজন্য তারা কৌশল করে সেই পরিকল্পনাকে বাধা দিতে সৃষ্টি করল। আমরা দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় সেই জুমিয়াদের জমিতে বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে যখন কাজে এগিয়ে গেলাম তখন আমরা সেখানে বাধা পেলাম। আমি নিজে জানি ১৯৫৬ সালে ধুমাছড়ায় যখন আমরা জুমিয়াদের জমি দিতে আরম্ভ করলাম তখন সেই বাধা এল কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে। তারা সেই জমিতে আমাদের ঢুকতে দিলেন না। তারপর আমরা সেই কলোনীকে স্থানান্তরিত করে করমছড়াতে নিয়ে গেলাম। আজকে আমরা জানি যে এই ল্যাণ্ডলেস অ্যাক্ট চালু হওয়ার ফলে আজকে কোথায় খাস জমি আছে যদিও তার একটা হিসাব আমরা দেখছি কিন্তু আমি জানি ১৯৬৩ সালে আমি যখন খোয়াইতে গেলাম সেখানে শত শত ভূমিহীন কৃষক যারা অন্যের জমি চাষ করছে দীর্ঘদিন যাবত, তারা যখন তাদের জমিতে বসবার চেষ্টা করলেন খাসের, জমিতে, তখন সেখানে বাধা এল কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে এবং সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা এমন কি খুন পর্য্যন্ত হয়েছে। কাজেই ওরা আজকে বিধান সভায় বলছেন ভূমিহীনদের ভূমি দাও, আর বাস্তবে যেখানে আমরা ভূমি দিচ্ছি সেখানে তারা বাধা দিচ্ছেন নানাভাবে এবং সেই পরিকল্পনাকে ব্যাহত করার জন্য তারা আজকে সক্রিয়। আমি জানি অনেক জুমিয়াকে আমরা টাকা দিয়েছি, জমি দিয়েছি। কিন্তু তারা পুনর্বাসন নিতে পারে নি। এই যে পারেনি তার পেছনে একটা কারণ আছে। জুমিয়ারা দীর্ঘদিন যাবত পাহাড়ের টিলায়, জুম চাষ করছেন। মানসিক প্রস্তুতি তাদের ছিল না। আরও একটা কারণ হল কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনা। আমি জানি যে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য, তাদের রাজনৈতিক কোন দলের জন্য, এলাকাকে কুক্ষিগত করার জন্য টাকারজলা থেকে, জিরানিয়া থেকে, সদর থেকে, রাণীর বাজার থেকে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের লোকদের তারা উৎখাত করে তাদের জায়গা জমি বিক্রি করিয়ে খাস জমি দখল করেছে এই কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এই অঘোর বাবু সেখানে ছিলেন। আমি তাকে দেখেছি তাদের নেতৃত্ব দিতে। আমি প্রকাশ্যে এই কথা বলতে পারি। তাদের যদি সাহস থাকে তাহলে তারা আসুক। তারা এই আদিবাসীদের ১০ টাকা করে দিয়ে তাদের জমি দখল করেছে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের নিয়ে এই সুদীর্ঘ ২০ বৎসর যাবত তারা কি ভাবে ছিনিমিনি খেলছেন সেটা আমাদের জানা আছে। কাজেই আমি অনুরোধ করব, ত্রিপুরার স্বার্থে তারা যেন এই গরীব মানুষদের নিয়ে রাজনীতির খেলা না করেন এবং আমি অনুরোধ করব আমরা যাতে তাদের পুনর্ব্বাসন দিতে পারি এই ব্যাপারে তারা যেন সরকারকে সাহায্য করেন। এইখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে আজকে ত্রিপুরার যে আদি-বাসী সমস্যা এটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যাই নয় এটা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। আমাদের সংবিধানে বিশেষ করে আদিবাসী এবং তপশীল জাতির স্বার্থ, তাদের উন্নয়ন সম্পর্কে নির্দ্দেশ আছে। সেটা আজকে ভারতবর্ষের একটা জাতীয় কর্ত্তব্য এবং জাতীয় দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব পালন করা ত্রিপুরার সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সাহায্য, তাদের সমর্থন না করেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে ভারত সরকার ত্রিপুরার যে ১২,০০০ হাজার আদিবাসী যারা এখন পর্য্যন্ত জমিতে পুনর্বাসন লাভ করতে পারে নি তাদের জন্য একটা

মাষ্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে অন্ততঃ আগামী ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে যাতে জুমিয়া-দিগকে জমিতে বসানো যায় তারজন্য যে টাকা লাগবে সেই টাকা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন তারজন্য আমি আবেদন রাখব এবং এই বলেই আমি এই ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন জানিয়ে আমি বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—নাউ আই কল অন অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ডিমাণ্ড নাম্বার টু এর সমর্থনে এবং কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য হাউসের কাছে রাখছি। শুধ তাদের কাট মোশন বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করব তা নয়. যুক্তির দিক দিয়েও আমি বিরোধিতা করব। আমরা জানি ত্রিপুরার আদিবাসীরা অনেক পশ্চাদপদ। সিডিউল্ড কাষ্টের লোকেরা অনেক পশ্চাদপদ এবং ত্রিপুরাতে এই ধরণের পুনর্ব্বাসন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর ১৯৫৩ সালে সুরু করা হয়েছে এবং ভারত সরকার আমাদের যে যুক্তি, আমাদের যে দাবী এবং নৈতিক দায়িত্বকে তারা মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন তাদিগকে ত্রিপুরার কর্ম্মক্ষেত্রেই বলুন, শিক্ষা ক্ষেত্রেই বলুন, স্বাস্থ্যেই বলুন, পনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রেই বলুন. রোগের চিকিৎসার ব্যাপারেই বলুন এই সমস্ত ব্যাপারে স্পেশ্যাল কনসিডারেশন দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুসারে অর্থাদিও আমাদের দেওয়া হয়েছে। তাহলেও আজকে এই যে সমস্যাকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি বলেই ভারত সরকার সংবিধান অনুযায়ী তার চেয়েও অধিক কতগুলি ব্যবস্থা আমাদের এখানে করেছেন যার ফলে আমরা দেখি তাদিগকে জুমিয়া পনর্ব্বাসন দেওয়া হবে. আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে, তপশীলি সম্প্রদায়ের যারা তাদের পনর্ব্বাসন দেওয়া হবে, ভূমিহীন যারা তাদিগকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাদিগকে প্রশ্ন করব ১৯৫৩ সালে যখন জুমিয়া পনর্ব্বাসনের কাজ সুরু হয় তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি যে ভূমিকা নিয়েছিল সেই ভূমিকার কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। তখন তারা ঘোষণা করেছিল যে আমরা সরকারের সাথে কোন সহযোগিতা করব না। এই সরকারকে থ্রু আর্মস রিভলিউশন আমরা উচ্ছেদ করব। তারপর থেকে তারা এই জুমিয়া পনর্ব্বাসন এর কাজকে প্রতি জায়গাতে ব্যাহত করেছে। আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনকে ব্যাহত করেছে, ভূমিহীন মানুষ যারা তাদের পুনর্ব্বাসনকে ব্যাহত করেছে, এমন কি তার নজীর বেশী দূর নয়। এই ঈশানপুরে নজীর মিলে, খোয়াইতে নজীর মিলে। অনেক লোককে তারা হত্যা করেছে। বিপ্লবের বড় বড় বুলি তারা কপচাচ্ছেন। তাদের একটা রোগ আছে সেটা হল দক্র রোগ। সেই দক্র রোগের মত বায়ুগ্রস্ত তারা এবং সেই দক্র রোগের বায়ুগ্রস্থতায় চুলকাতে বড় সুখ, দেখতেও বড় সুখ। অতএব তারা ত্রিপুরার ভূমিকায় দক্র রোগগ্রস্ত হয়েছেন যার ফলে তারা এই জুমিয়া এবং ভূমিহীন মানুষের যে ন্যায়সংগত অধিকার যেটা ভারত সরকার মেনে নিয়েছেন সেটাকে বানচাল করার চেষ্টা করছেন। তাদের নীতিই হল মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। তা না হলে তাদের দলে মানুষ আসবে না। এই ভূমিকাই তারা পালন করছেন। ১৯৬১ সালে তারা কম্যুনিষ্ট পার্টির কনফা-রেন্সে বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেলের মধ্যে উস্কানি দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন সেই

প্রস্তাবটাই যেন তারা হাউসের সামনে পড়েন। এতএব কম্যুনিজম, সেকটিজম, এই তাদের নীতি এবং এই নীতিকে সামনে রেখেই তারা কাজ করছেন। কারণ তারা জানেন যে দেশের মধ্যে যদি ডিস-ইনটিগ্রেশন ক্রিয়েট করতে না পারি তাহলে তাদের বাঁচা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই তারা যেখানে যা পারবে সেখানে তাই করবে। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই তারা যেখানে যা পারবে সেখানে তাই করবে। ইল্লিগেল এবং লীগেল অ্যাকটিভিটীজ সমানভাবে তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদিগকে প্রশ্ন করব ভূমিহীনদের জন্য যে তাদের দরদ বেশী কোন্ কোন্ জায়গায় ভূমিহীনদের বসাতে হবে সেটা যদি অনুগ্রহ করে বলেন তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। কারণ খোয়াইয়ে যখন ভূমিহীনদের বসানো হয় তখন তাদের বর্গাদার যারা ছিল তারা পার্টি মিটীঙে না গেলে তাদিগকে জমি দিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করত। তারাই সংঘবদ্ধ হয়ে, যারা নাকি বর্গাদারদের দরদী বন্ধু, তারাই সংঘবদ্ধ হয়ে, বর্গাদারদের বঞ্চিত করেছেন। তারজন্য মারামারি কারা করেছেন, মোকদ্দমা কারা করেছেন, খুন কারা করেছেন? কিন্তু আমি জানি সর্ব্বহারাদের ভূমিকা সুরু হয়েছে। এখন কিন্তু বর্গাদারদের কথা মুখে শোনা যায় না, ভূমিহীনদের কথা তাদের মুখে শোনা যায় না। একমাত্র শোনা যায় কৃষক সমাজের কথা। কৃষক সমাজ কাদের নিয়ে? জোতদারদের নিয়ে। বর্গাদারদের স্বার্থ জোতদারদের স্বার্থ কি এক? তারা কি বর্গাদারদের বসাবার কোন পরিকল্পনা করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে কোথায় কোন্ জায়গাতে সেটা করেছেন? সেটা ঘোষণা দিন। তাহলে বুঝব যে বাস্তবিকই বর্গাদারদের প্রতি, সিডিউল্ড কাষ্টের প্রতি এবং ভূমিহীন মানুষের প্রতি তাদের দরদ আছে। কোন্ কোন্ অঞ্চলে বসাতে হবে, কোথায় বসাতে হবে তাদের সেই অধিকার দেবেন কিনা সেটা তারা ঘোষণা করুন; কিন্তু আমি জানি সেই সামর্থ তাদের নেই। তারা জানেন যে ঘোষণা করতে গেলে তেলেনী কনফারেন্স প্রস্তাব অনুসারে করতে হবে এবং সব সময়েই বলতে হবে ট্রাইবেলস আর আউট নাম্বারড্ অ্যাণ্ড দে আর ড্রিভেন এওয়ে ফ্রম ত্রিপুরা। আপনারাই তাদিগকে তাড়িয়েছেন। তাদিগকে পুনর্ব্বাসন দেবার কাজ থেকে দক্ষ রোগের মত মনে করে তাদের বাধা দিয়েছেন। কারণ আমি জানি জুমিয়া ভাই যারা তারা কৃষির দিক দিয়ে অত্যন্ত পশ্চাদপদ। শিফটিং অ্যাগ্রিকালচারে তারা সুদক্ষ। কিন্তু তাদিগকে যখন লাঙে বসাতে হবে, এটা একটা বিরাট ট্র্যানজিশন্যাল পিরিয়ড। সেজন্য তারা সরকারের বিরোধিতা করতে যেন বিরত থাকেন। তারপর বলেছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চলে গেছে। আমি জানি তাদের পরামর্শ করে আর্মস কালেক্ট করে বাঙালীকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তার ফলে কি হয়েছে? তারা টেররাইজ করেছেন ট্রাইবেল ভাইদিগকে জুমিয়া ভাই দিগকে। তাই আমি অনুরোধ করব টেররিজমেরদ্বারা রিভলিউশন হয় না। টেররিজম আসে কোথা থেকে? নৈরাশ্য থেকেই টেররিজম আসে। সেখানেই তার উদ্ভব। অতএব তারা রোগগ্রস্ত। সেজন্য তারা উস্কানি দিচ্ছেন। কম্যুনিজম সেকটিজম এর প্রচারক তারা। বর্গাদারদের জমি একজনের কাছে দিয়ে অন্য জায়গায় তারা যেন বিরত থাকেন। আদিবাসীদের এই সর্ব্বনাশ থেকে বিরত থাকার জন্য আমি তাদের অনুরোধ

করব। তাই আমি আবার ট্রাইবেলদের সাইকোলজির সুযোগ নিয়ে তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। এই কাজের জন্য এক কোটি টাকা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আছে। সেটা যাতে কাজে লাগানো চলে সেই দিক দিয়ে যেন আমরা সকলে চিন্তা করি। তারপর বলা হয়েছে ল্যাণ্ড রিফর্মস এক্ট সম্পর্কে। খাজনা আমাদের যেটা ধার্য্য হয়েছে, সেটা এ্যাকরডিং টু ক্যাডাস্ট্রেল সার্ভে এবং সার্ভের যা নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসারে সেটা করা হয়েছে যদি সেটা রিভিশন করতে হয়, তাহলে কোর্টে যেতে হয় না, এডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে এ্যাপীল করলে পরে, ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের ৯৫ ধারা অনুযায়ী সেটা তিনি রিভিশন করতে পারেন, সেটা আগেও আমি বলেছি, এখনও বলছি। অতএব সেই দিক থেকে আইনের যে কথা, সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কার্যাক্রম গ্রহণ করে থাকি। আজকে তাদের আমি প্রশ্ন করব তারা কি চান? তাদের মুখেতো আজকে একথা আমরা শুনিনি যে যারা বর্গাদার ছিল, তাদেরকে বর্গা রাইট দিতে হবে। কেন শুনিনি? তাদের সুপরিকল্পিত ব্যাপার হল এই তারা চান বর্গাদার যারা ছিল তাদের অধীন. তারা যাতে সংঘবদ্ধভাবে জমির অধিকার ঘোষণা করতে না পারে. এটাই ছিল তাদের মূলগত উদ্দেশ্য। কিন্তু আজকে বর্গাদার যারা তাদের অধীনে কাজ করত, তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আজকে জমির অধিকার ঘোষণা করেছেন, এখনও তাদের এই অধিকার মেনে নিয়েছে। কাজেই আজকে তাদের প্রশ্ন করব তারা কি মিডল ম্যান, তালুকদার, জমিদার এবং ইন্টারমিডিয়ারীজদের রক্ষা করার পক্ষে না বিপক্ষে। ভূমিহীনদের যদি জমি দিতে হয়, ইন্টারমিডিয়ারীজ রাখব না বর্গাদার যারা পরের জমিতে পরিশ্রম করে, তাদের জমির অধিকার দেব, ক্ষেত মজুর যারা আছে তাদেরকে অধিকার দেব কিনা জমিতে? না কমিউনিজম, রিভিশন ইত্যাদি তৈরী করব। তারা সত্যি করে বলুন তাঁরা কি চান। আজকে এই ভূমিহীনদের ভূমিতে এ অধিকার দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরার একটা বিরাট সমস্যা। তাই আবেদন করব, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, ভূমিহীনদের সমস্যার কথা, তাদের সেটেলমেন্টের কথা যাতে আমরা চিন্তা করি। যে সমস্ত পতিত জমি পড়ে আছে, যেমন জিরাতিয়া ল্যাণ্ড বা যারা চলে গেছেন পাকিস্তান মাইগ্রেট করে, তাদের যে জমি আছে, সেগুলি কি আমরা অকশানে দেব, না সরকার সেগুলি নিয়ে ভূমিহীনদের কাছে দেবে? ফরেষ্টের যে সমস্ত অঞ্চল রিলিজ করব, সেই সমস্ত অঞ্চল কাকে দেব, কোথায় কাকে বসাব? তারা যদি সমবেত ভাবে আমাদের সাথে মিলে আলাপ আলোচনা করেন এবং সেই অনুসারে এ্যাসেম্বলী হাউসে ঘোষণা করেন, তাহলে বুঝব তারা সত্যিকারে ভূমিহীনদের দরদী, তারা বর্গাদারদের দরদী, তারা উদ্বাস্তু দরদী, দরদী তারা ট্রাইবেলদের, দরদী তারা জুমিয়াদের এবং সিডুল কাষ্টদের। তা না হলে বুঝব তারা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছেন। কেন তারা ডাবল ট্যাকটিস অবলম্বন করছেন লীগ্যাল এবং ইললীগ্যাল এ্যাকটিভিটীজ। অতএব তাদের আমি বলব, যদি তারা লীগ্যাল এ্যাকটিভিটীজ চালাতে চান, তাহলে আইনে যা আছে, সেই অনুসারে চলুন তাকে সমর্থন করুন। আজকে বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আমি এই আবেদন করব, তারা যেন সেই অনুসারে আমাদের কাছে সাজেসন রাখেন। এই বলেই আমি আমার ডিম্যাণ্ড হাউসের সামনে রাখছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I put the Demand to vote. First I put the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to vote.

The motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'অপর্যাপ্ত জুমিয়া পুনর্বাসনের অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে'।

The Motion was put to vote and lost by voice vote.

Now I put the Cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to vote.

The Motion is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—'খাজনা বৃদ্ধির ভুল নীতি সম্পর্কে।'

The Motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—Now I am puting the Demand For Grant No. 2—Land Revenue to vote.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PANNEL OF CHAIRMAN.

Mr. Speaker :—I shall now announce that the Panel of Chairmen for 1969-70 which were listed for to-day will be taken up to-morrow, the 1st April, 1969. I think the Members have got the Bulletin in this respect.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 33, Major Head—70-Forest.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 54,76,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 33, Major Head, 70-Forest.

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Bidya Chandra Deb Barma to move his Cut Motion.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি কাটমোশান এনেছি 'বনবিভাগের জনপীড়নমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে।' আমরা দেখছি যে যেখানে রুবেষ্ট এলাকা আছে সেখানে জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চলছে। বনবিভাগের রিজার্ভ করেছে যা

প্রটেক্টেড এরীয়া, এইগুলির কোন সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি, এবং তারই জন্য জনসাধারণের উপর পীড়ন এবং দুর্নিতী চলছে। আজকে মানুষ খেতে পায় না, তাদের অভাব অনটনের ভিতর দিয়ে চলতে হচ্ছে। আজকে এই অভাব অনটনের মধ্যে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তারজন্য সরকারই দায়ী বলে আমি বলব। কারণ রিজার্ভ এলাকার সীমা আজ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি যার ফলে ফরেষ্টের লোক সেই সমস্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের উপর উৎপীড়ন চালাতে সক্ষম হচ্ছে। সীমা নির্দ্ধারিত না করে দেওয়ার ফলে মানুষ সেখানে জমি করতে পারছে না, ফসল ফলাতে পারছে না। তাদের যে দাও, কুড়াল ইত্যাদি ফরেষ্ট'এর লোক কেড়ে রেখে দেয়. এইভাবে যে উৎপীড়ন তাদের উপর চালান হচ্ছে এটা অত্যন্ত খারাপ। সেই দিকে সরকারকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। আজকে প্রটেক্টেড এরীয়া সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে যেখানে রিজার্ভ এরীয়া নেই সেইসব জায়গায়ও বন সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে। আমি উদাহরণস্বরূপ বলব যে রামশঙ্কর পাড়া, সেখানে রিজার্ভ নেই. কিন্তু সেখানে বন সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে। কারণ রিজার্ভের সীমা নির্ধারণ না৹ করায়, সেখানে আশে-পাশে যে জংগল আছে, সেগুলি পর্য্যন্ত তাদের কাটতে দেওয়া হয় না। যদি জমির পাশে জংগল থাকে, তাহলে সেই জমিগুলিতে ফসল হতে পারে না. সেটা হচ্ছে বাস্তব কথা। কাজেই আমি বলব যে. যে সমস্ত এলাকায় রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমা নির্দ্ধারিত হয়নি, সেই সমস্ত জায়গায় সীমা নির্ধারণ করা দরকার। এই যে উৎপীড়ণ কার্যকলাপ চলছে, সেটা তদন্ত করে ভবিষ্যতে যাতে সেটা না হয়. তার ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়া অনেক আদিবাসী ভূমিহীন, যারা জমি পেয়েছে, তারা অভাব অনটনের দরুণ মহাজনদের কাছে জমি বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে. তাদের জমিগুলি মহাজনদের কাছ থেকে যাতে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তারজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে অনুরোধ রাখব. সেইগুলি তদন্ত করে যেন দেখা হয়, এবং তাদের জমি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়া বনবিভাগে যে সমস্ত জুমিয়া আছে, তাদের যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে আমাদের ডেবর কমিশনের রিপোর্ট অনুসরণ করা দরকার। অন্ততঃ নির্ব্বাচিত বা পঞ্চায়েৎ প্রধানদেরদ্বারা তাদের যাতে সুষ্ঠ পুনর্ব্বাসন দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। তাদের সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা যাতে করা যায় তার ব্যবস্থার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর নিকট অনুরোধ রাখব।

আর ডিম্যাণ্ড কর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ২—ল্যাণ্ড রেভিন্যু সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে যেয়ে আমার আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার ছিল…

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ফরেষ্ট সম্পর্কে বলুন গ্রাণ্ট নাম্বার ৩৩।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমি ৩৩ সম্পর্কেই বলছি। ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২'তে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের জানিয়ে দিতে চাই আজকে যে চার্টি চারসালা পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, তার ভিতর দিয়ে আজ পর্য্যন্তও আমরা ভূমিহীন

জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে পারছি না। উদ্বাস্তুর বেলায় তাই দেখছি যে সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে, বনবিভাগে যে সমস্ত জুমিয়া ভূমিহীন স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে বসবাস করে আসছিল, তাদেরও আমরা সুষ্ঠুভাবে জমিতে বসাতে পারিনি, এটা সরকারের ব্যর্থতারই পরিচয়। আজকে যদি এই বনবিভাগের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ না করা হয়, তাহলে ত্রিপুরাতে একটা তীব্র সমস্যা দেখা দেবে। রিজার্ভে যে সমস্ত জুমিয়া বাস করত তাদের ভূমিতে বসাতে হবে, আর যেখানে খাদ্য সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে, সেখানে কৃষি ঋণ, দাদন, খয়রাতি সাহায্য, টেষ্ট রিলিফের কাজ যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়, তার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত, মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে আমি অনুরোধ রাখব। আজকে এই সমস্ত মানুষের বাঁচার জন্য, যেখানে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে সেখানে খাদ্য দেওয়া, যেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই সেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা দরকার। যেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। মাননীয় সদস্যরা অনেকেই জানেন যে, কাঠালিয়া শিকারীবাড়ী কলোনীতে যেখানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র যদি খোলা যেত তাহলে সেখানকার জুমিয়াদের সুবিধা হত, কিন্তু সেখানে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এই থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জুমিয়া কলোনীর চেহারাটা বুঝা যাবে। যে সমস্ত জায়গায় পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, যেমন আঠারমুড়া, লংথরাই পাহাড়, দেবতামুড়া সেই সমস্ত জায়গায় কোন রকম সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই। কাজেই যাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়, তাদের যেন সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়, তার জন্য আমি আমার কাটমোশানের মাধ্যমে বক্তব্য রাখছি। আর ফরেষ্টের যে সীমানা, সেই সীমানা যাতে অতি সত্বর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তা না হলে চতুর্দিক থেকে এই সমস্ত জুমিয়া আক্রান্ত হচ্ছে এবং অভাব অনটনের মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে।

আজকে খাজনা সম্পর্কে আমি বলব যে, এই যে অভাব অনটন তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের যে বৰ্দ্ধিত হারে খাজনা সেটা যেন মুকুব করা হয়, কারণ তাদের সেটা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার কাটমোশানের উপর বলুন বা ডিমাণ্ডের সংগে সংগতি রেখে বলুন। আর আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমি সংগতি রেখেই বলছি। আমার আর বিশেষ বলার নেই। আমি আমার বক্তব্য কাটমোশানের সমর্থনে এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী বনবিভাগ সম্বন্ধে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি ইহা সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যগণ যে কাটমোশন রেখেছেন তার বিরোধীতা করি। বনবিভাগের বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কতগুলি বিষয়ের আলোচনা করা আমি প্রয়োজন বলে মনে করি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন বনবিভাগের সীমানা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন এবং পুনর্বিন্যাসের জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে

এবং ভূমি ইউটিলাইজেশনের জন্য আর একটা কমিটি করা হয়েছে। আজকে বিরোধী সদস্যরা একটা আওয়াজ তুলেছেন যে বনবিভাগ সব জায়গা গ্রাস করে ফেলেছে এবং এটার পুনর্বিন্যাস দরকার। এটা পুনর্বিন্যাস করার জন্য সরকার যে কমিটি গঠন করেছেন এই কমিটি মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই যে, এটা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। সাবরুম, বিলোনীয়া, উদয়পুর এবং কৈলাসহর বিভাগে বিভিন্ন জায়গায় এই কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রায় ৪০ হাজার একর ভূমি এই রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে মুক্তির প্রস্তাব করেছেন। এই ভূমিহীন আদিবাসী এবং ভূমিহীন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের পুনর্বাসনের জনাই রিজার্ভ থেকে এই ভূমি বাহির করা হয়েছে। কতিপয় এম, এল, এ, এবং মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার এই কমিটির মধ্যে রয়েছেন। এই কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সেই প্রস্তাব অনুসারে সেই ভূমি আমি মনে করি অনতিবিলম্বে ছেড়ে দিয়ে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য এটা কালেকটারের হাতে দিয়ে দেওয়া দরকার। আজকে বনের বিরুদ্ধে একদল লোক জেহাদ ঘোষণা করেছেন। সরকারী প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যে সব জায়গাতে বাগান করা হয়েছে, গত দুই বছর ধরে একদল লোক মানুষকে প্ররোচিত করেছে সেই সমস্ত বাগানকে নষ্ট করার জন্য। তারা মানুষকে ধ্বংসাত্মক কার্যে নিয়োজিত করছেন এবং সরকারের প্রচুর অর্থ এইভাবে তারা ক্ষতি করেছেন। আমি তাদের অনুরোধ করব তারা এই পথে না গিয়ে সরকারী প্রচেষ্টা যেভাবে এগিয়ে চলেছে রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে ভূমি বের করে নেওয়ার প্রচেষ্টা তাকে সফল করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। তবে বনবিভাগের যারা অধিকর্তা তাদেরও আমি অনুরোধ করব আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে সেই অনুযায়ী ভূমির দরকার যাতে তারা অন্তত মাথা গুজবার স্থানটুকু পান। আমরা আশা করেছিলাম জরীপ আমলে প্রচুর জমি বের হবে যার ফলে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হবে। কিন্তু পক্ষান্তরে তেমন আশানুরূপ ভূমি পাওয়া যায় নি যেখানে আদিবাসী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মাথা গুজবার স্থান দেওয়া যেতে পারে। সেজন্য আমি জোর দিই যেখানে টিলাগুলিতে চাষোপযোগী এবং লুংগা জমি রয়েছে সেগুলিকে ছেড়ে দিয়ে অনতিবিলম্বে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেখানে আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এদিকে কমিটি ভূমি ছেড়ে দেবার জন্য চেষ্টা করছেন আর এক দিকে বনবিভাগ বাগান করে এই ভূমিকে আটকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করছেন। আমি এই প্রচেষ্টাকে নিন্দা করি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সরকারী আদেশ না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইসব জায়গাতে বাগান করা, প্ল্যানটেশান করার কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আর একটা বিষয় হচ্ছে প্রটেকটেড ফরেষ্টে লোক বসাতে হলে বনবিভাগের আদেশ গ্রহণ করতে হয়। আমরা প্রত্যেকে শুনে আসছি যে খাস ভূমি কালেকটারের আদেশ অনুসারে বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সেগুর ভূমি কালেকটরের অধীনে নাই, বনবিভাগের অধীনে। আমি একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি খয়্যামুখ তহশীলে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ১৯৬১ সালের লোক গণনা অনুসারে যা ছিল তার দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে লোকেরা যখন পাকিস্তানে বিনিময় করে চলে গেল তখন নূতন হিন্দুরা সেখানে এসেছে। তাদের পক্ষে সীমান্তে বসবাস করা সম্ভব

হয় নি। তাই তারা ভিতরে চলে এসেছে। কিন্তু যেখানে তারা এসেছে সেসব মৌজা বনবিভাগের হাতে দেওয়া হয়েছে প্রটেকটেড ফরেষ্ট করে। যার ফলে 'কালেকটার এক কড়া ভূমিও কাউকে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। সব সময়েই প্রচুর নূতন লোক আসছে এবং কিছুসংখ্যক আদিবাসীও আছে যাদের পুনর্বাসনের দরকার। কারণ একদিকে পাকিস্তান আর একদিকে টেক্কা তুলসীর রিজার্ভ ফরেষ্ট। এই রকম অবস্থায় পাকিস্তানে গরু বাছুর ইত্যাদি সব সময়েই পাচার করা হচ্ছে। এই জাতীয় অবস্থার মধ্যে যদি ভূমিহীনদের এবং সীমান্ত আদিবাসীদের বসবাসের সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে তাদের পক্ষে আর কোন উপায় নাই। আমি বলব এইসব বাধা নিষেধ উঠিয়ে দিয়ে সুষ্ঠুভাবে যেন এইসব জায়গাতে লোক বসানোর সুবিধা করা হয়। যেসব জায়গাতে রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হয়েছে সেসব জায়গাতে বহু আদিবাসী দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছে। যেমন তোলামুড়া, টেক্কাতুলসী প্রভৃতি। এদের জায়গা জমি নাই, পুনর্বাসনের মত সুবিধাও নাই। সেই চিরাচরিত প্রথার উপর, জুমের উপর নির্ভর করে তারা জীবন ধারণ করে। আমি জানি বনবিভাগ রিজার্ভ ভূমিতে জুম করা নিসিদ্ধ করে দিয়েছে। কাজেই তাদের পক্ষে এখন একটা ভীষন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। তাদের জমি নাই। তাদের খাওয়া পড়ার অসুবিধা হয়েছে। সুতরাং হয় তাদের এইসব জায়গায় সরকার থেকে পুনর্বাসন দিতে হবে আর না হয় তাদের বাড়ীর সংলগ্ন যে জায়গা আছে সেখানে তাদের জুম করবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি আমি এই বিশেষ অনুরোধ রাখছি। বনবিভাগ যে প্রচেষ্টা নিয়েছে এটা প্রসংশনীয়। এবার প্ল্যান্টেশান যেরকম হয়েছে, কাজু বাদামের বাগান এবং অন্যান্য বাগান যেভাবে করা হচ্ছে সত্যি সেগুলি ত্রিপুরার সম্পদ। তবে আমি বলব সরকারী পর্যায়ে যেভাবে কাজুবাদামের বা রাবারের প্ল্যানটেশান করা হয়েছে এটা লাভজনক মনে করি। বেসরকারীভাবে এটা করবার সুবিধা দিলে ভাল হবে বলে আমি মনে করি। টিলাভূমিতে যেসব ভূমিহীন আছে তাদের কিছু টিলাভূমি দিয়ে সরকারী সাহায্যে কিছু কাজুবাদাম বা রাবারের প্ল্যানটেশানের ব্যবস্থা যদি করা হয় তাহলে এইসব ভূমিহীন নিজেদের আয়ের উপর নির্ভর করার সুযোগ সুবিধা পাবে এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ৩২, এখানে ফরেষ্ট সম্পর্কে কাট মোশানের মাধ্যমে বহু আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে তবুও আমি ডিপার্টমেন্টাল আলোচনা করার অধিকার যেখানে আছে, সেই হিসাবে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখতে চেষ্টা করব।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একটা সর্বজন স্বীকৃত যে বন আমাদের রক্ষা করতে হবে। বন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, একথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু আজকে আমরা চাই বা না চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সাংঘাতিকভাবে লোক সংখ্যা বাড়ার কারণে বন রক্ষা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রামের লোক। বন এবং গভীর জংগলের মানুষ। মানুষের মঙ্গলের জন্যই বন। এই সম্পর্কে অস্বীকার করার কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্ট প্রধানতঃ মানুষের ভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান মঙ্গলের জন্য আজকে এই বিভাগ

বন সৃষ্টি করছে এবং বন রক্ষা করছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার কার্যাকলাপ এবং তার অবস্থা যদি আমরা না দেখি তাহলে আমি বলব আজকে যদি মানুষের জন্য বন রক্ষা করতে হয় ...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার পনর মিনিট সময়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটা একটা ইম্পোর্টেন্ট জিনিষ। আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই না, মোটামুটিভাবে আমি বলব—এই বন রক্ষার ব্যাপারে কতটুকু কার্য্য জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হয়েছে। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যদি বন হয় তাহলে জনসাধারণকে বাদ দিয়ে আমরা বন করতে পারিনা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এই বন বিভাগ একটা জন উৎপীড়ন বিভাগ হিসাবেই আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। আমি এই বিষয়ে কয়েকটি পয়েন্ট এই হাউসের কাছে রাখতে চেষ্টা করব।

আজকে এই বন বিভাগের মধ্যে যে একটা ব্যাভিচার চলছে, অবশ্য প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই চলছে—প্রমোশানের ক্ষেত্রে, এ্যাম্পপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে, ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেই হউক, সর্ব্বত্রই আমরা দেখি যে যা খুশী তা চলছে। এই সম্পর্কে আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ রাখছি। ননী গোপাল বিশ্বাস প্রমোটেড টু রেঞ্জার। তাকে রেঞ্জারের পদে উন্নীত করা হয়েছে, ভাল কথা প্রমোশান পেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অনেক সময় বলা হয় যে প্রমোশান সিনিয়রিটি কাম এফিসিয়েন্সী, এইসব ভিত্তিতে দেওয়া হয়। যদি তাই হয়-তাহলে বিকাশ দেববর্ম্মা, তারপর শচীন্দ্র মজুমদার, অনেক সিনিয়র মেনকে ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তিগত খাতিরে তাকে প্রমোশান দিতে হবে, তাই তাকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বেসিস বলে কিছুই থাকল না।

আরেকটা সম্পর্কে বলতে হয়, ফোর্থ ক্লাশ এম্পলয়ীজের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এখন পর্যন্ত খোলা হচ্ছে না। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে যে রাজার আমল থেকেই ফরেষ্ট এমপ্লয়ীদের একটা সিকিউরিটি হিসাবে একটা লাম্প সাম টাকা দিতে হয়, তার বদলে তারা কিছু ইন্টারেষ্ট পান কিনা, সেটা আমি আশা করি মিনিষ্টার কনসারনর্ড তার উত্তর দেবেন।

ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট, আমার যতটুকু ইনফরমেশন আছে, তালুকের উপর কোন ট্যাক্স আছে বলে আমার মনে হয় না. যদি থাকে তাহলে মিনিষ্টার কনসার্ণ্ড নিশ্চয়ই তার উত্তর দেবেন। কারণ ঐ তালুকের উপরও ট্যাক্স বসানো হচ্ছে এবং আদায় করা হচ্ছে।

বন অধিকর্ত্তার খাসমহলের কয়েকজন লোকের কথা আমি এখানে উল্লেখ করব। যেমন দীনেশ দত্ত গুপ্ত, রেঞ্জ অফিসার, ধীরেন্দ্র সেন, বিশ্বজিত সেন, সত্যেন্দ্র নন্দী, ননী গোপাল বিশ্বাস, এই হল আমাদের বন অধিকর্ত্তার খাস মহলের লোক। তাদের ট্রান্সফার কোথায়? তাদের ট্রান্সফার হয়, সদর তেলিয়ামুড়া, উদয়পুর, বিলোনিয়া, বাই রোটেশান এই সমস্ত জায়গায় তাদের ট্রান্সফার হয়, তাদের আর ভিতরে যেতে হয় না। আমি খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না, একটা নজির শুধু এখানে আমি রাখছি। যারা অনেষ্ট এমপ্লয়ী আছেন—আমি

রেফারেন্স হিসাবে এখানে বলছি, কাগজপত্র এখানে আছে, কিন্তু আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, উদাহরণ স্বরূপ আমি এখানে রাখছি। উদয়পুরের যে ডি, এফ, ও, তিনি যথাযথ ডিউজ না নিয়ে কি করে একজন কনট্রাক্টারকে গর্জি এলাকা থেকে সাল ইত্যাদি গাছ কর্ত্তন করার আদেশ দিয়েছেন। গর্জি বীট অফিস উদয়পুর 'এর ডি, এফ, ও'র আণ্ডারে। সেই বীট অফিসের মধ্যে একজন আর, কে, সোম নামে এক ভদ্রলোক কাজ করেন, উনার ভাই চন্দ্রশেখর সোম, একজন কন্ট্রাক্টর। আমি ডিটেল্‌সে যাচ্ছি না। সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করব। উদয়পুরের আশে, পাশে, গর্জি এলাকায় যে সমস্ত সাল গাছ আছে, একটা কো-অপারেটিভের নামে সেই সাল গাছ কাটার পার্মিশান দেওয়া হয়। সেটাকে কেন্দ্র করে, যার নাম আমি বললাম চন্দ্রশেখর সোম তিনি সমস্ত সাল গাছ সেখান থেকে কেটে বিলোনীয়ার দিকে নিয়ে যান। একদিন পুটিছড়ির যে রেঞ্জ অফিসার, তিনি সেই ট্রাক আটকালেন। সেই ট্রাকের নাম্বার হচ্ছে টি. আর. এল—২৩০, আটক করে দেখলেন যে সেখানে কোন মার্কিং নেই। প্রথমে সেটা আটকানোর জন্য যখন সাইন দেখানো হয়, তিনি সেটা শুনলেননা, তখন স্থানীয় যে হোমগার্ড আছে তাদের সাহায্যে সেটা আটক করা হয়। তারপর তিনি যথাযথ প্রপার চ্যানেলে উদয়পুরের ডি. এফ. ও'র কাছে জানান। জানানোর পর তার উপর উল্টা চাপ আসে যে তাকে আননেসাসারীলি হ্যারাসমেন্ট করা হয়েছে বলে তিনি বলেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আমাদের যে বন অধিকর্ত্তা, তিনি ঘুরতে সেখানে এসে একদিন উপস্থিত হন এবং উনি সেই গাড়ী সীজ করেন, করে দেখেন সেখানে সমস্ত সাল পোস্ট, তার মধ্যে কোন রকম মার্কিং নেই, কিছু নেই, তখন তিনি সেটা চালান দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কন্ট্রাক্টর তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে আপনি তা করতে পারবেননা। তিনি তখন কিছু ধমক ধামক খেয়ে, সেই কন্ট্রাক্টর থেকে ৩০ টাকা কম্পেনসেশান নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলেন। এইভাবে একটা দুইটা ট্রাক নয়, প্রচুর মাল বন থেকে চলে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে রেঞ্জ অফিসার অনেকবার নোট দিয়েছেন কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। সালগাছগুলি এইভাবে স্মাগলিং হচ্ছে রুলিং পার্টির কেউ যদি মনে করেন আমি ঠিক কথা বলছিনা, তাহলে গর্জির সাল বাগানে আপনারা যেয়ে দেখতে পারেন, সেখানে এখন সাল গাছ আর নেই, সমস্ত গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এই কেসটা যখন ধরা পড়ল তখন ফরেষ্টার আর. কে. সোমের হ্যামার সীজ করার জন্য লেখা হয়, এই হচ্ছে অবস্থা। এটাকে করেছেন, ফরেষ্টার আর. কে. সোম কিন্তু কার জোরে করেছেন, ডি. এফ. ও তিনি তাকে ব্যাক করেছেন। কারণ রেঞ্জ অফিসারের রিপোর্ট পেয়ে ডি. এফ. ও একদিন সেখানে গেলেন কিন্তু তিনি সেখানে কিছুই বললেননা। উপরন্তু রেঞ্জ অফিসার, যিনি প্রপার্টি রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করলেন যে, উইথ আউট ডিউজ যেভাবে গাছ দেওয়া হচ্ছে তার রিপোর্ট করলেন, তাকে তখন ডিগ্রেড করে ফরেষ্টারের পোষ্টে রিভার্ট করে দেওয়া হল। পরবর্ত্তী সময়ে কনজার্ভেটর অব ফরেষ্টের কাছে তিনি দরখাস্ত করেছেন বহুবার জানার জন্য যে কি কারণে তাকে রিভার্ট করা হল, কারণ দর্শাবার জন্য কিন্তু তার কোন উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এক তরফা শুনে তিনি তাকে

রিভাট করে দিলেন। কথায় আছে যে চোরে চোরে মাসতুত ভাই। একটার সঙ্গে আরেকটা রিলেটেড, তা-না-হলে গর্জির সমস্ত বনকে বন উজার হয়ে গেছে, শুধু তাই নয়। একটা সাধারণ মহিলার নামে সাল গাছের পার্মিশন দিতে পারেন, এই হল অবস্থা। শুধু গর্জিই নয়। কাঠালিয়ার মধ্যে পুরানো আমলের যে সমস্ত মূল্যবান গাছ ছিল। কাঠালিয়া আমার এলাকা। আমি সেই সমস্ত জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করি। বাই দি বাই একদিন সেখানে গিয়ে দেখি একজন কন্ট্রাক্টার সেখানে সাল গাছ কাটছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি করেন? তখন তিনি ১০০ সাল গাছ কাটার পার্মিশান আমাকে দেখালেন। এই সাল গাছ নিয়ে তারা ব্যবসা করেন। কারণ ১০ টাকা দিয়ে ১০০টি সাল গাছ কাটার পার্মিশান নিয়ে সেগুলি বাজারে বিক্রী করে দিলাম, এই যদি বন রক্ষার নমুনা হয়, তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে গাছ গাছরা কিছুই থাকবে না। আমাদের অন্য দেশ থেকে এইসব জিনিষ জানতে হবে। তামাম সাল বন উজার হয়ে যাচ্ছে। কাঠালিয়া, গর্জি ইত্যাদি সাল বাগানের উদাহরণ দিয়ে আমি বলতে পারি বন একদম খালি। বড় বড় গাছ আর একটিও নেই। সমস্ত ভাল গাছ উজার হয়ে গেছে। তাও যদি জনসাধারণের কাজে লাগত, তাহলেও আপত্তি করার কোন কারণ ছিলনা। এইভাবে বন রক্ষার নামে সমস্ত বন উজার করে দেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি যাঁরা তাড়াতে চান, তাদেরকে রিভার্ট করা হয়, শাস্তি দেওয়া হয়। ইতিপূর্ব্বে বন সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছি। কাকলিয়া রেঞ্জে দেবদারু ইত্যাদি জায়গায় ১৯৬০ সনে যেখানে ৫০ একর বাগান করার কথা, সেখানে ৩০ একরও করা হয় নাই। যেখানে ১০০ একর করার কথা সেখানে ৬০ একর। এইভাবে একটা দুইটা নয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সার্ভে করে দেখা গেছে যে যেখানে যা হওয়ার কথা সেখানে তা করা হয় নাই। জনসাধারণের ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান মঙ্গলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বন করা হয়. ১০০ একরের নামে টাকাও খরচ করা হয় কিন্তু কার্যত: সেইসব জায়গায় ৫০ একর, ৩০ একর বাগান করেই শেষ, আর পঞ্চাশ একরের টাকা যে কোন রাঘব বোয়ালের পেটে গেল, সেই সম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া দরকার। এই হাউসে অনেক দৃষ্টান্ত রেখেছি, কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে কোন তদন্ত আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সরকার পক্ষ অনেক সময় বলে থাকেন যে বিরোধী দলের সদস্যরা কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন রাখতে পারেন না, অবান্তর কথাবার্তা বলেন, কিন্তু কনক্রীট কতকগুলি ঘটনা হাউসের সামনে রেখেছি, সেগুলি রুলিং পার্টির সদস্যরা তদন্ত করে দেখুন। আর মন্ত্রীদের কথা বলেতো লাভ নেই। উনাদের খাতিরা লোক হলে, সাত খুণ মাপ। আজকে বনায়নের নামে হাজার হাজার টাকা, মারা হচ্ছে, এটা হচ্ছে লুটের বাজার, যে যেভাবে পার লুটে নাও, কাজেই এই সম্পর্কে বলে লাভ নেই। কিন্তু আজকে সামগ্রিকভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে কি অবস্থা সেখানে চলছে আমি স্বীকার করি যে বন রক্ষা করার দরকার, বনায়ন সৃষ্টি করা দরকার, বন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। কিন্তু বন রক্ষার নামে হাজার হাজার টাকা যে আত্মসাৎ হয়ে যায়, সেইগুলি কিভাবে অপচয় হচ্ছে সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার।

ডি, এফ, ও দত্ত রায়, বন অধিকর্তাকে মেসোমশাই বলে ডাকেন। এই দত্ত রায় ১৯৬৩ সালে আমলিঘাট—যেখানে ১১০ একর বনায়ন করার কথা, সেখানে সার্ভে করে দেখা গেল যে মাত্র ১২ একর বাগান করা হয়েছে। অথচ ১৯৬৩-১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত ৩৭ হাজার টাকা খরচ এই বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে। ১১০ একরের জন্য ৩৭ হাজার টাকা খরচ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু আসলে সেখানে ১২ একর মাত্র বাগান করা হয়েছে, কিন্তু খরচ দেখানো হয়েছে সেই ১১০ একর বাগানের। সি, এফ, ও নিজেই টাকা স্যংশান দেয়। অতএব সেটা তদন্ত করে দেখা উচিত ছিল। অন্যদিকে দেখা যায় ১৯৬৩-৬৪ সনে আমলিঘাট যে পুরোনো বাগান ছিল সেটা পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য শান্তির বাজারের অফিসার ইন চার্জ যিনি ছিলেন তাকে টেলিগ্রাফে জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তারপর দেখা গেল আমলিঘাট নূতন করে বাগান করার কোন অনুমোদন নেই। এরপর পুনরায় বাগান সৃষ্টি করা হল ১৯৬৮ সনে। তখন মঞ্জুর করা হল ৩৭ হাজার টাকা। এখন ডি, এফ, ও দত্ত রায় যিনি বন অধিকর্তাকে মেশোমসাই বলে ডাকেন, তিনি কি করলেন ১৯৬৮ সনে আমলিঘাট বাগান তৈরী না হতেই, বিল তৈরী করে টাকা ড্র' করলেন ১৯৬৮ সনের ৩১শে মার্চ'এ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাগানের নামে টাকা মঞ্জুর করা হল, সেখানে কোন বাগান নেই। আরও মজার কথা সেখানে পরবর্তী সময়ে দেখি এই সমস্ত জিনিষটা উদ্ঘাটন হওয়ার পর সেখানকার যে ফরেষ্টার অধীর চৌধুরী তাকে রাজনগর নিয়ে গিয়ে সেখানে তিন চার দিন আটক করে রাখা হল এবং তাকে জোর জবরদস্তি করে তার থেকে এই বাগান নষ্ট হয়েছে বলে কম্পেনসেশান আদায়ের চেষ্টা করা হল। তখন তিনি রাজনগরের রেঞ্জারকে জানালেন সমস্ত ঘটনা। এবং তার মাধ্যমে প্রপার চ্যানেলে সি, এফ, ও'কে সমস্ত ঘটনা জানান হল, এই অপরাধে তার সার্ভিস্ টার্মিনেট করে দেওয়া হল। এইভাবে আজকে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে। আমি খুব ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, মোটামুটি-ভাবে বলছি। ফরেষ্ট বিভাগকে রক্ষা করতে হবে, এতে আমি একমত। কিন্তু তার ভিতর যে একটা স্বেচ্ছাচারিতা চলছে, সেই সম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এইভাবে বন রক্ষা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

জনসাধারণ, যেসব গরীব মানুষ রিজার্ভ এলাকাগুলির মধ্যে অনেক বছর ধরে বিভিন্ন ফসল ফলাচ্ছেন, এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অগ্নিমূর্তি, তাদের উচ্ছেদ করতে হবে, এইরকম ভিনডিকটিভ এ্যাটিচুড, এই জিনিষটা বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। আমাদের মানুষকে বাঁচাতে হবে এবং বনও রক্ষা করতে হবে। এই দুইটি জিনিষ সাইড বাই সাইড রেখে আমাদের কার্য্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। মানুষের প্রয়োজন বন। রিজার্ভের ভিতর যদি কোন চাষপোযোগী লুঙা জমি থাকে, তাহলে চাষ করার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে আমাদের সয়েল কনজার্ভেশন বোর্ড আছে, ফরেষ্ট রি-ওরিয়েণ্টেশান কমিটি আছে, তাদের রিকম্যানডেশানে কিছু কিছু জায়গা রিজার্ভ মুক্ত করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত জায়গায় জুমিয়া পুনর্ব্বাসন এবং ল্যাণ্ডলেসদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কার্য্যতঃ কতটুকু সেটা হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। এটা সর্ব্বজন স্বীকৃত যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ট্রাইবেল্ এবং জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য রিজার্ভ মুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে

ট্রাইবেল বা জুমিয়ার চিহ্ন মাত্র নেই। জমি সকলেরই পাওয়া দরকার। কিন্তু একজনের নাম করে আরেকজনকে এ্যালট করা হবে সেটা হতে পারে না। এইভাবে জুমিয়াদের নামে একটা প্রহসন করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

এইভাবে সাক্রম একটা জায়গা, মনুবাজার একটা জায়গা ডি-রিজার্ভ করে সেখানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়ার একটা প্রপোজাল ছিল। কিন্তু একটা কথা আজকে স্বীকার করতে হবে যে এই জুমিয়ারা আজকে এই রাজ্যের পুরানো বাসিন্দা। আবাহমান কাল থেকে তারা এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু তারা আজকে সমাজগতভাবে, অর্থনৈতিকগত ভাবে, চিন্তা, চেতনার, বুদ্ধি বিবেচনায় আজকে অনগ্রসর, সেই জন্যই আজকে তারা ভূমিহীন, তাদের আজকে কিছুই নেই, তারা আজকে নিঃস্ব আজকে একটা স্বাভাবিক কথা, তাদের যদি নিয়ে গিয়ে জায়গায় বসিয়ে দেওয়া না হয়, তারা যে নিজেরা যেয়ে সেইসব জায়গায় বসবে সে ক্ষমতা তাদের নেই। যতক্ষণ পর্যান্ত না রিজার্ভ মুক্ত করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সেখানে বসবার প্রশ্নও উঠে না। কিন্তু এমন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আমি নিজেও বোর্ডের সদস্য, যে সমস্ত রিজার্ভ জায়গা রিজার্ভ মুক্ত স্কীম বা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জুমিয়াদের ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দেওয়ার কথা, কিন্তু নূতন নূতন লোক যারা পাকিস্তান থেকে এখানে আসছে, তাদের রেজিষ্ট্রেশানের কোন বালাই নেই, খালি জায়গা পেলেই তারা বাড়ীঘর করে বসে যায়, রিজার্ভমুক্ত হবে শুনার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমস্ত জায়গাগুলি দখল করে নেয়, তখন তাদের আর উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় না, সেগুলি পরবর্তী সময়ে তাদের নামে রেগুলারাইজ করে দেওয়া হয়। জুমিয়ারা চিন্তা, চেতনায়, বুদ্ধি বিবেচনায় দুর্ব্বল। ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স তাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু সেটা তাদের দেওয়া যাচ্ছে না, দিনের পর দিন সমস্যা বেড়ে চলেছে। তাদের নামে জায়গা রিলীজ করার পরও তারা আজকে সেই সমস্ত জায়গা পাচ্ছে না তারা আজকে সেই সুযোগ সুবিধা থেকে ডিপ্রাইভড হচ্ছে। সেই দিক থেকে সরকার থেকে যাতে এইসবগুলি নজর রাখা হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। যাদের করার ইচ্ছা নেই, তাদের অনুরোধ করেই বা লাভ কি? আজকে যখনই প্রশ্ন আসে তখনই বলা হয় যে আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য নাকি জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিতে পারেন নাই। ১৮০০ টাকা মাথাপিছু জুমিয়া গ্র্যান্ট দেওয়ার কথা সেটাও আমাদের জন্য দিতে পারছেন না। অর্থাৎ যত দোষ নন্দ ঘোষ, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে আত্ম সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টায় তারা আছেন। কাজেই সেইদিকে আজকে আমি একটা কথা বলব যে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। আমি যদি দোষ করি আমাকেও ক্ষমা করবে না। আজকে জুমিয়াদের নিয়ে যে প্রহসন চলছে, এই দৃষ্টিভঙ্গীর যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

মিঃ স্পীকার :—অন্যারাাবল মেম্বার, টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমি শুনেছি কিছুক্ষণ আগেও মাননীয় সদস্য ডাইনা রায়া প্রশ্ন তুলে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু প্যারাতিয়ার ঘটনার পিছনে কার ইন্ধন ছিল সেকথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। আদিবাসীরা সরল, নিরীহ। তারা সকলকে সমানভাবে দেখে। এই সরলতা

যোগ নিয়ে আজকে উদয়পুরের মাননীয় সদস্য, তিনি পুরানো বাসিন্দা, উনার রাইস মিল-য়েলমিল ইত্যাদি আছে, এই ভদ্রলোক কিভাবে এটা করেছিলেন। তিনি ট্রাইবেল ভাষা ভালভাবে বলতে জানেন এবং তিনি গ্রামের আদিবাসী ছেলে মেয়েদের সংগেও ভালভাবে মিশতে পারেন, ভাল কথা তিনি ট্রাইবেল ভাষা শিখেছেন, আমি সেইজন্য উনাকে ধন্যবাদ দেব। কিন্তু এই সরল আদিবাসী তাদের এই সরলতার বিনিময়ে কিভাবে ঠকেছেন, কিভাবে ভূমিহীন হচ্ছে, এবং দিনের পর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে? প্রতি বৎসর আমি জানি মাগুরুম ছড়ার মধ্যে রিজার্ভ বাউণ্ডারির মধ্যে যারা আছে, তাদের কোন রকম জমি নেই, বাঁচার কোন রকম ব্যবস্থা তারা করতে পারছে না। শুধ একরকম পাতা, যে পাতা দিয়ে পাহাড়ী মানুষ একরকম পিঠা তৈরী করে, সেই পাতা বিক্রী করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে চেষ্টা করছে। গত বৎসর অনাহারে সেখানে অনেকের মৃত্যু ঘটছে। সাক্রম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এই জুমিয়াদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এই বনবিভাগ ঠেলে দিচ্ছে। এই বনবিভাগ সামগ্রিকভাবে দায়ি আমি সেকথা বলবনা। সরকারের যে পলিসী, সেই পলিসীই তার জন্য বিশেষ করে দায়ী। রাজ্য সরকারের পলিসীর বলেই আজকে তাদের অর্থ নৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষের মুখে দিনের পর দিন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, সীট ডাউন প্লীজ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মানুষের জন্য বন, বনের জন্য মানুষ। বনকেও রক্ষা করতে হবে, মানুষকেও রক্ষা করতে হবে। কাজেই আজকে যেভাবে বনবিভাগের কার্যকলাপ চলছে, তাতে বনও রক্ষা হচ্ছেনা, মানুষকেও দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। কাজেই এই জিনিষটার পরিবর্ত্তন করা দরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে ফিনান্স মিনিষ্টার যে ফরেষ্ট বাজেট রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে একমাত্র ফরেষ্ট দ্বারা ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আর বিরোধী দলের সদস্য যে বনবিভাগের উৎপীড়নমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে কাট মোশন এনেছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই জন্য যে সদস্য মহাশয় ফরেষ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কৃষি ঋণ নিয়ে আসছেন, জুমিয়া পুনর্বাসন নিয়ে আসছেন, খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে আসছেন, রেশনের চাল নিয়ে আসছেন, টেষ্ট রিলিফ নিয়ে আসছেন। ফরেষ্ট সম্বন্ধে কনক্রিট কোন সাজেশান তিনি রাখতে পারেন নি। এই জন্যই এই কাট মোশানকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। তারপর আমাদের বিরোধী দলের সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে ফরেষ্ট কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন। উদয়পুরের যে ডি. এফ, ও, মহোদয়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা এনেছেন সেটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। সেটা উদ্দেশ্য-মূলক কিভাবে? একজন কর্ম্মচারীকে দুর্নীতির জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে। সেই সুযোগটা অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় নিয়েছেন এবং একটা অভিযোগ এনেছেন। তাই আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আরও বিভিন্ন বিষয়ে উনি যে যুক্তি দিয়েছেন যে অসংখ্য শাল বৃক্ষ কর্ত্তন করছে, কাউকে ১০টা

পারমিট দিয়েছে, কাউকে দেননি, এই সম্পর্কে আমি বলছি যে উদয়পুরে শাল এবং বিভিন্ন ফরেষ্ট বহু বছর ধরে গড়ে উঠেছে। তাই শালের পারমিট ১০০ কেন ২০০ দিতে পারে। যথারীতি মাশুল আদায় করে পারমিট দেওয়া হয়। তাই আমি তার অভিযোগটার বিরোধিতা করছি। প্রত্যেক লোকের অধিকার আছে পারমিশন নিয়ে গাছ কাটার। তাই ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে অভিযোগ করেছেন তাতে বোঝা যায় যেসব দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের শাস্তি হয়েছে তাদের পক্ষ সমর্থন করে তিনি বক্তৃতা করেছেন। উনি বলেছেন যে ৪।৫ জন ডি, এফ, ও, উদয়পুর থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত কয়েকটা সীমাবদ্ধ জায়গাতেই ট্রান্সফার হয়ে থাকেন। ত্রিপুরার মধ্যে কয়েকজন ডি, এফ, ও, মাত্র আছেন। তারা তো সীমাবদ্ধ কয়েকটা জায়গার মধ্যেই ট্রান্সফার হবেন। এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। তাই উনি যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন এটা মোটেই কোন যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া উনি একবার বলেন বনকে ভালবাসেন বন গড়ে উঠতে হবে, মানুষের জন্যই বন, সত্যি কথা। কিন্তু উনাদের দলের লোক বনকে ধ্বংস করার জন্য যে অভিযান চালিয়েছেন আমি প্রমাণ করে দেব এই ডাইনা বায়ার দল গত বারের মত বন ধ্বংসের আয়োজন করছেন মাননীয় সদস্য চলে গিয়েছেন, তা না হলে আমার তথ্যগুলি আমি তাকে দিতে পারতাম। উনার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি জানি। উনি কোন জায়গায় কি বলেন, হাউসে কি বলেন এবং বাইরে কি বলেন সেটা আমি জানি। উনার সম্বন্ধে বলে কি হবে। আমি তখন বাইরে ছিলাম। উনি বোধ হয় আমার সম্বন্ধেও কিছু বলেছেন। আমার সম্পত্তি কিভাবে করেছি সেটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির মতন দালালি করি নাই। আমি ছোট বেলা থেকেই মেহনত করছি। মজুরী করেছি। তাই আমি পরিশ্রম করে সম্পত্তি করেছি। আমি দালালি করে, চাঁদা আদায় করে সম্পত্তি করি নি। আদিবাসী ভায়েরা আমাকে ভালবাসে, তাদের মনের কথা তারা আমার কাছে বলে। আমি গত নির্ব্বাচনে যখন কাওয়ামারা ঘাটে গিয়েছিলাম তখন উনি অমরপুর থেকে ফিরছিলেন। তখন তিনি বলেন, আরে নিশি বাবু সর্ব্বনাশ। যেখানেই যাই সেখানেই আপনাকে দেখি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনার ডিমাণ্ড সম্পর্কে বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বলেছেন। তাই বলছি। আমি বনে বনে ঘুরেছি। কিন্তু উনারা বনে যান না। তারা যান কোথায়? না, যেখানে নোংরামি আছে। কিন্তু তারা যেমন মাছির মত নোংরা জায়গায় যান তেমনি আমিও তাদের পেছনে দৃষ্টি রাখি। তাদের পায়ের মাটি সরে যাচ্ছে। তারা ভাবছেন কি করে দল রক্ষা করি। তাই আমি আমার তথ্য দিচ্ছি যে আমি মেহনতী মানুষ, আমি পরিশ্রম করি, আমি ব্যবসা করি। সেইভাবেই আমি রোজগার করি, এবং এই রোজগার দিয়েই আমার সংসার চলে। আমার রাইস মিল আজকের নয়। আমার রাইস মিল ৪৮ সন থেকেই। একটা কথা আছে স্যার, ভাউরে ৯ টাকা কিনে ৬ টাকা বেচে আর খুব ভাল ভাল খায়। কি করে ৯ টাকায় কিনে ৬ টাকায় বেচে? তাতে লোকসান হবে না। বলে সেটা আমি কি জানি? আমি মেয়ে মানুষ। লাভ লোকসান

আমি কি বুঝি? তারা ভাল ভাল খায় এইটুকু জানি। তাদেরও তেমনি দশা হয়েছে। তাদেরও কান্নাকাটি আছে। কিন্তু যখন তারা কাট মোশন আনেন তখন তার যুক্তি দিতে পারে না যে কি করলে কি হবে। যাই হোক কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে আমি বলতে পারতাম। তবে আমার সময় কম। তবে ওদের মত যদি লোন পাইয়ে দিতে গিয়ে ৫০ টাকা করে নিতাম তাহলে আমিও পারতাম আরও বড় লোক হতে। কিন্তু এইটুকু সম্পত্তি দেখেই তাদের গা জ্বালা করছে। এখন আমার অবস্থা ও কিছুটা খারাপ। তবুও তাদের সইছে না। যাইহোক কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বলছি যে ফরেষ্টকে যে তারা ভালবাসেন তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। তারা তুলামুড়া, বাগমা এইসব অঞ্চলে গিয়ে সভা সমিতি করছেন আর বলছেন, আমরা দুইটা কমিটি করেছি। কমিটি করে জায়গা দেওয়া হয়েছে ভূমিহীনদের। সেই কমিটির মধ্যে ডেপুটি মিনিষ্টারও আছেন। কোথায় আদিবাসীদের জমি দিবে সেজন্য ফরেষ্টের বাগান খুঁজে দেখা হচ্ছে। অতঃপর তাদের গা জ্বালা হচ্ছে। তারা বলছেন যে দেখ আমাদের এতদিন আটকে রেখেছিল সেজন্য আমরা তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি নি। তবে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট সরকার হয়েছে এখন আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। আমরা এখন নারী পুরুষ বাহিনী তৈরী করেছি। তাদের দিয়েই এ ডাইনা বায়া কোম্পানী এসব ধ্বংসাত্মক কাজ করাচ্ছেন। ফরেষ্ট আমরা চাই, ফরেষ্ট গড়ে উঠুক। মানুষই ফরেষ্ট তৈরী করেছে, এখন যে ফরেষ্ট হচ্ছে তাও মানুষেই তৈরী করছে, সুন্দর প্ল্যানটেশান হচ্ছে। কিন্তু ফরেষ্টের একটা নীতিকে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। কেন পারছি না, এখন বন গ্রামের এবং পাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বেশী। গ্রাম এবং পাড়া থেকে রিজার্ভ ফরেষ্ট বেশী দূরে নয়। অবশ্য ফরেষ্টের জন্য যদি লোক না থাকে তবে ফরেষ্ট করবে কে? বিভিন্ন দেশে যে ফরেষ্ট হয়, বাগান হয়, সেটা লোকেরাই করে থাকে। তাদের বাগানগুলি গ্রাম থেকে দূরে থাকে। তাই তারা বাইরে থেকে শ্রমিক এনে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশন কাজের জন্য বস্তি, গ্রাম ইত্যাদি তৈরী করে নেয়। সেখানে তারা বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি পায়। ডাক্তারখানা পায়, পানীয় জল পায়, শিক্ষা পায়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সেই ব্যবস্থা নেই। যেমন বলব গর্জি ফরেষ্ট রিজার্ভ, চন্দ্রপুর ফরেষ্ট রিজার্ভ। সেখানে গ্রামের মধ্যেই যেখানে টিলা ছিল সেখানে বাগান হয়েছে। সেখানে আদিবাসীরা বাস করত। তাই সেখানে ফরেষ্ট ভিলেজারদের জন্য কতগুলি নিয়ম করা হয়েছে। কিন্তু সেই নিয়ম বা অ্যাগ্রিমেন্টগুলি বড় সাংঘাতিক। সেই অ্যাগ্রিমেন্ট অনুসারে ফরেষ্টের হুকুম ব্যতীত তারা কোন গাছ কাটতে পারে না। যদি ফরেষ্টের কোন ক্ষতি হয় তাহলে ফরেষ্ট ভিলেজারদের কাছ থেকে সেই ক্ষতি আদায় করে নেওয়া হয়। এই আইন আছে। যেমন বহরামবাড়ী ফরেষ্ট ভিলেজ। সেখানে আদিবাসীরা, রিয়াংরা বহু পূর্ব্ব থেকে বাস করত। এখন সেখানে ফরেস্ট ভিলেজ হবার দরুণ আমি দেখেছি তাদের আশে পাশের যেসব গাছ ছিল সেগুলির উপর থেকেও তাদের অধিকার চলে গেছে। তাদের জীবিকা নির্ব্বাহেরও কোন সুযোগ নাই। তারা জুম করতে পারে না। তারা দুই দিনে একবার হয়ত খেয়ে আছে। তাও বাঁশের কুড়ুল ইত্যাদি। আমি বললাম তোমরা বনে কাজ কর না কেন? তারা বললে যে বনে সব সময়ে কাজ থাকে না। কাজ থাকলেও এক টাকা দেড়

টাকার বেশী মজুরী পাওয়া যায় না। তখন আমি ডি, এফ, ও,কে বললাম যে অন্ততঃ তিন টাকা, আড়াই টাকা তাদের মজুরী করুন। যদি বর্ষার সময় ৭ দিনের এক টাকা, বার আনা মজুরী পায় তাহলে তাদের সর্বনাশ হবে। পরে ডি, এফ, ও, মহোদয় একটা সুবিধা করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বলব তাদের একটা সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

আর একটা বিষয়ের উপর আমি আবেদন রাখছি। আদিবাসী এবং বাঙ্গালী রিফিউজীরা অনেক সময় বনে গিয়ে গাছ কেটে আনে এবং সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে কেস করা হয়। আমি বলব এই সমস্ত কেস্ তাদের যথেস্ট হয়রাণি করে। তারা কি ধরণের বন কাটলো সেটা আমি বিচার করতে চাই না। যাই কাটুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে হয়ত কেস হল যে হয়ত ৫০০ টাকার বন নষ্ট করে ফেলেছে। বাদী হাজার হাজার শত শত। এক মাস দুই মাস ধরে তারা শুধু হাজিরাই দিয়ে চলে। এতে তাদের যদি কোন একটা ছাগলও থাকে সেটাকেও বিক্রি করতে হয়। তাতেও তারা রেহাই পায় না। সুতরাং এইসব গরীব লোকের এই জন্য যথেষ্ট হয়রাণি হতে হয়। বিচারে কি হয় না হয় আমি তা বলছি না। আদিবাসীদেরও ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু তাদের ক্ষতি হলেও বা আর কতটুকু হবে। বড়জোর, দা, কুড়াল. আর টাক্কল। এই তিন রকমের জিনিষ। কিন্তু এই ক্ষতিই তাদের অনেক। তারা ন্যায় অন্যায় করছে কিনা আমি সেই তর্কে যেতে চাইছি না। কিন্তু তারা আমাকে অনেক সময় বলে যে বাবু, আমার দা, কুড়াল, টাক্কল নিয়ে গেছে বনকরে। এই রকম শত শত কুড়াল, টাক্কল তাদের ক্ষতি হচ্ছে। যদিও এই ক্ষতি আমাদের কাছে সামান্য মনে হয়, কিন্তু তাদের তো এইগুলিই সম্বল। কাজেই তাদের ক্ষতি বিরাট।

আমি জুমিয়াদের সম্বন্ধে বলব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আজকে উদয়পুরে যে অবস্থা তাতে নূতন করে বাগান করার প্রশ্নই উঠে না, যে কেউ কোন টিলা টংকর আর বাদ নেই। সুতরাং আরও যদি রেস্টে এলাকা বাড়ানো হয় এবং জুমিয়াদের জুম করার অধিকার নষ্ট করা হয় তাহলে তাদের বিরাট ক্ষতি। এখন জুম কাটার সময়। এখন যদি তাদের বাধা দেওয়া হয় তাহলে ভূমিহীন আদিবাসীদের পক্ষে মুস্কিল হবে। তাদের এখন রাবার প্ল্যান্টেশান বা লেবু বাগান ইত্যাদির জন্য কাজ করিয়ে তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করা উচিত। আমার সময় কম, তাই আমার মনের কথা মনেই রয়ে গেল। সুতরাং আর বেশী বলতে পারছি না। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার টু রিপ্লাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিমাণ্ডের সমর্থনে বলব এবং বিরোধী পক্ষের কাটমোশনের বিরোধিতা করব।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার আপনি ১৫ মিনিটের মধ্যে দয়া করে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টির উপর আলোচনা হয়েছে দেড় ঘন্টারও বেশী। সুতরাং এর রিপ্লাই দিতে গিয়ে মাত্র ১৫ মিনিট সময় যথেষ্ট নয়। তাহলে আগে থেকেই সকলের টাইমটা লিমিটেড্ করে দেওয়া উচিত ছিল। হাউয়েভার, আমি আপনার আদেশ মানার চেষ্টা করব। বিরোধী দল অভিযোগ এনেছেন বন বিভাগের উৎপীড়নমূলক কার্যকলাপ সম্বন্ধে। বনের প্রয়োজন আছে, মানুষের জন্যই বনের প্রয়োজন আছে এবং মানুষের জন্যই বন। সরকার যে বন বিভাগ করেছেন সেটা মানুষের উৎপীড়নের জন্য করেন নি। যে সমস্ত অঞ্চলে ফরেষ্ট রিজার্ভ হয়েছে, যে কারণেই হোক পূর্ব্ব থেকেই সেখানে বাড়ীর জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি। কাজেই তার ফলে যে সমস্যাটা আসে সেটা হল তাদের বাড়ী ঘরের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কাজেই সেই হিসাবে ত্রিপুরার ফরেষ্টকে দেখতে গেলে পরে এটা একটা বড় অঞ্চল জুড়ে নয়, প্রত্যেক জায়গায় অংশ অংশ করে রয়েছে। কাজেই সেজন্যই ফরেষ্টকে কিছু কিছু করে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আগেও বলেছি যে তার জন্য কমিটি হচ্ছে এবং জনসাধারণকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ফরেষ্টের যে আইন কানুন সেই আইন কানুন জনসাধারণকে মেনে চলতেই হবে। তিনি বলেছেন যে গাড়ী করে ফরেষ্টের মাল ট্রাকে পাচার হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে ফরেষ্টের যে অফিসার আছেন তাদের কর্তব্য কি হবে? কোন লোক যদি গাড়ী করে মাল পাচার করে নিয়ে যায় তাহলে স্বভাবতই ফরেষ্টের যে আইন আছে সেটা রক্ষা করতে হবে। কাজেই সেই দিক থেকে যদি দেখা যায় তাহলে ফরেষ্টের এটা কখনও ইচ্ছা নয় যে বিনা পারমিটে তারা নিয়ে যাবে। যারা প্রার্থনা করেছে পারমিটের জন্য তাদের সকলকেই পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যাপারে অ্যাসেমব্লীতেও উত্তর দেওয়া হয়েছে। তার পরেও যদি কেউ ফরেষ্ট আইনকে ভংগ করে তাহলে যারা এই কাজের জন্য নিযুক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে যে এই ঘটনাগুলি ঘটে গেল তার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল না। অথচ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পরে অভিযোগ আসে যে জনসাধারণকে উৎপীড়ন করা হচ্ছে। কাজেই এই ব্যবস্থাগুলিকে স্বভাবতঃই মানতে হবে এবং মানা উচিত। কেউ কেউ বলছেন যে ফরেষ্টের মধ্যে জুমের অধিকার দিতে হবে। সেটাও করা হচ্ছে এবং সেই সিষ্টেমকে টাঙ্গিয়া সিষ্টেম বলা হয়ে থাকে। আমি স্মৃতির থেকে বলছি ৪৮ টাকা করে তাদিগকে দেওয়া হয়েছে। জুম করার ফাঁকে ফাঁকে তারা সেই কাজ করবে। কিন্তু আজকে এই যে জিনিষটা আছে তাদের মংগলের জন্য যেটা করা হচ্ছে তাতে যদি তাদের বিভ্রান্ত করা হয় তাহলে সেই কাজ মোটেই এগুবে না এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। ফরেষ্টের ভিতর তাদের এই কাজ দেওয়া হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী প্ল্যানটেশন করা যাবে এবং একর প্রতি তারা একটা রেট অনুযায়ী টাকা পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ফরেষ্টকেও গ্রহণ করতে পারবে। কখনও কখনও তাকে টাকা দেওয়া হয় না এই যুক্তিতে যে তাকে যে জুমের সুযোগ দেওয়া তার বিনিময়ে এই টাকা দেওয়া হয় না। কাজেই বেনিফিট তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেটা হয়ত অনেকে ভুল বুঝেন এবং এটাকে উৎপীড়নমূলক মনে করেন। বন বিভাগকে কাট মোশানে উৎপীড়নমূলক বলে বলা হয়েছে। বলতে গিয়ে আরও বলেছেন যে বনবিভাগের

সীমা পুনঃনির্ধারণে ব্যর্থতা। তা ঠিক নয়। কোন কাজই রাতারাতি করা সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে করতে হয়। রাজশঙ্কর পাড়া বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সেখানে রাজশঙ্কর পাড়া নয়, চম্পামুড়া অঞ্চল বলে সেখানে ফরেষ্ট আছে এবং সেটাকেও ফরেষ্টের মধ্যে ধরা হয়েছে। কতগুলি প্রসেস বা প্রক্রিয়া আছে, সেগুলি করে তারপর সেই সীমানাগুলি নির্ধারণ করা হবে। কোন সদস্য অভিযোগ করতে গিয়ে বলেছেন যে প্রমোশনে নাকি সিনিয়রিটি দেখা হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফরেষ্ট বিভাগে অভিযোগ আছে এবং তার তদন্ত করা দরকার। তাহলে জনসাধারণের কাছ থেকে যদি অভিযোগ আসে যে কোন কর্মচারী অসৎ উপায় অবলম্বন করেছেন তাহলে সেই সমস্ত কর্মচারীদের বেলায় কি করা উচিত। যদি সে দোষী সাবস্ত হয় তখন কি তাকে পুরস্কৃত করা হবে না তাকে সাজা দেওয়া হবে? তারা বলছেন যে তদন্ত হয় না। কিন্তু যদি তদন্ত হয় এবং দেখা যায় যে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য তার প্রমোশন পাওয়া উচিত নয় এবং যদি তাকে প্রমোশন দেওয়া না হয় তাহলে সেই ডিপার্টমেণ্টকে তাদের প্রশংসা করা উচিত যে ডিপার্টমেণ্ট শুধুমাত্র বয়সের সিনিয়রিটি দেখে বিবেচনা করে না, মানুষের মধ্যে যে গুণ আছে সেই গুণটাকে দেখে বিবেচনা করে এবং সেইভাবে এফিসিয়েন্সী কাম সিনিয়রিটি দেখেই যারা ফরেষ্ট বিভাগের উপযুক্ত কাজ করেছেন স্বভাবতঃই তাদের প্রমোশন দেওয়া হবে এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় তারা প্রমোশন পাবে না। তারপর একটা রেঞ্জারের কেস্ তিনি বলেছেন যে এটা এনকোয়ারী হওয়া উচিত। সেটা এনকোয়ারী হয়েছে এবং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সেটা ডিপার্টমেণ্ট নিয়েছেন এবং তিনি কোর্টের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেস করেছেন। সেটা সাবজুডিস আছে। কাজেই এই বিষয়ে আমার বলা উচিত হবে না। কাজেই সরকার যে কিছু করছেন না তা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে মুহুরীপুরের কথা উল্লেখ করেছেন যে একটা জায়গা কাদের দেওয়া বোধ হয় হয়েছে। এটা নাকি ট্রাইবেলকে দেওয়া হয় নি, অন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে এইরকম একটা সন্দেহ তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। মুহুরী নদীর জন্য প্রতি বছর বন্যা হচ্ছে এবং কিছু লোক যারা ফ্লাডের মধ্যে পড়েছেন তাদের সরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে এক কাণি করে টিলা জমির মধ্যে জায়গা দেওয়া হয়েছে। কাজেই একজনের বদলে যে অন্য জনকে দেওয়া হয়েছে, সেটাও ঠিক নয়। তার মধ্যে বাস্তবিক কোন সত্যতা নাই। বাজারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যও জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলতে গিয়ে বলেছেন যে আজকে যে ফরেষ্ট করা হচ্ছে প্রত্যেক ফরেষ্টের মধ্যে কেন হস্পিটাল ইত্যাদি রাখা হচ্ছে না? মোটামুটিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে হস্পিটাল অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত জায়গা থেকে তারা চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন। গর্জি অঞ্চলে একটা ডিসপেন্সারী আছে। সেখান থেকে তারা সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে পারেন। যেহেতু আমার সময় অত্যন্ত কম সেজন্য অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রেখে আমার কথা শেষ করছি।

Mr. Speaker—There are two cut motions moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma. I am now putting the cut motions to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on বন বিভাগের জনপীড়নমূলক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে।

(The motion was put to vote and lost.)

There is another cut motion that the demand be reduced by Re 1/- to discuss on বন বিভাগের সীমা পুনর্নিধারণে ব্যর্থতা।

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now, I am putting the main motion to vote, that a sum of Rs. 44,93,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1970 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

(The demand was put to vote and passed)

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 34 and 35 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 60,20,000/- [inclusive on the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of the Demand No 34—Miscellaneous.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- [inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appopriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 35—Other Miscellaneous Compensation and Assignments.

Mr. Speaker :—There are as many as 5 cut motions on the Demand No. 34. I would request the Hon'ble Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss his cut motions.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি ফোরে আমি যে কাট মোশান রেখেছি, তার কারণ হল ত্রিপুরা রাজ্যের মোট লোক সংখ্যার বেশী ভাগই হল অনুন্নত সম্প্রদায় এবং তপশীলিভুক্ত জাতি ও উপজাতি। তারা আজকে কি ব্যবসায় কি বাণিজ্যে সব দিক দিয়ে অনুন্নত। কাজেই তাদের যাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমসাময়িকভাবে উন্নত করা যায় সেজন্য সরকারীভাবে কতগুলি সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া

উচিত। কিন্তু আমি আজকে এখানে বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই যে অবহেলিত এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সরকারের যা কিছু করা দরকার, সেইভাবে তারা কিছুই করছেন না। তারা দিনের পর দিন সরকারী অবহেলার মধ্যে পড়ে নানাভাবে আজকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কাজেই তারা যাতে শিক্ষায় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারে, সেজন্য তাদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা সেগুলি যেন তারা পেতে পারে তার দিকে সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। তাছাড়া আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করে থাকি সেটা হল উপজাতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য যে বোর্ডিং হাউস থাকার এবং তার সুযোগ দেওয়ার কথা, সেগুলি তারা ঠিকমত পাচ্ছে না। সেখানে যদিও বা কোথাও বোর্ডিং হাউস থেকে থাকে, তাহলে সেখানে এইজাতীয় ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেজন্য আমার প্রস্তাব হল যদি তাদেরকে সত্যি সত্যি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত উন্নত করতে হয় তাহলে তাদের জন্য আলাদা-ভাবে বোর্ডিং হাউস করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর একটা দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখবো যে আমাদের ত্রিপুরাতে যেসব ফিসারম্যান আছে তাদের বেলায় সরকারের কোন রকম সহানুভূতি নেই। একথা কেন আমি বলছি? বলছি এই কারণে যে এই সব ফিসারম্যানদের জীবিকার একমাত্র উপায় হল মৎস্য চাষ, এই মৎস্য চাষ করার জন্য তারা সরকার থেকে যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেগুলি তারা ঠিকমত আজ পর্যন্ত পাচ্ছে না। কিন্তু আমি বলব তারা যেসব সুযোগ সুবিধার অধিকারী, সেগুলি তাদের পাওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা নাহলে পরে এই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া এই তপশীলি জাতির মধ্যে যেসব শিল্প প্রবণতা আছে, যেমন তাঁত শিল্প ইত্যাদি, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অনটের জন্য সেগুলি চালু রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাদের যদি উন্নত ধরণের তাঁতের যন্ত্রপাতি দেওয়া হত কো-অপারেটিভ বেসিসে তাহলে তারা অনেক উন্নতি করতে পারত। এই ব্যাপারে অবশ্য আমরা কয়েকটি জায়গাতে কতগুলি ট্রেনিং সেন্টারের অস্তিত্ব দেখতে পাই এবং সেখানে ২।৪ জন ট্রেনিং পাচ্ছে না এমন কথা আমি বলি না, তবে আমি বলব যে আরও অধিক পরিমাণে এইসব ট্রেনিং সেন্টার খুলে আরও অধিক সংখ্যক লোককে যাতে এই ব্যাপারে ট্রেনিং দেওয়া যায়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া তারা যে সরকার থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়ার কথা সেটা তারা ঠিকমত পাচ্ছে না বলে অনেক অভিযোগ আছে। আমরা দেখছি যে আমাদের এখানকার তাঁতীদের বুনা কাপড় খুবই উৎকৃষ্ট ধরণের, কাজেই তাদের যদি উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি দেওয়া হয় তাহলে তাদের কাপড় বুনা আরও উন্নত হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে কাপড়ের চাহিদা আছে সেটা মিটাতে পারি এবং আরও বেশী পরিমাণে কাপড় বুনে সেটা যাতে বাহিরে সাপ্লাই দেওয়া যেতে পারে সেদিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। তার ফলে আমাদের রাজ্যের আর্থিক অবস্থার আরও কিছুটা উন্নতি হবে বলে আমার ধারণা। দুঃখের বিষয় যে আমাদের এখানে বর্তমানে যেসব শিল্প আছে, যেগুলি ছোটখাটো

সেগুলি আজকের দিনে আর্থিক অনটনে প্রায় অচল হয়ে আছে, এইগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে তার মধ্যে কোন কোনটা চালু নেই। কাজেই এইসব শিল্পগুলি যাতে কো-অপারেটিভ বেসিসে চালু করা যায় এবং এখানে আরও নানা ধরণের শিল্প গড়ে উঠে, বড় না হলেও ছোট খাটো ফেক্টরী যাতে বিভিন্ন জায়গাতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য সরকারী-ভাবে প্রচেষ্টা চালানো উচিত বলে আমি মনে করি। আর এইদিকে যদি সরকার নজর না রাখেন, তাহলে আজকে এইসব গরীব জনসাধারণ যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলির সমাধান হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম যে বর্তমানে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে যারা উন্নত সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাদের সংগে সমানুপাতিক ভাবে তাদেরও যে উন্নত করার কথা সেটা কোন দিনই হয়ে উঠবে না বরং দিনের পর দিন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান চলে আসছে সেটা আরও বেড়ে যাবে। কাজেই আজকে যদি এই অনুন্নত সম্প্রদায়, তপশিলী ভুক্ত জাতি ও উপজাতি লোকদের উন্নতি করতে হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি তাদের যেটা প্রাথমিক প্রয়োজন যেমন শিক্ষা তার প্রতি আমাদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেইরকম কোন নজরই আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। আর তারই জন্য আজকের দিনে আমরা ট্রাইবেলদের মধ্যে একজন ডাক্তারও দেখতে পাই না শুধ তাই নয় সিডিউল্ড কাষ্টদের মধ্যে তেমন কোন ভাল চাকুরীওয়ালা আমরা দেখতে পাই না। তবে তাদের মধ্যে যে দুই একজন পায়না এমন নয় কিন্তু যারা নাকি ত্রিপুরার লোকসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশী, তার আনুপাতিক হিসাবে চাকুরী দেওয়ার যে নীতি, সেটা এখন পর্য্যন্ত এখানে কার্য্যকরী হয়নি। আর ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে তো তাদের কোন সামর্থ্য নেই। সেজন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তারা যেন এইদিকে বিশেষভাবে নজর দেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশানটা হচ্ছে, শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিভ্রাট সম্পর্কে। আজকে এই আগরতলা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে যে অবস্থা চলছে, গত পূজার আগে থেকে আমরা এই অবস্থা দেখে আসছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই সমস্যার সমাধান হল না। আমরা নানা অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রীগণের কাছ থেকে জানতে পারছি যে, এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য রাশিয়া দেশ থেকে যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা চলছে এবং সেই যন্ত্রপাতি আনা সাপক্ষে এখানে যাতে করে সেকেণ্ড হেণ্ড যন্ত্রপাতি এনে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, এই রকম বহু কথা আমরা শুনে আসছি। আমরা শুধু শুনছি যে যন্ত্রপাতি আনা হচ্ছে কিন্তু কবে সেগুলি আসবে এবং আমাদের আগরতলা শহরের বিদ্যুৎ বিভ্রাট কতটুকু দূর হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা শুধু কাগজে কলমে থাকবে কিনা সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। এই সম্পর্কে আজকে আমরা যদি এই বিধানসভার দিকে লক্ষ্য করে দেখি, তাহলে সহজে অনুমান করা যায় যে আগরতলা শহরের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কি অবস্থা চলছে এবং এই অবস্থার সমাধানের জন্য কি চেষ্টা চালাচ্ছেন। শুধু এটাই নয় আরও বিভিন্ন বিষয়ে আমরা যদি এই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে রুলিং পার্টির সদস্যরা সেটা কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই আগরতলা শহরের বিদ্যুৎ

সরবরাহের ব্যাপারে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেটা সমাধান করার জন্য যদি কোন সহানুভূতি থাকতো তাহলে নিশ্চয় সেটা অনেক দিন আগেই সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু কার্য্যতঃ সেটা করা হচ্ছে না বলেই আজকে এই বিধানসভার মধ্যে পর্য্যন্ত তার যে কার্য্যক্রম এই বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অথচ এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কোন উপায় বা ব্যবস্থা সরকার পক্ষের দেখা যায় না। তাই বলছি যে আজকে শুধু মুখে মুখে চেষ্টা চলছে, প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ইত্যাদি বললেই চলবে না। আমাদের কাজ দেখাতে হবে হাতে কলমে। আর মন্ত্রী মহোদয়গণ যখন কথা বলেন, তা শুনলে মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেন কোন কিছুরই অভাব নেই, কোন অনটন নেই, এখানকার মানুষের অভাব অনটন বলতে কোন কিছুই নেই। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে উনারা যেন একটা স্বর্গরাজ্য তৈরী করে ফেলেছেন এবং আমরা তাদের তৈরী সেই স্বর্গরাজ্যে বাস করছি। কিন্তু তাদের এই স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে আমাদের বলতে হয় যে, এই রাজ্যের যারা মন্ত্রী আছেন তারা মুখে যা বলছেন, কার্য্যে সেটা পরিণত করছেন না। শুধুমাত্র মানুষকে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে, অনেক কিছু করছেন বলে ফলাও করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু শুধু বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা নয়, এই রাজ্যের প্রত্যেকটি জিনিষ যদি আমরা আলোচনা করে দেখি তাহলে কি দেখব ? দেখব যে এখানে যেন সব কিছুতেই একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে আছে। সেই অচল অবস্থার কোথাও কোন রকম ব্যতিক্রম নেই। আজকে নয় আরও অনেক আগে থেকেই আমরা এই সভাতে এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলাম, এখনও বলছি, কাজেই আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। কারণ আজকে যে ভাবে এই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে যখন তখন বিভ্রাট হয়, তাতে শহর অঞ্চলের মানুষের জীবনে এবং কলকারখানাগুলিতে যে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেটা সহজে অনুমান করে নেওয়া যায়। আমি দেখেছি অনেক স-মিলে এই বিদ্যুতের অভাবে কোন কাজ হচ্ছে না এবং অনেক রাইস মিলে কোন কাজ হচ্ছে না, অথচ সেই অসুবিধাগুলি দূরীকরণের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আর যখন এই বিদ্যুতের অভাবে কাজগুলি করা সম্ভব হয় না তখন এখানে জিনিষপত্রের দাম বাড়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ ঘটে যায়। এইরকম একটা অবস্থা আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই এই সমস্যার সমাধান খুব শীঘ্রই হওয়া দরকার যাতে করে জনগণের কোন রকম অসুবিধা না হয়।

তারপরে আর একটা হচ্ছে ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু, অনুন্নত সম্প্রদায়, তপশিলভুক্ত জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়, ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাপ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং কৃষি ও শিল্পের অনগ্রসরতা প্রভৃতি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগতভাবে ব্যয় বহন করার দায়িত্ব সম্পর্কে। আজকে আমরা প্রায় শুনে থাকি, মাননীয় মন্ত্রীরা বলে থাকেন যে, তারা নাকি এই তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, অনেক স্কীম করেন। আবার তার সংগে সংগে এই কথাও বলেন যে, জাল যার জলাশয় তার, যেমন আমরা শুনে থাকি কৃষির ক্ষেত্রে নাঙ্গল যার জমি তার ইত্যাদি শ্লোগান। কিন্তু আজকে যদি আমরা রুদি জলার দিকে তাকাই তাহলে আমরা সেখানে দেখতে পাব যে, যেখানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক আছে, বিশেষ করে যেসব মৎস্যজীবিরা আছেন, তাদের যে মাছ চাষের ব্যবস্থা সেটা কো-অপারেটিভ বেসিসে হউক, আর ব্যক্তিগতভাবে হউক সেটা করলে পরে তাদের জীবিকার বা বাঁচার মত একটা ভাল সংস্থান হত। সেখানে সরকারী দিক থেকে যে শ্লোগান রয়েছে জাল যার জলাশয় তার, অথচ কার্য্যক্ষেত্রে আমরা তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না............

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till Tuesday, the 1st April, 1969. Hon'ble member speaking will have the floor.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

1st April, 1969

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 1st April, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, Dy. Minister, Dy. Speaker, & twenty three Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question, Shri Bidya Ch. Deb Barma and Shri Ershad Ali Choudhury Bracketed.

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :— Question No. 175.

SHRI TARIT MOHAN DASGUPTA :— Question No. 175 Sir.

প্রশ্ন

১) ১৯৬৮-৬৯ সালে ত্রিপুরার কোন মহকুমায় (ক) কলেরা এবং (খ) বসন্ত রোগে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বিবরণ।

২) আগেকার বছরের তুলনায় এই মৃত্যু সংখ্যা বেশী না কম?

৩) যদি বেশী হয়ে থাকে তাহার কারণ?

৪) এই ব্যাপারে কি কি প্রতিশেধক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১) ১।৪।৬৮ ইং হইতে ১৫।৩।৬৯ ইং

মহকুমা	কলেরা	বসন্ত
সদর	—	৩৭
খোয়াই	১	২
ধর্মনগর	—	৬
সোনামুড়া	—	৯
	১	৫৪

২) (ক) কলেরার কোন মৃত্যুর রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই, অতএব তুলনার কোন প্রশ্ন উঠেনা।

(খ) বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্ব বছরের তুলনায় বেশী।

৩) ১৯৬৮ ইং সন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার (cyclic year) বৎসর ছিল।

(খ) টিকা লইতে চায় না এমন লোকের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা বেশী।

৪) কলেরা ইনোকুলেশন এবং বসন্তের টিকা দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত রোগী হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিল তাহাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সংক্রামক রোগ বিনাশক ঔষধ দ্বারা রোগীর ঘর এবং জলাশয় বিশোধিত করা হইয়াছে।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কতজনকে কলেরার ইনজেকশান এবং বসন্তের টীকা দেওয়া হয়েছে?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—১৯৬৭-৩৮ সনে কলেরার টীকা দেওয়া হয়েছিল—১,৬৮,১২২ এবং ১৯৬৮-৬৯ 'এ দেওয়া হয়েছে—৪,৫৭,১৬২ জনকে। তুলনায় এই বছরে সংখ্যা অনেক বেশী।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, পত্র পত্রিকায় যে কলেরার মৃত্যুর হার প্রচারিত হয়েছিল, সেটা কি সত্য নয়?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—যখন রোগী পরিষ্কারভাবে ডায়গনিসিস করা যায়না, সেই সমস্ত

রোগীদের আমাদের ভাষাতে গ্যাসট্রোএনট্রাইটীজ বলা হয়, এবং সেই হিসাবে যদি ধরা হয়, তাহলে এই বৎসর পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে কলেরা বলে পাঁচ ছয়টি কেস পাওয়া গেছে!

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গাষ্ট্রএনট্রাইটিজ রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা কত?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—গ্যাষ্ট্রএনট্রাইটিজে এ্যাটাকের সংখ্যা হচ্ছে—১৯৬৭-৬৮'এ ৪১৩ এবং মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে ১০, আর ১৯৬৮-৬৯ সনে এ্যাটাকের সংখ্যা হচ্ছে ১,১২১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে ১০২।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই গ্যাষ্ট্রএনট্রাইটীর কলেরা কেসে পড়ে কি না?

শ্রী টি, এম, দাসগুপ্ত :—গ্যাষ্ট্রএনট্রাইটীজ কলেরার অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গ্যাষ্ট্রএনট্রাইটিজ কলেরা, সেই হিসাবে কলেরার কতজন এ্যাটাকড্ হয়েছিল?

শ্রীটি. এম., দাশগুপ্ত :—তার সংখ্যা হচ্ছে ৮ জন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, এই গ্যাষ্ট্রএনট্রাইটী-জের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে স্যালাইন?

শ্রীটি. এম, দাশগুপ্ত :—স্যালাইন অনেক রোগের চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে গ্যাষ্ট্রএনট্রাইটীজ এর চিকিৎসা স্যালাইন।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি ডাক্তার নই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের চার্জে মন্ত্রী মহোদয় তখন ছিলেন, তিনি বলবেন কি যে এ সময়ে স্যালাইনের অভাব হয়েছিল কি না?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—এই প্রশ্নের উত্তর আমি এই হাউসে বিস্তারিতভাবে দিয়েছি। এমন কোন সময় হয়নি যে হাসপাতালে রোগী পাঠিয়ে তার স্যালাইনের অভাবে চিকিৎসা হয় নি। এতবড় যে এপিডেমিক তাকে ফেস করতে হলে পরে ষ্টকের পজিশন আরও বৃদ্ধি করা দরকার সেইজন্য আমরা এ্যারোপ্লেনে লোক পাঠিয়ে সেই জিনিষগুলি আনিয়েছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন এ' ১১২১ জন গ্যাষ্ট্রএনট্রাইটিজে এ্যাটাকড্ হয়েছিল, সেই সময়ে স্যালাইনের অভাব হয়েছিল কি না? আমি স্পেসিফিক রিপ্লাই চাচ্ছি।

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি স্পেসিফিক উত্তর দিয়েছি স্যার। সেটা ছিল বিগ এপিডেমিক রিভিমত থ্রু আউট দি টেরিটোরী। কিন্তু সেই সময় হাসপাতালে যারা এসেছে, তাদের

স্যালাইন দেওয়া হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যালাইনের অভাব হয়েছিল কি না ? ইয়েস অর নো, এটা আমি জানতে চাই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডিউরিং ছাট টাইম স্তেলাইনের অভাব হয়েছিল কিনা, ইয়েস অর নো ?

শ্রীটী. এম দাশগুপ্ত :—আমার উত্তর আমি দিয়েছি স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এতবড় এপিডেমিক হয়েছে, সেই সময়ে স্তেলাইনের অভাব হয়েছিল কিনা ?

MR. SPEAKER :— You cannot dictate tne Minister to reply yes or not.

SHRI P. R. DASGUPTA :— I am taking the protection of the Speaker, not of the Minister.

MR. SPEAKER :— Hon'ble Minister should give a specific reply no doubt, but you cannot dictate.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এ' সময়ে জি, বি, এবং ভ্রি, এম, হাসপাতালের মেডিকেলের চার্জ কার উপর ছিল ?

SHRI T. M. DASGUPTA :—I demand notice.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—এই কথা কি সত্য যে কোন পাহাড়ী বাড়ীতে কলেরা হলে রোগীকে বাড়ীতে রেখে তারা জঙ্গলে পালিয়ে যায় এবং বসন্ত বা কলেরার টিকা দিতে চায়না ? যদি সত্যি হয় তাহলে কতজন টিকা নেয় নাই ?

শ্রীটী. এম, দাশগুপ্ত :- আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No. 260.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Mr. Speaker, Sir, question No. 260.

QUESTION

1. Whether it is fact that Shri Nikhil Ranjan Ganguly, a Surveillance worker is not getting his monthly salary since October, 1968.
2. if so, the reasons thereof ?
3. Whether the said Shri Ganguly, submitted any petition to the appropriate authority requesting to issue necessary order for the payment of his salary.
4. if so, what steps have been taken in this matter ?

ANSWER

1 to 4. Shri Nikhil Ranjan Ganguly, Surveillance worker, Section-18(Kamrangatali) reported to have absented very frequently without authority and adopted unfair means on various occasions. He did not follow the programme assigned to him. He was asked to explain his conduct on various charges. Field enquiry was conducted by the Malaria Officer and many irregularities, negligence and manipulations of records were detected. Charge-sheet has been framed and he has been asked to give his reply. On receipt of his reply the case will be examined and necessary action thereof will be taken.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন শ্রীগাঙ্গুলী যে পিটিশনটা সাবমিট করেছিলেন সেই পিটিশনের বিষয় বস্তু কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বিষয়বস্তু জানতে হলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত তারিখে পিটিশন সাবমিট করেছিলেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে শ্রীগাঙ্গুলীর যে ইমিডিয়েট অফিসার তিনি সৎসঙ্গের অফিস বেয়ারার কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর রাখেন কি যে যেহেতু তিনি সৎসঙ্গের অফিস বেয়ারার সেজন্য সৎসঙ্গের মাসিক চাঁদা না দিলে তাদের অপদস্থ করা হয় ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমাদের কাছে এই ধরনের কমপ্লেন নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি, তিনি সৎসঙ্গের মেম্বার কিনা এবং চাঁদার জন্য পীড়াপিড়ি করেন কিনা ?

শ্রীটি এম, দাশগুপ্ত :—দ্যাট মে বী লুকড ইন্টু।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কর্মচারী বৈষ্ণব না শাক্ত এটা আমাদের লুক আউট নয়। ইট ইজ রিলিজিয়াস্ ম্যাটার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তিনি যেহেতু সৎসঙ্গের অফিস বেয়ারার সেই হেতু তার মতে না চললে অত্যাচার করা হবে এমন কোন রুল আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা প্রমাণ দিলে তদন্ত করতে পারি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটাই ওয়ান অব দি ইনসিডেন্টস্।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বললে পরেই এইরকম হয় না। কাগজ পত্র চাই, মুখের কথার উপর নির্ভর করা চলে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তদন্ত করলেই দেওয়া হবে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আপনি দিলে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে।

MR. SPEAKER :—Shri Abhiram Deb Barma.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—Question No. 307.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Mr. Speaker, Sir, question No. 307.

প্রশ্ন

১) আগরতলায় যে সকল সরকারী ডাক্তার নন্ প্রেকটিজিং এলাউন্স পান, যাহারা পাননা এবং যাহাদের নন্ প্রেকটিজিং এলাউন্স মঞ্জুর করা সত্বেও উহা গ্রহণ করেন না তাহাদের নাম এবং পদ।

২) এই সকল ডাক্তারদের মধ্যে যাহারা নন্ প্রেকটিজিং এলাউন্স গ্রহণ করেন, প্রাইভেট প্রেকটিসও করেন তাহাদের নাম।

৩) যাহারা নন্ প্রেকটিসিং এলাউন্স মঞ্জুর হওয়া সত্বেও উহা গ্রহণ করেন না, তাহারা কোন আইন অনুসারে উহা গ্রহণ করেন না?

উত্তর

১) সঙ্গীয় চার্ট দ্রষ্টব্য।

২) জানা নাই।

৩) প্রশ্নই উঠে না।

LIST SHOWING DRAWAL OF NON PRACTISING ALLOWANCE.

Sl. No.	Name of doctors in receipt of NPA stationed at Agartala.	Name of doctors not in receipt of NPA stationed at Aga:tala.	Name of doctors authorised NPA but not drawing the same
1	2	3	4
	A. SPECIALIST GRADE	I. Dr. S. C. Basak, Gynaeco.	Not known.
	1. Dr. G. Raman D. H. S.	2. Dr. S. C. Dey, CAR. Gr. I.	
	2. Dr. R. Dutta, Supdt. V. M/G. B. Hospital.	3. Dr. D. L. Banerjee, CAS. Gr. I.	
	3. Dr. D. R. Nandy, Physician Specialist.	4. Dr. K. C. Nandy, CAS, Gr. I.	
	4. Dr. (Mrs) Renukana Bhattacharjce, Gynaecologist.	5. Dr. U. R. Ganguly, CAS. Gr. I.	
	5. Dr. C. Acharjee, M. O. Eye.	6. Dr. (Miss) Archana Roy, GDO Gr. II.	
	6. Dr. D. N Choudhury, M. O. Anaesthetist.	7. Dr. B. M. Choudhury, CAS Gr. I.	
	7. Dr. T. K. Ghosh, Anaesthetist (Splst).	8. Dr. N. K. Saha, CAS. Gr. I.	
	B. G. D. O. GR. I	9. Dr. J. M. Ghosh, CAS. Gr. I.	
	8. Dr. M. M. Chakra borty, D. D. H. S.	10. Dr. Anjan Chakraborty, CAS. Gr. I.	
	9. Dr. A. Sen Gupta, D. F. P. O.		

Sl. No.	Name of doctors in receipt of NPA stationed at Agartala.	Name of doctors not in receipt of NPA stationed at Agartala.	Name of doctors authorised NPA but not drawing the same
1	2	3	4
	10. Dr. S. B. Roy Choudhury, M. O. Dermat.		
	11. Dr. R. M. Banik, M. O. Pathology.		
	12. Dr. A. M. Majumder Physician.		
	13. Dr. G. C. Chakraborty, Paediatrician, (Undergoing study in M. D. at Patna)		
	14. Dr. S. B. Paul, CAS. Gr. I.		
	15. Dr. D. L. Roy, CAS. Gr. I.		
	16. Dr. H. C. Kar CAS. Gr. I.		
	17. Dr. A. K. Biswas, Psychiatry.		
	18. Dr. Nilmoni Deb Barma, M. O. T. B.		
	19. Dr. H. B. Barua, CAS. Gr. I.		
	20. Dr. B. R. Bhattacharjee, M. O. Police Hospital. Agartala.		
	21. Dr. H. S. Roy Choudhury, CAS Gr. I.		
	22. Dr. P. C. Das Gupta, M. O. E. N. T.		
	23. Dr. A. K. Bakshi, CAS. Gr. I.		
	24. Dr. Sujit De, CAS. Gr. I.		
	25. Dr. K. K. Sen R. P. V. M. Hospital.		
	26. Dr. C. R. Deb, CAS. Gr. I.		

Sl. No.	Mame of doctors in receipt of NPA stationed at Agartala.	Name of doctors not in receipt of NPA stationed at Agartala.	Name of doctors authorised NPA but not drawing the same
1	2	3	4
	C. G. D. O. GR. II		
	27, Dr, K, N, Ghosh Malaria officer,		
	28, Dr, S, Basu, CAS, Gr, I,		
	29, Dr, B, Chatterjee, CAS Gr, I. (Undergoing study at Cal,)		
	30, Dr, Puspa Dey, CAS, Gr, I,		
	31, Dr, S, R, Choudhury.CAS Gr, I,		
	32, Dr, S, B, Dutta, CAS, Gr, I,		
	33. Dr. Bikas Roy CAS. Gr. I.		
	34. Dr. (Kum) Aloka Bhowmik, AS. Gr. I.		
	35. Dr. (Miss) Ela Choudhury, CAS. Gr. I.		
	36. Dr. Sukhendu Bhattacharjee, CAS. Gr, I.		
	37. Dr. S- C. Charkraborty, CAS. Gr. 1		
	38 Dr. Bikash Bhattacharjee CAS. Gr. I.		
	39. Dr. B. R. Paul Choudhury, CAS. Gr. I,		
	40. Dr. M. K. Bhowmik. CAS. Gr. I.		
	41. Dr. S. Deb Nath, CAS.. Gr. I.		

Sl. No.	Name of doctors in receipt of NPA stationed at Agartala.	Name of doctors not in receipt of NPA stationed at Agartala.	Name of doctors authorised NPA but not drawing the same
1	2	3	4
	42. Dr. P. K. Lahiri, CAS. Gr. I.		
	43. Dr, P. N. Das, CAS. Gr. I.		
	44. Dr. N. N. Biswas CAS. Gr. I.		
	45. Dr. S. K. DebBarma, CAS. Gr. I.		
	46. D. J. L. Roy, CAS. Gr. I		
	47. Dr. Brahmabandhab Das, CAS. Gr. I.		
	48. Dr. (Miss) S.S. Devi, CAS. Gr. I,		
	49. D. Sailesh Kr. Bhattacharjee, CAS.		
	50. Dr. S. R. Deb, CAS. Gr. I,		
	51. Dr. Biswanath Bhattachrarjee, CAS.		
	52. Dr. B. K. Saha, CAS. Gr. I.		
	53. Dr. (Mrs) Sila Ghosh, CAS. Gr. I.		
	54. Dr. P. S. DasGupta, CAS Gr. I.		
	55. Dr, P. Sen, Gupta, Gr, I. (Undergoing study in U. K).		
	CATEGORY 'D'		
	56, Dr. (Miss) Nihar Dey, M, O, Gynae,		
	CATEGORY 'E'		
	57. Dr A, K, Ghosh, CAS, Gr, I,		

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ডাক্তার বসাক যিনি গাইনো-ক্লজির স্পেসালিষ্ট তিনি তার বাসায় একটা হসপিটালের মত করে রেখেছেন এবং ডাক্তার-খানায় কোন রোগী গেলেই তিনি তার বাসায় যাওয়ার জন্য বলেন এবং সেখানে অপারেশন থেকে সমস্ত কিছু করা হয় কিনা ?

শ্রীটি,এম, দাশগুপ্ত :—নো সাচ কমপ্লেন রিসিভড।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—অপারেশনের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা করে নেওয়া হয় এ সম্বন্ধে তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীটি,এম. দাশগুপ্ত—যদি স্পেসিফিক কেস দেওয়া হয় তাহলে তদন্ত করা হয়। কে কার বাড়ীতে কি করে এটা দেখা আইনের মধ্যে আছে কিনা আমার জানা নেই।

MR. SPEAKER—Shri Ghanashyam Dewan.

SHRI GHANASHYAM DAWAN—Starred Question No. 330.

SHRI S.L. SINGH—(Minister in charge of the Tribal Welfare Department) Starred Question No. 330.

প্রশ্ন

১। সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৩৩ ভাগ ছেলেমেয়েদের জন্য যে সংরক্ষিত ব্যবস্থা আছে তাহা যাহাতে যথাযথ কার্য্যকরী করা হয় তজ্জন্য প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে সরকারের নির্দ্দেশ আছে কিনা ?

২। থাকিলে যথাযথ কার্য্যকরী হয় কিনা ?

উত্তর

১। হাঁ। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর উপজাতি কর্মচারীর জন্য শতকরা ৩০ ভাগ পদ সংরক্ষিত আছে।

২। উক্ত নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—যদি কার্য্যকরী হয়ে থাকে তাহলে এখনও বহু বেকার ছেলেমেয়ে দেখা যায়, এই বিষয়ে মন্ত্রীমহোদয় কি মনে করেন ?

শ্রীএস,এল. সিংহ :—যখনই কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে তখনই তাদের যে কোটা আছে সেটা পুরণের জন্য তাদেরকে নেওয়া হবে।

MR. SPEAKER—Shri Naresh Roy

SHRI NARESH ROY—Starred Question No. 340.

SHRI TARIT MOHAN DASGUPTA—(Minister in-charge of the Labour Deptt) Starred Question No. 340

Question

1. ১৯৬৫ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৬৯ইং সনের ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কতটি 'ঘেরাও' ও কতবার ধর্ম্মঘটর হইয়াছে ?

2. ঐ সমস্ত ঘেরাও ও ধর্ম্মঘটের ফলে মোট কত ঘন্টা সরকারী কাজের ক্ষতি হইয়াছে ?

3. ঐ জন্যে সরকারী আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত ?

Answer

	ঘেরাও	ধর্ম্মঘট
1. সরকারী নিয়ন্ত্রাধীন ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেট প্রোডাকসন ইউনিট অরুন্ধতীনগর	×	৮
খ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।	×	৩১

2. কাজের সময় ক্ষতি হইয়াছে ৬৪ ঘন্টা।

3. প্রায় ৬,০০০·০০ টাকা।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এইসব ঘেরাও ও ধর্ম্মঘটের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় ত রজন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—সেখানে অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ব্যাপারে কাহাকেও কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আই ওয়ান্ট নোটিশ, স্যার।

MR. SPEAKER :—Shri Jatindra Kr. Majumder.

SHRI JATINDRA KR. MAJUMDER :—Starred Question No. 391.

SHRI T. M. DASGUPTA :—Starred Question No. 391.

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া ব্লক রাণীরবাজার মোহনপুর অঞ্চলে একটি ডাক্তারখানা স্থাপন করিবার জন্য জনসাধারণ কোন আবেদন করিয়াছিলেন কি? এবং ঐ এলাকায় সরকারী ডাক্তারখানা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

১) হঁা। বর্ত্তমানে সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—যে দরখাস্ত বা আবেদন করেছেন, সেটা করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই ওয়ান্ট নোটিশ স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবার জানিয়েছিলেন যে আছে, এখন কি সেটা কান্‌সেল করা হয়েছে সেই দরখাস্তের মর্ম্ম বলতে পারেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি যেটার উত্তর প্রথমে দিয়েছিলাম, তাতে বলেছি যে আমাদের যে সব পরিকল্পনা আছে সেগুলি চতুর্থ পরিকল্পনায় যে ডিস্পেন্সারী হওয়ার কথা আছে, তার সঙ্গে এটার কথাও আমরা বিবেচনা করে দেখব।

MR, SPEAKER :— Shri Ershad Ali Choudhury

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :—Storred Question No, 415

SHRI TARIT MOHAN DASGUPTA :—Storred Question No, 415

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮ ইং সনে ত্রিপুরায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় কত সংখ্যক রোগীকে অস্ত্রোপচার ও চক্ষু চিকিৎসা করিয়াছেন?

উত্তর

ক্রমিক নং	মহকুমা	সাধারণ অস্ত্র চিকিৎসা	চক্ষু অস্ত্রোপচার
১)	উদয়পুর	৩৩ জন	—

২)	সাক্রম	২৩ ,,	—
৩)	খোয়াই	২৯ ,,	২০ জন
৪)	কমলপুর	৩৯ ,,	২৬ ,,
৫)	বিলোনীয়া	২৬ ,,	২৯ ,,
৬)	সোনামুড়া	—	১১ ,,

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেখানে এই সমস্ত রোগীর থাকা এবং খাওয়ার কি ব্যবস্থা আছে ?

শ্রীটী, এম, দাশগুপ্ত :—এই সমস্ত অস্ত্রোপচার আমাদের সরকারী তত্বাবধানে হয়ে থাকে এবং হাসপাতলের অভ্যন্তরে করা হয় এবং যার যেই অবস্থা সেই অনুযায়ী তাদেরকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এর মধ্যে কতজন আদিবাসী এই অস্ত্রোপচার এবং চক্ষু চিকিৎসা করেছেন ?

শ্রীটী, এম. দাশগুপ্ত :—আই ওয়াণ্ট নোটিশ স্যার।

MR. SPEAKER :—SHRI Promode Rn. Dasgupta.

SHRI PROMODE RN. DASGUPTA :—Starred Question No. 420

SHRI S. L. SINGH :—Starred Question No. 420

QUESTION

1. Whether Bengal Municipal Act. 1932 has been extended to the Union Territory of Tripura.
2. If so whether license for bicycle in the Municipal area is necessary
3. If not whether Agartala Municipality can issue any such licence for a bicycl in the Agartala Municipality area ?

ANSWER

1. Yes,
2, Yes
3, Does not arise,

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩২ ক্যারিজের যে ডেফিনিশান আছে, তার মধ্যে সাইকেল পড়ে না ?

SHRI S. L. SINGH :—Undersection 125 (1) (j) of the Bengal Municipal Atc, 1932 extended to Tripura the Chief Commissioner have been authorised to impose within the Municir l limits any tax which the Commissioners are empowered to impose under any law for the time being in force. Accordingly, the owners of the bi-cycles are to take licence for their cycles from the Municipality every year under the provisions of cycle "NYAMAK BIDHI" of 1361 T. E. which is a separate enactment and is still in force empowering the Commissioners to issue cycle owners licence.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এখানে পাওয়ারটা মিউনিসিপাল কমিশনারকে ডেলিগেট করা হয়, সেই মিউনিসিপাল কমিশনারটা কে ?

শ্রীএস, এল সিংহ :—এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কি এক কথা হল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তা না হলে পরে কোর্টে মামলা মকোদ্দমা করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোশ্চেন নাম্বার ১৯১ স্যার।

শ্রীটী, এম দাশ :—কোশ্চেন নাম্বার ১৯১ স্যার।

Question

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে কতজন কুষ্ঠ রোগী রেজেষ্টারীভুক্ত হয়েছে ?

২) ত্রিপুরার কোন বিভাগে তার সংখ্যা কত ?

৩) কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি ?

৪) যদি থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ সহ।

Answer

১) ১০৪৯ জন।

২) সদর— ৭৪ জন।

খোয়াই— ২১২ „
কমলপুর— ১৭৮ „
কৈলাসহর— ২৩২ „
সাবরুম— ১৩১ ,
বিলোনীয়া— ১১২ „
ধর্মনগর— ৭১ „
সোনামুড়া— ২৮ „
অমরপুর— ৮ „
উদয়পুর— ৩ „

২) হাঁ।

৪) সমস্ত তালিকাভুক্ত কুষ্ঠরোগীরা ভ্রাম্যমান কুষ্ঠ চিকিৎসালয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডাক্তারখানার মাধ্যমে চিকিৎসা লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল বছরে কতবার টুর দেন বা মাসের মধ্যে কতবার সেখানে যান ?

শ্রীটি এম দাশগুপ্ত :—এখন যে ডাক্তার চার্জে আছেন তিনি মাসে ১৫ দিন টুরে থাকেন এবং বিভিন্ন সাবডিভিশানে ঘুরে বেড়ান। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তার চেয়েও বেশী যান।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এর দায়িত্বে কতজন ডাক্তার আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—একজন ইন-চার্জে আছেন, তিনি রোগী পরীক্ষা করে কুষ্ঠ রোগী নির্ধারণ করে তার যে ঔষধপত্র সেগুলি নিকটবর্তী হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারীতে রেখে আসেন, এবং সেই সমস্ত রোগী সেই সমস্ত স্থান থেকে টাইম টু টাইম সেই সমস্ত ঔষধ সংগ্রহ করে নিতে পারেন। কখনও কখনও তিনি ডাক্তারখানায় উপস্থিত হয়ে রোগীদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—বর্তমানে হাসপাতাল করার পরিকল্পনা নেই, তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় লেপ্রোসি কন্ট্রোলের জন্য ৪৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং তাছাড়া ছয়টি আরও অতিরিক্ত সেন্টার খোলা হবে, তার জন্যও টাকা ধরা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল চিকিৎসা করার পর কোন রোগী রোগমুক্ত হয়েছে কিনা, এইরকম খবর পেয়েছেন কি না ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—আফটার ট্রিটমেন্ট রোগমুক্ত হয়েছেন, তবে সাধারণ ভাবে আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে লেপ্রোসি ট্রিটমেন্ট খুব বেশীদিন কন্টিনিউ করতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো রোগী বিশেষে সেটা দুই থেকে চার বৎসর ঔষধপত্র ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অনেক রোগী এতদিন ঔষধ ব্যবহার করেন না, ডাক্তার তাদের খোঁজ না পাওয়ার দরুণ হয়তো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। কিন্তু যারা ঔষধ ঠিক ঠিক মত ব্যবহার করে এবং কন্টিনিউ করে চিকিৎসা করে, তাদের মধ্যে চার পাঁচটি কেস্ আছে, যারা ভাল হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেইজন্য সমস্ত কুষ্ঠরোগীকে নিয়ে একটা কলোনী করার কথা সরকার চিন্তা করবেন কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—বর্ত্তমানে এই ধরণের কলোনী করার কোন পরিকল্পনা নেই। সব কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক নয়। বিভিন্ন রকমের ক্যাটাগরি আছে। ভারতবর্ষের ডাক্তাররা বর্ত্তমানে এই ধরণের ট্রিটমেন্ট না করে ডমিসিলিয়ারী ট্রিটমেন্টই করার পক্ষপাতী কারণ এতে অধিক সংখ্যক রোগীকে চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া যায়। বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে যদি পাওয়া যায় যে সেই রোগীকে সেপারেট রাখা দরকার, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কুষ্ঠ রোগের কি কোন ক্যাটাগরী আছে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আগরতলা টাউনের উপর কোন কুষ্ঠ রোগী আছে কিনা ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— বিলোনীয়া বিভাগের পূর্ব্ব পিলাক মৌজায় কিছু সংখ্যক রোগী আছে, এদের সম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন কি ?

শ্রীটি,এম দাশ গুপ্ত :—নির্দিষ্ট ঐ মৌজার কথা বলতে পারবনা, তবে ঐ বিভাগের ১১২টি কেস রেজেষ্ট্রিভূক্ত আছে, যারা ডিসপেনসারী থেকে ঔষধ নিয়ে থাকে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—যে সমস্ত কুষ্ঠ রোগী অচল বা দুর্ব্বল তাদের সরকার থেকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—ট্রাইবেল হলে অন্যরকম সাহায্যের ব্যবস্থা আছে, এর জন্য স্পেসেফিক কোন কেস যদি আমাদের দৃষ্টি আনা হয়, তাহলে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—বর্ত্তমানে কতজন রোগীকে সাহায্য দেওয়া হয় ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—বর্তমানে ঔষধ ছাড়া আর কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোশ্চেন নাম্বার ৩৮৩।

শ্রীটি, এম দাশ গুপ্ত :—কোশ্চেন নাম্বার ৩৮৩ স্যার।

Question

১। কোন্ কোন্ চা-বাগান কর্তৃপক্ষ এখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের তাদের বর্দ্ধিত বেতনের পাওনা টাকা সম্যক দেন নাই তাহাদের নাম?

২। যদি উহা না দিয়া থাকেন, উহা আদায়ের জন্য সরকার হইতে কি করা হইতেছে?

Answer

১। ক) হরেন্দ্রনগর চা-বাগান।

খ) দুর্গাবাড়ী চা-বাগান।

গ) বিনোদিনী চা-বাগান।

ঘ) সীমনা ছড়া চা-বাগান।

ঙ) ব্রহ্মকুণ্ড চা-বাগান।

চ) গাবরদটীলা চা-বাগান।

ছ) দারংটীলা চা-বাগান।

জ) খোয়াই চা-বাগান।

ঝ) কল্যাণপুর চা-বাগান।

ঞ) লীলাগড় চা-বাগান।

ট) লুধুয়া চা-বাগান।

ঠ) সরোজনী চা-বাগান।

ড) রাংরুং চা-বাগান।

ঢ) শোভা চা-বাগান।

২। চা-শিল্প সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বেতন পর্যদের সুপারিশ অনুযায়ী বকেয়া পাওনা টাকা শ্রমিকরা যাহাতে পাইতে পারে তজ্জন্য দেনাদার বাগানগুলিকে প্ররোচিত করা হইতেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সকল চা-বাগানে কতজন শ্রমিক কাজ করে?

শ্রী টি, এম, দাসগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই বাগানগুলি বর্তমানে

বন্ধ আছে না চালু আছে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—এর মধ্যে কতগুলি বন্ধ অবস্থায় আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত বাগান এর নাম তিনি এখানে বল্লেন, সেই সমস্ত বাগানগুলিতে বৎসরে কত চা প্রোডাকশান হয় ?

MR. SPEAKER :— That should be separate question.

SHRI NARESH ROY ;

SHRI NARESH ROY :—Question No. 365

SHRI TARIT MOHAN DASGUPTA :—Question No. 365 Sir

Question

১) আগরতলা এয়ারপোর্টে যে সরকারী ডাক্তারখানাটি আছে, সেই ডাক্তারখানার সরকারী কর্ম্মচারী কতজন ?

২) বর্ত্তমানে সেখানে কোন ডাক্তার আছে কিনা ?

Answer

১) ২ জন।

২) না

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ঐ ডিসপেন্সারীতে কতদিন যাবত ডাক্তার নেই ?

শ্রীটি. এম দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলবেন, ডাক্তারখানা কি ভাবে বর্ত্তমানে চলছে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :– সেখানে কম্পাউণ্ডার আছে, তিনি চালান।

শ্রী নরেশ রায় :—মাননীয় মহোদয় কি বলবেন, কম্পাউণ্ডার ডায়গোনেসিস করতে পারেন কিনা ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—অনেক ক্ষেত্রে ডায়গোনেসিস করতে পারেন। তাছাড়া আড়াই মাইলের মধ্যে আরেকটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে। সেখানকার ডাক্তার সপ্তাহে সেখানে ভিজিট করতে পারেন কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ঐখানকার ডাক্তার এখন কোথায় আছেন, লিভে গেছেন না ট্রান্সফার হয়েছেন, বলবেন কি ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—তিনি আমাদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে পড়াশুনা করতে

গিয়েছেন, তারপর কোথায় আছেন, সেটা বলতে পারছিনা।

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No. 264.

SHRI PRAFULLA KR, DAS :—Mr. Speaker, Sir, question No. 264.

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত তিন বছরে কতজন বিচারাধীন বন্দী কিংবা শাস্তি প্রাপ্ত বন্দী জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে ;	১) বিচারাধীন বন্দী ১১ জন এবং শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দী ৩ জন মোট ১৪ জন।
২) বিভাগীয় ভিত্তিক হিসাব.	২) বিভাগ সংখ্যা বিচারাধীন বন্দী শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দী

বিভাগ সংখ্যা	বিচারাধীন বন্দী	শাস্তি-প্রাপ্ত বন্দী
খোয়াই	—	১ জন
সেন্ট্রাল জেইল.		
আগরতলা	২ জন	২ জন
কমলপুর	৮ জন	—
অমরপুর	১ জন	—
মোট	১১ জন	৩ জন

৩) এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	৩) সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের আচরন সম্পর্কে উপযুক্ত বিভাগীয় বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত কয়েদী কিংবা আণ্ডার ট্রায়েল পলায়ন করেছেন তাদের নাম কি এবং কোন্ কোন্ তারিখে কে কে পলায়ন করেছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—নামটা এক্ষুনি আমার কাছে নাই। এইজন্য নোটিশ চাই। আর তারিখটা মোটামুটি বলা চলে। খোয়াইতে কয়েদী একজনের কথা বললাম ৮।৬।৬৯ তারিখে। সেন্ট্রাল জেলে কনভিক্ট দুইজন, তারা একজন ৩০।১১।৬৬ এ, আর একজন ২৯।১।৬৮ তারিখে। আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনারদের মধ্যে দুইজন সেন্ট্রাল জেলে বললাম। একজন ১১।৩।৬৯ এ আর একজন ৪।৩।৬৯। কমলপুরে একই দিনে সব গেছে। তার তারিখ হচ্ছে ৪।৬।৬৮। অমরপুরে আণ্ডার ট্রায়াল ১। সেটা হচ্ছে ৮।৫।৬৮ তারিখে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সমস্ত জেলের কয়েদী কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদী যে পলায়ন করেছে তার কারণগুলি জানতে পারা গেছে কিনা ?

শ্রীপি কে দাস :—সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আচরণবিধি সম্পর্কে যে সাস্‌পিশান ছিল সে সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সম্পর্কে কোন জেল কর্মচারীকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে কিনা ? যদি করা হয়ে থাকে তাদের নাম ?

শ্রীপি কে দাস :—হ্যাঁ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং বিভাগীয় প্রসিডিংস তাদের বিরুদ্ধে ড্র আপ করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তাদের নাম কি ?

শ্রীপি কে দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সমস্ত কয়েদী বা বিচারাধীন বন্দী পালিয়েছে তাদিগকে ধরার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীপি কে দাস :—তাদের ধরার জন্য সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

শ্রীক্ষিতিশ দাস :—কমলপুরে যে বন্দী পালিয়েছে সেজন্য কি সারজেলার দায়ী না গার্ড দায়ী ?

শ্রীপি কে দাস :—যাদের দায়ী বলে মনে করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রসিডিংস ড্র আপ করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নেগলিজেন্সের জন্য তারা পালিয়েছে ?

শ্রীপি কে দাস :—তদন্ত শেষ না হলে বলা মুস্কিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এইগুলি কি সবগুলি তদন্তাধীন আছে, না কোন কোন কেস তদন্ত শেষ হয়েছে ?

শ্রীপি, কে, দাস :—এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—যারা পালিয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে কোন পাক্‌-ন্যাশন্যাল আছে কিনা ?

শ্রীপি, কে, দাস :—নোটিশ চাই।

MR. SPEAKER :—There are three Unstarred Questions to-day. The Minister may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions.

QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE

I have received a notice raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. alleging breach of privilege against the Education Minister. Shri Aghore Deb Barma contended that Education Minister by giving false information in reply to the Question No. 3 had committed a breach of privilege of the House. under second proviso of the rule 134 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly I discussed with the Minister in-charge of the Education Department on the issue and also consulted the proceedings of the House related to the same. It has been clear to me that the Minister had no intention to mislead the House as had been contended by Shri Deb Barma. In view of the fact in reply to the supplementary questions the Minister assured the House to enquire if Smt. Manju Rani Choudhury was a scheduled caste candidate. Besides, it appeared to me that Smt. Manju Rani Choudhury did not enclose with her application any certificate to the effect that she belonged to the Scheduled Caste Community. From the fact stated above I do not find any prima facie that the Minister has committed any breach of privilege and as such I am not inclined to give my consent to the question and rule out the question.

MR. SPEAKER :—There is another notice from Shri Deb Barma. I have received a Notice from Shri Aghore Deb Barma, M. L. A., raising a question of breach of privilege against the District Magistrate. The fact of the case as contended by Shri Deb Barma is that—"On the 24th October, 1968 the District Magistrate in course of furnishing evidence before the Estimate Committee told that only selection was the criterion of appointment of whole sale dealers and vendor for wine. But the Committee on Estimates came to know that there are cases where on the basis of auction, shops were alloted. This was substantiated by Shrivastava, Deputy Secretary on 26-2-69 that both the auction and selection may be adopted in issuing licences for wine shop. It has been contended by Shri Deb Barma that the District Magistrate by

giving false evidence to the Committee has committed a breach of privilege.

Under rule 154 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I refer the question of breach of privilege raised by Shri Deb Barma to the Committee on Privilege for examination, investigation and report and acquaint the House thereof.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1969-70

MR. SPEAKER :—Discussion on Demand Nos.—34 and 35 which was not completed on 21-3-69 will be taken up to-day. I shall call on Shri Abhiram Deb Barma who had the floor yesterday to continue.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল এই সম্পর্কে বলেছিলাম যে ত্রিপুরার অনুন্নত উপজাতি এবং তপশীলভুক্ত জাতি শিল্প এবং কৃষির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ। আজকে দেখা যাচ্ছে যে এই কৃষিতে অবনতি চলছে এবং সেটাকে রোধ করবার জন্য তাদের কৃষি এবং শিল্পে সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মূলতঃ দায়ী। আমরা জানি সংবিধানে এই কথা লেখা আছে যে কৃষিতে অনুন্নত, শিক্ষায় অনুন্নত, চিন্তায়-চেতনায় অনুন্নত এইসব সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি দিয়ে এই তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় বা উপজাতিকে যাতে কৃষিতে এবং শিল্পে অগ্রসর করাতে পারেন সেইদিকে নজর দেওয়ার কথা আছে। কাজেই আজকে যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট ছোট শিল্পগুলির দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে কি দেখবো ? যে উদ্বাস্তু কলোনীগুলি আছে, যেমন শচীন্দ্রনগর এবং বীরেন্দ্রনগর কলোনীগুলিতে লক্ষ টাকার উপর ঋণ দেওয়া হয় তাঁতশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের জন্য। কিন্তু আমরা সেই শিল্পগুলির কোন চিহ্ন দেখছি না।

সেখানকার যারা তাঁতী, তাঁতশিল্প বুনছে—তারা আজকে আর্থিক অনটনের অভাবে তাদের সেই শিল্পকে উন্নত করে তুলতে পারছে না। আবার এদিকে কৃষিতেও আজকে যারা কৃষক তারা তাদের জমিতে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি পাওয়ার কথা, সেগুলি না পাওয়ার জন্য তারা তাদের কৃষিকে উন্নত করতে পারছে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যদি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে প্রথমেই জমির প্রতি কৃষকের যে মমত্ববোধ সেটা সরকারকে জাগাতে হবে। তারপরে উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা এবং জমিতে উন্নত ধরণের

সার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আরও যে বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে যেমন—কৃষিঋণ, বীজধান এবং হালের বলদ ইত্যাদি দিয়ে কৃষককে তাদের উৎপাদনের জন্য উৎসাহ দিতে হবে। আমরা যদি অতীত ভারতবর্ষের নজীর দেখি তাহলে কি দেখব? দেখব বিশেষ করে বাংলা দেশে যখন আকবর রাজত্ব করতেন, তখনও এই বাংলা দেশের কৃষকদের জমির প্রতি আকর্ষণ এবং তাদের জমিতে যাতে ভাল উৎপাদন হয় সেজন্য জলসেচ এবং অন্যান্য যেসব ব্যবস্থা থাকলে পরে কৃষকদের কৃষিকাজে সুবিধা হয়, তার সবরকম ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। বৃটিশ আমলেও আমরা দেখেছি যে কৃষকদের জন্য সরকারী যেসব ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন ছিল, সেগুলি তারা যথাযথভাবে দিয়েছিলেন। বিশেষভাবে এই সামন্ত প্রভুদেরও কৃষিতে জলসেচের প্রতি বিশেষ নজর ছিল। সেই সময়ে কৃষকদের জমিতে যাতে আকর্ষণ বাড়ে, তাদের যাতে উৎসাহ বাড়ে এবং কৃষি উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টা তারা করেছিলেন, সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেই সামন্ত যুগ চলে গেল, সেই বৃটিশ যুগ চলে গেল, আগেরকার সেই সব যুগ চলে গেল, আমরা এখন কংগ্রেসের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে বাস করছি। এই বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০ জনই হল কৃষক এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল। গত ২০ বছর ধরে আমরা দেখে আসছি যে এই বৃহত্তম গণতন্ত্রের যারা পরিচালক, তারা আমাদের এই ৮০ জন কৃষকের কৃষি উৎপাদনের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা, সেগুলি তারা আজও দিতে পারেননি। কৃষকদের সম্বন্ধে আমরা আজ এই কথা বলতে পারি যে এই কৃষকদের জীবন একটা বঞ্চনার জীবন। অথচ এই কৃষকেরাই আজকে দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মুখের খাদ্য তুলে দেয়। এই কৃষকেরাই তাদের জমিতে ফসল করার জন্য জলে, রোদে এবং বৃষ্টিতে ভিজে পরিশ্রম করে আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে। অথচ এই কৃষকদের উপরেই এই বৃহত্তম গণতন্ত্রের যতরকম অত্যাচার, অনাচার এবং অবিচার দিনের পর দিন চলেছে। এটা যেন এই কংগ্রেসী রাজত্বের মধ্যে আরও বেশী করে দেখতে পাচ্ছি।

তারপরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে তাকালেই আমরা কি দেখব, এই রাজ্যের মধ্যে এমন একটা কৃষি এলাকা নাই, যেখানে কৃষকেরা তাদের জমিতে জল সেচের সুবিধা পাচ্ছে, দাদন বা কৃষি ঋণের সুবিধা পাচ্ছে, যাতে করে কৃষক তার জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন করবার মত উৎসাহ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। আমি অন্ততঃ সেই রকম কোন কিছু বর্তমান সরকারের মধ্যে দেখতে পারছি না। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা শুনলে মনে হয় যে এখানকার কৃষকদের যেন কোন সমস্যাই নাই, তাদের মধ্যে কোন দারিদ্র নাই, তাদের জমিতে জল সেচের কোন সমস্যা নাই এবং তাদের কৃষি ঋণ দেওয়ার মত কোন সমস্যাই নাই, হালের বলদ কেনার কোন সমস্যা নাই, বীজ ধানের কোন সমস্যা নাই। তাদের বক্তৃতা

শুনলে এটা আমরা ধারণা করে নিতে পারি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দেখলে আমরা কি দেখি, দেখি যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিদিন প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ত্রিপুরা সরকারের, যদিও তারা ঐকই ফ্যাক্টরীর মধ্যে থাকেন, চাপ সৃষ্টি করে এই খাদ্য বরাদ্দ বাড়ানোর যে অবস্থা সেদিকে তেমন কোন মুরদ নাই। কৃষক-দের বিশেষ করে অনুন্নত তপশিলী, উপজাতি তারা যাতে কৃষিতে এবং শিল্পতে বেশী করে এগিয়ে যেতে পারে, তার কোন চেষ্টা আমরা এই গত ২০ বছর কংগ্রেসী শাসনের মধ্যে দেখতে পাইনি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১ হাজার বছরের এখানকার মহারাজার শাসনের সময়েও জল সেচের ব্যবস্থা, শিল্পের ব্যবস্থা, কৃষকদের কি ভাবে উৎসাহ দেওয়া যায় এবং কি করে কৃষকদের জমিতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য দেওয়া যায়, ইত্যাদি ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা সেটা আমরা সামন্ত যুগেও দেখেছি। কিন্তু এই বৃহত্তর গণতন্ত্রের মধ্যে দেশে যারা নীচের তালার মানুষ, যারা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করে এবং যারা দেশের কোটি কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করে, কৃষিই যাদের একমাত্র জীবিকার লক্ষ্য এবং কৃষিই যাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়; সেদিকে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কোন নাম গন্ধ নেই। আমরা আজকে যদি উপজাতি কৃষকদের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে সেখানে দুই রকমের কৃষক আছে, একটা হল জুমিয়া যারা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল আর একটা হল ধনী কৃষক। সমতলে যে কৃষক তাদের জমিতে কাজ করে এবং ফসল উৎপন্ন করে আর টিলাতে যে সব উপজাতি কৃষক ফসল উৎপন্ন করে তাদের মধ্যে পরিশ্রমের অনেক প্রার্থক্য আছে, অথচ সরকার এই উপজাতিয় কৃষকদের সুবিধার দিকে তেমন কোন সাহায্য দিতে পারছেন না। হাঁা, বলতে পারেন যে আমরা তো প্রতি বছর বাজেটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখছি এবং খরচ করছি। তাহলে এই টাকাগুলি যায় কোথায়? সেটাই আমার জিজ্ঞাসা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন একজন কৃষককে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সময় মত লোন দেওয়া, বীজ ধান দেওয়া এবং এই কৃষককে তার উৎপাদন করার যে সুযোগ সুবিধা সেগুলি তাকে দেওয়া হচ্ছে না। ব্লকের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা সেখানে কি দেখব, দেখব যে সেখানে কমিউনিটি ব্লক, ডেভেলাপমেন্ট ব্লক ইত্যাদি আছে। সেখানে কৃষকেরা যাতে তাদের জমিতে বেশী বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে ঐসব ব্লক থেকে কৃষি ঋণ দাদন লোন, বীজ ধান, আলুর বীজ, সার, পোকার ঔষধ ইত্যাদি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু থাকা সত্বেও কি সেগুলি প্রকৃত যারা কৃষক তারা পাচ্ছে? পাচ্ছে না, সেখানে যে কত রকম কি হচ্ছে তার সবগুলি বলা মুস্কিল ব্যাপার। সেখানে আমরা কি দেখি, দেখি যে সেখানে বীজ ধান বিলি করা হয় ভাদ্র মাসে, অথচ সেই মাসের ভিতরেই কৃষকেরা তাদের জমিতে রোজা ইত্যাদি রোপন করে ফেলে, এই সময়ে যে কৃষি ঋণ এবং দাদন দেওয়া হয়,

তার কোন মানে থাকেনা। আমি মনে করি এটা কৃষকদের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা দেখেছি যে গত বছর যখন বন্যা হল, তখন বহু কৃষকের বীজ ধান এবং ধানের চারা নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে ব্লক থেকে কিছু দেওয়া হয়েছে। সেটা আবার কি রকম না সেখানে এই ব্লককে দিয়ে মহাজনীর কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। মহাজনেরা যেমন সুদের মাত্রা ছাড়িয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে তেমনি ব্লকও কৃষকদের কাছ থেকে দেড়া হারে আদায় করছে। এটা যে কোন আইনের ভিত্তিতে, কিভাবে, কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে নেওয়া হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। সেখানে গত বন্যার পরে যে সব কৃষকদের বীজ ধান সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তাদের থেকে এখন প্রতি এক কেজিতে দেড় কেজি করে ধান আদায় করা হচ্ছে। এটা কিভাবে সম্ভব হল, আমি তা এই বৃহত্তর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মন্ত্রী মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি মনে করি এই ভাবে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা, সেগুলি যদি দেওয়া না হয় তাহলে ত্রিপুরার বর্তমান যে খাদ্য সমস্যা, সেটার সমাধান করা কোন দিনই সম্ভব হবেনা। বাস্তবের ক্ষেত্রে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসী সরকারের কৃষি নীতি বলতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, যে নীতির মাধ্যমে কৃষকদের অভাব অনটন দূর করার পক্ষে সহায়ক হতে পারে, যে নীতির মাধ্যমে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এই কৃষকদের কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য যেমন বীজ ধান আর কৃষি ঋণ বা অন্য যে কোন কিছুই হউক না কেন এই সবের ক্ষেত্রে সেখানে যেন একটা রাজনীতির খেলা দিনের পর দিন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমি সাধারণ একটা কথা বলতে চাই, গত বছর যখন কৃষি দাদন দেওয়ার কথা হয়, তখন কংগ্রেস নেতা, আমি নাম করেই বলছি শ্রীআশু মুখার্জী, সারা এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন যদি তোমরা কংগ্রেস সদস্য না হউ তাহলে কৃষি ঋণ পাবে না, যদি কৃষি ঋণ পেতে চাও, তাহলে কংগ্রেস সদস্য হতে হবে। গরীব কৃষক, ১৫।২০ টাকা কৃষি ঋণ পাবে, সেখানেও রাজনীতির খেলা, কংগ্রেস, কমিউনিষ্টের খেলা, এই হচ্ছে কৃষকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নমুনা। আমি এখানে এই কথাই বলব, আজকে যদি কৃষকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হয়, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, কৃষকদের ফসল উৎপাদনে সহায়তা করতে হয়, তাহলে পরে এখানে রাজনীতির খেলা থাকলে চলবেনা, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থার দিকে তাকিয়ে এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma. Please you will discuss your cut motion together. You will please speak for 10 minutes only. There are

other item of business which are to be completed to—day.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একদম নীচের থেকে সুরু করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ সেখানে শুধু আমি একটা রেফারেন্স দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কেস্ নাম্বার এল, এ, ২০ এস, এন অব ১৯৬৬, প্রথম গেজেট নোটিফিকেশান হয় ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৬ ইং সনে সেখানে বলা হয়েছে প্লট নাম্বার ১১৮৩-পি, জায়গার পরিমাণ হচ্ছে দুই গণ্ডা এক কড়া দুই ক্রান্তি, মালিক হচ্ছেন জীবন কুমার ব্যানার্জী এণ্ড কোং বনমালীপুর টাউনশিপ (১৪), ১লা গেজেট ৪৪৮৭, প্লট ৭৪ নং ১১৮৩ সেখানে দেখানো হয়। অতঃপর উক্ত গেজেট মূলে ফরম নাম্বার ১১ পার্টিকে নোটিশ করা হয়, ৩।১।৬৭ ইং তারিখে। উক্ত নোটিশ মূলে পার্টির পক্ষ থেকে জীবন কুমার ব্যানার্জী উপস্থিত হয়ে জানান যে গেজেট নোটিফিকেশান ভুল হয়েছে এবং তিনি সেখানে আপত্তি দেন। তারপর ৪৪৬৭ খতিয়ানে প্লট নাম্বার ১১৮৩ তাকে তিন গণ্ডা ১৮ ধুর ভূমি খাস করার দাবী জানান। এইভাবে যখন দাবী করলেন, তখন তিনি মনে করলেন সামান্য জায়গা রেখে আর কি হবে, তখন তিনি সবটা জায়গাই খাস করা হউক, এই মর্মে তাদের জানালেন। ১৯৬৭ ইং, ১৬ জুন গেজেট নোটিফিকেশান করা হয় এবং পরে পার্টির প্রত্যেকের নামে নোটিশ দেওয়া হয় ফরম নাম্বার ৯ মূলে। যারা শরিকদার আছে, আমি এখানে বলেছি যে জীবন কুমার ব্যানার্জী এণ্ড কোং ফরম নাম্বার ৩৫ মূলে ক্ষতিপূরণের নোটিশ দেওয়া হয় এবং পার্টিকে জানান হয় ২৪।৩।৬৯ ইং তারিখে। নোটিশ পেয়ে ২৪।৩।৬৯ তারিখে দরখাস্ত মূলে অন্যান্য শরিকদার যারা আছেন তারা জীবন কুমার ব্যানার্জীকে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দেন এবং সেই মতে তিনি যখন পেমেণ্ট নিতে যান, তখন ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান অফিসার আপত্তি তুললেন যে ১৯৫৬ তারিখে পাওয়ার অব এ্যাটর্নি সেটা রিনিউ করা হয়েছে কিনা, না যদি করা হয়ে থাকে তাহলে ১৫ টাকার ষ্টাম্প দিয়ে আবার দরখাস্ত করতে হবে। সেইভাবে তিনি দরখাস্ত করলেন, তখন বলা হল ইমিউনিটি বণ্ড দিতে হবে এইভাবে তাকে আনন্যাসেসারী হ্যারাসমেন্ট করলেন। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি দৃষ্টি দিতে বলব। এখন ঘটনা হচ্ছে যে সেখানে মাত্র চারিটি পরিবারের জন্য একটি রাস্তা করা হচ্ছে, যার জন্য এই জায়গাটা এ্যাকুয়ের করা হচ্ছে। রাস্তা করা হবে ভাল কথা, কারণ বনমালীপুরে আমার নিজের বাড়ী। কিন্তু এই রাস্তাটা করতে হলে পরে কম পক্ষে ৫০ হাজার টাকা খরচ হবে। গত নির্বাচনে যখন মাননীয় মন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য সেই এলাকায় গিয়েছিলেন তখন নাকি তাদের কথা দিয়ে এসেছিলেন ঐ রাস্তাটা করে দেবেন। তাই এই জায়গাটা খাস করা হয়েছে। এই খাস করার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ১১ হাজার টাকা, তারপর দুইটি পুকুর যার মাঝখান দিয়ে রাস্তা যাবে সেই পুকুরটা ভরাট করতে হবে, আরও আনুসঙ্গিক অনেক কিছু করতে হবে, রাস্তা হউক ভাল কথা, এই সম্পর্কে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যিনি এই

ক্ষতিপূরণ পাবেন, তাকে আজকে আনন্ডসসারী হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, বছরের পর বছর ঘুরিয়ে, এর কি অর্থ আছে আমি জানিনা, আমি আশা করব মিনিষ্টার কলারও এই সম্পর্কে হাউসে আলোকপাত করবেন। এর বেশী এর উপর আমি বক্তব্য রাখতে চাই না। আর এখানে সময়ও খুব কম। আমি খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছি না।

এখানে আমার একটা কাটমোশন আছে সেটা হচ্ছে 'The demand be reduced by Rs. 100/—to discuss on absence of provision for rehabilitation of Ex-Ser vicemen etc.

ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শুনেছি যে তাদের আলাদা ভাবে রিহ্যাবিলিটেশান দেওয়া হবে কলোনী করে, কিছু কিছু টাকা পয়সা খরচও যে না হয়েছে তা নয়, বাজেটের অনেক টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার বিবেচনা করে যদি দেখা যায় তাহলে তাদের যেভাবে পুনর্বাসন পাওয়া দরকার, ঠিক সেইভাবে পুনর্বাসন পায় নাই। শুধু দেই দিচ্ছি করে, তাদের একটা বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। কিন্তু সেই সমস্ত টাকা পয়সা যে কোন রাঘববোয়ালদের পেটে যাচ্ছে জানিনা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী সার্কেল অফিসার বা অন্যান্য অফিসার নিয়ে গিয়ে জায়গা মাপ করা হয়েছে, কিন্তু আসল যে উদ্দেশ্য সেটা তাতে সার্ভ হচ্ছে না। এইভাবে একটা স্কীমকে, যে স্কীমটা অলরেডি স্যাংশান হয়ে গেছে, টাকা পয়সাও খরচ হচ্ছে কিন্তু যার জন্য করা সেটা না করে সেটা একটা প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে। এই হচ্ছে রুলিং পার্টির মন্ত্রীদের কাজকর্ম।

আমার আরেকটা কাটমোশন হচ্ছে 'The demand be reduced by Rs. 100/— to discuss on Mismanagement for distributing advertisement to the Local News Paper.'

এই সম্পর্কে যদি বক্তব্য রাখতে হয়, তাহলে বলতে হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে "দৈনিক গণঅভিযান" পত্রিকা হচ্ছে one of the best এটা রুলিং পার্টির সদস্যরাও স্বীকার করবেন। কিন্তু যেভাবেই হউক, তার অপরাধ কি হল? সংবাদ পত্রের নিরপেক্ষতার দৃষ্টি ভঙ্গী থাকা দরকার, সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের করাপশান, নেপটিজম ইত্যাদি যে আছে, যার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, পাবলিক অর্থ নষ্ট হচ্ছে বা জনসাধারণের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, এই সমস্ত বিষয় বস্তু এই সংবাদ পত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন, কাজেই আজকে হঠাৎ আমাদের কর্তৃপক্ষ, আমাদের মিনিষ্টাররা চটে লাল হয়ে গেছেন। কারণ কথায় আছে চোরে চোরে মাসতুত ভাই। একজনকে ধরতে গেলে আর একজনের সংগে রিলেশান পাওয়া যায়। একটার সংগে আর একটা জড়িত। কাজেই আমরা দেখছি যে সমস্ত সংবাদপত্র এই সমস্ত খবরগুলি তুলে ধরেন সেগুলির গলা টিপে ধরা হয় এবং তাদের

অ্যাডভার্টিজমেন্ট বা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া দরকার সেইগুলি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এই সম্পর্কে একটা ইনষ্টেন্স আমি হাউসের সামনে রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমার আরও সময়ের দরকার স্যার। আমার কাট মোশনের জন্য এত কম সময় দিলে কি করে চলবে ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আপনারা যদি আমার সঙ্গে কো-অপারেট না করেন তাহলে হাউ ক্যান আই রান দি বিজনেস ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব আমাকে আরও কিছু সময় দিতে। মিনিষ্টার ফর ব্রডকাষ্টিং শ্রীকে, কে, সাহকে লেখা এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা কতগুলি জিনিষ আমি পড়ে দিচ্ছি— Proper journalism is at stake here, physical existance of neutral journalists is endangered. এইভাবে অনেক লেখা আছে। অর্থাৎ আজকে যদি সরকারী দুর্নীতিগুলি কোন সাংবাদিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন তাহলে তাকে অ্যাডভার্টিজমেন্ট দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোন ক্লসের বালাই নাই। লিষ্টের মধ্যে থাকা সত্বেও সি, এম, নাকি ভার্মেলী পাবলিসিটি অফিসারকে বলে দিয়েছেন, লিখিত কোন আদেশ নাই, ভার্মেলী বলে দেন এবং অ্যাডভার্টিজমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই রকম একটা স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। কেউ কোন দোষের কথা বলতে পারবেনা। যদি আসল কথা বা সত্য কথা লেখে তাহলে তার সুযোগ সুবিধা, তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। এটাকে স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এইভাবে বেশীদিন চলে না এবং সেটা নিশ্চয়ই ইতিহাস বিচার করবে একদিন। আর একটা কথা আছে মিসম্যানেজমেন্ট অব পাবলিক প্লেসেস্ অব ওয়ারশিপ। এই সম্পর্কে আমি একটা কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান রেখেছিলাম হাউসের সামনে যে ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত দর্শনীয় স্থান-গুলি আছে যেমন উদয়পুর মা'র বাড়ী। হাজার হাজার লোক সমাগম সেখানে হয়, সেখানে একটা রেষ্ট হাউসের দরকার। অনেক জিনিষ ভাঙা চোরা অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলিকে নীট অ্যাণ্ড ক্লিন করে রাখা হয় না। শুধু তাই নয়, উদয়পুরে যে পুরাতন একটা রাজবাড়ী আছে সেটাও একটা দর্শনীয় স্থান। সেটাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরে তোলা যায়। আজকে না হোক দুদিন পরে হলেও টুরিষ্টরা আসবে, বিভিন্ন দেশ থেকে লোক আসবে। তারা যদি এইগুলি দেখেন তাহলে একটা ভাল ধারণা নিয়েই যাতে তারা যান সেটাও আমাদের দেখা দরকার। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফিলসফার এখানে এসেছিলেন, তিনি যে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে গিয়েছেন ত্রিপুরা সম্বন্ধে তাও আমরা জানি। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত স্থানগুলি খুব সুন্দর ভাবে মেন্টেন করা দরকার। আর একটা প্রস্তাব হল সরকার

যেন একটা টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্ট করার কথা বিবেচনা করে দেখেন। তাতে সরকারের কম বেশী ইনকামের একটা রাস্তাও হবে। কিন্তু এই সমস্ত দিকে সরকারের চিন্তা নাই। শুধু কেন্দ্র থেকে টাকা পাবে আর খরচ করবে যেমন খুশী তেমন, নিজেরা টাকা লুটবে এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে খাবে। সামগ্রিক জনসাধারণের জন্য চিন্তা নহে। নীরমহল যদিও একটা প্রাইভেট প্রপারটি, সেটাকে বাই নেগোশিয়েশনেই হোক বা যেভাবেই হোক, এইগুলি পুরানো স্মৃতি, এইগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। আর অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা অনেক কিছু বলেছেন। ত্রিপুরা বিভিন্ন দিক দিয়ে অনগ্রসর এলাকা। আজকে আমি একটা আবেদন রাখতে চাই, এখানে রাজনীতির কথা নয়, বিভিন্ন দিক দিয়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে বহু টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু এই যে টাকা খরচ করেছি, এই খরচের ভিতর দিয়ে আমরা কি পেয়েছি। খরচটা যথাযথ হয়েছে কিনা। আজকে সামগ্রিক ভাবে তারা অর্থনৈতিক জীবনে উন্নত হয়েছে কিনা, ধান পাট তুলা প্রভৃতি প্রত্যেকটা জিনিষ আজকে বেড়েছে কিনা এইগুলি আজকে দেখার দিন এসে গেছে, এইগুলি দেখার দরকার। যদি আমরা বাজেটে এই ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখছি কিন্তু কার্য্যতঃ এই টাকাগুলি যে কিভাবে খরচ হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। এই সমস্ত টাকা রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা নিজেদের মধ্যে লুটপাট করে সমস্ত জনসাধারণকে ডিপ্রাইভ করে রাখছেন। এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি ২০ মিনিট সময় নিয়েছেন। আমি অপোজিশনকে সব সময়েই বেশী সময় দিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের গোল ইয়ারের মধ্যে একটা মাত্র বাজেট সেসন হয়। এই সেসনেই আমরা আমাদের বক্তব্য পেশের সুযোগ পাই। এবার সময় কম থাকায় সেই সুযোগও কম। সেজন্য অবশ্য আমরা মেম্বাররা দায়ী নয়। কাজেই আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার :—বাজেট সেসান তো বছরে একটাই হয়। মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ হাউসের সামনে রেখেছেন তা আমি সমর্থন করি, কেননা দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যই এই বাজেট। তাকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং বিরোধী দল থেকে যে কাটমোশন রেখেছে এটা সম্বন্ধে তাদের যে কি বক্তব্য সেটা সবটা আমি শুনিনি। তবে খানিকটা শুনলাম। তবে কথায় আছে যে পাগলে কি না বলে আর ছাগলে কি না খায়। বিরোধী দল থেকে যে কাট-মোশন রেখেছেন তাতে একজন বলেছেন ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের টাকা, আর একজন বলেছেন মাস্তারবাড়ীর রেষ্ট হাউস নাই। তবে তারা তো আর দেবতা বাড়ীতে যান না, সেজন্য সেটা

তারা জানেন না। ডাইনা বায়া কোম্পানী দেবতা মানেনা। কাজেই তাদের কাটমোশনের কি উত্তর দেব। আমি বললেই তারা দেখবে কি করে? কৃষির কথা বললে তারা কৃষি হয়েছে দেখবে কোথায়? তারা শুধু দেখবে জম্পুই হিলের পাহাড়। দেবতামুড়ার উপরে উঠে গোমতী ভ্যালীতে কৃষি হচ্ছে কিনা হচ্ছে সেটা কি করে দেখবে? বীজ ধানের কথা বলতে গিয়ে তারা বলেছেন যে কৃষকরা বীজধান পায় না। কিন্তু আমি জানি এই বছর যে সমস্ত বীজধানের আবেদন আসছে, ঠিক টাইমলী ব্লকের মাধ্যমে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতের কাছে আমরা চাইছি যে কি পরিমাণ বীজ কোন জায়গার জন্য লাগবে। অমরপুর সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং সোনামুড়াতে এই বীজ ধান পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি করা হচ্ছে। আর আদায়ের বেলায় কি হচ্ছে, আমরা বলেছি যে তোমরা আদায় করে রাখ তোমাদের বীজের যাতে টানাহেঁচড়া না হয়। এখন আমি বলব আমার সাবডিভিশনের মধ্যে উচ্চ মানের যে বীজ ধান আছে সেগুলি বিক্রী করা হচ্ছে না, তার কারন কি? কৃষির উন্নতি হচ্ছে না যেটা বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে, আমি বলব যে কানারে পথ দেখালে যেই আর জল দেখালেও সেই। তারা কি করে দেখবে, তারা তো আর মাঠে ময়দানে যান না, তারা শুধু কোথায় পাহাড়, পর্ব্বত আর জঙ্গল আছে, আর যেখানে লোকালয় নাই সেখানেই যান. আর শুধু মানুষকে বীজ মন্ত্র দিতে পারেন যে তোমরা বীজ ধান যা পাও, সেটা নিয়ে যাও ফেরত দিও না, এ'গুলি খেয়ে ফেল, আবার বীজধান চাও ইত্যাদি। কিন্তু আমরা বলি যে বীজ ধান আমরা দিচ্ছি, সেখানে আউস ধানের বীজ, আমন ধানের বীজ এমন কি আলুর বীজ পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিলি করছি। তাছাড়া কোন কোন জায়গায় আমরা তাইচুং ধানের বীজও দিয়েছি। সেগুলি সরকারী তরফ থেকে আদায় না করে, পঞ্চায়েতের লেভেলে আমরা সেগুলি আদায় করার নির্দেশ দিয়েছি। অথচ তারা সেগুলি দেখছে না, সেজন্যই আমি বলছি যে কানায় কখনও চোখে দেখে নাকি? আমার সাবডিভিশনের কথা আমি বলব যে উদয়পুরে এখন পর্য্যন্ত খোলা বাজারে তাইচুং এবং আই, আর ৮ এবং গম ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে যে মাননীয় সদস্যরা বোধ হয় বাজারে হাটে পর্য্যন্ত যান না। আমার এলাকার কৃষকদের মধ্যে একটা উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেজন্য গমের বীজের জন্য এবার তাদের থেকে ডাবল চাহিদা আসছে। তারা আর একটা অভিযোগ এখানে রেখেছে, সেটা হচ্ছে কৃষকদের নাকি কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি বলব যে এবারে এখনও পর্য্যন্ত কৃষকদের মধ্যে কৃষি ঋণ বিলি করা হচ্ছে। অবশ্য সেখানে কোথাও কোথাও যে বিলম্ব হচ্ছে না এমন নয়, কিন্তু বিলম্ব কার জন্য হচ্ছে, সেটা হচ্ছে গাঁওসভা-ওয়াইজ, ভিলেজ-ওয়াইজ বা গ্রাম পঞ্চায়েত যা আছে তাদের কথা অনুযায়ী এবং তাদের লিষ্ট অনুযায়ী যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব তাদের যে চাহিদা সেটা জেনে আমাদের এই কৃষি ঋণ দিতে হবে। এখন যদি সেই লিষ্ট বা চাহিদা গ্রাম

সভা বা পঞ্চায়েতের কাছ থেকে আসতে দেরী হয়, তাহলে সেজন্য সরকারকে দায়ী করা যায় না। কাজেই তারা যেটা বলছে তার সঙ্গে সত্যের কোন যোগাযোগ নাই, আমরা যেখানে যে চাহিদা আছে সেই অনুসারে কৃষকদিগকে কৃষি ঋণ দিয়ে যাচ্ছি। তারপর এই ডাইনা বাঁয়া কোম্পানী আর একটা আন্দোলন করছে, সেটা হচ্ছে যে খাজনা মুকুব করতে হবে। তারা চীৎকার করে বলছে যে সরকার থেকে তোমাদের জন্য কিছু করা হচ্ছে না। আমি বলব সরকার তাদের জন্য কি না করছে—যেমন কৃষকদের কৃষির সুবিধার জন্য তাদেরকে সরকার থেকে সাব-সিডি দেওয়া হচ্ছে, জমিতে জল সেচের জন্য পাম্পিং সেট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা আমাদের যে সাময়িক প্রয়োজন তার চাইতে কম হতে পারে। তবে আমাদের এই কথাও মনে রাখা দরকার যে আমাদের একটা লিমিটেড আর্থিক সঙ্গতি আছে, তার মধ্যে আমাদের কৃষকদের যতটুকু সম্ভব সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, সেটা দিতে সরকার কোন রকমেই দ্বিধা করছে না। কিন্তু তারা যে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তার জন্য দোষ কার? উনারা কি উদয়পুরের শুকসাগর জলার মধ্যে কোন বাঁধ দেখতে পারছেন না, সেখানে যে কত নালা ইত্যাদি কাটা হচ্ছে, তারা কি সেগুলি দেখতে পারছেন না। সোনামুড়াতে বিলোনীয়াতে কি হচ্ছে তারা কি সেগুলি দেখতে পাচ্ছেন না। তারা সেগুলি দেখবেন কি করে তারা তো তাদের চোখে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তারা শুধু বলেই যাচ্ছে যে কৃষকদের উন্নতি হচ্ছে না, উদ্বাস্তুদের উন্নতি হচ্ছে না, আর এদিকে আদিবাসীদিগকে এম ডপ-শিলী করে লেলিয়ে দিচ্ছে যে এত উদ্বাস্তু আসছে এখানে তোমাদের ধ্বংস করার জন্য। আবার তারাই উদ্বাস্তুদের জন্য কতই না দরদ দেখাচ্ছে। হায়রে কি না দরদ। মায়ের চেয়ে মাসির পুড়ে, তাই তো তাদের এত দরদ হচ্ছে। তাই আমি বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের ভাষা এক, বলা এক এবং পেশা এক আর বক্তৃতাও এক। এই কারণে তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তাই এই ডাইনা বাঁয়া কোম্পানী যে এখানে কাট মোশন রেখেছেন, তাতে তাদের কেউ কারো সাথে তাল রাখে না। কেউ বলছেন জুমিয়া পুনর্বাসন মোটেই হচ্ছে না আবার কেউ বলছেন যে না কিছু কিছু হচ্ছে তবে তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। অথচ কি ভাবে করলে পরে তাদের পুনর্বাসন সুষ্ঠ হবে এবং তাড়াতাড়ি হবে সেই রকম কোন সাজেশন তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে রাখতে পারছেন না। আবার কেউ বলছে যে টাকা ব্যয় হচ্ছে সেটা সবই বৃথায় যাচ্ছে আবার কেউ বলছে টাকাটা বাড়িয়ে দাও। তারা দুই দিকেই আছে, যখন তারা বাড়িয়ে যাবে তখন ট্রাইবেলদের প্রতি তাদের দরদ, আবার সমতলে যখন যাবে তখন উদ্বাস্তুদের জন্য তাদের দরদ। দরদটা আবার কেমন, না সেটা একেবারে টলটল করছে। কাই তারা দেখছে যে কোন মতেই যখন সৈন্য সামন্তর কাছে পাত্তা পাচ্ছে না, তাই তাদের দল আজকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হচ্ছে। তাই সময়ের

বেলায় বলছে যে আমরা বিরোধী দল সংখ্যায় খুব কম, কাজেই আমাদের সময় বাড়িয়ে দিতে হবে। আর এই দিকে যখন উদ্বাস্তুরা আসতে লাগল তখন তাদেরকে সমতলে পুনর্বাসন না দিয়ে সরকার তাদেরকে টিলাটংকরে দিতে চাইল। আর যারা নূতন করে বিনিময় করে আসছে তারা তো কারো জায়গায় আসছে না, একজনের জায়গায় আর একজন আসছে। তারা এসে তো অন্য কারো জায়গা দখল করে নিচ্ছে না। কিন্তু তারা যখন বক্তৃতা দিবে তখন বলবে যে এই উদ্বাস্তু আগমন ত্রিপুরাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে বলেছেন যে ল্যাণ্ড রিকুইজিশান। তার সঙ্গে আর একটা বলছেন, সেটা হল পত্রিকার কথা। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে চীফ মিনিষ্টার বলে দিয়েছেন...এই সব অসত্য কথা। কাজেই তাদের কথার মধ্যে কোন সারবত্তা নেই, তাদের যখন যা মনে আসছে তাই বলছেন, বাস্তবের সঙ্গে তাদের সত্যিকারের কোন যোগাযোগ নেই। আর সেজন্য তারা কৃষক দরদী হচ্ছে, ট্রাইবেলদের দরদী হচ্ছে এবং উদ্বাস্তুদের দরদী হচ্ছে। একেবারে তাদের মধ্যে যেন দরদে গদগদ করছে। তাই আমার কথা হল এইভাবে গদগদ দরদ না দেখিয়ে সামনা সামনি বসে আলাপ আলোচনা করে যুক্তির মাধ্যমে বললে পর সেখানে অনেক কাজ হত। তাই বলছিলাম যে এদের কথা কে শুনে আর কে বা বুঝে। এই তো আমি শুনতে পেলাম যে তারা নাকি ২৬।৩০ তারিখের মধ্যে বেরিয়ে পরবেন। সেখানে বেরিয়ে পড়ার পিছনে কারণ আছে, কারণটা হল খাজনা মুকুব কর, কৃষকদের সেচ ব্যবস্থা কর, তোমাদেরকে ১ মাসের সময় দিলাম, এর মধ্যে যদি না করতে পার তাহলে ঘেরাও হবে ইত্যাদি হল তাদের বুলি। আমি বলছি সরকার এই যে এত কাজ করছে তা কেন তারা চোখে দেখছে না, সেখানে এ' সব কাজ করার জন্য আমাদের অসংখ্য টাকা খরচ হচ্ছে। যেমন সেচ ব্যবস্থার জন্য বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি যদিও এক বছর টিকেনা, অন্য বছর থাকে না। তাই আমি এই হাউসের সামনে আবেদন রাখব যে আমার সাবডিবিশনে মাইনর ইরিগেশনের একটা অফিস আছে। তাতে একজন এস, ডি, ও, আছেন, তাকে উদয়পুর, সোনামুড়া, বিলোনীয়া বোধহয় অমরপুরের মাইনর ইরিগেশনের যে কাজ সেগুলি দেখাশুনা করতে হয়। সেখানে একজন এস, ডি, ওর পক্ষে তার সামান্য সংখ্যক ষ্টাফ নিয়ে এই চারটি সাবডিবিশনের কাজ কর্ম দেখা শুনা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। মাইনর ইরিগেশনের জন্য আরও ষ্টাফ যদি দরকার হয়, আরও ইঞ্জিনিয়ার যদি দরকার হয়, মোটামুটিভাবে সেইগুলি এ্যাপয়েনমেন্ট দিয়ে এই ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা দরকার। গভীর নলকূপ বসিয়ে, বড় বড় মাটে ২।৩টি করে যদি বসানো যায়, তাতে কৃষির দিক থেকে উন্নতি হবে। তাছাড়া আমি দেখেছি যে আমার উদয়পুর সাবডিভি-শনে এগ্রিকালচার ফার্মে ছোট্ট একটি ট্রাক্টার আছে, এর দ্বারা কৃষকরা উৎসাহ পাচ্ছে, সুন্দর এর দ্বারা অনেক জমি চাষ করা যায়, একটা লাঙ্গল দ্বারা কয়েক একর ভূমি চাষ করা যায়।

অতঃপর কলাণিং মিনিষ্টারকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত অনুরোধ করব, প্রত্যেক সাবডিভিশনে, একত্রে না হউক, দুই চারটা করে যেন প্রত্যেক সাবডিভিশনে এই গুলি সাপ্লাই দেওয়া হয়, তাহলে পরে টীলা ভূমি পর্য্যন্ত চাষযোগ্য হবে এবং কৃষকরা তার দ্বারা উপকৃত হবে, ত্রিপুরা ও খাদ্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাবে। বীজ ধানের কথা আমি বলছিনা। কারণ আমাদের কাছে প্রচুর উন্নত ধরণের বীজ ধান আছে, সেটা আমরা বিক্রি করতে পারি। এখন শুধু জলসেচ ব্যবস্থার জন্য খুব ত্বরান্বিত ভাবে, যেটা সহজ সাধ্য সেটা যাতে করা হয় এবং পাকাপাকি ভাবে যাতে সেই ব্যবস্থা হয় এবং গভীর নলকূপ যাতে বসানো হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

MR. SPEAKER :—Your time is over ,

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরও পাঁচ মিনিট সময় লাগবে বিরোধী দলের সদস্যরা ৩০ মিনিট বলেছেন। অতএব আমাকে সময় দিতে হবে।

তাছাড়া আমরা এখন যে ভাবে টাকা দিচ্ছি কৃষি ঋণ হিসাবে, সেটা দিতে হলে এস, ডি,ওর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা তাদের ক্ষমতা। এই ২৫০ টাকা বা ৩০০ টাকায় গরু কেনা যায় না, ৪০০ টাকার নীচে কোন গরু নেই। সেজন্য আমি বলব এস,ডি,ওর ক্ষমতা যাতে ৫০০ টাকা অন্ততঃ করা হয়। আমার যা টাকা আছে তা দিয়ে ১০০ পরিবারকে না দিয়ে যদি ৫০টি পরিবারকেও দেই, তাহলে তারা উপকৃত হবে।

আরেকটা বিষয়ে আমি এখানে কথা রাখব যে, যে সব ফলের চারা, গতবার দেখেছি আদিবাসীদের সাবসিডি দেওয়া হয়েছে, সাবসিডির প্রশ্ন এখানে আসেনা, আমার কথা হচ্ছে আমরা যাতে প্রচুর চারা পাই—যেমন সুপারী, নারিকেল, ইত্যাদি চারা আছে, সেইগুলি ব্লকগুলিতে এত অপ্রচুর যে চাহিদা অনুযায়ী সেগুলি দিতে পারেনা। কাজেই সেইদিকে নজর দিতে হবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক থেকে যে টাকা দিচ্ছি সেটা নিতে খুবই অসুবিধা। কারণ আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি একজন আদিবাসীকে কথা দিয়েছিলাম যে তুমি জায়গা বন্ধক রেখে, তিন চার হাজার টাকা নিতে পার, আমি তোমাকে সব সুযোগ সুবিধা করে দেব। আমি ঐ আদিবাসীর সমস্ত কিছু ডকুমেণ্ট এনে নিজে ম্যাপ ইত্যাদি করে দিলাম, তাতে কিছু টাকা খরচ হল, কিন্তু আমি সেই আদিবাসীটিকে কিছুই বল্লাম না, তারপর ফরম নিয়ে দেখলাম যে তার মধ্যে যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছে সেটা ফিলআপ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাজেই আমি এখানে অনুরোধ রাখব কিভাবে সহজ ভাবে ঐ জিনিষটাকে করা যায়, কর্পোরেশন মিনিষ্টারকে তাঁর উপায় উদ্ভাবন করার জন্য যাতে সাধারণ কৃষক সহজ উপায়ে সেটা পেতে পারে।

আরেকটা আবেদন রাখব যে, এখন যেভাবে আমরা দাদন লোন দিচ্ছি, সেইভাবে না দিয়ে, যারা একেবারে দুঃস্থ তাদের ২০/২৫ টাকা নিয়ে কিছুই হয় না, তাদের কোন কাজে আসে না, এই কারণে আমি আবেদন রাখব যে অন্ততঃ সেই টাকা যাতে ১০০টাকা করা হয়, তাদের চাড়া, ভিটা, টীলা যা আছে. তারা যাতে সেগুলি আবাদ করতে পারে, সেইভাবে তাদের টাকা দিতে হবে। আর যে ২৫০/৩০০ টাকা জুমিয়াকে দিয়ে দেওয়া হয়, সেটা তাদের কোন কাজে লাগেনা। কাজেই সেটা ১০০ পরিবারের বদলে ৫০ পরিবারকে ও যদি আরও বেশীপরিমান টাকা দেওয়া হয় তাহলে সেই টাকাটা কাজে লাগবে, সেই দিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে অনুরোধ করব। এই বলে বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি।

আর বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকে কাট মোশান রাখা হয়েছে তার উত্তর দিয়ে লাভ নেই। কারণ, তারা চোখে কিছু দেখেন না, কানে কিছু শোনেনা, এত যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আমরা বলছি আমাদের ফাক্টরী হচ্ছে বড় জায়গা, তাই তাঁরা শুনতে পান না। তাদের হচ্ছে ডায়না বায়া কোম্পানী, সেটা ছোট্ট জায়গা, কোন হয়তো টিলা, নয়তো পাহাড় পর্বতে, সেখানে তারা শোনেন। তারা যদি বড় বড় ফ্যাক্টরীর সমতলে আসতেন তাহলে শুনতেন, কৃষকদের জন্য কি করা হয়েছে, কিভাবে ফলের চাড়া দেওয়া হচ্ছে কিভাবে বীজের ধান দেওয়া হচ্ছে, টিউব ওয়েল দেওয়া হচ্ছে, রিং ওয়েল দেওয়া হচ্ছে। এইগুলি তারা দেখবেননা, এইগুলি দেখবার চেষ্টা করবেনা। এই বলেই আমি কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—Now I call on Hon'ble Minister in-charge to give his reply.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ এতে ৬০,২০,০০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে, আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি। আর এর বিরোধিতা করে পাঁচটি কাটমোশান এসেছে, একটা মাননীয় বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহাশয় রেখেছেন, অভিরাম দেববর্মা মহাশয় একটা রেখেছেন, আর তিনটি মাননীয় অঘোর দেববর্মা মহাশয় রেখেছেন। তারা এই কাট মোশান উত্থাপন করতে গিয়ে, সভাকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করে হাউসের সামনে বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল কন্ট্রিবিউশান যেটা রাখা হয়েছে তার মধ্যে আছে—Public place of worship, Grants to Agartala Municipality, Contribution to the Postal Department for deficit running of the Post Offices, Social and Moral Hygiene and After care services সেই সার্ভিসের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা আছে। আর কতকগুলি আছে—unforeseen charges-consisting of expenditure on publicity and propaganda, E and F—Charges in connection with the Village Panchayet

Act and training. Expenditure on Displaced persons. Rents and Taxes, Resettlement of Landless Agricultural Labourers other than Scheduled Castes, Tribes and Refugees, Town country planning, District Soldiers, Sailors and Airmen's Board, Grants on Settlement of Ex-Servicement in Border areas of Tripura. Urban Community Development Pilot Projects, Relief to the Victims in Border incidents. সেইজন্য total provision proposed under the Demand is Rs 60,20,000/- Non-plan—Rs. 41,31,000/- and plan—Rs. 18,86,000/- তারপর তারা এটা করতে গিয়ে পারপাস অব দি প্রপোজড কাটমোশনে তারা রেখেছেন ডিস-অ্যাপ্রোভ্যাল অব দি পলিসি আনডারলাইয়িং ইন দি ডিমাণ্ড। সেটা হল রিফিউজী ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব ফরম দি মেজরিটি পপুলেশন ইন ত্রিপুরা। It is essentially necessary for the Central Government to undertake the responsibility on principle to bring about the necessary changes as fast as it should be in prevailing absence of communication and deteriorated condition in agriculture and industry. তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল কমিউনিকেশনের জন্য যে হেড আছে এগ্রিকালচারের জন্য এনাদার হেড আছে, ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য এনাদার হেড আছে। এই জন্য বলছি সত্যকে বিকৃত করে এখানে এটা উত্থাপন করা হয়েছে। কারণ তারা জানে যে অনবরত সত্যকে বিকৃত করে যদি বলা হয় মধুরভাবে, সুন্দরভাবে তা হলে এটাকে জনসাধারণ সত্য বলে গ্রহণ করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তা তারা করছেন। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে তারা তা করছেন না। এখানে বলা হয়েছে পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট ডেফিসিট যেটা ম্যাপ করছে তাকে ১,৬৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানে এই অর্থ সিডিউলড কাষ্টই হোক, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসই হোক বা রিফিউজীই হোক, তাদের বেটার কমিউনিকেশনের জন্যই ওয়েল অ্যাণ্ড বেটার কমিউনিকেশনের জন্যই এটা পোষ্টাল সার্ভিসের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে পাব্লিসিটি প্রপাগাণ্ডা, টাউন অ্যাণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং, ভিলেজ পঞ্চায়েত, আরবান ডেভেলাপমেন্ট, কন্ট্রিবিউশন টুয়ার্ডস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল, অ্যাগ্রিকালচারাল ডেভেলাপমেন্ট ইন ত্রিপুরা এবং সেই অনুসারেই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তার রেসপনসিবিলিটি দেখে এবং ত্রিপুরা সরকারকে ১৩,৯৭,২০,০০০ টাকা টু মিট দি সাবস্ট্যানসিয়াল পার্ট অব দ্যাট ডেফিসিট ইন দি বাজেট ১৯৬৯-৭০ এ তারা দিয়েছেন। অতএব এই দিকে তারা ধ্যান দিন। তার কারণ হল সত্যকে বিকৃত করাই তাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্যই আমি তাঁকে বলেছিলাম যে সেপারেট বাজেট প্রভিশন প্রপোজড ফর এগ্রিকালচারাল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাণ্ড রিসার্চ দিয়েছে ১৭—এগ্রিকালচার এবং ৩৭—

কেপিট্যাল আউটলে অন স্কীমস অব এগ্রিকালচার‍্যাল ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাণ্ড রিসার্চ। সেই দিকে তাদের বাজেটটাকে পড়ার জন্য অনুরোধ করব। সিমিলারলী, প্রভিশন ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইম্প্রুভমেন্টের জন্য ত্রিপুরাতে আমি দ্বিতীয়টা বলব, ডিমাণ্ড নাম্বার ২০, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১ Demand No. 20 & Demand No. 21 especially ment for Community Development Project. সেই দিক দিয়ে তাদের দৃষ্টি দিতে বলব। কারণ বাজেট পড়ে বক্তৃতা দিতে বলব। তারা তো আর বাজেট পড়ে বক্তৃতা দেন না। কাজেই তারা তা অজ্ঞতাপ্রসূতই বলেছেন। তারপর এন, ই, এস, ডেভেলাপমেন্টের জন্য, লোকেল ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কসের জন্য আলাদা হেড যেটা আছে সেটা তাদের দেখার জন্য, পড়ার জন্য আবার অনুরোধ করব। রোড ট্রান্সপোর্ট সিষ্টেম—ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৮ এ সেই অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। অর্থাৎ তারা বাজেটটা পড়েন নি এবং অজ্ঞতাহেতু সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। কেপিট্যাল আউটলে অন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এবং ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট যেটা আছে, সেটা হল ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০ এ। ইন অ্যাডিশান, ফর দি ডেভেলাপমেন্ট অব রোডস্ ডিউরিং দি নেকষ্ট ইয়ার, এটার মধ্যে আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪১, কেপিটাল আউটলে অন পাবলিক ওয়ার্কস্। অতএব পাবলিক ওয়ার্কস্ কি হয়ত সেটাও বুঝেন না। অতএব আমি আবার সেটা বোঝার জন্য, জেনে বুঝে, তারপরও যদি না বুঝেন তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। জিজ্ঞাসা করলে পরে আমরা বলে দিতে পারি। সত্যকে বিকৃত করার জন্য চেষ্টা হয়েছিল, সেজন্য আমি পাবলিক ওয়ার্কস্ এর দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। তারপর বলা হয়েছে, ইন শর্ট আমি বলব—ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ফরমস্ দি মেজর পার্ট অব দি এনটায়ার পপুলেশান। দি ম্যাকসিমাম বেনিফিট উইল দেয়ারফোর বি ডিরাইভড ফ্রম সাচ পিপল বাই দীজ অ্যাকটিভিটিজ। অতএব তাদের বঞ্চিত রাখার জন্য রাস্তা হয় না, বিদ্যুত সরবরাহের প্রচেষ্টা যেটা করা হচ্ছে সেটা তাদের বঞ্চিত রাখার জন্য। কাজেই সেটা পড়ার জন্য তাদের অনুরোধ করব। তারপর বলা হয়েছে, আগরতলা টাউনে, আমরা আগেও বলেছি এই হাউসে, বাল্ক সাপ্লাই ফ্রম আসাম যেটা আসছে, আরও মেশিন রাশিয়া থেকে আসছে। অতএব সেই জন্য আমি কেপিট্যাল আউটলে যেটা আছে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। অর্থাৎ তারা মনে করেন যে এট্টাই সব। এটা সব নয়। বাজেট ভাল করে পড়লে আমার মনে হয় বুঝবেন। তবে মাথাতে ঘিলু রেখে পড়া উচিত। তারপর মিস্ম্যানেজমেন্ট অব পাবলিক প্লেসস্ অব ওয়ারশিপ। তাতে ৬০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। অতএব রাখা হয় নি বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটাই সত্য, বাজেট কিছুই নয় এইরকম ভাব। তবে ভগবানে ভক্তি আসুক, সেটা খুব শুভ লক্ষণ এবং সমাজ উন্নয়নের চিন্তা তাদের মধ্যে যে এসেছে সেজন্য আমি খুব আনন্দিত।

তারপর বলা হয়েছে পাবলিসিটি প্রপাগাণ্ডা সম্বন্ধে। আমি তার আগের দিনও বলেছি এবং আজকেও জানিয়ে দেই যে ষ্ট্যাটাস্ কি করে হয়। There are newspapers which persist in violent propaganda continually inciting communal trouble; Government's policy is not to give advertisement to such papers. The same policy also is followed by the Government of India. The ownership of the paper, whether the paper is indulging the character assasination are also taken into consideration in distributing advertisements; Advertisement are distributed in a cyclic order. Advertisements were distributed equitablv among the local papers during the last year. সেই অনুসারেই আমি তাদের আগেই এই হাউসের সামনে বলেছি। অতএব তাকে বিকৃত করে তারা এখানে অজ্ঞতার ভান করছেন। কিন্তু আমি বলব যে এই অজ্ঞতার ভান করাটা মোটেই ভাল নয়। আর রিহেবিলিটেশান অব এ্যাক্স সার্ভিসম্যান সম্পর্কে তারা জানেন যে আমরা ত্রিপুরাতে এই কার্যাক্রম শুরু করেছি এবং সেজন্য করঙ্গিছড়াতে একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে। তবে এটা বলার কারণ ছিল, তারা মনে করেছিল যে গেরিলা ট্যাক্‌টিস অব ওয়ার্কস দিয়ে তারা বৈধ যে সরকার আছে তাকে উৎখাত করবার ষড়যন্ত্র করবে, এজন্য তারা কতগুলি লোককে তাদের সাথীও করেছিল। কিন্তু আজকে তারাও তাদেরকে লাথি দিয়ে ভূতলশায়ী করে তাদের বাঁচার যে পথ, সেটেলমেণ্টের পথ, সেটা হল বস্তি করে বসবাস করার পথ এবং কৃষি করে বাঁচার পথ। তাই আজকে অবস্থা বুঝে এই জায়গাতে এই কথাগুলি বলছেন। তারজন্য আমি আনন্দিত যে আজকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসছে। তাদের সেটেলমেন্ট হউক, তারা হর্টিকালচার, ইণ্ডাষ্ট্রি, এগ্রিকালচার এবং ট্রেন্সপোর্ট ইত্যাদির দিকে তাদের মন ধাবিত হউক। কিন্তু তারা তা চিন্তা করছেন না। Grants for scholarship dependent beyond high schools or higher secondary stage, vocational and technical education. To sanction expenditure special measures of collective ndustries for the old statutes of the ex-servicemen and for widow of the ex-servicemen. To grant loan to individual ex-servicemen for figs and business undertakings to do other thing to promote measure for the benefit of the ex-servicemen and their dependents. The persons who already received financial assistence from the past-war service re-construction fund or any other banavolent fund for assistence. Nominations of the members of the Managing Committee to cover as far as possible the Principal Recruiting Area of the State. Manner of receiving applications from bene-

ficiaries their verification and possessing individual grants and loans. Instalment of recovery of the loans co-operation and co-ordination of the State Soldiers and Sailors remain also. Details of vocational settlement scheme draft by law have been framed and approach by the State Managing Committee constituted on the 9th January, 1967 with the following persons :--

1. Chief Commissioner, Chairman.
2. Chief Secretary, Vice-Chairman.
3. G. O. C., Headquarters & Communication Zone Area, Vice-Chairman.
4. Shri Umeshlal Singh, Member.
5. Shri Khirode Chandra Sen, Member.
5. Major General Dhahal Bahadur, Member.
7. Captain S. K. Dutta, Deputy Secretary, Home Department.

Contribution from the Government of India আমরা যা পেয়েছি তা হল ৬৫,০০০ টাকা। অতএব আইনানুগ ভাবে এবং বিধিসম্মত ভাবে আমরা তা করে যাচ্ছি। তবে এখানে একটা কথা আছে যে, হাতী চলে বাজারমে কুত্তা বুকে হাজারে। অতএব হাতীর গতি চলবে ধীরে এবং মন্থরে, তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। এখানে যেসব ডিমাণ্ডগুলি চাওয়া হয়েছে তার মধ্যেই কি কারণে খরচ হবে, সেগুলি ভালভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাদেরকে এই সমস্ত দিকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করে তামাদের যে প্রচেষ্টা সেগুলি যাতে কার্য্যে রূপায়িত হয় তারজন্য মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—There are cut motions moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A., Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A., and Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on the Demand for Grant No. 34.

I am now putting to vote the cut motion of Shri Bidya Chandra Deb Barma first. The question before the House is that the demand be reduced by Re. 1 to discuss on—ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু, অনুন্নত সম্প্রদায়, তপশীলভুক্ত জাতি এবং উপজাতি জনসংখ্যার প্রবল প্রাধান্য, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, শিল্প ও কৃষির অবনতির অবস্থা দ্রুত পরিবর্ত্তনে প্রয়োজনীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগতভাবে বহন করার দায়িত্ব সম্পর্কে!

Now, As many as are of that opinion will please say—'AYES'

(Voices—AYES).

As many as are of contrary opinion will please say—'NOES'

(Voices—NOES).

I think 'NOES' have it, 'NOES' have it, 'NOES' have it.

The motion is lost.

Now, I am putting the cut motion to vote moved by Shri Abhiram Deb Barma. The question before the House is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যর্থতা সম্পর্কে।

Now, as many as are of that opinion will please say—'AYES'

(Voices—AYES).

As many as are of contrary opinion will please say—'NOES'

(Voices—NOES).

I think 'NOES' have it, 'NOES' have it, 'NOES' have it.

The motion is lost.

Now, I am putting the cut motion to vote moved by Shri Aghore Deb Barma, one by one.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—(i) Mismanagement of Public places of worship.

As many as are of that opinion will please say—'AYES'

(Voices—AYES).

As many as are of contrary opinion will please say—'NOES'

(Voices—NOES).

I think 'NOES' have it, 'NOES' have it, 'NOES' have it.

The motion is lost.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on— Mismanagement for distributing advertisement to the Local Newspaper.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices—AYES).

As many as are of contrary opinion will please say—'NOES'.

(Voices—NOES).

I think 'NOES' have it, 'NOES' have it, 'NOES' have it.

The motion is lost.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on— Absence of provision for rehabilitation of ex-servicemen etc.

As many as are of that opinion will please say—'AYES'

(Voices—AYFS).

As many as are of cotrary opinion will please say—'NOES'

(Voices—NOES).

I think 'NOES' have it, 'NOES' have it, 'NOES' have it.

The motion is lost.

Now, I am putting the main motion to vote moved by Hon'ble Finance Minister. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 60.20,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 34—Miscellaneous.

As many as are of that opinion will please say—'AYES'

(Voices—AYES).

As many as are of contrary opinion will please say—'NOES'

(Voices—NOES).

I think 'AYES' have it, 'AYES' have it, 'AYES' have it.

The Demand is passed.

There is no cut motion on the Demand for Grant No. 35—Other Miscellaneous, Compensation and Assignments. Now, I am putting the main motion to vote moved by the Hon'ble Finance Minister. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of

payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 35—Other Miscellaneous Compensation and Assignments.

As many as are of that opinion will please say—'AYES'

(Voices—AYES).

As many as are of contrary opinion will please say—'NOES'

(No Voice).

I think 'AYES' have it, 'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Demand is passed.

The House stands adjourn till 2 P. M. to-day.

MR. DEPUTY SPEAKER :—Now I call an Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 21-Community Development Projects, National Extension Service & Local Development works.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা প্রস্তাব move করা আছে সেই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার discussion করা দরকার।

MR. DEPUTY SPEAKER :—এখন Demand সম্বন্ধে discussion হউক।

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Demand discussion তো আজও শেষ হবেনা, যেটা alrady move করা আছে সেটাও কি discussion করা যাবে না ?

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJE :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 27,61,000/— inclusive of the sums specifind in column 3 of the Schedule to the Appropination (Vote on Accrunt) Bill 1969] be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st day of March 1970 in respect of Demand No. 21 Major Head 37 Community Development Projects, National Extansion Service & local Dev. works.

MR. DEPUTY SPEAKER :—Now I call on Hon'ble member, Sri Aghore Deb Barma to move his cut motion.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি আমার cut motion এর সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। আমার cut motion টি হল Disapproval of Block Head quarter. এখানে এই Demnad No. 21 এর মধ্যে ২৭,৬১,০০০/ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তার মধ্যে Block এর জন্য ২,৯৪,০০০/— টাকার মত ধরা

আছে Block office এবং establishment খরচ বাবত। Block এ আমরা দেখি Block কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অফিসার থাকেন, যেমন Agri extension officer, এই Agri extension officer is directed by the agriculture directorate. Panchayet directorate extension officer or Co-operative Inspector or other Department এ যে সমস্ত অফিসার আছেন তারা Block এর মধ্যে associate member হিসাবে আছেন, সেখানে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই যে B.D.O. তাদেরকে দিয়ে কোন কাজ করাতে পারেন, তার সেই রকম কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা আছে বলে আমি মনে করিনা। কাজেই ইচ্ছা করলে তারা B.D.O. এর কথা শুনতেও পারেন আর না শুনতেও পারেন। কাজেই Agricultural Development purpose এ যে সমস্ত টাকা পয়সা sanction হয়, কাজকর্ম ইত্যাদি হয় তারজন্য agri extension officer আছেন। তিনি Deptt থেকে sanction নিয়ে Deptt থেকে যেভাবে নির্দেশ দেন সেভাবে কাজ করেন। Co-operative সম্পর্কেও ঠিক তদ্রূপ। Panchyat সম্পর্কেও এভাবে করা হয়। B.D.O. দের কাজ কর্ম কি? বিভিন্ন deptt এর যে সমস্ত employee আছেন তারা বিভিন্ন deptt এর instruction বা direction মত কাজ কর্ম করেন। তাহলে B.D.O. এর নিজস্ব ক্ষমতা বলতে কি আছে? একমাত্র রাস্তা। সেখানেও PWD এর officer আছেন, তারা department এর instruction অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন এবং করেন। সাধারণত: সেখানে B.D.O. দের কোন হাত থাকে না। Test relief works সম্বন্ধেও আমরা দেখেছি অনেক সময় তহশীল কাচারীর মারফতে circle officer দিয়ে কাজ করান হয়। কোন ক্ষেত্রে B. D. O. দের ক্ষমতা দেওয়া হয় test relief এর ব্যপারে। তবে সেটা খুবই কম। Practically সেখানে B. D. O. দের কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করিনা। যদি আজকে proper channel এ কোন দরখাস্ত দেওয়া হয় agricultural loan এর ব্যপারে তাহলে B.D.O. সেটাকে Zonal S.D.O. কাছে পাঠাবেন। তারপর সেখান থেকে Circle Officer enquiry করতে যাবে। তারপর মঞ্জুরীর জন্য বিবেচিত হবে। কোন local development work এর ব্যপারে টাকা পয়সা খরচ করার ক্ষমতাও B.D.O. এর নাই। যদি কোন development work এর কাজ করতে হয় তাহলে D.M. বা S.D.O. এর কাছে proper channel এ refer করতে হয়। কাজেই আজকে শুধু লোক দেখানোর নাম দিয়ে এই B. D.O. কে রাখা হচ্ছে। আমরা Block করেছি, বা development programme execution এর জন্য staff রাখি এই সমস্ত নানা কথা বলা হয়। কিন্তু কার্যত: এই post এর execution এর কোন authority নাই বা ক্ষমতা নাই। সামান্য কিছু টাকা খরচ করতে হলেই ঊর্দ্ধতন মহলে লিখতে হয় এবং অন্যের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। কাজেই officer এবং staff রেখে এত গুলো অর্থ অপব্যয় করার কোন

যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। Development works এর যে কাজ হয় সেগুলো Panchayat Extension officer or Agri extension officer আছেন তারাই করতে পারেন। সাধারণত তারাই করে থাকেন। কাজেই সেই জায়গায় B. D.O. রাখার কোন আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করি না। এটা অনর্থক। এই অফিস এবং পদ উঠাইয়া দেওয়াই যুক্তি-যুক্ত বলে আমি মনে করি।

Utilisation for applied nutrition work এটা হল plan work, এই বাবদে বাজেটে ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা। এটা centrally Sponcerd scheme. গত বৎসরও ১ লক্ষ হাজার টাকা বাজেটে ছিল। এবারও তাই আছে। যে সমস্ত কাজ করা হয় তা ঠিক ভাবে করা হয়না, শুধু টাকাই খরচ হয়। এমন খরচও পাওয়া যায় যে অন্য দেশ থেকে যে সব এই বাপারে material পাওয়া গেছে এবং কৃষকদেরে সাহায্য সহায়তা করার জন্য যে যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে সাহায্য হিসাবে পাওয়া গেছে সেগুলি আজ পর্যন্ত কোন কাজেই লাগানো হয় নাই। আমার কাট মোশানের সমর্থনে আমি আবার বলছি যে ১ম, ২য়, ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে টাকা খরচ করা হয়েছে বা এখন খরচ করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, কিন্তু কথা হচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পিছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের আর্থিক উন্নয়ন করা। কিন্তু বাস্তব চিত্র কি? এই সমস্ত টাকা খরচ করার পর জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি কি হয়েছে? তাদের আয়ের হার কি বেড়েছে? না হয় নাই। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের কোন আর্থিক উন্নতি হয় নাই, বরং গত তিনটি পরিকল্পনার পরও গ্রামের জনসাধারণের আর্থিক অবনতি হয়েছে। এইটাই হল বাস্তব ঘটনা। আমরা যখন এই বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চাই তখন ruling party র অনেক মেম্বাররা চিৎকার দিয়ে আমাদের থামিয়ে দিতে চান। তাদের গাত্রদাহ হয়। কথা হচ্ছে এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে এইগুলি কোথায় যায়, কার পেটে যায় এবং কে হজম করে এই বিষয়ে একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। গত ৩টি পরিকল্পনায় যে টাকাগুলি খরচ হয়েছে তাতে কতটুকু benefit জনসাধারণ পেয়েছে সেই সম্পর্কে একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার এবং এই সমীক্ষার পর যে তথ্য পাওয়া যাবে পরবর্তী সময়ে তার উপর নির্ভর করে আমাদের বাজেটের টাকা খরচ করতে হবে। তাহলে জনসাধারণ উপকৃত হবে। কেন্দ্র ত টাকা দিচ্ছে, আমাদের ত শুধু খরচ করার কথা। যে ভাবেই হোক খরচ করলেই হল— এই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে রুলিং পার্টি তথা মন্ত্রীগণ যদি তাদের আত্মীয় স্বজনকে যদৃচ্ছা ভাবে পোষণ করে নিজেদের এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে থাকেন তবে আমি এখানে বলেই বা কি করব। কথা হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে, দেশের পশ্চাদপদ জাতিগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে বাজেটের টাকা ঠিক

ঠিক ভাবে খরচ করতে হবে। গত পরিকল্পনাগুলিতে যদি ঠিক ঠিক ভাবে টাকা খরচ করা হত তবে জনসাধারণের কিছু না কিছু আর্থিক উন্নতি হত। কাজেই একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. DY. SPEAKER: —Now I call on Hon'ble Minister Shri T. M. | asgupta.

SHRI T. M. DASGUPTA :—মাননীয় Deputy Speaker Sir, এখানে Committee Development Project and National Extension Service and Local Development works সম্বন্ধে Demand for grant এর জন্য যে প্রস্তাব এনেছে তা আমি সমর্থন করছি। এই সম্পর্কে cut motion রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে point এনেছেন তাহাতে আমি একমত নই। কাজেই তার cut motion সমর্থন করার কোন প্রশ্নই আসেনা। উনার বক্তব্য থেকে বুঝতে পেরেছি যে উনি বিশেষ ভাবে Nutration programe সম্পর্কে বলেছেন, তার থেকে আমি বুঝতে পেরেছি উনি Administrative control এর কথা বলেছেন। সেই বিষয়ে Development Officer এর সাথে যোগাযোগের দরকার। যদি তর্কের খাতিরে বলা যায় যে উনার সাথে সরাসরি যোগাযোগ নেই, শিক্ষা বিভাগ থেকে কাজটা পরিচালনা হচ্ছে, আসলে দেখতে হবে কাজটা হচ্ছে কি না এবং এই যে National Nutration programme সেটা করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছে তাদেরকে নিয়ে বালোয়ারীর মত একটা বিদ্যালয় করতে হবে এবং সেখানের ছেলেমেয়েদের পরিপোষণের জন্য গ্রামের থেকে সম্মিলিত ভাবে কিছু জায়গা তৈরী করে তাতে যে সমস্ত ফসল উৎপন্ন হবে বা সেই জায়গায় যদি কোন জলাশয় থাকে তাতে মাছের চাষ করে সেই মাছ এবং ফসলাদি বিক্রী করে ছেলে মেয়েদের খাদ্যের উন্নতি করতে হবে। এই বিষয়ে সাফল্যের খুবই প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি অবশ্য সমস্ত ত্রিপুরার কথা বলছি না, তবে কোন কোন জায়গায় যে বালুয়ারী বিদ্যালয় আছে সেইগুলিতে ছেলেমেয়েদের খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। বিশেষ করে সোনামুড়া, উদয়পুর এবং মোহনপুর এই আওতার মধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং সেটার জন্য UNICEF এর যে scheme আছে সেই scheme এর অন্তর্ভুক্ত করে এই কাজগুলোকে নেওয়া হয়েছে। আমরা আশাকরি আস্তে আস্তে সেই কাজগুলি সফল কাম হয়ে যাবে এবং গ্রামাঞ্চলের ৫ বৎসরের ভিতর যে সব ছেলেমেয়েরা আছে, বালুয়ারী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাদের অক্ষর পরিচয়ের, আবৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাদের কে উপযুক্ত করে তুলতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য একটা টিফিনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। যাতে সেই জায়গার জনসাধারণগণ সম্মিলিত ভাবে এই কাজগুলি করতে পারে সেই প্রতিষ্ঠান করার ব্যবস্থাও সেখানে রয়েছে। পরীক্ষা মূলক ভাবে দেখার জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এতদিন Block এর মধ্যে ছিল, এখন মেনেজমেন্টাকে একটু পরিবর্তন করে একটু উন্নত করা হচ্ছে না। সে জন্য এটাকে

দোষনীয় করা যায় না। জায়গায় জায়গায় এটাকে সফল করার জন্য এই কার্য্য পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং এটাকে পরীক্ষা মূলক ভাবে করা হচ্ছে। অতীতের যে অভিজ্ঞতা হয় সেই অভিজ্ঞতাটাই সম্বল করে নিয়ে নূতন ভাবে সেই কাজের মধ্যে প্রয়োগ করা হবে। যদি দেখা যায় এই প্রক্রিয়াটাও ভাল হচ্ছে না, তবে আবার নূতনভাবে সেই প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করে যাতে ভাল হয় সে ভাবে করা হবে। তাহলে গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই সব কিছু করা হচ্ছে। সুতরাং কিছুই করা হয় নাই সেটা ঠিক নয়। আজকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য যে কাজ করা হচ্ছে তাহাতে উনারা অংশ গ্রহন করতে পারেন। তাহাড়াও Block এর মধ্যে Adult Education এর জন্য যে Club এর মধ্যে Agriculture এর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এছাড়াও গ্রামের মধ্যে যে irrigation বা ছোট ছোট বাঁধের ব্যবস্থা আছে সেগুলির মাধ্যমে উনারা গ্রামের লোকের সাহায্য করতে পারেন, গ্রামের যে রাস্তাঘাট তার উন্নয়নের জন্য সাহায্য করতে পারেন। সব কিছুই যে ব্লকের Block এর মাধ্যমে সরকারের তরফ থেকে করতে হবে তাহা কোন কথা নয়। আসল কথা হল Block এর যে উদ্দেশ্য সেটা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। Block টা হচ্ছে একট self supporting unit গ্রামের জনসাধারণ তাদের যে Potentialites আছে সেগুলি নিজের শক্তি সামর্থ্যের দ্বারা কাজে লাগিয়ে গ্রামের রাস্তা ঘাট ইত্যাদি ব্যাপারে সমাজকে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে উদ্যম এবং প্রচেষ্টা দ্বারা কাজ করাই হল Block এর মূল অর্থ। আজকে একটা রাস্তার দরকার, হয়ত সেখানে জমিও আছে সুতরাং সেখানে এমন কর্ম্মীকে রাখা হবে যার দান করার ক্ষমতা আছে তার নিকট থেকে বুঝিয়ে জমি আদায় করা, যাদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা আছে তাদের কে দিয়ে রাস্তা ঘাট তৈরী করে নেওয়ার চেষ্টা করা। সব দেশেই এভাবে উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করানো হয়। শুধু বাজেটের টাকা দিয়েই বা আর্থিক সাহায্য দিয়েই করানো হয় তা নয়। সুতরাং আমাদের দেশের উন্নতি করতে হলে এভাবে বাজেটের টাকার উপর নির্ভর করলে চলবেনা তার বাহিরেও মানুষের কাজ করার যে ইচ্ছা, দেশের সেবা করার জন্য যে প্রবৃত্তি, এবং দেশের উন্নতির জন্য যে আকাঙ্খা সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা দেশের উন্নতি করা যেতে পারে। এইগুলিও block এর একটা উদ্দেশ্য। যারা block officer বা অন্যরা যারা আছেন তাদের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। Block এর যে সার্থকতা তাহা এখনও বিদ্যমান এবং সেই দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই উনারা যা বলেছেন তাতে আমি স্বীকৃতি দিতে পারছিনা। Disapproval of block head quarter বলতে গিয়ে কি mean করতে চেয়েছেন সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা। যদি staff এর head quarter সম্পর্কে বলে থাকেন

তবে আমি বলব গ্রামীন জীবনের মধ্যেও একটা liason দরকার। সব সময়ই block কে নিয়ে তার সমালোচনা করা হয় যে block কি desired goal এ পৌঁছতে পেরেছে। সরকার থেকেও তার দাবী করা হয় নাই কারণ block এর যে সমস্ত কাজ করার ছিল তা block, সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। সরকারও জানেন তার limitation এবং সময় সময় তার review ও আছে। Evaluation এর জন্যে block এর কাজ দেখার জন্য Evaluation Committee আছে। তাছাড়াও Assembly তে যে Estimates Committee আছে তারা ও Block এ যে সমস্ত কাজ হচ্ছে সেগুলা দেখেন ও Report করেন। তাদের সে সমস্ত রিপোর্ট বা observation বিশেষ বিচার বিবেচনা করে দেখা হয়। কাজেই এখানে বলা হয়েছে যে কিছুই করা হচ্ছে না একথা নয়। Time to time block এর কর্ম্মীরাও এটা Evaluation করে দেখছেন তাছাড়া Block Advisory Committee ও তা দেখছেন। Assembly এর Public Accounts Committee ও তা দেখেন এবং যদি কোন ত্রুটি পান তবে সেগুলি দেখিয়ে দেন। এইভাবে সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলিকে বিচার বিবেচনা করে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটাকে গ্রহণ করা হয় এবং সেই ভাবে কাজ করা হয়। কাজেই আজও Block এর প্রয়োজনীয়তা আছে এবং যারা আছেন তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অবদান দেওয়ার মত বিষয় বস্তু আছে। কাজেই Block এর যারা কর্মি আছেন তাদেরও আরো ভাল করে খাটতে হবে যাতে গ্রামিন জীবনের সাথে একত্রিভূত হয়ে চলতে পারেন এবং গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নতি যাহাতে সাধিত হয় তাহার চেষ্টা করতে হবে। তারা বলেছেন Block এ যে Test Relif এর কাজ হচ্ছে সেটাই একমাত্র B. D. O র কাজ কিন্তু আমি বলব B. D. O র আরো অন্যান্য কাজের মধ্যে এটা একটা। পঞ্চায়েতেx কাজের মধ্যে যে সমস্ত সহযোগিতা মূলক কাজ বা আনুসঙ্গিক কাজ করেন তার সঙ্গেও একটা liason রাখার প্রয়োজনীতা তাহার আছে। পঞ্চায়েত cxtension officer থাকলেও পঞ্চায়েতের সবগুলো কাজ extension officer এর ঠিক পর্য্যায়ে পড়ে না। তা হয়ত তার মাধ্যমে করা হয় কিন্তু যেখান থেকে কাজের উদ্ভব হয় সেটাই হল প্রধান। সেটা যদি Development যুক্ত কাজ হয়, পঞ্চায়েতের Fund এর মধ্যে সরাসরি পড়ে না। কাজেই গ্রামের উন্নতির জন্য Block এর প্রয়োজন আছে। তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেটা না থাকলে administration এর সাথে যোগাযোগ করার অসুবিধা। কাজেই Block নাম দেওয়াই হউক বা যে নাম দেওয়াই হউক এরকম একটা machinery থাকা দরকার। গ্রামের উন্নতির সঙ্গে কৃষি এবং রাস্তাঘাটের উন্নতির সঙ্গে এবং শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে Administration এর যোগাযোগের জন্য একটা machinery থাকা দরকার। সেই ক্ষেত্রে development activities এর কাজটা এখন Block করছে। যদি Block নামও বাদ দেওয়া যায় তাহলে সেই রকম একটা কাজ রাখতে হবে, কাজেই সেদিক

দিয়ে আজকে Block দেশের অনেকখানি কাজ করছে। তার আরও কিছু কাজ আছে। এটা শুধু টাকার পরিমাপ দিয়ে দেখলেই চলবেনা। Block এর যে expenditure from the Block budget সেটা যখন কমে আসে তখন আনুসঙ্গিক অর্থ অন্যান্য যে respective deptt আছে তা থেকে যে সমস্ত অর্থ পাওয়া যায় তার ভিতর দিতে তার সঙ্গতি সাধন করা হয়। সেই সঙ্গতি সাধনের জন্যও গ্রামে Block এর প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই কাজ আজকে Block করে যাচ্ছে। সে দিক দিয়ে আমি আজকে বাজেটকে সমর্থন জানাই।

MR. DEPUTY SPEAKER :— Now I am putting the Demand to vote, Demand for Grant No. 21. First I shall put to vote the cut motion one after another. The cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on—that the Demand be reduced to Rs. 1/- for disapproval of block Head quarter.

The cut motion was put to vote and lost.

There is another cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement of utilisation for applied Nutrition programme. The cut motion was put to vote and lost.

MR. SPEAKER :—Now I am putting the main Demand to vote. Demand for grant No. 21 Major Head 37—Community Development Project National Extension service and Local Developement works. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 27,51,00/- inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appriotion (vote on Account) Bill, 1969 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 21 Community Development Project, National Extension Service and Local Development works.

The Demand was put to vote and passed.

Now I should call on Hon'ble Labour Minister to move his Demand for Grant No. 22—Labour and Employment.

SHRI TARIT MOHAN DAS GUPTA :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 901,000/— inclusive of the sums specified in Column 3 of the Scheduled of

the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in Course of payment during the year ending on 31st day of March 1970 in respect of Demand No 22-Labour and Employment.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এ বিলের মধ্যে Labour Deptt এর আনুসঙ্গিক যে সমস্ত কাজ আছে, শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজ, এবং শ্রমিকদের যে স্বার্থ সেই স্বার্থ রক্ষার কাজ, সে সমস্ত মিলিয়ে এই বাজেটের মধ্যে ব্যয় ধরা হয়েছে। এটা আমি মঞ্জুরীর জন্য House এর সামনে রাখছি।

MR. DY. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Member Sri Abhiram Deb Barma to move his cut motion.

SRI ABHIRAM DEB BARMA :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Demand for grant No 22—Labour & Employment এখানে ৯ লক্ষ ১ হাজার টাকা ১৯৬৯-৭০ সালের ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি এখানে একটা cut motion রেখেছি শ্রম দপ্তরের শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সম্পর্কে। ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণত শ্রমিক বলতে বুঝায় চা শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, ছাতার বাট কর্ম্মী শ্রমিক এবং মটর শ্রমিক প্রভৃতি। এই যে শ্রমিক যারা চা বাগানে কাজ করে তাদের নায্য পাওনা বোনাস তাও রিতিমত বাগান মালিকেরা দিচ্ছেন না। এবং সেই বোনাস আদায়ের জন্য সরকারের তরফ থেকে, শ্রম দপ্তরের তরফ থেকে তেমন কোন উৎসাহ দেয় নাই। অপর দিকে দেখা যায় অনেক বাগান শ্রমিকরা বেতন পায় না। এই সমস্ত পাওনা বেতন আদায়ের জন্য সরকার শ্রমিকদের তেমন কোন সাহায্য করছেন না, অপর দিকে plantation Act. অনুসারে শ্রমিকদের যে বাড়ী ঘর তা মেরামত করা হচ্ছে না। নারী শ্রমিক যারা তাদেরে প্রসুতির সময় সবেতন ছুটি দেওয়া হয় না। শিশুদের দুধ পাওয়ার কোন প্রকার ব্যবস্থা নাই। তারা রিতিমত রেশনও পায় না। কোন কোন বাগানে আগে সাবসিডি দেওয়া হত, সেখানে এখন তাও দেওয়া হয় না। কয়েকটা বাগান আজ বন্ধ হয়ে আছে। ১৯৫৬ সালে বিড়ি শ্রমিকদের যে রেইট ছিল সেই রেইট এখনও আছে। ১৯৫৬ সালে চাউলের যে দর ছিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের যে দর ছিল আজ ১৯৬৯ সালে তার আকাশ পাতাল তফাত। একজন শ্রমিক একদিনে এক হাজারের বেশী বিড়ি তৈয়ারী করতে পারেনা। এক হাজার বিড়ি তৈয়ারী করে যে ১·৭৫ পঃ পাবে এই ১·৭৫ পয়সা দিয়ে একটা পরিবার চালান সম্ভব কিনা ভেবে দেখুন।

ত্রিপুরাতে যে ছাতার বাটের কঞ্চি পাওয়া যায় এইরকম কঞ্চি ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যায় না। যদি ত্রিপুরার এই ছাতার বাট শিল্পকে ঠিক ভাবে চালু করা যায় এবং এই শিল্প সংস্থাগুলিকে যদি উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করা যায় তাহলে এখানে বৎসরে অন্ততঃ

১২/৮০ লক্ষ কঞ্চি সংগ্রহ করা সম্ভব। এবং এই কঞ্চির দ্বারা অনেকগুলি কারখানার এবং বহু শ্রমিকের কাজ যোগানো সম্ভব। এখানে যে ১০/৮০ লক্ষ কঞ্চি হয় তা সব বাহিরে চলে যায় এর ফলে এখানে যে ১২৫ জন ছাতার বাট শ্রমিক আছে তারা ছয়মাসের বেশী কাজ করতে পারে না। অপর দিকে আর্থিক অবস্থার জন্য মালিকরা শ্রমিকদের কাজ দিতে পারছে না। আর একটা মজার বিষয় হল যে ১৯৫৬ সালে এই কঞ্চির পেইন্টিং এর পর রেইট ঠিক হয়েছে ডজনে ৫৭ পয়সা আজও সেই রেইটই আছে। সারাদিন খাটুনির পর একজন শ্রমিক ৪ টাকা বা ৫ টাকার বেশী পায় না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এই তাদের রোজগার। কাজেই শ্রমিকের যাতে রোজগার বাড়ে এবং মালিকরা যাতে খুশিমত ছাটাই না করতে পারে সেইদিকে শ্রমদপ্তর এবং মন্ত্রীর নজর দেওয়া দরকার। আমি লক্ষ্য করেছি যে শ্রমিকদের স্বার্থে ত্রিপুরার শ্রমদপ্তর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। চা বাগানের শ্রমিকরা যেখানে ন্যিনতম বেতন পায় না, বোনাস পায় না, তাদের চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা নাই, তাদের শিশুদের দুধের কোন ব্যবস্থা নাই, এই চা-বাগানের শ্রমিকদের বিষয়ে আমাদের শ্রম দপ্তর এবং শ্রমমন্ত্রী কোন উৎসাহ দেখান না। এই উৎসাহ না দেখাবার কারণ মালিকদের তারা পৃষ্ঠপোষক। মালিকদের সঙ্গে তাদের গাট বাঁধা। ইলেকশানের সময় সরকারের পার্টিকে এই মালিকরা মোটা টাকা দেয়। কাজেই মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের করতে হয়।

ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে কালিঘাট বিড়ি ফেক্টরী সবচেয়ে বেশী শ্রমিক রাখতে পারে। কিন্তু এই ফেক্টরীর মালিক পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিড়ি তৈরী করে এনে এখানে সাপ্লাই দেয়। এখানকার শ্রমিকদের তারা কাজ দেয়না। যদি এখানেই তারা বিড়ি তৈরী করে তাহলে বহু শ্রমিক কাজ পায়। সরকারী হিসাবমতে ১৮ হাজার ৫০০ বেকার। মালিকরা যদি এখানে কাজ করায় তাহলে বহু শ্রমিক কাজ পায়, বেকার সমস্যারও অনেক সমাধান হয়। কিন্তু সরকার শ্রমিক স্বার্থ দেখছে না। মালিকদের সঙ্গে তাদের এমনিই একটা গাট বাঁধা যে মালিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সাহস এই শ্রমদপ্তর বা শ্রমমন্ত্রীর নাই। এখানে বিড়ি শ্রমিক, মটর শ্রমিক, চা-বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থ সরকার দেখছেন না। কথায় কথায় শ্রমিকদের ছাটাই করা হয়। তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেন না। বহু আন্দোলন সত্বেও এখানে Factory Act চালু হচ্ছে না। যদি factory act চালু হত তবে সর্ব বিষয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা পেত। আমি শ্রমমন্ত্রীকে বলতে চাই যে শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের দুঃখ কষ্টের দিকে নজর দেওয়া যেন একবার শুধু বড় বড় কথা বললে গণতন্ত্র হয় না বা গণতন্ত্রের উন্নতি হয় না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে, দেশের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে, শ্রমিক স্বার্থের সর্বাঙ্গে রক্ষা করতে হবে এবং মালিকদের শোষণ বন্ধ করতে হবে।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আগামী দিনের শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যদি ত্রিপুরার এই সরকার বৃহত্তর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এরা যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে শ্রমিকদের আন্দোলনের ঢেউ, শ্রমিকরা এখন পরস্পর একজোটে এগিয়ে আসছে, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী যে কাজকর্ম চলছে তা বন্ধ করতে বাধ্য করবে। শ্রমিকদের এই বৃহত্তর এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাদের স্বার্থকে আদায় করে নিবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. DY. SPEAKER :—Now I call on Shri Aghore Deb Barma

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, Labour & Employment এখানে ৯ লক্ষ ১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। টাকার অঙ্কটা দেখলে ৯ লক্ষ টাকা কম নয়। কিন্তু শ্রমিকদেরে direct help করার মত টাকার বরাদ্দ বিশেষ নাই। শুধু মাত্র Officers and Establishment খরচই অধিকাংশ। শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য ত্রিপুরা সরকার এবং মন্ত্রীরা কি ব্যবস্থা করছেন? মাননীয় অভিরাম দেববর্মা শ্রমিকদের সম্পর্কে বিশদ ভাবে বলেছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস সরকার শ্রমিকদের উন্নতির জন্য, তাদের বাঁচার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? কিছুই না। মালিক এবং শ্রমিকদের যখন বিরোধ দেখা দেয় তখন সরকারের ভূমিকা প্রশংসা করা যায় না। এমন একটা উদাহরণ তারা দিতে পারবেন না যে কোন ক্ষেত্রে মালিকদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে মধ্যস্থতা করে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করেছেন, তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।

শ্রমিকদের কথা তারা বলেন, টাকাও বরাদ্দ করেন কিন্তু কার্য্যতঃ কোন কাজ হয়না। মটর শ্রমিকরা আইনত: যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তা আদায়ের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে ত্রিপুরার প্রধান শিল্প হল চা শিল্প। এই শিল্পকে রক্ষা করার দরকার। কিন্তু শিল্পে এখন সঙ্কট চলছে। এই শিল্পকে রক্ষা করার এবং শ্রমিকদেরে বাঁচার যে একটা দায়দায়িত্ব আছে সরকারের তা মনে হয় না। তারা এই বিষয়ে একেবারে নির্ব্বাক। যেন তাদের কোন দায়দায়িত্বই নাই। আর financial Assistance দেওয়ার বেলায় বলা হয় এটা Assam Financial Corporation এর দায়ীত্ব। আমাদের কিছু করার নাই। এই ভাবে দায়ীত্ব এড়ানো হয়। এই সরকারের শ্রমনীতির ফলে শ্রমদপ্তরের যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করা হয় তাতে শ্রমিকদের কোন উপকারই হয় নাই। মটর শ্রমিক হোক, বিড়ি শ্রমিক হোক, চা শ্রমিক হোক যে শ্রমিকই হোক তাদের কোন অংশের কি উপকার হয়েছে তা সমীক্ষা করে দেখা দরকার। কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কোন উপকার হয় নাই। রিক্সা শ্রমিকদের সম্পর্কে পূর্ব্বে বাজেটে একটা টাকার অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই বৎসর তাও নাই। তাদের financial help দিয়ে একটা Co-operative করে দেওয়ার

কথা ছিল, কিন্তু সেটা আদৌও হয়েছে কিনা জানিনা। একটা Co-operative করে রিক্সা শ্রমিকদেরে আর্থিক এবং অন্যান্য ভাবে সাহায্য করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হচ্ছে না। এটা হওয়ারও কোন লক্ষণ দেখছি না। কাজেই এক কথায় বলা যায় যে রাজ্যসরকারের শ্রমনীতি শ্রমিকদের বাঁচার অধিকারের বিরুদ্ধে, তাদের স্বার্থ বিরোধী। তাদের অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছে, কোন দিক দিয়ে তাদেরে সাহায্য সহায়তা করা হচ্ছে না। খুব অসহায় ভাবে তারা দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। তারপর আর একটা cut motion এ আছে inadequacy of provision for labour welfare centre. Minister রা যদি মনে করে থাকেন কয়েকটা labour welfare centre খুলে দিলে পরই উন্নতি অগ্রগতি হয়ে গেল তাহলে আমার বলার কিছু নাই। কয়েক জন staff কে appointment দিয়া একটা office বসিয়ে labourদের উন্নয়নের নাম দিয়ে staff maintain করা যদি আজ কংগ্রেসের শ্রমনীতি হয়ে থাকে তাহলে আমার কিছু বলার নাই। তারা শ্রমিকদের দিকে চাইবেন না, তাই এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি আজ সরকারের যে শ্রমনীতি তাহা শ্রমিকদের বাঁচার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। এই নীতি পরিবর্ত্তন হওয়ার দরকার। তা না হলে একদিন তারা তাদের বাঁচার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়বে। কারণ তারাও মানুষ। তারা খুবই গরীব, অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ তারা পায়নি। শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার বড় বড় কথা বলা হয়, কিন্তু আজ তাদের বাঁচাটাই মস্তবড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি তাদের খাবারের কোন সংস্থান না থাকে তাহলে কি করে তারা vocational ট্রেনিং নিবে, কি করে লেখাপড়া শিখবে? অনেক বালুয়ারী সেন্টার ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। আমরা যদি তথ্য সংগ্রহ করে দেখি তাহলে দেখব সেখানে শ্রমিকদের কোন ছেলেমেয়ে নাই, অর্থাৎ নামে মাত্র স্কুল আছে, মাষ্টাররা regularly স্কুলে যায় কিনা সন্দেহ আছে। শ্রমিকদের এতে কোন উন্নতি হচ্ছেনা, আজ তারা উপবাসের পথে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। তার জন্য আমি এই cut motion টা রাখছি।

MR. DY. SPEAKER :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta.

SHRI PROMODE RANJAN DASGUPTA :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand No. 22 সমর্থন করছি এবং এর উপর মাননীয় সদস্য যে cut motion এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। আমাদের ত্রিপুরাতে যে শ্রম দপ্তর আছে তা থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে এটা সত্যি কথা। কাজেই সেটাতে যে cut motion এনেছেন যে Demand be reduced by Rs. 1/- এটা আমার কোন সার্থকতা নেই। ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে এবং সেটাকে সংশোধন করাও উচিত। কিন্তু Demand টাকে আমাকে সমর্থন করতে হবে।

চা বাগান সম্পর্কে আমাকে বলতে হয়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ত্রিপুরাতে কয়টি চা বাগান আছে। উত্তরে বলবে ৫২টি বাগান, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১১টি বাগান আছে কিনা সন্দেহ। চা বাগানের যে ২২ হাজার শ্রমিক তার 50% শ্রমিক আজ unemployed হয়েছে বা হওয়ার মুখে। আমি উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে হরেন্দ্রনগর, বিনোদিনী এবং দুর্গাবাড়ী Tea Estate বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ প্রত্যেকটি বাগানের ৭।৮ শত শ্রমিক আজ বেকার, কোন কাজ পাচ্ছেনা। আজ ধর্মনগরে ২।১ টি, কৈলাশহরে ২।১টি এবং সদরেও কয়েকটি বাগানের এই রকম অবস্থা। 50% শ্রমিক ঐ বাগানগুলোতে আজ unemployed, এই হল অবস্থা। আজ শ্রম দপ্তর কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছে সেটাই হল দেখবার বিষয়। যদিও এখানে কথা আছে যে চায়ের বাজার fall করেছিল। কিন্তু চায়ের market fall করা সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্ন আছে, তাহলে quality কি? তা ছাড়াও যেসব বাগানে production হয়না তারা দাম কম পাচ্ছে। Actually ভাল quality of tea fall করেনি। ত্রিপুরা রাজ্যের বাগানগুলো অনেক difficulty এর মধ্য দিয়ে চলছে। তা communication and other difficulties। আজ শ্রম দপ্তরের এগুলো বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। Alternative চাকুরীর কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও শ্রমদপ্তরের দেখা উচিত। শ্রম দপ্তরের একটা dicision নেওয়া উচিত এ সম্পর্কে। প্রয়োজন হলে Labour Act কে সংশোধন করে মালিক পক্ষকে চাপ দিতে হবে যাতে মালিক পক্ষ বাধ্য হন বাগান চালাবার জন্য। অনেক সময় দেখা যায় Labour Deptt. dicision এর জন্য চেষ্টা করলেও মালিক পক্ষ উপস্থিত থাকেন না কিন্তু শ্রমিক পক্ষ উপস্থিত থাকেন। কাজেই আমাদের শ্রম আইনটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখতে হবে কিভাবে মালিকপক্ষকে উপস্থিত করানো যায়। কাজেই Administrator এর বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলছি যে আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। কারণ ২২ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ১১ হাজার শ্রমিক unemployed হয়ে পড়লে কি রকম একটা সমস্যা সেটা ভাবতে হবে। কাজেই যাতে বাগানগুলো পুনরায় খোলে সেই চেষ্টা করতে হবে। কারণ ত্রিপুরায় industry র মধ্যে Tea industry যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার সাথে সাথে আশে পাশে যে সব বাজার গড়ে উঠেছে সেগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে। Tea industry থেকে আমরা যে টাকা earn করি তাও নষ্ট হয়ে যাবে যদি এই indnstry টা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এ দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রম দপ্তরকে এ ব্যাপারে সক্রিয় হতে হবে। লাল ফিতার বন্ধনে তাদের dicision যাতে বন্ধ হয়ে না থাকে সেজন্য তাদের সচেষ্ট হতে হবে। West Bengal Shop Employee দের যে আইন সেই আইন আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হচ্ছেনা। আমরা খবর পেয়েছি এটা Bill হয়ে এখন আমাদের Cabinet Ministers দের dicision এ আবদ্ধ রয়েছে। উনাদের recomendation হলে এটা পাঠানো হবে

দিল্লীতে for approval of the President. দিল্লীতে দেখবেন আমাদের Secretary বা কলম লাগাবেন, আবার পাঠাবেন। এই আসা যাওয়ার মধ্যে বৎসর কেটে যাবে, কিন্তু কর্মচারীর অবস্থা কি থাকবে? এই Social Service Act গুলোকে অর্থাৎ সমাজ সেবার উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে যে সব Act রচিত হয় সেগুলো ত্বরান্বিত হওয়া দরকার। কারণ এই সব কর্মচারীদের মনে একটা বিরোপের ভাব আসে। আমাদের ইচ্ছা আছে, আমরা Act করব, আমাদের যে একটা ভাব আটকিয়ে রাখার, তাড়াতাড়ি না করার সেটাকে পরিত্যাগ করবার সময় এসেছে। যতশীঘ্র এই মনোভাবকে পরিত্যাগ করি ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল দেশের পক্ষে মঙ্গল। তাই আমি বেশী কিছু না বলে শুধু এই কথাটিই বলব যে শ্রমিকের স্বার্থকে আমাদের প্রথম স্থান দিতে হবে এবং শ্রমিকের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে আমাদের Industry গুলি যে সব অসুবিধার সম্মুখীন সেই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য শ্রমদপ্তরকে চেষ্টা করতে হবে এবং শ্রমদপ্তরের সঙ্গে Industry গুলির একটা coordination এই বিষয়ে দরকার যাতে পরস্পর পরস্পরের difficulties গুলি দেখে দূর করা যায়। Industry গুলিতেও দেখছি শ্রমিকরা ষ্ট্রাইক, ঘেরাও করছে। অতএব তাদের পরস্পরের বক্তব্য শুনে সেখানেও শৃঙ্খলা আনতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHRI KSHITISH CH. DAS :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Industry সম্বন্ধে প্রথমতঃ আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিশেষ করে Industry র জন্য সরকারের loan এর ব্যবস্থা আছে। আমার মনে হয় ত্রিপুরার চা বাগান গুলোকে বর্ত্তমান এ অবস্থা থেকে আরও উন্নতির দিকে নেওয়া প্রয়োজন। কাজেই আমি এই House এর মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই সমস্ত Industry গুলোকে আরও উন্নত করার দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারেও বলতে হয় পেটে যদি ভাত না থাকে তাহলে শিক্ষায় আগ্রহ আসবে কোথেকে? এখানে অবশ্য labour welfare center এর কথা আছে, বাগোয়ারী স্কুলের ব্যবস্থার কথাও এবারের বাজেটে আছে। কিন্তু আসল কথা হল পেটে ভাত না থাকলে শিক্ষার আগ্রহ তার আসতে পারে না। আর একটা বিশেষ কথা মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চা বাগানগুলো আগেকার মহারাজার আমল থেকে চলে আসছে। ইদানিং কালে শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার দিকে একটু আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় Higher Secondary School ও আছে। দু'একজন পাশও করেছে। যারা বাগানের শ্রমিক তারা Higher Secondary বা স্কুল ফ্যাইন্যাল পাশ করা কম কথা নয়। সেইসব পাশ করা শ্রমিকদের ঐ সমস্ত বাগানে চাকুরী দেওয়ার

একটা সুযোগ আছে, কিন্তু তারা এগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারের দিক দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে সরকারী আইন কানুন জানেনা। ঐ দিকেও আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঐ সকল চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে যারা অন্তত Higher Secondary বা School final পাশ করেছে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের যেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য দু' একটি যে হয়নি তা নয়, হয়েছে, কিন্তু আরও বেশ কিছু সংখ্যক আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, Demand No 22 Labour সম্পর্কে এখানে একটা আছে Collection of Employment Market information, proper pay and allowances of the staff engaged for collection of information regarding unemployment Problem to find out measure for solving unemployment problem আজকে Employment আছে সেজন্যই unemployment কথাটা এখানে আসছে। এইভাবে এই যে unemployment আজকে সেখানে আমাদের ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা যারা তারা সামগ্রিক ভাবে সমস্ত সমাজগুলির যাতে সুযোগ সুবিধা হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই সংবিধান রচনা করেছেন। অথচ সেই Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Communities সে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এখানে সরকারেরই একটা নিদর্শন আছে। কমিশন ত্রিপুরা সম্পর্কে যে Report দিয়ে গেছেন সেই Report এর একটা উদ্ধৃতি আমি এখানে দিচ্ছি—"Page No. 185, Scheduled Castes, Scheduled Tribes Commission—Scheduled Caste form 10·48 Percent of the total Population in the Union Territory of Tripura according to 1961 census. 8% of the Posts under Tripura Administration have been reserved for them. The other Concessions given to the Scheduled Castes are the same as given by the Govt. of India. Page 186 এ আছে—following information relating to actual representation of the Scheduled Castes in the Posts and Services under the Administration as on 30th June, 1965 was supplied to the committee during its tour. The table showing representation of the Scheduled Castes in Govt. services as on 30th June, 1965. Table No. 65 Total number of Employees —Class I এ আছে উপরকার Report এ ১ জন, Class II তে আছে ৬২৩ জন, Class III তে আছে ১০৪৯ জন, আর Class IV এ আছে ৬,০৯৩ জন কর্মচারী। আর Scheduled Caste এর লোক Class I এ তো নেই-ই, Class II তে ৭ জন আছে, তার মধ্যে Scheduled Caste আছে ১ জন। Percentage হ'ল ১০ জনের মধ্যে ১ জন। Class II officer আছে ১০ জন, তার মধ্যে

Scheduled Caste আছে ১ জন। Class III তে আছে ১,০৪৯ জনের মধ্যে ৫০২ জন। তাতে ০'১% হয়। Class IV এর ৬,৯০৩ জনের মধ্যে আছে ৮৫৬ জন। তাহলেও এখানে এমন কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই। এখানে Report এর মাঝে আরেকটা কথা আছে Govt. Representative, Figures of the representation of the Scheduled Caste in the Posts & Services under the Agartala Municipality. The table showing the representation of the Scheduled Caste in Agartala Municipality during the year 1965-66. Class I employee Nil, Class II তে ১ জন এবং Class III তে ৫০ জন তার মধ্যে Scheduled Caste আছে ২ জন, Class IV এতে আছে ৮১ জন তার মধ্যে ৬১ জন Scheduled Caste এখানে Report উল্লেখ আছে কি ভাবে ৬১ জন হল। The Higher percentage of 61·7 in class IV catagory is due to the fact that the posts of sweepers there in the employment of the Municipality have also been included therein. The Class III Services representation of the Schedule Caste is hardly 4%. It is thus quite evident from the above that the representation of Schedule Caste in various Services in the Agartala Municipality is very poor and call for attention to afford increase of more Schedule caste employees in the Municipality. এখানে আরো অনেক কিছু আছে। আমরা অনেক সময় বলি যে ঐ সমস্ত Posts Fill up করার জন্য যোগ্য লোক নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক আছে, সব সময় আমরা তাদের খোজখবর নেই না। যোগ্যতার জন্য এখানে নির্দেশ আছে যে employment conditions relax করে হলেও তাদেরকে Employment দিতে হবে। একথা এই Report তে ও আছে, তাই আমি আর দীর্ঘ কিছু বলতে চাই না। এখানে Graduate অনেক আছে, Science Graduate, M.A. M.Sc. M. Com ইত্যাদিও অনেক আছে কিন্তু তারা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এই সুযোগ না পাওয়ার দরুণ তাদের আজকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে elevationএর সুযোগ থাকা সত্বেও সেই সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছেনা। সেই জন্যে তাদের মনের মধ্যে যে বিক্ষুব্ধ ভাব সেটা একদিন এমন ভাবে ধাক্কা দিতে পারে যাহা আমরা সামলিয়ে উঠতে পারব না বলে মনে হয়। এই যে অনগ্রসর সম্প্রদায় এবং গরীব তাদের মধ্যে অনেকে খোঁজা খুঁজির পরও চাকুরী পায় না, সেটা খুবই দুঃখের বিষয়। তারজন্য আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাহাতে উহার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়। এই বলে আমি বাজেটের সমর্থন জানিয়ে cut motion এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR, DY, SPEAKER :— Now I call on Hon'ble Labour Minister.

SHRI T. M. Das Gupta :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রস্তাবের আলোচনা করতে গিয়ে শ্রমদপ্তরের শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সম্পর্কে যে cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আজকে শ্রমদপ্তর শ্রমিকের যে সমস্ত ন্যায্য অধিকার এবং দাবী আছে সেগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং আইনানুগ তাদের যে সুবিধা আছে সেই সুবিধাকে শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে সেই বিষয়ে সজাগ করছেন। সেই দিক দিয়ে শ্রমদপ্তর তার কাজের স্বার্থকতা এবং শ্রমিকদের যে স্বার্থ সেটা দিনের পর দিন রক্ষা করার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টা শ্রমদপ্তর করে যাচ্ছে। সেই দিক দিয়ে শ্রমদপ্তরের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। আজকে যদি জীবনের অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুলিশ বিভাগ আছে—দেশের যে সমস্ত আইন আছে তাকে রক্ষা করার জন্য। তার অর্থ এই নয় যে পুলিশ বিভাগ হয়ে যাওয়ার পর দেশের মধ্যে আর কোন রকম criminal Act বা কোন রকম ঘটনা ঘটবেনা। সেগুলিকে অনবরত রক্ষা করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এবং শ্রমদপ্তরে যে অভিযোগ বাড়ছে তাতে বুঝা যায় কাজের দিক দিয়ে শ্রমদপ্তর তাদের কাজ করে যাচ্ছে এবং শ্রমিকরাও তাদের যে অধিকার তাদের যে দাবী সেই সমস্ত দাবী সম্বন্ধে আগের চাইতেও ওয়াকিবহাল হচ্ছে এবং সুষ্পষ্টতর ভাবে তাদের যে দাবী এবং অধিকার এবং কোন সময় কোন জায়গায় তারা বঞ্চিত হয়েছে সে গুলো তারা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছে। তারই জন্য তাদের যে দাবী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং তাকে রক্ষা করার জন্যই শ্রমদপ্তর চেষ্টা করছে। কাজেই আজকে বিগত কিছুদিন আগেও যে সমস্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তার মাঝেও যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের পুরানো যে সমস্ত বাকী বকেয়া আছে সেগুলিও শ্রম দপ্তর সাহায্য করে সেগুলোর হাত থেকে মালিকদের রেহাই দিয়েছে। কোন জায়গায় যদি বাদও পড়ে থাকে শ্রমদপ্তর নিজের প্রচেষ্টায় যখন অন্য কাজ তারা করতে যাচ্ছেন, অন্য কিছু দেখতে যাচ্ছেন তখন যদি দেখেন যে চা বাগানের ক্ষেত্রে কোন জায়গার শ্রমিকরা, আইনের মধ্যে যে সুবিধা আছে, কিন্তু শ্রমিকরাও সেটা জানত না এবং মালিকেরাও সেটা দেওয়ার চেষ্টা করেনি, শ্রমদপ্তর থেকে সেই সমস্ত দাবী যেমন বোনাসের ক্ষেত্রে, মজুরী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বা কোন জায়গায় কোন বকেয়া পাওনা থাকে সেগুলিও শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরছে এবং শ্রমিকরাও তাদের যে দাবী সেটা বুঝতে পারছে। এবং তারাও সেই দাবী আদায় করার জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই সেদিক দিয়ে শ্রমদপ্তর তার যে কাজ সে কাজকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। তার অর্থ এই নয় যে শ্রমিকদের যত দাবী সব দাবীকেই পূরণ করে দেওয়া হয়েছে। তবে আমি বলব যে তাদের অনেক

দাবী এখনো বকেয়া আছে। কোনটির ক্ষেত্রে সরকারী case আছে। তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ এবং যে সমস্ত আইন আছে সেগুলোকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার করে দিয়েছেন এবং আইনের মধ্যে যে যে বিধানগুলো আছে তাকে ধাপে ধাপে মেনে নিতে হবে। প্রথমে Conciliation যখন করতে যাওয়া হয় তখন ১ দিন ২ দিন ৩ দিন পর্য্যন্ত তাদের ইচ্ছামত সময় দেওয়া হয়। যদি না হয় তখন তার অবস্থা অনুযায়ী সেই case গুলোকে Labour Court এ অথবা যেটা যে court এ বিচার্য্য সেই court এ পাঠানো হয়। এবং তার আগে মালিকদেরকেও সুযোগ দেওয়া হয়। কারণ হচ্ছে এখানের অনেক আইনই হয়তো নূতন। মালিকরাও জানেনা। কাজেই তাদেরকেও পরিপূর্ণভাবে সুযোগ দেওয়া হয় এবং শ্রমিকদেরকেও বুঝতে দেওয়া হয়। তারপর যদি সেই case গুলো না হয় তাহলে court এ সেই সমস্ত case গুলি দেওয়া হয়। যেখানে বিধান আছে সরকারী তরফ থেকে সরাসরি করার সেখানে সরকার সেটা করে থাকেন। এই কথা অবশ্য ঠিক যে হাতে হাতে তার ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক বকেয়ার জন্য court এ মামলা দায়ের করতে হয়েছে। এবং স্বভাবতঃই court এও কিছু কিছু দেরী হয়ে যায় এবং সেটাও শ্রমদপ্তর লক্ষ্য করছেন এবং আশু একটা ব্যবস্থাও হয়েছিল যে একটি বিশেষ court এর মধ্যে শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যপারে যে সমস্ত কাজ আছে সেই কাজগুলিকে নির্দ্দিষ্ট করা এবং সেভাবে কাজও চলছিল, অবশ্য আবার যে officer এর উপর কাজগুলি দেওয়া হয়েছিল তাঁর হঠাৎ বদলী হওয়ার দরুণ সব case গুলি নূতন করে করতে হতে পারে। যেগুলি প্রায় অর্দ্ধেক হয়েছিল তাতে ও একটা গোলযোগ রয়ে গেছে। কাজেই অনেকগুলি ক্ষেত্রে সেখানে শ্রমদপ্তরের পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে ঠিক আশানুরূপ করা যায় না। কিন্তু আইনের ক্ষেত্র থেকে যে যে অধিকারগুলি জানা যায় শ্রম দপ্তর থেকে Court এ গিয়েও তাদের সেই অধিকারের কথা বলে দেয়। এবং আমাদের সেই conciliation এর মধ্যে দেখতে গেলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে, এ যে শুধু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই করা হচ্ছে তা নয়। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে, সেখানে individual case হচ্ছে সেখানেও এই শ্রমদপ্তরে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে বা কখনো পত্র পত্রিকায় দেখলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যেও হয়ত অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিপূর্ণ পাওনা পাইয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু যেখানে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান যারা পুরোপুরি আইনের আওতার মধ্যে পড়ছে না শ্রমিক সংখ্যার জন্য, তাদের ক্ষেত্রেও যদি মালিক পক্ষ হঠাৎ বরখাস্ত করে এবং যদি তা শ্রমদপ্তরের দৃষ্টিতে আনা হয় সেখানে তাদেরকে একটা Settlement করে—সব ক্ষেত্রে আইন করে করতে গেলে হয়ত দেরী হ'ত, সে লোকটিকে হয়ত অন্য জায়গায় চাকুরী করতে হবে। সমস্ত বাস্তব অবস্থাটা দেখা হয়। তারপর আইনানুগভাবে যতটুকু পাওয়া দরকার দু' পক্ষের

মধ্যে একটা Settlement করে দেওয়া হয়, উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। কাজেই এই দিক দিয়ে—অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন মালিক যে adamant থাকেন না তা নয়, বা কোন কোন শ্রমিক যে adamant থাকেন না তাও নয়। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় Case গুলো Court এর দরজা পর্যন্ত পৌঁছায়। সেটাই হচ্ছে আইনের বিধান। কাজেই শ্রম দপ্তরকে শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করতে হবে, সেটা আইনের মারফতে করতে হবে। সেই হিসাবে শ্রমমন্ত্রী আইনের বিধানের দ্বারা বাধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সেইভাবে কাজ করে যেতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেরী হচ্ছে, সেটা আমি অস্বীকার করবনা। আরও তাড়াতাড়ি হলে হয়ত সেগুলো ভাল হত। অনেক ক্ষেত্রে কোর্টে যেতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে মালিকেরা কলকাতার বাইরে যেতে হয়, তারা অভিযোগ করেছেন যে আপনাদের পূর্ব্ব চিঠি আমরা পাইনি, সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার তাদের কাছে চিঠি দিয়েছি। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে হয়ত আবার তারিখ দিতে হয় এবং তারজন্য হয়ত বিলম্ব হয়ে যায়। তা হলেও সেগুলো যাতে আস্তে আস্তে বিতাড়িত করা যায় তার প্রচেষ্টা চলছে। সমলোচনা করতে গিয়ে বিড়ি, ছাতার বাট সম্বন্ধে বলেছেন যে কালিঘাট বিড়ি বাহিরের থেকে আনা হয়। তাতে শ্রমদপ্তর কিছু করতে পারছেন না। দু'টো জিনিষকে আলাদা করতে হয়, একটা হল উৎপাদনের দিক আর একটা হল শ্রমিকের দিক। উৎপাদনের দিকটা যে শ্রমদপ্তর না দেখেন তা নয়। শ্রম দপ্তরের বিশেষ করে যেটা দেখার সেটা হচ্ছে শ্রমিকদের স্বার্থ। সেখানে যখন আলাপ আলোচনা হয়, হিসাব পত্রের কথা উঠে তখন মালিকদের খাতা পত্র দেখা হয় যে প্রকৃত তাদের মুনাফা হচ্ছে কি না। আসল ব্যাপার হল বাহিরের থেকে যখন আসে তখন একটা Competition এর প্রশ্ন আসে। কাজেই আজকে যদি কোন মালিক তাদের factory উঠিয়ে নিয়ে যায় বা সে যদি বন্ধ করে দিতে চায় তাহলে কিছু করার মত ক্ষমতা শ্রমদপ্তরের নেই। যদি বে-আইনি ভাবে এসব বন্ধ করে দেয় তখন শ্রম দপ্তর আইনানুগ ভাবে যা করণীয় তা করেন। কোন মালিক যদি মনে করে তার factory সে আগরতলায় রাখবে এবং বাহির থেকে যদি মাল আনে এবং মুনাফা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বন্ধ করার উপায় নাই। বিড়ি এবং ছাতার বাটের কথা যে বলেছেন সেটা একটা বাস্তব রূপ দিয়ে দেখতে হবে। এর কারণ হচ্ছে এই মালিকরা যখন ব্যবস্থা করবে—মালিকদের বক্তব্য বাহির থেকে যে বিড়ি আসছে তার যে দাম হচ্ছে, তাদের পাতার দাম হচ্ছে, তারা যে মুজুরী দিচ্ছেন তাতে যদি দেখা যায় এখানকার দাম বেশী হয়ে যায় তাহলে এমন কোন Benevolent মালিক নেই যে ঘর থেকে এনে টাকা দিবে। যেহেতু মুজুরী দিয়ে বাহিরের সঙ্গে তাদের পোষাচ্ছে না নানা কারণে, তার জন্য বিড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্র অনেক ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং অনেকটা কমে গেছে। আজ মোটা-

মোটি বড় কারখানা নেই বললেই চলে। তারপর হচ্ছে বাইরের একটা Competition কলিকাতা এবং কলিকাতার বাইরে এমন অনেক শ্রমিক আছে যারা হয়ত কম মুজুরীতে কাজ করেন যার ফলে এখানকার বাজারের যে Competition তাতে তারা দাঁড়িয়ে উঠতে পারছেনা আর একটা কারণ দল বিড়ির পাতা পুরাপুরি তাদের আমদানি করতে হয়। সেটা যদি aeroplane এ আসে তাহলে freight charge অনেক বেশী পড়ে যায়। কিন্তু যখন manufactured বিড়ি আনে তখন পাতার ওজন সেখানে বাদ পড়ে গেল। এ সমস্ত কারণে মোটামোটি ভাবে দেখা যায় পরতায় তারা কুলিয়ে উঠতে পারছে না তারইজন্য সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। তাহলেও যতখানি সমস্তার সমাধান শ্রমদপ্তরের থেকে করা যায় ততখানি করা হচ্ছে। তিনি কতগুলো মামলার কথা বলেছেন যে মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না, সম্ভবতঃ মামলা মালিকরা করেছিলেন। আমি জানিনা, সরকার পক্ষ থেকে যদি কোন মামলা করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই শ্রমদপ্তরের পক্ষ থেকে তা দেখবে। কিন্তু মালিক যদি মামলা করে থাকেন তাহলে সেটা তোলার সম্ভবনা কম। তাহলেও প্রকৃত ঘটনাটা জানা থাকলে সেটা আমি দেখে বলতে পারব। কাজেই কতগুলো কথা বলে শ্রমদপ্তরকে যে আঘাত করা হচ্ছে তার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। ছাতার বাটের factory ও তাই। তারাও একটা বিরাট Competition face করছেন। তারা বলেছেন যে মুজুরী কম, সেটাও সত্যি কথা। আর একটা কথা হচ্ছে যে ছাতার বাট সব এখানে বিক্রিহবে না, কল্‌কাতার যে বাজার আছে তাতে এখান থেকে বাট নিয়ে finishing করে যখন বাজারে ছাড়েন তখন দাম অনেক কম পড়ে। কাজেই এখানের মালিকরা যদি দেখতেন বেশী মুজুরী দিয়ে কলিকাতার লাভ থাকত তাহলে ব্যবসার যে flow সেটা এদিকে আসতনা। যেহেতুব্যবসার flow এদিকে আসছেনা, তার কারণহচ্ছে আমাদের এখানে যে finishing হচ্ছে, যে রঙ দেওয়া হচ্ছে সেটা বাজারে চালু করতে পারছেনা। কাজেই প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও সেটা হয়ে উঠতে পারছেনা। যাতে এখানে ছাতার বাটের কারখানা হয় তার জন্য কয়েক জনকে সরকারী ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, কিন্তু যিনি নিয়েছিলেন তিনি তাতে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। কাজেই এর মধ্যে শ্রম দপ্তরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটা আসেনা। চা বাগানের ক্ষেত্রে আমার বন্ধু প্রমোদ বাবু যেটা বলেছেন সেটা অনেকখানি সত্য, সেই সমস্তাটা দেখতে হলে যেমন শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা পুরাপুরি প্রয়োজন হচ্ছে আবার এটাও ভুললে চলবেনা যে যখন সে স্বার্থ আদায় হচ্ছে তখন marginal যে বাগান গুলো আছে তার মধ্যে ২।৩ রকমের category পড়ে যায়। আজকে আসামের মধ্যেও সেই সমস্তা আছে। বাংলা দেশেও সমস্তা আছে, একদল আছে যাদের বড় বড় চা বাগান, তাদের লাভ হচ্ছে। আর এক ধরণের বাগান আছে যাদের কোন profit ই হচ্ছেনা, সেই

ক্ষেত্রেও আইনের বিধান আছে যে লাভ হউক বা লোকসান হউক, সর্ব্বনিম্ন বোনাসের ক্ষেত্রে 4% হিসাবে করে সেই বোনাস তাকে দিয়ে দিতে হবে। সেখানে শ্রমিকদের যে অধিকার সেই বোনাসের দাবীকে তারা অস্বীকার করেন নি। কাজেই এদিক দিয়ে শ্রম দপ্তর শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে নজর রাখছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা বলে আপনারা যদি সামান্য টাকা ছেড়ে দেন তাহলে আমরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠব, তারপর আমরা সব টাকা দিয়ে দিব। কিন্তু শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী এই ধরণের চুক্তিতে মত দেননি এবং অর্থের অধিকার যেখানে শ্রমিকদের আছে সেই অধিকার থেকে কোন সময়ই শ্রমিকদের বঞ্চিত করতে চাননি। তাদের পরিপূর্ণ যে দাবী সেটা রয়েছে, কোর্টে case আনার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তাদের টাকা পেয়ে দেবার ব্যবস্থা শ্রমদপ্তর থেকে করা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে শ্রমদপ্তর ওয়াকিবহাল। প্রথম স্তরগুলো দেখে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে যদি না হয় তাহলে সেগুলোকে case করেও সেই সমস্ত টাকা আদায় করার ব্যবস্থা শ্রমদপ্তর করছেন। চা শিল্পের ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যেটা বলেছেন সেটা সম্বন্ধে বলছি। এক ধরণের বাগান এখানে আছে যেগুলো বাজারে মোটামুটি credit পায়, যেহেতু বাজারে তাদের যথেষ্ট credit আছে সেহেতু কয়েকটি বাগান ভাল ভাবেই চালাচ্ছেন এবং শ্রমিকদেরও যখন যেটা দেওয়ার আছে সেটা তারা দিচ্ছেন। তাদের সম্পর্কে কোন সমস্যা বা case হলে সেটা মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু যে কয়েকটি বাগান marginal দশায় এসে পৌঁছেছে, তারা তাদের credit ইত্যাদি নিয়ে এমন একটা পর্য্যায়ে পৌঁছেছে যে বাজার থেকেও তারা আর ভাল credit পাননা। কেউ যদি বলেন যে সরকার কেন সেগুলো নিয়ে নিচ্ছেন না, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আজকে industrial যে Act রয়েছে সেই Act এর মধ্যে mismanagement বা আলাদা কিছুর জন্য plantation বাগান নেওয়ার কোন বিধান নেই। তা হলেও আমরা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে move করছি। mismanagement, plantation ইত্যাদি যেসমস্ত বাগানে আছে সেগুলোও যাতে নেওয়া যায় তার জন্য আমরা দাবী রেখেছি। দু'একটা labour conference এও সেই দাবী উঠেছে, সেটা সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে industry র সঙ্গে যুক্ত। আমি সংবাদ পেয়েছি সেটা এখনও ভারত সরকারের Industry বিভাগের বিবেচনাধীন আছে। সেটা অনুমোদিত হয়ে না এলে mismanagement এর জন্য সরকারী তরফ থেকে এ রকমের বাগানগুলোকে নেওয়ার কোন অর্থ নেই। মাননীয় সদস্য অভিযোগ করতে গিয়ে বলেছেন টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন শ্রমমন্ত্রী আরো কিছু করছেন না। আসলে একটা জিনিষ হচ্ছে এই তাদের যদি টাকা নেওয়ার credit এর অবস্থা থাকে তারা নিজেরাই সরাসরি যোগাযোগ করবে। তারা যদি যোগাযোগ না করে তাহলে শ্রমমন্ত্রী থেকে সেটা করার কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের যদি দাবী না থাকে, তাদের যদি বাজারে credit

না থাকে তাহলে শ্রমমন্ত্রী তার মধ্যে যাচ্ছেনা। যদি শ্রমদপ্তরের সাহায্য চাওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটার ক্ষেত্রে সাহায্য দেব। যেমন Housing এর কথা বলা হয়েছে, সেখানে Budget এর মধ্যে তার জন্য token provision রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেই অর্থের পরিমাণ আরও বাড়ানো যাবে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কোন মালিক এগিয়ে আসছেন না। ব্যক্তিগত ভাবে যখন আলাপ হয় আমি তখন তাদেরকে প্রবোচিত করার চেষ্টা করি তারা যাতে এই কাজগুলো করে। দু'একটা বাগান যে না করছে তা ও নয়, কয়েকটি বাগান আছে যেগুলোতে সব কিছু না করতে পারলেও মোটামুটি তারা সেভাবে করেছেন। কতগুলো বাগান আছে সেগুলো করতে পারছেন না, কিন্তু শ্রমদপ্তর তাদের এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। চায়ের যে বাজার সেটা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর।

কতগুলি বাগান আছে সেগুলি তারা করতে পারছেনা। কিন্তু শ্রমদপ্তর তাদের এই অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আরও একটা কারণ হচ্ছে যে কিছু টাকা বাকীও পড়ে যায়। মানুষ অবস্থার দাস। তারা বলেছেন, মালিকদের সঙ্গে হাত মিলানো হয়। একথা সত্য নয়। তারা ঘটনাকে বিকৃত করে এই সব পরিবেশন করছেন। কারণ চায়ের যে বাজার সেটা নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক চাহিদার উপর। এই Industry এর উপর আমাদের যতটুকু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সেটা আমরা দেব, তাহলেও সেটার বড় একটা বাজার আছে যেটা বাইরে বিক্রয় করা হয়। এই চায়ের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বাইরেও আরো কতকগুলি দেশ আছে, যারা সেখানে ভারতের সঙ্গে compete করছে। যারা খরিদ করছে তারাও চাহিদার উপর নির্ভর করে খরিদ করছে। তাদের সেখানে যখন চাহিদা কমে যায় বা আরো ভাল চা তারা চায় তখন তাদেরকে সেই চাহিদা অনুযায়ী চা না দিতে পারলে তারা খরিদ করেন না। সেজন্যই এবারে চায়ের দাম অনেক মন্দা পড়ে গেছে। যখন চায়ের দাম মন্দা হয় তখন মালিকেরা আর্থিক সঙ্কটে পড়ে যায়। কাজেই তারা শ্রমিকদের দাবী সকল ক্ষেত্রে মিটিয়ে দিতে পারেন না। সেজন্যই শ্রমিকদের দাবী তোলা এবং একটা একটা করে case Court এ দায়ের করা হয়। তারপর বলেছেন যে মহিলাদের delivery case এ ছুটি দেওয়া হয় না—এটা ঠিক নয়। তারজন্য প্রত্যেক বাগানেই তার ব্যবস্থা আছে। যদি এসকল ক্ষেত্রে কোন বাগান থেকে অভিযোগ আসে তাহলে শ্রমদপ্তর থেকে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তবে গত এক মাসের ভিতর এরূপ কোন অভিযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি কয়েকটি বাগান ঘুরে দেখেছি যে delivery case এ তাদের যা ছুটি দেওয়া বিধান, সেই অনুযায়ী তারা দিচ্ছেন। কিন্তু যেটা তারা দিতে কার্পণ্য করছেন সেটা হ'ল আগের পুরানো বকেয়া গুলির জন্য। আরো বোনাস এবং প্রভিডেণ্ড

ক্যাণ্ডের ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলো বাগানে পুরানো বোনাস দেওয়া হত না। সেখানে তাদের পূজার সময় বা কোন উৎসবে ২।৪ টাকা করে বকসিস দেওয়া হত। কিন্তু বোনাস আইন চালু হওয়ার পর, একসঙ্গে মালিকদের উপর অনেকগুলি টাকার চাপ এসে পড়েছে। কোন কোন ছোট ছোট বাগান আছে যারা কিছুই দিত না, আজ সেই সমস্ত দাবীও আদায়ের জন্য চাপ পড়ছে। যে সমস্ত বাগান চালু আছে তারা শ্রমিকদের দাবী পরিপূর্ণ ভাবে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্র হয়ত আছে সেখানে আমি শ্রমমন্ত্রী হয়ে সব কিছু জেনেও তাদেরকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারছিনা। কারণ সেই বাগানকে আইনানুগ ভাবে গ্রহণ করা বা পরিচালনা করার ব্যপারে শ্রমআইনের ধারা অনুযায়ী তার কোন সুযোগ নেই। শ্রমিকদের যে সকল case pending আছে সেগুলো যাতে তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয় তারজন্য শ্রমদপ্তর থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ বলা হচ্ছে যে শ্রমদপ্তর শুধু মালিকদের স্বার্থই দেখছেন, সেটা মোটেই সত্য নয়। ত্রিপুরার প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার শ্রমিক স্বার্থ বড় করে দেখছেন। অবশ্য সকল জায়গায় সকল ক্ষেত্রে সব অধিকার এবং টাকা সময় মত পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের কোন ন্যায্য অধিকারকে শ্রমদপ্তর অস্বীকার করছেন না এবং সব সময়ই তাদের দাবী আদায় করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আবার বলছেন যে Vocational trainig এর কথা। আজ Labour Budget এ যা আছে সেটা Indranagar এর I.T.I. এর আওতায় পড়ছে Vocational training এর ব্যবস্থা সেখনে হচ্ছে। কাজেই এটাকে inadequate বলা চলে না। তারও একটা সমস্যা আছে, অনেক ছেলে সেখানে training নিয়েছিল কিন্তু ত্রিপুরাতে সেরকম কোন Industry না থাকায় তারা চাকুরী পেত না বলে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। National Construction Company আসার পর এই সমস্ত ছেলে আজ আগের থেকে বেশী সংখ্যায় কাজ পেতে শুরু করেছেন। কাজেই এখানে inadequacy of provision বলা চলেনা। কাজেই আমাদের এখানে যে training centre আছে বা যে training facility আছে তার মধ্যেই আজ পরিপূর্ণ ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকটা হচ্ছে Inadequacy of provision of Labour Welfare Centre. আমি আগেও বলেছি যে আমাদের এখানে already সাতটা labour welfare centre আছে এবং এখানে যে বড় বড় বাগানগুলি আছে তার মধ্যে এগুলি কাজ করছে। এই যে বাগানের list দেওয়া হয়েছে তার registered শ্রমিক সংখ্যা খুব কম। কাজেই প্রত্যেকটিতে একটা কেন্দ্র খুলে কোন লাভ নাই, একটা কেন্দ্রে অন্ততঃ ৫০/৬০ জন বালক বালিকা যদি না থাকে, তাহলে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে না। সেখানে খুললেই হবে না, তারা কি কাজ করেছে তাও দেখতে হবে। আবার সেটাও আমরা অনুমান করছি, যে অর্থ সরকার ব্যয় করছে, তা কাজে লাগা উচিৎ। কাজেই আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছি এবং সেই হিসাবে

বালোয়ারীর ও প্রশিক্ষণ করা হচ্ছে। ৫টি বালোয়ারী আছে। ছোট্ট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা এবং আবৃত্তি শেখার সুযোগ দেওয়া হয় এবং একটু বড় হলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেখানে শ্রমদপ্তর থেকে তাদেরে টিফিনও দেওয়া হয়। কাজেই শ্রমিক কল্যানের জন্যই শ্রমদপ্তর থেকে Tea Industry গুলিতে কাজ করা হচ্ছে। Tea Industry হচ্ছে ত্রিপুরার একমাত্র Organised Industry এবং তাদের welfare এর জন্য সেই সমস্ত কাজগুলো করা হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই centre গুলিতে তারা যে সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন করে, শ্রমদপ্তর থেকে তা বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই এদিক দিয়ে শ্রমদপ্তর একটা সাফল্যজনক কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং আনুষঙ্গিক কাজগুলি করে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে।

শ্রমিকের সঙ্গে এপ্লয়মেন্টের কথা বলতে গিয়ে বলছি যে এ বিভাগ থেকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে শুধু এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ করা হচ্ছে তা নয় ত্রিপুরার বাহিরে Central Govt. এর চাকুরী যেমন পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট, মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট প্রভৃতি ডিপার্টমেন্টের যেখানে যেখানে ভেকেন্সি আছে Employment Exchange এর মারফত তার খোঁজ করে ত্রিপুরার ছেলেদের চাকুরীর সুযোগ করে দিচ্ছে। এর ফলে ত্রিপুরার বাহিরে বেশ কিছু সংখ্যক ত্রিপুরার ছেলেরা কাজ করছেন, কাজেই এই বাজেটে যে কাট মোশনটি রাখা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। এর মধ্যে যৌক্তিকতা কিছুই নেই। শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সব সময়ই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. DY. SPEAKER :—Now, I am putting the Demand to vote, Demand for grant No. 22. Ofcourse I shall put to vote the cut motions one after another. First the cut motion moved bv Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced by Rs 1/- to discuss on "শ্রম দপ্তরের শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার ব্যর্থতা সম্পর্কে"।

The cut motion was then put to vote and lost by voice vote.

Another cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma is that the demand be reduced by Rs 100/-, Inadeqhacy provision for imparting vocational training and recreational and educational facilities to labour.

The cut motion was then put to vote and lost by voice vote.

There is another cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs 100/-, Inadequacy of provision for Labonr Welfare Centre"

The cut motion was then put to vote and lost by voice vote.

Now I am putting the main demand to vote. Demand for grant No. 22 Major head 38--Labour and Employment,

The question before the House is that a sum not exceeding Rs 9,01,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 22—Labour & Employment.

The demand was then put to vote and passed by voice vote.

Information regarding Assembly Committees. For the purpose of election of Committees on Publie Accounts & Estimates for the year 1969-70 the Hon'ble Speaker has been pleased to fix the date or 7/4/69.

Now I would call on Hon'ble Chief Minister to move the Demand for Grant No. 26—Public works, Demand No. 27 Capital out lay on Public work ; Demand No. 28 Road & Water Transport Schemes; Demand No. 42 Capital out lay on other Works ; Demand No. 41 Capital out lay on Public Works ; Demand No. 24 Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non Commercial) & demand No. 39 Capital out lay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non Commercial)

SRI S. L. SINGH :—i) Hon'ble Speaker Sir, On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,17,38000/— [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970, in respect of Demand No. 26, Major Head 50 Public works.

ii) On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,75,000/— [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriatinn (Vote on Account) Bill, 1969] be

granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1970, inrespect of Demand No. 27, Major Head 52-Capital out lay on Public Works.

iii) MR. SPEAKER SIR, on the recommendation of the Administrator, I beg move that a sum not exceeding Rs. 30,000/— [inclusive of the sum specified in clumn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 28 (Major Head 57)—Road & water Transport Schemes.

iv) Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 1,49,60,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1970 in respect of demand No. 41 (Major Head 103) capital out lay on public works.

v) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,25.000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 42 (Major Head 109) capital outlay on other works.

vi) Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 14,51,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schdule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 24 (Major Head 44) Irrigation, Navigation, Embankment & Drianage works (Non-Commercial).

vii) Mr, Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 20,00,000/- [inclusive of the sums speci-

fied in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1969], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of demand No. 39 (Major Head 100) capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage works (Non-Commercial)

আমি আশা করি এই যে জনহিতকর কাজের জন্য টাকার অঙ্ক নির্দ্ধারিত হয়েছে প্রতিটি ডিমাণ্ডের মধ্য দিয়ে এটা হাউস সমর্থন করে জনহিতকর কাজগুলিকে, ত্রিপুরার উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

MR. DY. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion.

SRI AGHORE DEB BARMA :--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No 26—Public Works-দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে main এবং যেসকল ডিপার্টমেন্টগুলি বড় এই সকল ডিপার্টমেন্টগুলি সম্পর্কে Business Advisory Committee এমন ভাবে প্রগ্রাম করেছেন যে এইগুলি দিনের শেষে পড়েছে। আলোচনার জন্য সময় খুব কম। এইগুলি আলোচনা করতে অনেক সময়ের দরকার। এইগুলি প্রথম দিকে রাখার দরকার ছিল। যাহোক এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখলাম।

এই বাজেটে Public Work-ই একটা বড় অংশ। ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ Building constsuction, বাঁধ নির্মান এবং অন্যান্য জন কল্যাণ কার্য্যের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। প্রথমে একটা কথা বলছি যে এই ডিপার্টমেন্টে যে লুটের বাজার চলছে তার কয়েকটা instance আমি এখানে হাউসের সামনে রাখার চেষ্টা করছি। ১৯৬৬—৬৭ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যপূর্ত্ত দপ্তরের সিমেন্ট, সম্পর্কে এই হাউসের মধ্যে এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী reply দিলেন যে সিমেন্ট, লোহার রড ইত্যাদি আনার ব্যপারে সিমেন্টে ১৫ লক্ষ ৯৬ হাজার এবং লোহার রডে ৪ লক্ষ টাকা লোকশান হয়।

২য় উদাহরণ—তারপর ৩রা ফেব্রুয়ারী স্থানীয় একটা পত্রিকায় বাহির হইল "গুপ্ত প্রতারণা", সেটা হল খোয়াইতে কয়লা সপ্লাই সম্পর্কে। টেণ্ডার কল করে যাদেরে কন্ট্রাক দেওয়া হয়েছে, তারা যখন মাল বুঝাইয়ে দেয় তখন ১০০ কেজির জায়গায় তাদের ৯০ কেজির দাম দেওয়া হয়। এইভাবে সেখানে কন্ট্রাক্টারগণ আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তারা যখন এই সম্পর্কে representation ইত্যাদি দেন তখন Executive Eng. তাদের সোজা বলে দেন আপনারা case করুন, কোর্টে যান। টেণ্ডার কল করার পরও টেণ্ডার এক্সেপ্ট করার পরও according to tender rules and regulations অনুসারে তাদেরে ডিপ্রাইভড

করা হয়। আর একটা কথা হচ্ছে ইদানিং শেকের কোটে যে পুলের construction হচ্ছে সেখানে যেসমস্ত কাঠ দেওয়ার কথা ছিল সেই সমস্ত কাঠ দেওয়া হয় নাই। যেখানে করই কাঠ দেওয়ার কথা ছিল সেখানে গর্জ্জন ইত্যাদি বাজে কাঠ দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে পেপারে উঠেছিল এবং এনকোয়েরী করা হয়েছে কিনা আমি জানি না। আর একটি ঘঠনার কথা বলছি। বিশালগড় অঞ্চলে দুনীতির জন্য কাজ কর্ম সব হেল্‌ডআপ হয়ে আছে। বিশালগড কাম থানা রোড। ১৯৬৫ সালে এটার টেণ্ডার কল করা হয় এবং এর পর টেণ্ডার এক্‌সেপ্ট করা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রাস্তার জন্য কোন ল্যাণ্ড একুইজিশান করা হয় নাই। রাস্তার কোন এলাইনমেণ্ট হচ্ছে না। অর্থাৎ রাস্তা করার কোন অর্ডার দেওয়া হচ্ছে না। ১৯৬৫ সালে সাব টেণ্ডার কল করা হয়েছে সেটার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই হল অবস্থা।

আর একটি ছোট ঘটনা, অবশ্য এই সম্পর্কে আগেও প্রশ্ন হয়ে গিয়েছে তবু আমি বলছি. জহর ব্রীজের পুর্বদিকে ভাঙ্গা কালী মন্দিরের পিছনে যে রাস্তা সেখানে দয়ানন্দ বর্মণ বলে এক ব্যক্তি আছে, তাকে ঐ ভাঙ্গা কালীমন্দিরের জায়গাটুকু, মন্দির ভাঙ্গার ফলে যে জায়গা খালি হয়েছে, সেটা দেওয়ার কারসাজি চলছে। এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার আছে। ঐ স্থানে এক ভদ্রলোকের পাকাবাড়ী এবং সেনেটারী লেট্রিন ইত্যাদি একুইজিশান করা হয়। তাকে টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পায়খানাটা ভদ্রলোককে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে এবং ইদানিং যে জায়গা ভেকেট করা হয়েছে তা ঐ ভদ্রলোককে দেওয়ার কারসাজি চলছে।

আর অনেকদিন আগে P. W. D-র মাল রাখার জন্য প্রগতি স্কুলের কাছে কনট্রাক্টর যজ্ঞেশ্বর সরকারের ৪ কানি জায়গা একোয়ার করা হয়েছিল। কিন্তু এখন করা হচ্ছে কি? ঐ জায়গাটাকে রিলিজ করে মাননীয় C. M. মহোদয়ের সাঙ্গপাঙ্গ যেমন রাধিকা গুপ্ত আছেন, এবং এইরকম অনেক তাদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার কারসাজি চলছে। ঐ যজ্ঞেশ্বর সরকার নাকি মাননীয় Chief Commissioner-এর কাছে একটা representationও দিয়েছেন এই সম্পর্কে।

N. P. C. C. সম্পর্কে অনেক ঘটনা আছে। National Project Construction Corporation সংক্ষেপে N. P. C. C. ডম্বুর হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট সম্পর্কে আমি বলছি। সেখানে প্রজেক্ট ষ্টাফ একদল আছেন আর P. W. D-র ডিপার্টমেন্টাল ষ্টাফ একদল আছেন। একই সরকারের অধীনে তারা কাজ করছেন অথচ তারমধ্যে অনেক difference. যারা প্রজেক্ট ষ্টাফ তারা বিভিন্ন ধরণের এলাউন্স পাবেন, যেমন বিনা পয়সায় water এবং electric facilities পাবেন। এইভাবে অনেক facilities প্রজেক্ট ষ্টাফদের দেওয়া হচ্ছে। আর যারা ডিপার্ট-

মেন্টাল ষ্টাফ একই সরকারের অধীনে একই কেটাগুরিতে কাজ করছেন অথচ তারা সেইসব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না।

ত্রিপুরার মধ্যে বহু ইঞ্জিনীয়ার বেকার। এত ইঞ্জিনীয়ার যে বেকার তা আমার ব্যক্তিগত ধারণার মধ্যে ছিল না। কিছুদিন আগে বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়—পাশকরা বহু ইঞ্জিনীয়ার বেকার, এর মধ্যে পলিটেকনিক থেকে পাশকরাও আছে। আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছি। প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ ইঞ্জিনীয়ার বেকার। আমি একথাও স্বীকার করি ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক, ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় কাজ করতে পারে, এতে কোন বাধা নেই। তবু আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আমাদের ত্রিপুরা সবদিক দিয়েই পিছিয়ে আছে। ইণ্ডাষ্ট্রি নেই, রাস্তাঘাট নেই—সেইদিক দিয়ে ত্রিপুরার ছেলে যারা Government-এর সাহায্য পেয়ে বাইরে থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এসেছেন, তাদেরকে এইসব প্রজেক্টে কাজ দেওয়া হয় না কেন? আজকে ত্রিপুরাতে এত বেকার থাকা সত্বেও N.P.C.C-র সমস্ত ষ্টাফ বাইরে থেকে আনা হয়েছে তার কারণ হল N. P. C. C. কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্ব্বাদপুষ্ট। গত ১৩ই মার্চ্চ রবিবার গণ-সন্ধানী পত্রিকায় এই সম্পর্কে অনেক তথ্য বাহির হইয়াছে। জানিনা মাননীয় মন্ত্রীগণ সমস্ত খবরা খবর রাখেন কিনা। সেখানে দুর্নীতির বহু তথ্য বাহির হইয়াছে। এমন কি ৫৲ টাকার কাজ করেও নাকি ৫ হাজার টাকার বিল করে নেওয়া হচ্ছে। কেন না এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্ব্বাদপুষ্ট, এর বিরুদ্ধে কিছু বলার নাই। কাজেই যা খুশি তাই করা হচ্ছে। আমার মুল প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত ষ্টাফে আমাদের ত্রিপুরার যুবকগণকে নিয়োগ করলেই পারতেন কেন তাহারা বাহির থেকে আনবে। কিন্তু তাহা করা হয়নি। এমন ঘটনাও এখানে ঘটেছে ত্রিপুরাতে যেসব কন্ট্রাক্ট কাজ চলেছে যেমন ঈশান, কলিকাতার কোম্পানী। আরেকজন পাঞ্জাবী আসছেন পাঠনা থেকে। এগুলি আমার প্র্যাচ নয়। তবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে staff সব বাহির থেকে আনা হল, এমন কি যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর তারাও সবাই বাহির থেকে আসছে। কাজেই এদিকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে কনষ্ট্রাকসনের নামে আজকে যদি এভাবে টাকা লুট পাট হয় তবে সামগ্রীকভাবে আমাদের স্বার্থের ক্ষতি হবে। কাজেই সেদিকে আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। আরো বলব যদি আরো ভিতরের দিকে যাই তবে দেখব যেমন Superin tendent Engineer, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয় ছিল না। যাই হউক যতটুকু আমি খবর পেয়েছি A. K. Paul, Superentendent Engineer হিসাবে এখানে আছেন। উনাকে যখন Appointment দেওয়া হয় তখন তাঁর মাত্র ৫ বৎসরের

Experience ছিলেন। এই ত্রিপুরাতেই উনার চেয়েই আরো ৮ বৎসরের বেশী Experienced এবং qualifide লোক ছিলেন। মাইথন প্রজেক্টে বা দামোদর প্রজেক্টে কাজ করেছেন এই ধরণের লোক এখানে ছিলেন কিন্তু তাদিগকে না নিয়ে A. K. Paul কে এখানে Superintendent of project করা হয়েছে। N.P.C.C. Project Superintendent করা হল। এই সম্পর্কে C.P. W. এর মধ্যে কতকগুলি Rules of Regulation আছে যে কোন কিছু করতে হলে তার অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু এখানে তার কোন অনুমোদন নেওয়া হয় নাই। আর যখন নিযুক্তি দেওয়া হয় তখন উহাও ত্রিপুরা সরকার ভাল ভাবেই জানেন যে উনি যখন আগে উড়িষ্যা চাকুরী করিতেন তখন তার বিরুদ্ধে উড়িষ্যা সরকারের ভিজিলেন্সের একটা কেইস ছিল। সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার জানেন না এমন কথা বলতে পারেন না। এই অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাকে এখানে Appointment দেওয়া হল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই সম্পর্কে যে Rulesগুলি আছে সেগুলি follow করা হয় নাই। সেইজন্য এই সম্পর্কে অভিযোগ করে মাননীয় Judicial courtএ case করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও উনারা A.K, Paulকে এই পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু কেন? আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই ভদ্রলোক থেকে অনেক বেশী Experienced লোক থাকেন তবে তাকে না দিয়ে উনাকে দেওয়া হল কেন। তা থেকেই সমস্ত কাজ কর্ম, কন্ট্রাক্টর থেকে সমস্ত ষ্টাফই বাইরের ধরা ছোয়ার বাইরে সমস্ত কিছু এই অবস্থার মধ্যে। আমাদের গোমতী প্রজেক্টের উপর ত্রিপুরার সামগ্রীক উন্নতি, অগ্রগতি নির্ভর করছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে যেন চিন্তা করা হয়, যেহেতু তিনি বাইরের লোক কোন না একটা গুণের অধিকারী নিশ্চয়ই হবেন। হয়ত তৈল মর্দন না হয়ত কিছু ভাগ বাটবার মধ্যে কিছু না কিছু একটা থাকবে। তা না হলে এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে কেইস থাকা সত্ত্বেও রাতারাতি Executive Engineer থেকে প্রমোশন পেয়ে Superintending Engineer হয়ে গেলেন। সেটা কি করে হয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে শুনতে পাই ইদানিং একটা চকচকে এম্বেচেডর কিনে সমস্ত ত্রিপুরাতে ঘোরাফিরি করছেন। অবশ্য আমিও দুই একবার দেখেছি। ভদ্রলোকের এ্যাম্বেচেডর কিনাই হয়ে গিয়েছে তার মানে আরো অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে। তিনি এখন আর এখানে থাকতে চান না। তিনি এখন সসম্মানে এখান থেকে সরে পড়তে পারলে ভাল মনে করেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমি কেন বলছি যে এটা লুটের বাজার; জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নতির জন্য অগ্রগতির জন্য আমরা অর্থ বরাদ্দ করি। আজকে এই বরাদ্দকৃত অর্থগুলি নিয়ে যদি ছিনিমিনি খেলা হয়, এখানে যদি [illegible] প্রশ্ন উঠে, যে আমাকে বেশী ভাগ দিবে তাকেই আমি রাখব যদি সমস্ত আইন কানুন [illegible] দিয়ে এই সব করা হয়, তাহলে আজকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন এই প্রশ্ন উঠে? আজকে কাজ কর্মগুলি ঠিক

ঠিক ভাবে হবে কিনা এটা যথেষ্ট সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আর একটি কথা, দুর্গানগর থেকে কল্পনগর পর্য্যন্ত রাস্তাটার জন্য বহুদিন থেকে, আমরা T.T.C আমল থেকে শুনে আসছি, প্রতিবৎসর বাজেটে টাকা ধরা হয়। সম্ভবত election-এর আগে ৬৬ সনে কিছুটা কাজ আরম্ভ হয়েছিল ৬৭ সনে সামান্য কিছু হয়েছে, মাঝে মাঝে রাস্তা হওয়ার আগেই ছড়া এবং ডেবাগুলির উপর ব্রীজ দেখা যায়। রাস্তা হওয়ার আগেই টেম্পরারী পুলগুলি করা হয়ে গিয়েছে, রাস্তার সঙ্গে কোন যোগাযোগই নাই। আমি যতদূর জানি বর্ত্তমানে কাজটা বন্ধ হয়ে আছে। কাজগুলি যদি ঠিক ঠিক না করা হয়, অর্দ্ধেক করে ফেলে রাখা হয়, তাহলে ঠিকঠিক ভাবে কাজত হবেই না মাঝ থেকে টাকার অপচয় হবে। জনসাধারণের কোন উপকারে আসে না। এই সম্পর্কে আমার একটা constructive suggestion ছিল, দুর্গানগর বাজারের পরেই যে বুড়ী নদী আছে, এই বুড়ীনদীর উপর পুল দেওয়া একটা অসম্ভব ব্যপার, অবশ্য আজকে বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা কিছু পারবনা এমন কথা নয়। কিন্তু এটার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সেই জন্য একটা প্রস্তাব আমি T.T.C আমল থেকে দিয়ে আসছিলাম—লালসীমুড়া থেকে চেবির খোলা দিয়ে ঘুরিয়ে রাস্তাটা যদি কল্পনগর পর্য্যন্ত নেওয়া যায় তাহলে এই পুলটাকে avoid করা যায় এবং এতে রাস্তা direct বাঙ্গা-পাঙ্গার উপর দিয়ে করা যায় এবং এতে রাস্তা অনেক short হবে এবং বর্ডার রক্ষার জন্য এটা অনেক সুবিধাজনক হবে। কথা আছে চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী! কারণ টাকা আছে গৌরীসেনের, খরচ করতে হবে, খরচ করা চাই। বুড়ীগাঙ্গের দুই পারে রাস্তাগুলিতে যখন মাটি দেওয়া হয়, টেম্পরারী ব্রীজ যেগুলি করা হয়, যেমন চেত্রী, এবং কাতমারা ঘাট, অন্যান্য জায়গায় বছর বছর যে টেম্পরারী ব্রীজগুলি দেওয়া হয় বর্ষাকাল আসলে ব্রীজগুলি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক সেই রকম দুর্গানগরের পাশে বুড়ীগাঙ্গের দুইপাড়ে যে মাটি দেওয়া হয় বর্ষাকালে বানে সব সাফ করে নিয়ে যায়। কাজেই এই ভাবে ইচ্ছা করে টাকা খরচ করার কোন অর্থ নাই। এবং এইভাবে ইচ্ছা করে টাকা নষ্ট করার অধিকার এই সরকারকে কেউ দেয় নাই। কাজেই যদি করতে হয় শক্তভাবে করা উচিৎ যাতে রাস্তা মজবুত হয়—তার উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু তা করবেন না। বাজেটে টাকা আছে খরচ করতে হবে খরচ করা হয়।

আম্পাসা বগাফা রোড, এটা প্লেনের রাস্তা বহুদিন যাবৎ চলছে। একটা কথা প্রায়ই শুনা যায় যে ত্রিপুরার মধ্যে লেবার পাওয়া যায় না অবশ্য সেই রকম Expert labour নাও থাকতে পারে। কিন্তু আজকে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে যে কোন কাজ করে যেতে প্রস্তুত। ডম্বুর প্রজেক্টেও দেখেছি শিলচর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে বহু লেবার এনেছে। ইচ্ছা করলে একটু কষ্ট নিলে এই ডিপার্টমেন্ট এই রাজ্য থেকে বহু লেবার সংগ্রহ করতে

পারত তাতে আমাদের ভবিষ্যত Contractor এর পক্ষে সহায়ক হত। সব সময় অন্য প্রদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতনা। সেই দিকে কোন দৃষ্টি নাই।
ভাটি মাছমারা প্রভৃতি স্থানেও আমি দেখেছি কণ্ট্রাক্টররা, বিহার, রাচী ইত্যাদি জায়গায় থেকে বহু লেবার নিয়ে আসে। আমাদের এখানের লেবার দিয়ে প্রথম প্রথম হয়ত অসুবিধা হবে। কারণ তাদের অভ্যাস নাই, কিন্তু আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাদেরে নিয়োগ করা দরকার। আজকে সবকিছুতেই আমরা দেখি টাকা উপার্জ্জন কিভাবে করা যায় সেটাই হল একমাত্র লক্ষ্য। এই আম্পাসা বগাফা রোডটা অনেকদিন যাবৎ চলছে, হচ্ছে এই কথা মিনিষ্টারেরা সব সময় বলে থাকেন।
SRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটি কথা বলতে হয় অবশ্য আগেও যে বলিনি তা নয়। যেমন নূতন বাজারের রাস্তাটির Extension এর কাজ তখন আরম্ভ হচ্ছে, সেখানে ইটের soling করা হচ্ছে, কিন্তু অনেক পূর্ব্বে এগুলো করতে পারত। Dumber Project এর work আরম্ভ হওয়ার আগেই এগুলো করতে পারত। কারণ এটা একটা জানা কথা যে প্রজেক্টের কাজে হাত দিলেই প্রথমত রাস্তা মজবুত করা দরকার। এ অবস্থাগুলো জানা স্বত্বেও এগুলো তারা করেনি। ফলে বর্ষাকাল আসলে এই রাস্তা দিয়ে মালবোঝাই গাড়ী চলাফেরা করতে পারেনা, কাওমারা হতে চেলাগাও পর্যন্ত রাস্তাটি ২৪ মাইল, যেটা গোমতী নদীর কাওমারা গাট এবং নূতন বাজারের গোমতী নদীর পুল, ২ টাকে avoid করার জন্য করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ১২ মাইল, আর ওদিক দিয়ে হচ্ছে ২৪ মাইল, এটা হলে দুটা পুলকে avoid করা যায়, এবং গন্দের ভাল। কিন্তু এই রাস্তা Complete হবে কিনা সন্দেহ। এই বাজেটে এই ব্যপারে মাত্র ১০,০০০ টাকা আছে। এই সামান্য টাকায় কি রাস্তা Complete করা হবে? সেখানে culvert ও আছে, অনেক bridge দিতে হবে, soling দিতে হবে। কাজেই আধাআধি করে পড়ে থাকবে, অথবা অনেক টাকা খরচ হবে। এই রাস্তাটি আজকে border রক্ষার প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ। জলায়া, সাব্রুমের শিলাছড়া পর্যন্ত এই রাস্তায় যোগাযোগ সুন্দর ভাবে করা যায়, এই রাস্তা করলে regular Motor Service চলতে পারে। কিন্তু যে টাকা এখানে বরাদ্দ আছে তাদিয়ে এ রাস্তাটি Complete করার কোন অবস্থা আমি দেখছিনা। আর একটি কথা হচ্ছে বিলোনীয়া জোলাই বাড়ীর দক্ষিন দিকে ঠাকুরছড়া থেকে মুহুরী বাজারের দক্ষিণ দিক দিয়ে সোজা বিলোনীয়া সহর পর্যন্ত একটা রাস্তা হওয়া দরকার। আজকে রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই বুঝেন বিলোনীয়া রাস্তাটিতে temperory bridge দেওয়া হয় বর্ষাকাল এলে পুলগুলো ভাসাইয়ে নিয়ে যায় অর্থাৎ অনেকগুলো টাকা অনর্থক খরচ হয়। কাজেই সেখানে শক্ত পুল দেওয়া দরকার। কিন্তু এই বাজেটে সেই Provision নেই। বিলোনীয়াতে যে একটা

Permanent bridge হবে সেটা আশা করার উপায় নাই। যদিও বিলোনীয়া is one of the most important town. কাজেই সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করে আমি একটি constructive suggestion হাউসের মধ্যে রাখছি। বিলোনীয়ার জোলাই বাড়ীর দক্ষিণ দিবে যেখানে ঠাকুরছড়া আছে সেখান থেকে আরম্ভ করে মুহুরী বাজারের দক্ষিণ দিক দিয়ে রাস্ত দিয়ে বিলোনীয়া যাওয়া যায়। অবশ্য আজকে সীমান্ত রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ঋধ্যমুখ থেকে মুহুরীপুর দিয়ে একটি রাস্তা করা যায় তাহলে উভয় দিক দিয়ে উপকৃত হবে। বহুদিন আগে forest Deptt থেকে একটি রাস্তা করা হয়েছিল পূর্ব্বলক্ষ্মীবিল হতে টাকারজলা পর্য্যন্ত। কিন্তু সেই রাস্তা আর সংস্কার করা হয়নি। মাঝে মাঝে পুল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। এই সম্পর্কে তাই আমি একটা Constructive suggestion রাখতে চাই, বুড়ী নদীর উপরে পুল দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ব্ব লক্ষ্মীবিল দিয়া কলকলিয়া বা পেকার জলা দিয়া মোহনপুর দিয়ে আগের যে রাস্তা আছে ও upto টাকার জলা পর্য্যন্ত, সেখানে কোন বড় bridge পড়বেনা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছড়ার মধ্যে Culvert দিলেই চলবে, সুন্দর রাস্তা হবে, মানুষের চলাচলের দিক দিয়ে সহজ হবে, তাতে ধানিজমিও নষ্ট হবেনা। টিলার মধ্য দিয়ে রাস্তাটি নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। সেটা করা দরকার। আর একটা কথা হচ্ছে অবশ্য বাজেটের মধ্যে Provision ও রাখা হয়েছে আগরতলা থেকে কাঠালতলী, কাঠালতলী হতে আমতলী, আমতলী হতে জম্পুইজলা, জম্পুইজলা থেকে উদয়পুর একটি রাস্তার Provision বাজেটের মধ্যে আছে, অবশ্য আগের বাজেটেও ছিল। কিন্তু জম্পুইজলা পর্য্যন্ত রাস্তার Costruction শেষ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তবে যতদূর সম্ভব রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু culvert, bridge ইত্যাদি এখন পর্যন্ত হয়নি। এগুলো তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। জম্পুইজলা হতে গুলিরাই কবরা বাজার পর্যন্ত যেখানে উদয়পুর যাওয়ার রাস্তার সঙ্গে সংযোগ করা যায়, লোঙ্গায় লোঙ্গায় রাস্তাটি করা যায়, খুব বেশী ধানি জমিও নষ্ট হবে না। বহুদিন পূর্বে কোন মহারাজার আমলে সেখানে একটি রাস্তা বোধ হয় করা হয়েছিল, সেখান দিয়ে গরুর গাড়ী ইদানিংও চলছে, আগেও চলত। কাজেই, রাস্তাটি করতে খুব বেশী খরচ পড়বে না, কোন নদীও পড়বে না, ধানি জমিও নষ্ট হবে না। লালসিংমুড়ায় P.W.D. এর একটি রাস্তা আছে, এটাতে বহুদিন পর্যন্ত কোন সংস্কার করা হচ্ছেনা। কেন যে এটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে আমি বুঝতে পারিনা। এই রাস্তাটি খুবই দরকার। আমি আগেও বলেছিলাম বিশালগড় থেকে উদয়পুর আনতে গেলে লালসিংমুড়া, লালসিংমুড়া হতে বক্স নগর, পর্যান্ত সহজ রাস্তা করা যায়। কালাছড়া এবং পদ্মবিল পর্যান্ত যে রাস্তা বা সুবল সিং থেকে পদ্মবিল পর্যন্ত যে রাস্তা সারা বৎসরই সেটা দিয়ে বাস চলাচল করে। বর্ষাকালে বড়মুড়া পাহাড়ের উপরে বাস উঠলে কোন সময় যে নীচে পড়ে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই।

আমি নিজেও এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি। একটা risky অবস্থা এই রাস্তাটা যে কেন করা হচ্ছেনা আমি বুঝিনা। Border রক্ষার প্রয়োজনে খোয়াই চেত্রী নদী পার হয়ে খোয়াই নদী দিয়ে পদ্মবিল দিয়ে entire border রক্ষা করা সম্ভবপর নয় কাজেই এই রাস্তাটা শক্ত ভাবে করা দরকার। তেলিয়ামুড়া হতে অমরপুর যাওয়ার যে রাস্তা গতবর্ষাকালে প্রথমে বাস চলাচল করেছিল সেই রাস্তা দিয়ে। পরে সমস্ত ইটের soling উঠে যাওয়ার ফলে মটরের tyre নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর বাস চলে নাই। কাজেই এই রাস্তাটি repair করা দরকার। আজ সামগ্রিকভাবে দেখতে গেল যদিও বাজেটে টাকা পয়সা যথেষ্ট পরিমানে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়। এই টাকা পয়সা ঠিকঠিক ভাবে খরচ করা হয় না. ত্রিপুরা আজ যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকদিয়ে আজও অত্যন্ত অনুন্নত রাজ্য। সামান্য বৃষ্টি হলেই দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে সমস্ত Postal যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের P.W.D রাস্তাঘাট করার ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়ার দরকার, বর্ত্তমানে রাজ্য সরকার যে ভাবে কাজ করছেন তাতে ত্রিপুরাকে আরও উন্নত ও অগ্রসর করা দরকার। সেটা ঠিকঠিক ভাবে হচ্ছে না। তবে এখানে যে কিছুই হয় নাই আমি একথা বলবনা। গত তিনটি পরিকল্পনার রাস্তা তৈরী করার খাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এগুলো যদি ঠিকঠিক ভাবে খরচ করা হত লুটপাট না হত তাহলে ত্রিপুরাকে যোগা-যোগক্ষেত্রে আরও অনেকদূর অগ্রসর করা যেত।

কিন্তু ঠিক সেইভাবে করা হচ্ছে না। লক্ষ্য হচ্ছে কে কত টাকা মারবে বা কিভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হবে, উন্নতির দিকে তাদের খেয়াল নেই। কিভাবে নিজেদের বা আত্মীয়-স্বজনের, বন্ধুবান্ধবের পকেট ভারী করা যায় সেটাই হল তাদের লক্ষ্য। উন্নতির-অগ্রগতির নামে মোটা টাকা যদিও বাজেটে রাখা হয়, কাজে এগুলো ব্যবহার হয় না ঠিকভাবে। এটাই আমার বক্তব্য। এ সম্পর্কে আরো কতগুলি কথা আছে। যেমন capital outlay on public works, road & water transport schemes, capital outlay on other works—এই সমস্ত অনেক কিছু আছে। অর্থাৎ যেখানে বাঁধ দেওয়া দরকার, flood protection দেওয়া দরকার তা কার্য্যতঃ হচ্ছে না। অথচ বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে। আজকে একটা প্রশ্ন হচ্ছে—এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বা জনসাধারণের উন্নতির জন্য এগুলো করা হচ্ছে, কিন্তু কথা হচ্ছে বর্ষাকালে যখন সামান্য একটা flood হয় তখন সমস্ত জমি জলে ভাসিয়া যায়। শহর বা গ্রামাঞ্চলের ঘরবাড়ী জলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের থাকতে হয়। এগুলো থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য আমরা যদি বলি যে কোন্ কাজটা আমরা করেছি? তাহলে দেখব কোনটাই আমরা করতে পারিনি। তাই আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভর হয়ে থাকি।

যদিও আমরা বলি যে আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করছি, তথাপি আমরা প্রকৃতিকে জয় বা প্রতিরোধ করতে এখনও পারছি না অথবা বিপদ-আপদে control করার মত ক্ষমতা এখনও প্রয়োগ করতে পারিনি যদিও আমাদের ক্ষমতা আছে। তাই এই Budget-এ বিভিন্ন item-এর মধ্যে যে টাকা-পয়সা ধরা হয়েছে, এইগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হত তাহলে আজকে জনসাধারণের কিছু না কিছু সাহায্য হত। যে সমস্ত Embankment দেওয়া হয়, Irrigation-এর purpose-এ যে সমস্ত করা হয় তাতে অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সকলেরই জানা কথা। যেমন ছিছিমাছড়াতে একটা বাঁধ ৪২ হাজার টাকা খরচ করে দেওয়া হয়েছিল, তারপর রাঙাপানীছড়াতে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, সদরের দক্ষিণে সিনাইছড়িতে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল—এমন বহু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে purpose ত serve হয়নি। কাজেই আজকে আমি যেসব instance দিয়েছি, সেগুলো যদি সামগ্রিকভাবে নিজেদের মধ্যে লুট করে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হয় তাহলে এই অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। তারজন্য ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। এইভাবে লুটের বাজার করে রাজত্ব আর বেশীদিন চলবে না। তাই মন্ত্রী মহোদয়গণের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

MR. SPEAKER :—Discussion on the remaining demand will be taken up to-morrow.

Now I am going to the next item of Business.

Next item in the list of Business is Private Members' Resolution.

Now the discussion on the Resolution moved by Shri Aghore Deb Barma. It was not concluded on the 28th March, 1969 it shall be continued. I would now call on Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal. He will please finish his speech within 15 minutes.

SHRI RABINDRA CH. DEB RANKHAL :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে চেষ্টা করব। ত্রিপুরার উপজাতিরা দলে দলে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য একটি প্রস্তাব এনেছেন যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করা হউক। এই ক্ষেত্রে তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য হল—তাদের প্ররোচনায় আজ তারা অন্যত্র চলে যাচ্ছে, এরজন্য একমাত্র দায়ী বিরোধীদলের সদস্যরাই। তাদের দ্বারাই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে আজ তারা এর উপর motion আনেন। সেংক্রাক হল শান্তিসেনার ছদ্মবেশী নাম। পঞ্চম তপশীল হল চীনা কমিউনিষ্টদের ছদ্মবেশী নাম। আজ তারা কিছু কিছু বুঝতে পারায় তাদের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় তাদেরকে

control-এ আনতে না পারায় আজ House-এ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কাজেই আমি এটা কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনা। তারা আজ control করতে পারে নাই বলে রুলিং পার্টি'কে দোষী করতে চায়। যখন আমাদের ত্রিপুরাতে শান্তিসেনা, সেংক্রাক পার্টি সৃষ্টি হয় তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেস পার্টি হতে আমরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছি এবং শান্তি কমিটি গঠন করেছি ও volunteer কমিটি গঠন করেছি। ঐ দলের দ্বারা ধরা পড়েছে তারা পরিস্কারভাবে পরিচয় দিয়েছে যে কার দ্বারা ঐ দল সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী কমিউনিষ্টদের দ্বারা আজ পর্য্যন্ত ১২৬ জন লোক নিখোঁজ। খোয়াই সাব-ডিভিশন এবং সদরের পূর্ব অংশে এই কমিটি গঠন করার জন্য........

(Interruption)

তারা কোথায় আছে আজ পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। কেউ বলে পিকিং-এ আছে, কেউ বলে রাশিয়াতে আছে, কেউ বলে কালাটিলার ভিতরে আছে, কেউ বলে বড়মুড়ার অঘোর জঙ্গলের মধ্যে আছে। তারা তো আজ পর্য্যন্ত বলে নাই যে তাদের বের করার জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হউক। তাই আমি হাউসের কাছে আবেদন করব—তাদের খুঁজে বের করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হউক। এখনো তাদের ছেলেমেয়েরা কি অবস্থায় আছে সেটা বলা যায় না। আজ ২১।২২ বৎসর অতীত হল এখনো কারো কারো কপালে সিঁদুর আছে। আবার হিন্দুধর্ম্মমতে ১২ বৎসর পর কেউ কেউ শাঁখা-সিঁদুর ত্যাগ করেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা নিরীহ আদিবাসী জনসাধারণকে শিক্ষা সমিতির নামে নানা বড় বড় বুলি দিয়ে লোকজন কিছু জমিয়ে গণমুক্তি পরিষদ, মুক্তি ফৌজ দল গঠন করে, কিন্তু তার ছদ্মনাম হল কমিউনিষ্ট পার্টি। তারা আদিবাসীদের কাছে একথা তখন প্রকাশ করে নাই যে তারা কমিউনিষ্ট পার্টির লোক। কেননা, তারা তা জানতে পারলে তাদের সাথে যোগদান করবে না। ঐ গণমুক্তি ফৌজের আন্দোলনের slogan ছিল 'বাঙ্গালী খেদাও'। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তখন চাকুরী করতাম। তারা তখন ছদ্মবেশে পলাতক ছিলেন। আমি ঐ পলাতক লোকগুলোর নাম বলব। ভূতপূর্ব M. P. শ্রীদশরথ দেববর্মার নাম ছিল—লাম্প্রা, লাম্প্রা শব্দের অর্থ হল কমিউনিষ্ট। সুধন্বা দেববর্মার নাম ছিল বং—অর্থ হল ভল্লুক, জুমে তিনি বাস করতেন। হেমন্ত দেববর্মার নাম ছিল গরুপাইক্কা, গরুপাইক্কার অর্থ হল গরুপাখী। রবীন্দ্র দেববর্মার নাম ছিল—রঞ্জিত।

SHRI AGHORE DEBBARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা point of order আছে। আমার point of order টি হল যে সকল ব্যাক্তি এখানে উপস্থিত নাই, তাদের সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য এরূপ অপমানসূচক মন্তব্য করতে পারেন কিনা ?

SRI S. L. SINGH :—Hon'ble speaker sir he also spoke in the House

in absence of other members Just now he spoke about the name of Sri. A. K, Paul He was not pretent in the house. Now he can not chnllange it ...(intrruiption)

SHKI RABINDRA CH. DEB RANKHAL :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা নিখোঁজ তাদের নাম মোটামোটি ভাবে আমার নিকট আছে। তারা প্রথম ত্রিপুরাতে কংগ্রেস মেম্বার ছিলেন, এটা Govt. এর কাছে record আছে। নব চন্দ্র কপরা, এবং তার এক ছেলে এবং এক ভাগিনা ১৯৫২ ইংরাজী হতে আজ পর্য্যন্ত নিখোঁজ। পিকিংএ আছে বলে প্রকাশ। মহিম সর্দ্দার, বাপ ও ছেলে সহ এক পরিবারের ৬জন নিখোঁজ ঘরে বাতি দেওয়ার পর্য্যন্ত কেউ নেই। ত্রিপুরাতে যখন কংগ্রেস সৃষ্টি হয় তখন তিনি মেম্বার ছিলেন। রাজচন্দ্র দলপতি নিজে এক ভাই ও এক ভাগিনা, রাধাচরণ সর্দ্দার, (দেববর্ম্মা) তিন ছেলে দুই নাতি, কল্যাণ-পুরের এক তহশীলদার, ২ পিয়ন এবং PWD. এর ডাকপিয়ন নাম হল গুপ্ত, Contractor তিনজন, বহু নাম আছে। ১১৭ জন লোকের নাম পড়া সম্ভব নয়। তবে বার হালামের মধ্যে সীতা নারায়ণকে নিয়ে গেছে। বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় তখন ত্রিপুরার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তান রিয়াং জমাতিয়া, হালাম একত্রিত হয়ে একটা বার হালাম কমিটি গঠন করে সর্দ্দারের সঙ্গে এবং ত্রিপুরার কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করে Defence Party গঠন করায় মাত্র ১জন হালামকে নিতে পারে। ১২১ জনের মধ্যে ১০২ জন দেববর্ম্মা আর সব বাঙ্গালী। মাননীয় স্পীকার স্যার এই সব লোক আজও কি জীবিত আছে নাকি নাই বলতে পারিনা। তাদের বাড়ীতে গিয়ে পরিবারের অবস্থা দেখলে চোখে জল এসে পড়ে। এখনও প্রায় ৮ জন লোক আমার কাছে পালিত। প্রথম যখন ইলেকসান হয় তখন নৃপেন চক্রবর্ত্তী, বীরেন দত্ত মহাশয় তাদের আশ্রয় নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ করল। তখন দশরথ দেববর্মা, বীরেন দত্ত এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা বলং, অর্থাৎ 'জঙ্গলী', তখন কেবল বলা হ'ত 'ক্লাংদি'। 'ক্লাংদি' হ'ল নিয়ে যাও। ত্রিপুরাতে তখন 'ক্লাংদি' অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। একথা আমরা যারা একমাত্র fieldএ আছি তারাই জানি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনুসন্ধান কমিটি গঠন করার জন্য যে motion আনা হয়েছে তা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনা। কেন না তাদের যে সৃষ্টি ছদ্মনাম 'স্যাংক্রাক' তার কতজন গেছে পাকিস্থানে, কতজন আছে মিজোর সঙ্গে আর যারা নিরীহ তারা তাদের ভয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে আঠারমুড়া খোয়াই সাবডিভিসানে, লংথরাই, অমরপুর সাব-ডিভিসানে, ডম্বুরনগর ইত্যাদি জায়গার আত্মরক্ষার জন্য চলে গেছে। তবে অন্যরাজ্যে খুব কমই গেছে। স্যাংক্রাকরা কাকমাং আটমাং এবং মিজোদের সঙ্গেই বেশী গেছে। আমাদের যা কাজ তা আমরা তা করেছি। ভলান্টীয়ার শান্তি কমিটি করেছি। এইসব কারণে

এখন একটু শান্ত আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লম্মন সেন, অনন্ত তাদেরে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছে. এটা আমরা পরিষ্কার ভাবে জানি। মাননীয় বিরোধী সদস্যগণও এ বিষয়ে ভালভাবে জানেন। তবে পাকিস্তান সরকার প্রথমে তাদেরে বিশ্বাস করতে পারে নি, তারা মনে করেছিল যে এটা ত্রিপুরা সরকারের একটা চালাকি। পাকিস্তানের ক্ষতি করার জন্য এটা করা করা হচ্ছে। তারপর যখন বুঝতে পারল যে এটা কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক গঠিত তখন তারা তাদের সঙ্গে হাত মিলাল। তারপর মিজো ও প্রথমে তাদের বিশ্বাস করতে পারে নি। আমরা পরস্পর শুনি যে মিজো বা পাকিস্তান দ্বারা তারা গঠিত। কিন্তু তা নয়। এই স্যাংক্রাক বামপন্থী কমিউনিষ্ট দ্বারাই গঠিত। আমি অনেকবার ঐদিকে গিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে আমার অনেক আলাপ আলোচনাও হয়েছে। তারা হল কমিউনিষ্ট। তাদের একটা জাতীয় দাবী আছে। সে সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলাপও হয়েছে। তারপর তাদের সঙ্গে যুক্তি করে কিছু লোক মিজোতে, কিছু লোক পাকিস্থানে পাঠিয়েছে, আর বাকী যারা রয়েছে তারা পলাতক হয়ে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন ইত্যাদি করছে। এই সমস্ত লোকের ভয়ে আজ নিরীহ উপজাতিরা নিজের জন্মস্থান. ঘড় বাড়ী ছেড়ে অন্যান্য সাব-ডিভিসানে চলে যাচ্ছে। আমরা যাহাতে তাহাদিগকে ভালভাবে রাখতে পারি সেই জন্য আমাদের Ruling Party কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু, যে প্রস্তাব রেখেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Minister Shri T. M. Das Gupta.

SRI T. M. DAS GUPTA :—Mr Speaker Sir, House এর মধ্যে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি এবং আমার পূর্বে মাননীয় সদস্য শ্রীরবি রাংখল মহাশয় এই বিষয়ের প্রতি তার বক্তব্য রেখেছেন তবে উনি যখন বক্তৃতা করেন এবং এই প্রস্তাবের উপর তারও একটা reply আছে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন। কিন্তু তিনি যেভাবে তার বক্তব্যকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেটা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছিনা। রবিবাবু হয়ত বাংলা খুব ভাল জানেন না সেইজন্য হয়ত তার বক্তব্যের মধ্যে তিনি আটকে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি তার বক্তব্য জোড়ের সঙ্গে House এর সম্মুখে রেখেছেন। সেইদিক দিয়ে আজকে আমি আমার বক্তব্য বেশী বলার প্রয়োজন মনে করছিনা। আজকে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন ত্রিপুরার উপজাতীয়দের মধ্যে রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার পেছনে সঠিক তথ্য ও প্রকৃত কারণগুলি অনুসন্ধান করার জন্যে রাজ্যের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক। আজকে তদন্ত যদি মূখ্য বক্তব্য থাকত তাহলে সেখানে বলার কিছু ছিল না এবং এই কথাটাই বোধ হয় আমার মাননীয় সদস্য পূর্বে বুঝাতে চেয়েছেন যে তার ভাবার মধ্যে কি উদ্দেশ্যটা নিহিত আছে।

কারণ আদিবাসীদের মঙ্গল করাই যদি লক্ষ্য থাকত তাহলে বলতে পারতেন যে আদিবাসীদের জন্যই এখানে একটি আদিবাসী উপদেষ্টা কমিটি আছে। সেখানে মাননীয় সদস্যরাও আছেন এবং আরও অন্যান্য আদিবাসীরা আছেন প্রয়োজন মত সেখান থেকে Sub-committee করে নিয়ে, সেই জিনিষটার কোন প্রয়োজন থাকে তবে সেটা করা যেত, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করা যেত কি তার করা যায়। আসলে জানার উদ্দেশ্যটাই হল কারণ, কিন্তু প্রতি-বিধানের কোন প্রস্তাব নেই। কারণটা কি এটার। কারণ জানলে পর কি হবে। তার প্রস্তাব যদি আনতে হয় তবে তার কারণটাও জানতে হবে। কাজের প্রতিবিধানও থাকতে হবে। একটা প্রস্তাব যখন গ্রহণ করবে House তখন তার মধ্যে কি কারণ কি প্রতিবিধান সমস্ত কিছু জেনে তারই প্রস্তাব এটার মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু সেটা আসল লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে দেখাতে হবে যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক। আসল উদ্দেশ্য হল যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একজন করে প্রতিনিধি এবং সেটা যদি থাকে তবে আমার বন্ধু যে কথা বলেছেন যে আজকে হয়ত তারা ভাবছে এই যে জিনিষটা আছে।

আজকাল রাজনৈতিক দল বহু, ভারতবর্ষে ৩২টি রাজনৈতিক দল আছে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ত্রিপুরায়ও কম বেশী রাজনৈতিক দল আছে। তার সংজ্ঞা কে তৈরী করবে। তার মানে যখন এই কথাটা কোন কারণে গ্রহণ করা হয় তখন সংজ্ঞা করতে হবে যে এটাও রাজনৈতিক দল। উপজাতি দল, যুবক দল, সেটাও রাজনৈতিক দল। এইরকম দল ভারী করে কিছু একটা বক্তব্য বা কিছু একটা ইচ্ছা যেটা এই প্রস্তাবের মধ্যে নেই সেটা হয়ত তাদের মনের ভিতরে আছে; সেটাকে হয়ত তারা তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করবে। আমরা আজ বাস্তবের মধ্যে কি দেখি? কিছু লোক যাচ্ছে, সেই সংবাদ সরকারও পাচ্ছে। কিন্তু এই সংবাদ পাচ্ছে যে তারা কোন অঞ্চল থেকে যাচ্ছে। যেখানে সাংক্রাক অধ্যুষিত অঞ্চল, যে অঞ্চলে সাংক্রাক অনবরত ঘুরাঘুরি করছে, চাঁদা আদায় করেছে সেই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরাই গিয়েছে! কাজেই এটা আজকে তারা বুঝতে পেরেছে এবং এটা সাধারণ লোকের কাছে জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই যে একটা ঘটনা তার পেছনে সাংক্রাক দল আছে, তাদেরকে পেছন থেকে যারা মদত জোগাচ্ছে তারা হচ্ছে একজন সম্পূর্ণভাবে দায়ী এবং কোন রাজনৈতি দল একজন্য দায়ী সেটা জনসাধারণের বুঝতে বাকী নেই। যেহেতু আজকে জনসাধারণের মনের মধ্যে আস্তে আস্তে ধারণা খুব গভীর ভাবে দাগ কাটছে। কাজেই নূতন ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য তারা Assemblyতে এই প্রস্তাব এনে-ছেন। প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে এটাকে গ্রহণ করিয়ে যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নেওয়া যায় তার জন্যই তাদের এই প্রচেষ্টা। প্রস্তাব গ্রহণ করে তারা তখন বলবে ত্রিপুরার

আজকে আরও ২৫টি রাজনৈতিক দল আছে, সেই সমস্ত দল নিশ্চয়ই তাদের পকেটস্থ হবে এবং তখন তারা বলবে যে আমরা অনুসন্ধান করে দেখলাম এর জন্য অমুক হচ্ছে দায়ী। কাজেই আজকে এই ঘটনাটা জনসাধারণের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সেই ঘটনাটার উপর একটা আবরণ সৃষ্টি করার জন্য তারা এই প্রস্তাবটা এনেছেন। তারই জন্য প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই তদন্ত কমিটির সুপারিশ। এখানে হচ্ছে তাদের মুন্সিয়ানা ওকালতি, এই সুযোগে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কমিটি কিছু বাড়ানো হউক এবং তা বাড়িয়ে তাদেরকে আমার মধ্যে আনা হউক এবং তারপরে দেখানো হউক যে একা বিরাট রাজনৈতিক দল হয়েছে, প্রতিনিধি হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে একটা যুক্তফ্রন্ট তৈরী করা যায় কিনা এই রকম একটা মতলব তাদের মধ্যে আছে বলে মনে হয়। কাজেই এই ধরনের উদ্দেশ্য মূলক, যেটার দ্বারা উদ্বাস্তু, উপজাতীয়দের কোন রকম উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এই রকম একটা প্রস্তাব এই Assembly কোন মতেই গ্রহণ করতে পারে না। প্রস্তাবটাই হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত সেই কারণে এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি।

MR. SPEAKER :—Shri Aghore DebBarma. He will speak only for 5 miuntes.

SHRI AGHORE DEBBARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রস্তাব যখন move করি তখন আমি বিশেষ যুক্তি দেই নাই। সামান্য move করেই আমি বসে পড়েছিলাম। আমি যে প্রস্তাবটা রেখেছি সেটা অত্যন্ত constructive, সরকারী পক্ষ থেকে ও অনেক সময় বলা হয় যে আমরা সকলের সহযোগীতা চাই। আজকে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল যদি এই ক্ষেত্রে এক হয় তাহলে এই সমস্যাটা আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে পারব। কাজেই সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে এক হয় সেটাই তো আমার approach। কিন্তু তার জবাবে বলেছেন আমার প্রস্তাবটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত। আমি জানি আজকে চীফ মিনিষ্টার শচীন সিংহ & কোং, এই সরকার from the very begining ত্রিপুরা উপজাতিদেরে কিভাবে উৎখাত করা যায় তার ষড়যন্ত্র করে আসছে বহুদিন থেকে। কাজেই এটাতে গাত্র দাহ হবেই। আজকে অত্যন্ত constructive প্রস্তাব যদি হাউসে আসে তাতেও তাদের গাত্র দাহ হয়। কারণ Tribal দের এখানে থাকতে দেবনা, Tribalদের উৎখাত করা হবে, এই হল তাদের উদ্দেশ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে হমুমন্তিয়া কমিশন এবং ডেবর কমিশন Tribal দের সম্পর্কে অনেক report রেখেছেন। কিন্তু এগুলো পড়লেও এখানে Mr. Singha যে Tribal দের উচ্ছেদ করতে চান, কিন্তু মনে রাখা দরকার একটা সম্প্রদায়কে, তারা নিরক্ষর হতে পারে, পশ্চাৎপদ হতে পারে কিন্তু তাদেরকে উচ্ছেদ করা এত সহজ নয়। ইতিহাসে তার উচিত শিক্ষা দিবে। আজ

Mr. Rankhal সম্পর্কে আমার সামান্য বক্তব্য আছে। আমাদের ব্যাঙের রাজার কথা বলা হয়। এক সাধু নাকি বলেছিল যে একটি বুড়ো সাপের ব্যাঙ ধরে খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তখন সে গর্তের মধ্যে থাকে। কারণ কুরকুরেতে ১০৬৩ সালে যখন এ, কে, চন্দ্র সুধা এসেছিল তখন আমাদের বর্তমান Agriculture Directors উদয়পুরের Zonal S. D. O. ছিলেন তিনিও সেই কুরকুরের মধ্যে একটা জুমিয়া কলোনী মতসুম, কাইপেং এবং অন্যান্য জুমিয়াদের জন্য করা হয়েছিল। সেখানে ঐ জমাতিয়াদের ৮ কানির একটা জোত আছে। কিন্তু টাকার লোভে দালালী করে ঐ জায়গা বেআইনীভাবে গর্গগনি কলোইর কাছে বিক্রি করে দেয়। Schedule cast & Schdule tribes এর কমিশনের A. K. Chanda পর্য্যন্ত সেটা দেখে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তার মত মানুষ এই সমস্ত বলবেই তিনি নিজের সমাজের উপকারত করবেনই না বরং সমাজ কিভাবে ধ্বংস করা যায় এই তার কাজ। ওনার মুখে যে সমস্ত কথা বাহির হইয়াছে এতে অস্বাভাবিক কিছু না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। আমি প্রত্যেকটা রাজনৈতিক পার্টিকে এই ব্যপারে একমত হওয়ার জন্য approach করেছি। এই ব্যপারে যদি আন্তরিকতা থাকত তাহলে তারা এগিয়ে আসতেন। তারা অবশ্য অনেক সময় বলে থাকেন যে আমরা সকলের সহযোগীতা করতে চাই। অমুকটা জাতীয় সমস্যা, অমুকটা এই সমস্যা, উপজাতীয়দের বেলায় একমত হন না। রেলের প্রস্তাবে আমরা এক হয়েছি। যদি আমার এই এপ্রোচটা ভূল হয় থাকে তারা যদি সংশোধীত আকারে ও মোভ করতেন তাহলেও আমি তা accept করে নিতাম। এই হাউসে আমার অনেক প্রস্তাব যখন কংগ্রেস মেম্বারগণ সংশোধিত আকারে মোভ করেছেন তখন আমি তা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। আজকে যদি tribal দেরে রক্ষা করার একান্ত ইচ্ছা থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে আসতেন। যদি ভাষায় কোন ভূল থাকে, এপ্রোচে কোন গোলমাল হয়ে থাকে তাহলে তা সংশোধিত আকারে মোভ করতে পারতেন। কিন্তু তাদের ইচ্ছা নাই যে ট্রাইবেলরা এখানে বেঁচে থাকুক। ট্রাইবেলদেরে উচ্ছেদ করাই তাদেরে ইচ্ছা। যে সমস্ত জায়গায়T. D. Block হয়েছে সেখানে tribal রা বেশীর ভাগ উচ্ছেদ হয়েছে। আর অমরপুর entirely tribal reserve সেখানে আজকে বহু কলোনী করা হয়েছে, বহু development work লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে করা হয়েছে। আজকে যদি আমরা সেখানে যাই, দেখতে পাই বাক্কারাই রিয়াং কলোনী, কায়স্ত পাড়া কলোনী কিছুই সেখানে নাই। সমস্ত কলোনী ফাঁকা। আমরা দেখি সমস্ত অমরপুর বাজারে মহাজনদের গদিতে লাইন ধরে বসে আছে মালের বোঝা বহন করার জন্য। এতেও তাদের পেট ভরছে না। দিনের পর দিন তারা উপবাসে প্রাণ দিচ্ছে। এই ভাবে আজকে তারা tribal দেরে এই রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। এই অবস্থা

সহ্য করা হবেনা। ইতিহাস থেকে তাদেরে শিক্ষা নিতেই হবে। এই বলে আমি আমার প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I am putting to vote the resolution moved by Sri Aghore Deb Barma.

The resolution was then put to vote and lost by voice vote. The House stands adjourned till 11. a m on wednesday, the 2nd April, 1969.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 36.

By Shri Aghore Deb Barma.

Will the Minister-in -charge of the Tribal welfare/Community Development Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Whetherit is fact that a good number of Tribal Families have migrated from Dharmanagar and Kailashahar Sub-Division out side Tripura during the last six months ?
2. If it is fact the total number of families, name of villages respectively and the reasons thereof ?

ANSWER

1. No Tribal Family has deserted from Kailashahar Sub-division. 135 Tribal families have left Dharmanagar Sub-division.
2. 135 tribal families have left villages Kanchanpur, Najachara and Patichara under Dharmanagar Sub-division, mainly with the intention to carry on juming in Assam.

UNSTARIED QUESTION No. 297.

BY SHRI ABBIRAM DEB BARMA.

QUESTION

১) ত্রিপুরার কোন্ মহকুমায় ক) Community Development খ) R.W.S. গ) Local Development এবং ঘ) P.W. Deptt. মাধ্যমে কতটি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল সংস্থাপন করা হইয়াছে, তাহার হিসাব।

২) উহার মধ্যে কতটি অকেজো হইয়া আছে তাহার হিসাব।

৩) মেরামতের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে উহা মেরামতের জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে ?

৪) এ বরাদ্দ যথেষ্ট না হইলে উহা বাড়ানো হইবে কিনা ?

ANSWER

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষ।

UNSTARIED QUESTION NO. 394
SHRI NISHIKANTA SARKAR.

প্রশ্ন

উদয়পুর ব্লকের আওতায় ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার এবং ডেভলাপমেন্ট বিভাগ হইতে কোন্ কোন্ গাঁও সভায় রাস্তা, ব্রীজ, বাঁধ ও টেষ্ট রিলিফের কাজ ১৯৬৮—৬৯ পর্য্যন্ত সমাধা করা হইয়াছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—3-6-69—150